

সুনানু ইবনে মাজাহ্

(তৃতীয় খণ্ড)

আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ
ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী

সুনানু ইবনে মাজাহ্

(তৃতীয় খণ্ড)

মূল : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কায্বীনী (র)

অনুবাদকবৃন্দ : মাওলানা মুহাম্মদ মুসা
মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ
মাওলানা আবুল বাশার আখন্দ

সম্পাদনা : ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দিক
মাওলানা এ.কে.এম আবদুস সালাম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সুনানু ইবনে মাজাহ (তৃতীয় খণ্ড)

উন্নয়ন প্রকল্প

মূল : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ আল-কায্বীনী (র)

প্রকাশকাল

ফাল্গুন ১৪০৮

জিলহজ্জ ১৪২৩

মার্চ ২০০২

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৯৩

ইফাবা প্রকাশনা : ২০৪১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৬

ISBN : 984-06-0652-2

গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক :

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুদ্রণ :

মুহাম্মদ মুনসুরউদ্দৌল্লাহ পাহুলোয়ান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

বাঁধাই :

আল-আমীন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস

৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা

প্রচ্ছদ অংকন

জসিম উদ্দিন

মূল্য : ২৬২.০০ (দুই শত বাষট্টি) টাকা মাত্র

SUNANU IBN MAZAH (3rd Volume) : Compiled by Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Mazah Al-Qazbiny (Rh.) in Arabic, translated into Bangali by Moulana Mohammad Musa, Moulana Abu Taher Mesbah, Moulana Abul Bashar Akhand and Published by Muhammad Abdur Rab, Director, Translation & Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Shere bangla Nagar, Dhaka-1207.

Price : Tk. 262.00

US Dollar : 11.00

March-2002

মহাপরিচালকের কথা

সমাজের অন্যায়-অত্যাচার ও অশান্তি-বিশৃংখলা দূর করে স্থায়ীভাবে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এ প্রতিষ্ঠানটি মানুষের কল্যাণার্থে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য শুরু করে সুদূর প্রসারী কর্মকান্ড।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, মহানবী (সা)-এর জীবনীসহ অন্যান্য মূল্যবান ইসলামী গ্রন্থের অনুবাদের কাজ এর অন্যতম। এ যাবত এই প্রতিষ্ঠান থেকে কুরআন, হাদীস, তাফসীরসহ বহু ইসলামী গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এসব গ্রন্থ সর্বস্তরের মানুষের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। এসব গ্রন্থের মাধ্যমে এদেশের মানুষ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী পবিত্র কুরআন। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মহানবী (সা)-এর হাদীস। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা সংক্ষিপ্ত ও ইংগিতবহু। অল্প কথায় এতে ব্যাপক বিষয় আলোচিত হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে হাদীস জানা একান্ত জরুরী। হাদীস সংকলকগণ শুধু হাদীসগুলোই লিপিবদ্ধ করেননি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ হতে সংকলক পর্যন্ত হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের ধারাবাহিকতাও এসব গ্রন্থে নির্ভুলভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। সবচেয়ে বিষয়কর ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগের হাজার হাজার হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কিরামের জীবনালেখ্য 'আসমাউর রিজাল' বিষয়ক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যেমনটি পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির নিকট নেই।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন এবং তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থে শুধু তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহই সংকলিত হয়েছে। এ ধরনের সংকলন গ্রন্থের মধ্যে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ অন্যতম। এই গ্রন্থগুলো 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' নামে পরিচিত।

ইতিপূর্বে এই প্রতিষ্ঠান থেকে ইবনে মাজাহর দুইটি খণ্ডসহ 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'র অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এইবার প্রকাশিত হলো আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ আল-কায্বীন (র) সংকলিত সিহাহ্ সিত্তাহ্র অন্যতম গ্রন্থ ইবনে মাজাহ-এর বাংলা অনুবাদের সর্বশেষ ও তৃতীয় খণ্ড। এ ধরনের একটি মূল্যবান হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা সত্যি আনন্দবোধ করছি এবং আল্লাহ আ'আলার শুকরিয়া আদায় করছি।

গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক এবং প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই খিদ্মতটুকু কবুল করুন। আমীন!

সৈয়দ আশরাফ আলী

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং তাঁর অনুমোদন ও সমর্থনকে হাদীস বলা হয়। পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী আর হাদীস হলো তার ব্যাখ্যা। কুরআন হলো, মূল প্রদীপ আর হাদীস হলো তা থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কিছু বলতেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুবহু তা মুখস্থ করে ফেলতেন এবং যখন তিনি কিছু করতেন সাহাবায়ে কিরাম (রা) তা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতেন ও মনে রাখতেন। কুরআন ও হাদীসের সংমিশ্রণের আশংকায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে ব্যাপকভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রচলন ছিল না। পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয় এবং অসংখ্য হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। এ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বুখারী, মুসলিম, নাসাই, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ অন্যতম। এই ছয়খানি গ্রন্থকে এক কথায় 'সিহাহ্ সিভাহ্' (ছয়টি বিশ্বস্ত হাদীস গ্রন্থ) বলা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ ইতিমধ্যে ইবনে মাজাহ দ্বিতীয় খণ্ড সহ সিহাহ্ সিভাহ্‌র অপর পাঁচটি হাদীসগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে জনগণের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। মহানবী (সা)-এর অমিয়বাণী সম্বলিত এসব গ্রন্থ এদেশের মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এবার আমরা প্রকাশ করলাম ইবনে মাজাহর বাংলা অনুবাদের সর্বশেষ তৃতীয় খণ্ড।

ইবনে মাজাহ একটি অনন্য সাধারণ হাদীস গ্রন্থ। হাদীস চয়ন এবং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাদীসের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস গ্রন্থটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। ফিকহ্ গ্রন্থের আংগিকে এর অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ নির্ধারিত হওয়ায় ফকীহগণের নিকট গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই গ্রন্থটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে এমন কতকগুলো হাদীস সংকলিত হয়েছে, যা সিহাহ্ সিভাহ্‌র অপর কোন গ্রন্থের উল্লেখিত হয়নি। এই গ্রন্থে ৪৩৪১টি হাদীস রয়েছে।

বিভিন্ন অনুবাদক ও প্রাজ্ঞ সম্পাদকবৃন্দ এবং গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যাপারে যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে আমরা জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। তা সত্ত্বেও সুধীজনের নজরে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশা আল্লাহ।

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ

শিরোনাম

পৃষ্ঠা

অধ্যায় : মানাসিক

২৭-১৩০

অনুচ্ছেদ :	হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হওয়া	২৯
অনুচ্ছেদ :	হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা	৩০
অনুচ্ছেদ :	হজ্জ ও উমরার ফযীলত	৩১
অনুচ্ছেদ :	বাহনে চড়ে হজ্জ আদায় করা	৩২
অনুচ্ছেদ :	হাজ্জীগণের দু'আর ফযীলত	৩৩
অনুচ্ছেদ :	কিসে হজ্জ ফরয হয়	৩৫
অনুচ্ছেদ :	অভিভাবক ব্যতীত মহিলাদের হজ্জ করা	৩৫
অনুচ্ছেদ :	মহিলাদের জিহাদ হলো হজ্জ	৩৬
অনুচ্ছেদ :	মৃতের পক্ষ থেকে হজ্জ করা	৩৭
অনুচ্ছেদ :	জীবিত ব্যক্তি হজ্জ করতে অপারগ হলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা	৩৮
অনুচ্ছেদ :	শিশুদের হজ্জের বিবরণ	৪০
অনুচ্ছেদ :	হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধার বিবরণ	৪০
অনুচ্ছেদ :	বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মীকাতের বর্ণনা	৪১
অনুচ্ছেদ :	ইহরাম বাঁধা	৪২
অনুচ্ছেদ :	তালবিয়ার বর্ণনা	৪৩
অনুচ্ছেদ :	উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা	৪৪
অনুচ্ছেদ :	ইহরামধারী ব্যক্তির অনবরত তালবিয়া পাঠের ফযীলত	৪৫
অনুচ্ছেদ :	ইহরামবস্ত্র পরিধানের সময় সুগন্ধির ব্যবহার	৪৬
অনুচ্ছেদ :	মুহরিম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরিধান করবে	৪৬
অনুচ্ছেদ :	কাপড় ও জুতা না থাকলে মুহরিম ব্যক্তি পায়জামা ও মোজা পরিধান করবে	৪৭
অনুচ্ছেদ :	ইহরাম অবস্থায় যে সব আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত	৪৮
অনুচ্ছেদ :	মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুইতে পারে	৪৯
অনুচ্ছেদ :	মুহরিম স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডলে কাপড় লটকানো	৫০
অনুচ্ছেদ :	হজ্জে শর্ত আরোপ করা	৫০
অনুচ্ছেদ :	হেরেম এলাকায় প্রবেশ	৫১

[আট]

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	পবিত্র মক্কায় প্রবেশ	৫২
অনুচ্ছেদ :	হাজ্জের আসওয়াদে চুম্বন করা	৫৩
অনুচ্ছেদ :	লাঠির সাহায্যে করুনে (আসওয়াদ)-কে চুমা দেওয়া	৫৪
অনুচ্ছেদ :	বায়তুল্লাহর চারপাশে রামল করা	৫৫
অনুচ্ছেদ :	ইযতিবার বর্ণনা	৫৭
অনুচ্ছেদ :	হাতীম ও তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত	৫৭
অনুচ্ছেদ :	তাওয়াফের ফযীলত	৫৮
অনুচ্ছেদ :	তাওয়াফ শেষে দুই রাক'আত সালাত আদায় করা	৫৯
অনুচ্ছেদ :	অসুস্থ ব্যক্তির আরোহণ অবস্থায় তাওয়াফ	৬০
অনুচ্ছেদ :	মূলতাহিম-এর বর্ণনা	৬১
অনুচ্ছেদ :	ঋতুমতী মহিলা তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অবশিষ্ট হুকুম পালন করবে	৬২
অনুচ্ছেদ :	ইফরাদ হজ্জের বর্ণনা	৬২
অনুচ্ছেদ :	একই ইহ্রামের হজ্জ ও উমরা আদায় করা	৬৩
অনুচ্ছেদ :	কিরান হজ্জ পালনকারীর তাওয়াফ	৬৫
অনুচ্ছেদ :	উমরা ও হজ্জসহ তামাত্তো হজ্জের বর্ণনা	৬৬
অনুচ্ছেদ :	হজ্জের ইহ্রাম ছেড়ে দেওয়া ন পকে	৬৭
অনুচ্ছেদ :	যে বলে, বিশেষ কারণে হজ্জের ইহ্রাম ছেড়ে দেওয়া যায়	৭০
অনুচ্ছেদ :	সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা	৭০
অনুচ্ছেদ :	উমরার বর্ণনা	৭২
অনুচ্ছেদ :	রমযান মাসে উমরা করার বর্ণনা	৭২
অনুচ্ছেদ :	যিলকাদ মাসের উমরা	৭৩
অনুচ্ছেদ :	রজব মাসের উমরা	৭৪
অনুচ্ছেদ :	তান্ঈম নামক স্থান থেকে উমরা করা	৭৪
অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধে	৭৬
অনুচ্ছেদ :	নবী (স) কতটি উমরা করেছেন	৭৬
অনুচ্ছেদ :	মিনার উদ্দেশ্যে বের হওয়া	৭৭
অনুচ্ছেদ :	মিনায় অবতরণ	৭৭
অনুচ্ছেদ :	ভোরবেলা মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়া	৭৮
অনুচ্ছেদ :	আরাফাতে অবতরণের স্থান	৭৮
অনুচ্ছেদ :	আরাফাতে অবস্থান স্থল	৭৯

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	আরাফাতের দু'আ	৮০
অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি মুজদালিফার রাতে ফজরের পূর্বেই আরাফাতে চলে আসে	৮১
অনুচ্ছেদ :	আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন	৮৩
অনুচ্ছেদ :	প্রয়োজনবোধে আরাফাত ও মুযদালিফার মাঝে অবতরণ করা	৮৩
অনুচ্ছেদ :	মুযদালিফায় দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা	৮৪
অনুচ্ছেদ :	মুযদালিফায় অবস্থান	৮৫
অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মুযদালিফা থেকে দূরে ভাগে চলে যায় ..	৮৬
অনুচ্ছেদ :	কোন সাইজের কংকর নিক্ষেপ করবে	৮৭
অনুচ্ছেদ :	কোথায় দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে হয়	৮৮
অনুচ্ছেদ :	জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর তথায় অবস্থান করবে না	৮৯
অনুচ্ছেদ :	আরোহণ করা অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করা	৮৯
অনুচ্ছেদ :	ওজরবশত কংকর নিক্ষেপে বিলম্ব করা	৯০
অনুচ্ছেদ :	শিশুদের তরফ থেকে কংকর নিক্ষেপ ..	৯১
অনুচ্ছেদ :	হাজ্জ আদায়কারী কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে	৯১
অনুচ্ছেদ :	জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর হাজ্জীদের জন্য যা বৈধ হয়	৯২
অনুচ্ছেদ :	মাথামুগুনের বর্ণনা	৯২
অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি মাথার চুল একত্রে ভামিয়ে নেয়	৯৩
অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর বর্ণনা	৯৪
অনুচ্ছেদ :	হজ্জের অনুষ্ঠানাদি আগে পরে করা	৯৪
অনুচ্ছেদ :	তাশরীকের দিবসসমূহে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা	৯৬
অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর দিন ভাষণ প্রদান	৯৭
অনুচ্ছেদ :	বায়তুল্লাহ যিয়ারতের বর্ণনা	১০০
অনুচ্ছেদ :	যমযমের পানি পান করা	১০০
অনুচ্ছেদ :	পবিত্র কা'বা গৃহে প্রবেশ করা	১০১
অনুচ্ছেদ :	মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান	১০২
অনুচ্ছেদ :	মুহাস্সাবে অবতরণ করা	১০৩
অনুচ্ছেদ :	বিদায়ী তাওয়াফ	১০৪
অনুচ্ছেদ :	ঋতুমতী স্ত্রীলোক বিদায়ী তাওয়াফ না করে প্রস্থান করতে পারে	১০৪
অনুচ্ছেদ :	রাসূলুল্লাহ (স)-এর হজ্জ	১০৫
অনুচ্ছেদ :	হজ্জ যাতায়াত পথে বাধাগ্রস্ত হলে	১১৪

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	বাঁধাগ্রস্ত হলে তার ফিদ্যা	১১৫
অনুচ্ছেদ :	মুহর্রিম ব্যক্তির শিংগা লাগানো	১১৭
অনুচ্ছেদ :	ইহরামধারী ব্যক্তি কি ধরনের তেল মাখতে পারে	১১৭
অনুচ্ছেদ :	ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে	১১৭
অনুচ্ছেদ :	মুহর্রিম ব্যক্তি শিকার করলে তার কাফফারা	১১৮
অনুচ্ছেদ :	মুহর্রিম ব্যক্তি যে সব প্রাণী হত্যা করতে পারে	১১৯
অনুচ্ছেদ :	মুহর্রিম ব্যক্তির জন্য যে ধরনের শিকার নিষিদ্ধ	১২০
অনুচ্ছেদ :	মুহর্রিম ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শিকার না করা হলে সে তার গৌশত খেতে পারে	১২১
অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরানো	১২১
অনুচ্ছেদ :	বকরীর গলায় মালা পরানো	১২২
অনুচ্ছেদ :	উটের কুঁজ ফেড়ে দেয়ার বর্ণনা	১২২
অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর পশুকে কাপড়ের ঝুল পরানো	১২৩
অনুচ্ছেদ :	নর ও মাদী উভয় ধরনের পশু কুরবানী দেয়া	১২৩
অনুচ্ছেদ :	মীকাত অতিক্রম করেও কুরবানীর পশু নেয়া যায়	১২৪
অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা	১২৪
অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর পশু পশ্চিমমধ্যে অচল হয়ে পড়লে	১২৫
অনুচ্ছেদ :	মক্কা শরীফের বাড়ী-ঘর ভাঙে দেওয়া	১২৫
অনুচ্ছেদ :	পবিত্র মক্কার ফযীলত	১২৬
অনুচ্ছেদ :	মদীনা শরীফের ফযীলত	১২৭
অনুচ্ছেদ :	পবিত্র কা'বা গৃহের সম্পদ	১২৮
অনুচ্ছেদ :	পবিত্র মক্কার রমযানের সিয়াম পালন করা	১২৯
অনুচ্ছেদ :	বৃষ্টির মধ্যে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করা	১৩০
অনুচ্ছেদ :	পদব্রজে হজ্জ করা	১৩০

অধ্যায় : আদাহী-কুরবানী

১৩১-২৪৮

অনুচ্ছেদ :	রাসূলুল্লাহ (স)-এর কুরবানী	১৩৩
অনুচ্ছেদ :	কুরবানী ওয়াজিব কিনা	১৩৫
অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর সাওয়াব	১৩৬
অনুচ্ছেদ :	যে ধরনের পশু কুরবানী করা উত্তম	১৩৭
অনুচ্ছেদ :	উট ও গরুর কতজন শরীক হওয়া যায়	১৩৮

[এগার]

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	কতটি বকরী একটি উটের সমান হতে পারে	১৩৯
অনুচ্ছেদ :	যে ধরনের পশু কুরবানী করা উচিত	১৪০
অনুচ্ছেদ :	যে ধরনের পশু কুরবানী করা মাকরুহ	১৪১
অনুচ্ছেদ :	কোন ব্যক্তি কুরবানীর জন্য উত্তম পশু ক্রয় করল, অতঃপর এর খুঁজ হলো	১৪২
অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি গোটা পরিবারে পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী করে	১৪৩
অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি কুরবানী করতে চায় সে যেন যিলহজ্জ মাসের এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত নিজের নখ ও চুল কাটে	১৪৪
অনুচ্ছেদ :	ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করা নিষিদ্ধ	১৪৪
অনুচ্ছেদ :	স্বহস্তে কুরবানীর পশু যবাহ করা উত্তম	১৪৬
অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর চামড়া	১৪৭
অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর গোশত থেকে আহার করা	১৪৭
অনুচ্ছেদ :	কুরবানীর গোশত সঞ্চয় করে রাখা	১৪৭
অনুচ্ছেদ :	ঈদের মাঠে কুরবানী করা	১৪৮

অধ্যায় ৪ যবাহ করার বর্ণনা

১৪৯-১৬৪

অনুচ্ছেদ :	আকীকা	১৫১
অনুচ্ছেদ :	ফারাআ ও আতীরা	১৫৩
অনুচ্ছেদ :	যবাহ করার সময় উত্তমরূপে যবাহ করা	১৫৪
অনুচ্ছেদ :	যবাহ করার সময় 'বিসমিলাহ' বলা	১৫৫
অনুচ্ছেদ :	যে অস্ত্র দিয়ে যবাহ করা যায়	১৫৬
অনুচ্ছেদ :	চামড়া তোলার বর্ণনা	১৫৭
অনুচ্ছেদ :	দুগ্ধবতী পশু যবাহ করা নিষেধ	১৫৭
অনুচ্ছেদ :	স্ত্রীলোকের যবাহকৃত পশুর বিধান	১৫৮
অনুচ্ছেদ :	পলায়নপর পশু যবাহ করার বর্ণনা	১৫৮
অনুচ্ছেদ :	কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানানো ও অংগ-প্রতংগ কর্তন করা নিষেধ	১৫৯
অনুচ্ছেদ :	বিষ্ঠা খাওয়ায় অভ্যস্ত পশু-পাখী খাওয়া নিষেধ	১৬০
অনুচ্ছেদ :	ঘোড়ার গোশত	১৬০
অনুচ্ছেদ :	বন্য গাধার গোশত	১৬১
অনুচ্ছেদ :	খচ্চরের গোশত	১৬৩
অনুচ্ছেদ :	পেটের বাচ্চার জন্য তার মায়ের যবাহ-ই যথেষ্ট	১৬৩

[বার]

অনুচ্ছেদ

শিরোনাম

পৃষ্ঠা

অধ্যায় : শিকার

১৬৫-১৮৬

অনুচ্ছেদ :	শিকারী কুকুর ও ক্ষেত পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর হত্যা করা	১৬৭
অনুচ্ছেদ :	শিকারী কুকুর এবং কৃষিক্ষেত ও পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর পোষা নিষিদ্ধ	১৬৮
অনুচ্ছেদ :	কুকুর কর্তৃক ধৃত শিকার	১৬৯
অনুচ্ছেদ :	অগ্নি উপাসকদের কুকুর ও কালো কুকুরের শিকার	১৭১
অনুচ্ছেদ :	ধনুকের শিকার	১৭১
অনুচ্ছেদ :	এক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর শিকারকৃত প্রাণী পাওয়া গেলে	১৭২
অনুচ্ছেদ :	পালক ও সুস্বাস্থ্যবিহীন তীরের শিকার	১৭২
অনুচ্ছেদ :	জীবিত প্রাণীর দেহের অংশবিশেষ কর্তন করলে তা মৃত হিসাবে গণ্য	১৭৩
অনুচ্ছেদ :	মাছ ও টিডিড শিকার	১৭৩
অনুচ্ছেদ :	যে প্রাণী হত্যা করা নিষিদ্ধ	১৭৫
অনুচ্ছেদ :	কাঁকর নিক্ষেপ নিষিদ্ধ	১৭৬
অনুচ্ছেদ :	গিরগিটি হত্যা	১৭৭
অনুচ্ছেদ :	দাঁতযুক্ত হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করা	১৭৮
অনুচ্ছেদ :	নেকড়ে বাঘ ও খেকশিয়াল	১৭৯
অনুচ্ছেদ :	হায়েনা	১৮০
অনুচ্ছেদ :	উইসাপ	১৮১
অনুচ্ছেদ :	খরগোশ	১৮৩
অনুচ্ছেদ :	সমুদ্র গর্ভে মরে ভেসে উঠা মাছ	১৮৪
অনুচ্ছেদ :	কাক	১৮৫
অনুচ্ছেদ :	বিড়াল	১৮৬

অধ্যায় : আহার

১৮৭-২৩২

অনুচ্ছেদ :	অন্যকে খানা খাওয়ানো	১৮৯
অনুচ্ছেদ :	একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট	১৯০
অনুচ্ছেদ :	মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে খায় এবং কাফির ব্যক্তি সাত উদরে খায়	১৯১
অনুচ্ছেদ :	খাদ্যের দোষারূপ করা নিষিদ্ধ	১৯২
অনুচ্ছেদ :	খাওয়ার আগে ওয়ূ করা	১৯২
অনুচ্ছেদ :	হেলান দিয়ে খাদ্যগ্রহণ	১৯৩

[তের]

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	খাদ্য গ্রহণের সময় 'বিস্মিল্লাহ' বলা	১৯৩
অনুচ্ছেদ :	ডান হাত দিয়ে খাওয়া	১৯৪
অনুচ্ছেদ :	আঙুলসমূহ চেটে খাওয়া	১৯৫
অনুচ্ছেদ :	পাত্র পরিষ্কার করা	১৯৬
অনুচ্ছেদ :	নিকটের খাদ্য গ্রহণ	১৯৭
অনুচ্ছেদ :	সারীদ-এর উপরাংশ থেকে খাওয়া নিষিদ্ধ	১৯৮
অনুচ্ছেদ :	খাবারের লোকমা নিচে পড়ে গেলে	১৯৯
অনুচ্ছেদ :	অন্যান্য খাদ্যের উপর সারীদের মতবাবা	২০০
অনুচ্ছেদ :	আহারের পর হাত পরিষ্কার করা	২০০
অনুচ্ছেদ :	আহার শেষে যে দু'আ পড়তে হয়	২০১
অনুচ্ছেদ :	একত্রে আহার করা	২০২
অনুচ্ছেদ :	খাদ্য দ্রব্য ফুঁক দেয়া	২০৩
অনুচ্ছেদ :	খাদিম খাদ্য নিয়ে এলে তা থেকে তাকে কিছু দেওয়া	২০৩
অনুচ্ছেদ :	খাঞ্চা ও দস্তরখানে আহার করা	২০৪
অনুচ্ছেদ :	খাবার তুলে না নেয়া পর্যন্ত উঠা এবং সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত ধোয়া নিষেধ	২০৫
অনুচ্ছেদ :	আহারের উচ্ছিষ্ট হাত থেকে পরিষ্কার না করে রাত কাটানো	২০৫
অনুচ্ছেদ :	আহার পরিবেশন করা	২০৬
অনুচ্ছেদ :	মসজিদের আহার করা	২০৭
অনুচ্ছেদ :	দাঁড়ানো অবস্থায় আহার করা	২০৭
অনুচ্ছেদ :	লাউ	২০৭
অনুচ্ছেদ :	গোশ্ত	২০৮
অনুচ্ছেদ :	কোন অংগের গোশ্ত অপেক্ষাকৃত উত্তম	২০৯
অনুচ্ছেদ :	ভূনা গোশ্ত	২১০
অনুচ্ছেদ :	গোশ্তের গুটিকি	২১১
অনুচ্ছেদ :	কলিজা ও গ্ৰীহা	২১২
অনুচ্ছেদ :	লবণ	২১২
অনুচ্ছেদ :	সিঁকা দিয়ে রুটি খাওয়া	২১২
অনুচ্ছেদ :	যাইতুন তৈল	২১৩
অনুচ্ছেদ :	দুধ	২১৪

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	মিষ্টি দ্রব্য	২১৪
অনুচ্ছেদ :	শসা ও খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া	২১৫
অনুচ্ছেদ :	খেজুর	২১৬
অনুচ্ছেদ :	যখন (মওসুমের) প্রথম ফল আসে	২১৬
অনুচ্ছেদ :	ভিজা ও শুষ্ক একত্রে মিশিয়ে খাওয়া	২১৭
অনুচ্ছেদ :	কয়েকটি খেজুর একত্রে মুখে দেওয়া নিষেধ	২১৭
অনুচ্ছেদ :	ভালো খেজুর বেছে বেছে খাওয়া	২১৮
অনুচ্ছেদ :	মাখন দিয়ে খেজুর খাওয়া	২১৮
অনুচ্ছেদ :	ময়দা	২১৮
অনুচ্ছেদ :	পাতলা রুটি (চাপাতি)	২১৯
অনুচ্ছেদ :	ফালুদা	২২০
অনুচ্ছেদ :	ঘীর সাথে ভূষিযুক্ত রুটি	২২১
অনুচ্ছেদ :	গমের রুটি	২২২
অনুচ্ছেদ :	যবের রুটি	২২৩
অনুচ্ছেদ :	কম খাওয়া এবং পেট ভরে না খাওয়া	২২৪
অনুচ্ছেদ :	তোমার যা খেতে ইচ্ছা হয়, তাই খাওয়া অপচয়	২২৫
অনুচ্ছেদ :	খাদদ্রব্য ফেলে দেয়া নিষেধ	২২৫
অনুচ্ছেদ :	ক্ষুধা থেকে আশ্রয় চাওয়া	২২৬
অনুচ্ছেদ :	রাতের আহাৰ পরিত্যাগ করা	২২৬
অনুচ্ছেদ :	যিয়াফাত	২২৬
অনুচ্ছেদ :	দাওয়াভের স্থানে খারাপ কিছু দেখলে মেহমান সেখান থেকে ফিরে আসবে ...	২২৭
অনুচ্ছেদ :	গোশত ও ঘী একত্রে মিশ্রিত করা	২২৮
অনুচ্ছেদ :	রান্নার সময় বোল বেশী রাখবে	২২৯
অনুচ্ছেদ :	রসুন, পিয়াজ ও এ প্রকারের দুৰ্গন্ধযুক্ত তরকারী খাওয়া	২২৯
অনুচ্ছেদ :	পনীর ও ঘী খাওয়া	২৩১
অনুচ্ছেদ :	ফল খাওয়া	২৩১
অনুচ্ছেদ :	উপুড় হয়ে খাওয়া নিষেধ	২৩২

অধ্যায় ৪ পানীয় ও পানপাত্র

২৩৩-২৫৪

অনুচ্ছেদ :	শরাব সমস্ত পাপ কাজের দরজা স্বরূপ	২৩৫
অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করে, সে আখিরাতে তা পান করবে না	২৩৬
অনুচ্ছেদ :	শরাবখোর	২৩৬

[পনের]

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি শরাব পান করে, তার সালাত কবুল করা হবে না	২৩৭
অনুচ্ছেদ :	যা থেকে শরাব তৈরী হয়	২৩৭
অনুচ্ছেদ :	শরাবের উপর দশ প্রকারে লানত করা হয়েছে	২৩৮
অনুচ্ছেদ :	শরাবের ব্যবসা করা	২৩৯
অনুচ্ছেদ :	লোকেরা শরাবের বিভিন্ন নামে নামকরণ করবে	২৩৯
অনুচ্ছেদ :	প্রতিটি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস হারাম	২৪০
অনুচ্ছেদ :	যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা উদ্বেক করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম	২৪১
অনুচ্ছেদ :	দু'টি জিনিসের সংমিশ্রণে (উত্তেজক পানীয়) প্রস্তুত নিষেধ	২৪২
অনুচ্ছেদ :	নাবীয পাকানো ও তা পান করা	২৪৩
অনুচ্ছেদ :	শরাবের পাত্রে নাবীয বানানো নিষেধ	২৪৪
অনুচ্ছেদ :	যে সব পাত্রগুলোতে নাবীয তৈরীর অনুমতি	২৪৫
অনুচ্ছেদ :	মাটির কলসে নাবীয বানানো	২৪৬
অনুচ্ছেদ :	পাত্র ঢেকে রাখা	২৪৬
অনুচ্ছেদ :	রূপার পাত্রে পান করা	২৪৭
অনুচ্ছেদ :	তিন স্বাসে পানীয় দ্রব্য পান করা	২৪৮
অনুচ্ছেদ :	মশকের মুখ উন্টিয়ে পানি পান করা	২৪৯
অনুচ্ছেদ :	মশকের মুখ দিয়ে পানি পান করা	২৪৯
অনুচ্ছেদ :	দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করা	২৫০
অনুচ্ছেদ :	পানের সময় পর্যায়ক্রমে ডান দিকের ব্যক্তিকে দেবে	২৫১
অনুচ্ছেদ :	পানির পাত্রে স্বাস ফেলা নিষেধ	২৫১
অনুচ্ছেদ :	পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেওয়া নিষেধ	২৫২
অনুচ্ছেদ :	আজলা ভরে পানি পান করা এবং পানিতে মুখ লাগিয়ে পান করা	২৫২
অনুচ্ছেদ :	পরিবেশনকারী সবশেষে পান করবে	২৫৪
অনুচ্ছেদ :	গ্লাসে পান করা	২৫৪

অধ্যায় : চিকিৎসা

২৫৫-৩০০

অনুচ্ছেদ :	সব রোগেরই আগ্রাহ শিফা দিয়েছেন	২৬৭
অনুচ্ছেদ :	রুগীর কিছু (খেতে) ইচ্ছা হলে	২৫৮
অনুচ্ছেদ :	বেছে-গুছে চলা	২৫৯

[মৌল]

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	অসুস্থকে জোর করে খাওয়াবে না	২৬০
অনুচ্ছেদ :	তালবীনা (দুধ, মধু ও আটা তৈরী খাবার) খাওয়া	২৬০
অনুচ্ছেদ :	কালজিরা	২৬১
অনুচ্ছেদ :	মধু	২৬২
অনুচ্ছেদ :	কাম'আত (ব্যাঙের ছাতা বা মাসরুম) ও আজওয়া খেজুর	২৬৩
অনুচ্ছেদ :	সানা ও সানুত	২৬৫
অনুচ্ছেদ :	সালাত একটি শিফা	২৬৫
অনুচ্ছেদ :	জীবন বিনাশী ঔষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ	২৬৬
অনুচ্ছেদ :	জুলাব ব্যবহার	২৬৬
অনুচ্ছেদ :	গলার অসুখের ঔষধ এবং দাবানো সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা	২৬৭
অনুচ্ছেদ :	গোঁটে বাতের চিকিৎসা	২৬৮
অনুচ্ছেদ :	ক্ষত চিকিৎসা	২৬৮
অনুচ্ছেদ :	চিকিৎসা জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা করা	২৬৯
অনুচ্ছেদ :	ফুসফুস ঝিল্লির প্রদাহের চিকিৎসা	২৭০
অনুচ্ছেদ :	জ্বর	২৭০
অনুচ্ছেদ :	জ্বর জাহান্নামের তাপ সুতরাং তা পানি দিয়ে শীতল কর	২৭১
অনুচ্ছেদ :	রক্তমোক্ষন	২৭২
অনুচ্ছেদ :	রক্তমোক্ষন স্থান	২৭৪
অনুচ্ছেদ :	কোন কোন দিন রক্তমোক্ষন করা যাবে	২৭৫
অনুচ্ছেদ :	লৌহ দ্বারা দগ্ধকরণ	২৭৭
অনুচ্ছেদ :	দাগ গ্রহণ করা	২৭৮
অনুচ্ছেদ :	ইসমাদ পাহাড়ের সুরমা	২৭৯
অনুচ্ছেদ :	বিজোড় সংখ্যায় সুরমা ব্যবহার	২৮০
অনুচ্ছেদ :	মদকে ঔষধরূপে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ	২৮০
অনুচ্ছেদ :	কুরআন দ্বারা শিফা গ্রহণ	২৮১
অনুচ্ছেদ :	মেহেদী	২৮১
অনুচ্ছেদ :	উটের পেশাব	২৮১
অনুচ্ছেদ :	পাত্রে মাছি পড়লে	২৮২
অনুচ্ছেদ :	বদ নয়র	২৮২
অনুচ্ছেদ :	বদ নয়র সংক্রান্ত ঝাড়ফুক	২৮৪

[সতের]

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	যে সব ঝাড়ফুক সম্পর্কে অনুমতি রয়েছে	২৮৫
অনুচ্ছেদ :	সাপ ও বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুক	২৮৬
অনুচ্ছেদ :	নবী (স) ঝাড়ফুকের বিবরণ	২৮৭
অনুচ্ছেদ :	যে দু'আ দ্বারা জ্বরের ঝাড়ফুক করা হয়	২৯০
অনুচ্ছেদ :	কিছু পড়ে দম করা	২৯১
অনুচ্ছেদ :	তাবীজ ঝুলানো	২৯১
অনুচ্ছেদ :	আছর-এর চিকিৎসা	২৯৩
অনুচ্ছেদ :	কুরআন দ্বারা শিফা চাওয়া	২৯৪
অনুচ্ছেদ :	দু'মুখো সাপ মেরে ফেলা	২৯৪
অনুচ্ছেদ :	শুভ পসন্দ করা এবং অশুভ অপসন্দ করা	২৯৫
অনুচ্ছেদ :	কুষ্ঠরোগ	২৯৬
অনুচ্ছেদ :	যাদু	২৯৭
অনুচ্ছেদ :	ভীতি ও নিদ্রাহীনতা থেকে নিষ্কৃতি লাভের দু'আ	২৯৯

অধ্যায় ৪ লেবাস-পোষাক

৩০১-৩৩৬

অনুচ্ছেদ :	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর লেবাস	৩০৩
অনুচ্ছেদ :	নতুন কাপড় পরার দু'আ	৩০৫
অনুচ্ছেদ :	যে সব পোষাক পরা নিষেধ	৩০৬
অনুচ্ছেদ :	পশমী পোষাক পরিধান	৩০৭
অনুচ্ছেদ :	সাদা পোষাক পরিধান	৩০৮
অনুচ্ছেদ :	অহংকারবশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া	৩০৯
অনুচ্ছেদ :	লুংগীর ঝুলের নিম্নসীমা	৩১০
অনুচ্ছেদ :	জামা পরিধান করা	৩১২
অনুচ্ছেদ :	জামার দৈর্ঘ্যতা	৩১২
অনুচ্ছেদ :	জামার আস্তিনের দৈর্ঘ্যতা	৩১২
অনুচ্ছেদ :	জামার বোতাম খোলা রাখা	৩১৩
অনুচ্ছেদ :	পায়জামা পরিধান করা	৩১৩
অনুচ্ছেদ :	স্ত্রীলোকের পোষাকের আঁচলের দৈর্ঘ্য	৩১৩
অনুচ্ছেদ :	কাল রংয়ের পাগড়ী	৩১৪
অনুচ্ছেদ :	দুই কাঁধের মাঝে পাগড়ীর লেজ ঝুলানো	৩১৫
অনুচ্ছেদ :	রেশমী বস্ত্র পরিধানের নিষিদ্ধতা	৩১৫

[আঠার]

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	যাদের যাদের রেশমী বস্ত্র পরার অনুমতি দেয়া হয়েছিল	৩১৬
অনুচ্ছেদ :	চিহ্নরূপে (রেশমী) কাপড়ের টুকরা লাগানোর অনুমতি	৩১৭
অনুচ্ছেদ :	মহিলাদের জন্য রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণ পরিধান	৩১৮
অনুচ্ছেদ :	পুরুষের লাল রংয়ের কাপড় ব্যবহার	৩১৯
অনুচ্ছেদ :	পুরুষদের জন্য কুসুম রংয়ে রঞ্জিত বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ	৩২০
অনুচ্ছেদ :	পুরুষদের হলুদ রংয়ের কাপড় পরিধান করা	৩২১
অনুচ্ছেদ :	অপচয় বা অহংকার পরিহার করে যা ইচ্ছা তাই পর	৩২১
অনুচ্ছেদ :	খ্যাতির উদ্দেশ্যে পোষাক পরিধান	৩২১
অনুচ্ছেদ :	মৃত পশুর চামড়া শোধন করে ব্যবহার করা	৩২২
অনুচ্ছেদ :	মৃত পশুর চামড়া ও রগ পেশী দ্বারা উপকৃত না হতে বলা	৩২৩
অনুচ্ছেদ :	‘না’লায়ন শরীফের’ বিবরণ	৩২৪
অনুচ্ছেদ :	জুতা পরা ও খোলা	৩২৪
অনুচ্ছেদ :	এক পায়ে জুতা পরে চলা	৩২৪
অনুচ্ছেদ :	দাঁড়িয়ে জুতা পরা	৩২৫
অনুচ্ছেদ :	মেহদীর খেঁযাব	৩২৫
অনুচ্ছেদ :	কালো খেঁযাব ব্যবহার	৩২৬
অনুচ্ছেদ :	হলুদ রংয়ের খেঁযাব	৩২৭
অনুচ্ছেদ :	খেঁযাব বর্জন করা	৩২৮
অনুচ্ছেদ :	বাবরী রাখা ও ঝুঁটি বাঁধা	৩২৯
অনুচ্ছেদ :	লম্বা চুলের অপসন্দনীয়তা	৩৩০
অনুচ্ছেদ :	মাথার অর্ধ-ভাগ কামানো নিষেধ	৩৩০
অনুচ্ছেদ :	আংটিতে খোদাই করা	৩৩১
অনুচ্ছেদ :	সোনার আংটি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ	৩৩২
অনুচ্ছেদ :	আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে রাখা	৩৩৩
অনুচ্ছেদ :	ডান হাতে আংটি পরা	৩৩৩
অনুচ্ছেদ :	বৃদ্ধাংগুলিতে আংটি পরা	৩৩৪
অনুচ্ছেদ :	ঘরে ছবি রাখা	৩৩৪
অনুচ্ছেদ :	যে সব স্থান পদদলিত হয় তাতে ছবি করা	৩৩৫
অনুচ্ছেদ :	লাল জিনপোষ ব্যবহার	৩৩৫
অনুচ্ছেদ :	চিটা বাঘের চামড়ার উপর সাওয়ার হওয়া	৩৩৬

[উনিশ]

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	অধ্যায় : শিষ্টাচার	৩৩৭-৩৯৮
অনুচ্ছেদ :	মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ	৩৩৯
অনুচ্ছেদ :	তুমি সদাচরণ কর, যার সাথে তোমার পিতা সদাচরণ করতেন	৩৪১
অনুচ্ছেদ :	পিতার সদাচরণ ও ইহুসান কন্যাদের প্রতি	৩৪২
অনুচ্ছেদ :	প্রতিবেশীর হক	৩৪৪
অনুচ্ছেদ :	মেহমানের হক	৩৪৫
অনুচ্ছেদ :	ইয়াতীমের হক	৩৪৬
অনুচ্ছেদ :	রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ দূর করা	৩৪৭
অনুচ্ছেদ :	পানি সাদাকা করার ফযীলত	৩৪৮
অনুচ্ছেদ :	কোমল আচরণ	৩৫০
অনুচ্ছেদ :	দাস-দাসী ও অধিনত্বদের প্রতি ইহুসান	৩৫০
অনুচ্ছেদ :	সালামের প্রসার ঘটান	৩৫১
অনুচ্ছেদ :	সালামের জবাব দেওয়া	৩৫২
অনুচ্ছেদ :	যিস্মীদের সালামের জবাব দেওয়া	৩৫৩
অনুচ্ছেদ :	অপ্লবয়ক ও নারীদের প্রতি সালাম করা	৩৫৪
অনুচ্ছেদ :	মুসাফাহা	৩৫৪
অনুচ্ছেদ :	এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত চুম্বন করা	৩৫৫
অনুচ্ছেদ :	অনুমতি প্রার্থনা	৩৫৬
অনুচ্ছেদ :	কোন লোকের কাউকে জিজ্ঞাসা করা, আপনি কিভাবে রাত প্রভাত করলেন	৩৫৭
অনুচ্ছেদ :	যখন তোমাদের কাছে কোন কাওমের সম্মানিত ব্যক্তি আসেন তখন তোমরা তাঁর সম্মান করবে	৩৫৮
অনুচ্ছেদ :	হাঁচির জবাব দেওয়া	৩৫৮
অনুচ্ছেদ :	নিজের সাথে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান কর	৩৫৯
অনুচ্ছেদ :	কেউ মজলিস থেকে উঠে আবার ফিরে আসলে, সে-ই উক্ত স্থানের অধিক হক্কার	৩৬০
অনুচ্ছেদ :	ওযর পেশ করা	৩৬০
অনুচ্ছেদ :	পরিহাস করা	৩৬১
অনুচ্ছেদ :	সাদা চুল উপড়ান	৩৬২
অনুচ্ছেদ :	ছায়াও রোদের মাঝখানে বসা	৩৬২
অনুচ্ছেদ :	উপুড়ে হয়ে শোয়া নিষিদ্ধ	৩৬৩
অনুচ্ছেদ :	জ্যোতিষ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন	৩৬৪

[বিশ]

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	বাতাসকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ	৩৬৪
অনুচ্ছেদ :	পসন্দনীয় নাম	৩৬৪
অনুচ্ছেদ :	অপসন্দনীয় নাম	৩৬৫
অনুচ্ছেদ :	নাম পরিবর্তন করা	৩৬৫
অনুচ্ছেদ :	নবী (স)-এর নাম ও তাঁর কুনিয়াত একত্রিত করা	৩৬৬
অনুচ্ছেদ :	কারো সন্তান না হতেই তার কুনিয়াত রাখা	৩৬৭
অনুচ্ছেদ :	উপাধি	৩৬৮
অনুচ্ছেদ :	প্রশংসা করা	৩৬৮
অনুচ্ছেদ :	পরামর্শ প্রদানে আমানতদারী করা	৩৬৯
অনুচ্ছেদ :	হাম্মামখানায় প্রবেশ করা	৩৭০
অনুচ্ছেদ :	চুনা ব্যবহার করা	৩৭১
অনুচ্ছেদ :	কিসসা কাহিনী	৩৭২
অনুচ্ছেদ :	কবিতা	৩৭২
অনুচ্ছেদ :	অপসন্দনীয় কবিতা	৩৭৪
অনুচ্ছেদ :	নরদ খেলা	৩৭৫
অনুচ্ছেদ :	কবুতর খেলা	৩৭৫
অনুচ্ছেদ :	ঐকাকীত্ব অপসন্দনীয়	৩৭৬
অনুচ্ছেদ :	শয়নকালে বাতি নিভিয়ে দেওয়া	৩৭৬
অনুচ্ছেদ :	রাস্তায় অবস্থান না করা	৩৭৭
অনুচ্ছেদ :	এক বাহনে তিনজনের আরোহন	৩৭৮
অনুচ্ছেদ :	চিঠিপত্রে মাটি লাগানো	৩৭৮
অনুচ্ছেদ :	তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দু'জনে চুপে চুপে কিছু না বলা	৩৭৮
অনুচ্ছেদ :	তীরের ফলা হাতে রেখে চলা	৩৭৯
অনুচ্ছেদ :	কুরআনের সাওয়াব	৩৮০
অনুচ্ছেদ :	যিকরের ফযীলত	৩৮৪
অনুচ্ছেদ :	“লা-ইলাহা ইল্লাহ”-এর ফযীলত	৩৮৫
অনুচ্ছেদ :	প্রশংসাকারীর ফযীলত	৩৮৮
অনুচ্ছেদ :	তাসবীহ-এর ফযীলত	৩৯০
অনুচ্ছেদ :	ইস্তিগফার	৩৯৪
অনুচ্ছেদ :	আমলের ফযীলত	৩৯৬
অনুচ্ছেদ :	‘লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ’	৩৯৭

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ৪ দু'আ		৩৯৯-৪৩২
অনুচ্ছেদ :	দু'আর ফযীলত	৪০১
অনুচ্ছেদ :	রাসূলুল্লাহ (স)-এর দু'আ	৪০২
অনুচ্ছেদ :	যা থেকে রাসূলুল্লাহ (স) পানাহ চেয়েছেন	৪০৬
অনুচ্ছেদ :	সংক্ষিপ্ত ও সর্বাংগীন দু'আ	৪০৯
অনুচ্ছেদ :	ক্ষমা ও নিরাপত্তার দু'আ	৪১১
অনুচ্ছেদ :	দু'আর ক্ষেত্রে নিজেকে দিয়ে শুরু করা	৪১৩
অনুচ্ছেদ :	তাড়াহুড়া না করলে, দু'আ কবুল হয়	৪১৩
অনুচ্ছেদ :	ইয়া আল্লাহ! যদি আপনি চান, তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন, কারো এরূপ বলা উচিত নয়	৪১৩
অনুচ্ছেদ :	আল্লাহর 'ইস্মে আযম'	৪১৪
অনুচ্ছেদ :	মহান আল্লাহর নাম	৪১৬
অনুচ্ছেদ :	পিতা ও ময়লুমের দু'আ	৪১৯
অনুচ্ছেদ :	দু'আতে বাড়িবাড়ি করা নিষেধ	৪১৯
অনুচ্ছেদ :	দু'আতে দু'হাত তোলা	৪২০
অনুচ্ছেদ :	ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় কি দু'আ করবে ?	৪২১
অনুচ্ছেদ :	শয্যা গ্রহণকালের দু'আ	৪২৪
অনুচ্ছেদ :	রাতে ঘুম ভেঙে গেলে যে দু'আ পড়বে	৪২৬
অনুচ্ছেদ :	বিপদ কালীন দু'আ	৪২৮
অনুচ্ছেদ :	মানুষ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যে দু'আ পড়বে	৪২৯
অনুচ্ছেদ :	ঘরে প্রবেশের দু'আ	৪৩০
অনুচ্ছেদ :	সফরের সময়ের দু'আ	৪৩০
অনুচ্ছেদ :	মেঘও বৃষ্টি দেখে যে দু'আ পড়বে	৪৩১
অনুচ্ছেদ :	বিপদগ্রস্তকে দেখে যে দু'আ পড়বে	৪৩২

অধ্যায় ৪ স্বপ্নের ব্যাখ্যা		৪৩৩-৪৫০
অনুচ্ছেদ :	মুসলিম ব্যক্তি যে ভাল স্বপ্ন দেখে অথবা তাকে যা দেখান হয়	৪৩৫
অনুচ্ছেদ :	স্বপ্নে নবী (স)-এর দর্শন লাভ	৪৩৭
অনুচ্ছেদ :	স্বপ্ন তিন প্রকার	৪৩৯
অনুচ্ছেদ :	কেউ অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে	৪৪০

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	ঘুমের মধ্যে যার সাথে শয়তান খেলা করে, সে যেন তা লোকের নিকট ব্যক্ত না করে	৪৪১
অনুচ্ছেদ :	স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হলে তা বাস্তবায়িত হয়, অতএব তা শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যতীত কারো কাছে বলবে না	৪৪২
অনুচ্ছেদ :	কিভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হবে?	৪৪২
অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে	৪৪৩
অনুচ্ছেদ :	অধিক সত্যবাদী লোকের স্বপ্ন অধিক পরিমাণে সত্য হয়	৪৪৩
অনুচ্ছেদ :	স্বপ্নের তাবীর	৪৪৩

অধ্যায় ৪ ফিতনা

৪৫১-৫৪৮

অনুচ্ছেদ :	যে ব্যক্তি 'লা-ইল্লাহা ইল্লাল্লাহ' স্বীকার করে, তার হত্যা থেকে বিরত থাকা	৪৫৩
অনুচ্ছেদ :	মু'মিনের জ্ঞান-মাল	৪৫৭
অনুচ্ছেদ :	লুটপাটের নিষেধাজ্ঞা	৪৫৮
অনুচ্ছেদ :	মুসলামানকে গালি দেওয়া ফাসিকী এবং তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া কুফরী	৪৫৯
অনুচ্ছেদ :	আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান ভেঙ্গে দিয়ে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না	৪৬০
অনুচ্ছেদ :	মুসলমানরা মহান আল্লাহর জিম্মায় থাকে	৪৬১
অনুচ্ছেদ :	আপন গোত্রের পক্ষপাতিত্ব করা	৪৬২
অনুচ্ছেদ :	বড় জামা'আত	৪৬২
অনুচ্ছেদ :	সংঘটিতব্য ফিতনা	৪৬৩
অনুচ্ছেদ :	ফিতনার যুগে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা	৪৬৮
অনুচ্ছেদ :	যখন দুইজন মুসলমান পরস্পরে অস্ত্রধারণ করবে	৪৭২
অনুচ্ছেদ :	ফিতনার দিনে রসনা সংযত রাখা	৪৭৩
অনুচ্ছেদ :	নির্জনতা অবলম্বন	৪৭৮
অনুচ্ছেদ :	সন্দেহের ক্ষেত্রে বিরত থাকা	৪৮০
অনুচ্ছেদ :	ইসলামের সূচনা অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা	৪৮১
অনুচ্ছেদ :	যার জন্য ফিতনা থেকে নিরাপদে থাকা কামনা করা হয়	৪৮২
অনুচ্ছেদ :	উম্মাতের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া	৪৮৩
অনুচ্ছেদ :	ধন-সম্পদের ফিতনা	৪৮৪

[তেইশ]

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	নারী জাতির ফিতনা	৪৮৭
অনুচ্ছেদ :	ভালকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ	৪৮৯
অনুচ্ছেদ :	মহান আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! আত্ম-সংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য	৪৯৫
অনুচ্ছেদ :	শাস্তি প্রদান	৪৯৭
অনুচ্ছেদ :	বিপদে সবর করা	৫০০
অনুচ্ছেদ :	যামানার কঠোরতা	৫০৬
অনুচ্ছেদ :	কিয়ামাতের আলামত	৫০৮
অনুচ্ছেদ :	কুরআন ও ইলম উঠে যাওয়া	৫১১
অনুচ্ছেদ :	আমানত উঠে যাওয়া	৫১৩
অনুচ্ছেদ :	কিয়ামতের আলামত	৫১৫
অনুচ্ছেদ :	ভূমি ধস	৫১৭
অনুচ্ছেদ :	'বায়দা' এর সেনাবাহিনী	৫১৮
অনুচ্ছেদ :	দাব্বাতুল আরদ	৫২০
অনুচ্ছেদ :	পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়	৫২১
অনুচ্ছেদ :	দাজ্জালের ফিতনা, ঈসা ইবন মারয়ামের অবতরণ ও ইয়াজ্জ- মাজ্জের বের হওয়া	৫২২
অনুচ্ছেদ :	মাহদী (আ)-এর আবির্ভাব	৫৪০
অনুচ্ছেদ :	বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহ	৫৪৩
অনুচ্ছেদ :	তুর্কী জাতি	৫৪৭

অধ্যায় : পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি ৫৪৯-৬৫৬

অনুচ্ছেদ :	দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি	৫৫১
অনুচ্ছেদ :	দুনিয়ার সংকল্প করা	৫৫৪
অনুচ্ছেদ :	দুনিয়ার উপমা	৫৫৫
অনুচ্ছেদ :	লোকে যাকে গুরুত্ব দেয় না	৫৫৮
অনুচ্ছেদ :	গরীবদের ফযীলত	৫৫৯
অনুচ্ছেদ :	দরিদ্র ব্যক্তিদের মর্যাদা	৫৬০
অনুচ্ছেদ :	দরিদ্রদের সাথে উঠা-বসা	৫৬১
অনুচ্ছেদ :	বিস্তবান	৫৬৬
অনুচ্ছেদ :	কানা'আত (অন্ধেতুষ্টি)	৫৬৯

[চব্বিশ]

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	মুহাম্মদ (সা) এর পরিবার-পরিজনদের জীবন-যাপন পদ্ধতি	৫৭১
অনুচ্ছেদ :	মুহাম্মদ (স)-এর পরিবার পরিজনদের বিহানা	৫৭৩
অনুচ্ছেদ :	নবী (স)-এর সাহাবীগণের জীবন যাপন পদ্ধতি	৫৭৫
অনুচ্ছেদ :	ইমারত তৈরী করা ও নষ্ট করা	৫৭৭
অনুচ্ছেদ :	তাওয়াক্কুল (আল্লাহ ভরসা) ও ইয়াকীন (দৃঢ় প্রত্যয়)	৫৭৮
অনুচ্ছেদ :	হিকমত	৫৮০
অনুচ্ছেদ :	অহংকার বর্জন ও নম্রতা অবলম্বন	৫৮২
অনুচ্ছেদ :	লজ্জাশীলতা	৫৮৪
অনুচ্ছেদ :	সহনশীলতা	৫৮৫
অনুচ্ছেদ :	চিন্তা-ভাবনা ও ক্রন্দন	৫৮৭
অনুচ্ছেদ :	আমল কবুল না হওয়ার ভয়	৫৯০
অনুচ্ছেদ :	রিয়া ও খ্যাতি	৫৯১
অনুচ্ছেদ :	হিংসা-বিদ্বেষ	৫৯৪
অনুচ্ছেদ :	বিদ্ৰোহ	৫৯৫
অনুচ্ছেদ :	আল্লাহ ভীতি ও তাকওয়া	৫৯৬
অনুচ্ছেদ :	সুধারণা পোষণ	৫৯৮
অনুচ্ছেদ :	নিয়্যাত	৬০০
অনুচ্ছেদ :	আকাঙ্ক্ষা ও আয়ু	৬০২
অনুচ্ছেদ :	স্থায়ীভাবে আমল করা	৬০৪
অনুচ্ছেদ :	গুনাহ-এর উল্লেখ	৬০৭
অনুচ্ছেদ :	তাওবা-এর আলোচনা	৬০৯
অনুচ্ছেদ :	মৃত্যুর স্মরণ ও এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ	৬১৪
অনুচ্ছেদ :	কবরের অবস্থা ও মুসীবতের বর্ণনা	৫১৮
অনুচ্ছেদ :	পুনরুত্থানের আলোচনা	৬২১
অনুচ্ছেদ :	উম্মাতে মুহাম্মাদীর গুণাবলী	৬২৫
অনুচ্ছেদ :	কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমত লাভের প্রত্যাশা	৬৩০
অনুচ্ছেদ :	হাউযে কাওসারের আলোচনা	৬৩৪
অনুচ্ছেদ :	শাফা'আতের আলোচনা	৬৩৮
অনুচ্ছেদ :	জাহান্নামের বর্ণনা	৬৪৪
অনুচ্ছেদ :	জান্নাতের বর্ণনা	৬৪৮

সুনানু ইবনে মাজাহ্

তৃতীয় খণ্ড

To Download various Bangla Islamic Books,
Please Visit <http://IslamiBoi.Wordpress.com>

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

অধ্যায় : মানাসিক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২৫. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

অধ্যায় ৪ মানাসিক

أ. بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হওয়া

۲۸۸۲ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي يَكْرَبٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيَعْجَلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ -

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ -

২৮৮২ হিশাম ইবন আম্মার, আবু মুস'আব যুহরী ও সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা), থেকে বর্ণিত যে, -রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সফর শাস্তিরই একটি টুকরা, তা তোমাদের যে কোন ব্যক্তিকে তার ঘুম ও পানাহারে বাধা দেয়। তোমাদের যে কেউ সফরে নিজ প্রয়োজন পূরণ হওয়ার সাথে সাথে যেন অবিলম্বে বাড়ি ফিরে আসে।

ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে মহা নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৮৮২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ فَضِيلِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَّةُ۔

২৮৮৩ আলী ইবন মুহাম্মাদ ও আমর ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে ফাদল এর সূত্রে (অথবা পরস্পরের সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে সে যেন অতি দ্রুত তা আদায় করে। কারণ মানুষ কখনও অসুস্থ হয়ে যায়, কখনও প্রয়োজনীয় জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কখনও বিশেষ প্রয়োজন সামনে এসে যায়।

২. بَابُ فَرَضِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা

২৮৮৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوا فِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَقَالَ لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ : لَوَجِبَتْ "فَنَزَلَتْ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ»۔

২৮৮৪ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো – “মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য” (৩:৯৭) তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছরই কি হজ্জ ফরয? তিনি নীরব থাকলেন, পুনরায় তাঁরা বলেন, প্রতি বছরই কি? তখন তিনি বলেন, না। কিন্তু আমি যদি বলতাম-হ্যাঁ, তবে ওয়াজির হতো। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় : “হে ঈমানদারগণ! এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না- যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে....” (৫:১০১)

২৮৮৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ! الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَوْ وَجِبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عَذَّبْتُمْ۔

[২৮৮৫] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, যে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছরই কি হজ্জ ফরয? তিনি বলেন, আমি যদি বলি হ্যাঁ, তবে তা অবশ্যই ওয়াজিব হতো। আর যদি তা ওয়াজিব হতো তবে তোমরা তা আদায় করতে পারতে না। আর তোমরা যদি তা আদায় না করতে তবে তোমাদের শাস্তি দেয়া হতো।

[২৮৮৬] حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَاَنَا سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: بَلَى مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ اسْتَطَاعَ فَتَطَوَّعَ -

[২৮৮৬] ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম দাওরাকী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আকরা ইবন হাবিস (রা) মহানবী ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছর, না মাত্র একবার? তিনি বলেন: বরং একবার মাত্র। অতঃপর এর অধিক করার কারো সামর্থ্য থাকলে তা নফল।

৩. بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরার ফযীলত

[২৮৮৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ الْمَتَابِعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِبَرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ -

[২৮৮৭] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উমার (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও উমরা আদায় কর। কেননা, এ দু'টি ধারাবাহিকভাবে আদায় দারিদ্র ও স্তন্যদূরীভূত করে দেয় যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।

আবু ইবন আবু শায়রা. (র)..... উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৪৪৪ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ : ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ صَالِحِ السَّمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَقَارَةِ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .

২৮৮৮ আবু মুস'আব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ বলেন : এক উমরা অপরা উমরা পর্যন্ত মাঝখানের সময়ের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ এবং মকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৪৪৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَجِّ هَذَا الْبَيْتِ فَلَمْ يَرَفْتُمْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَكُمْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ -

২৮৮৯ আবু বকর ইবন আবু শায়রা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ করেছে এবং তাতে অশালীন কথাবার্তা বা কাজকর্ম করেনি, সে প্রত্যাবর্তন করবে যেমন তার মা তাকে প্রসব করেছে।

৪. بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

অনুচ্ছেদ : বাহনে চড়ে হজ্জ আদায় করা

২৪৪৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا وَكِيعٌ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَحْلٍ رَثٍ وَقَطِيفَةٍ تَسَاوَى أَرْبَعَةَ دَرَاهِمٍ أَوْ لَا تَسَاوَى ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَأَرْيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةً .

২৮৯০ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ একটি পুরাতন জিন ও পালানে উপবিষ্ট অবস্থায় হজ্জ করেন। তাঁর পরিধানে ছিল একটি ছাদর যার মূল্য চার দিরহাম বা তারও কম। অতঃপর তিনি বলেন : হে আল্লাহ ! এ এমন হজ্জ যাতে কোন রিয়া এবং জানানোর ইচ্ছা নেই।

২৪৪৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ صَالِحِ السَّمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَقَارَةِ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .

أَذْنِبَ لَهُ جَوَارُ إِلَى اللَّهِ بِالتَّكْبِيَةِ مَارًا بِهَذَا الْوَادِي قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ هَرَشِيٍّ أَوْ لِفَتْ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حُمْرَاءٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ صُوفٌ وَخِطَامٌ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ مَارًا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا.

২৮৯১ আবু বাশর বকর ইবন খালাফ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মক্কা ও মদীনায় মাঝপথে ছিলাম। আমরা একটি উপত্যকা অতিক্রম করছিলাম। তখন তিনি বললেন : এটা কোন উপত্যকা? সাহাবীগণ বলেন, একটি আযরাক উপত্যকা। তিনি বললেন : আমি যেন মুসা (আ)-কে দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তিনি তার দীর্ঘ কেশের কিছুটা বর্ণনা দেন যা রাবী দাউদ পূর্ণ মনে রাখতে পারেননি। আব্বাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে করতে তিনি উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় এই উপত্যকা অতিক্রম করেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা পথ অতিক্রম করে একটি টিলার উপর আসলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : এটা কোন টিলা? সাহাবীগণ বললেন : এটা হারশা অথবা লিফাত (লাফত) নামক টিলা। তিনি বললেন : আমি যেন ইউনুস (আ)-কে একটি লাল বর্ণের উটনীর উপর পশমী জুব্বা পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, উটনিটির নাসারদ্রের রশি ছিল খেজুর পাতার তৈরী এবং তিনি তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় এই উপত্যকা অতিক্রম করেন।

৫. بَابُ فَضْلِ دُعَاءِ الْحَاجِّ

অনুচ্ছেদ : হাজ্জীগণের দু'আর ফযীলত

২৮৯২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزْمِيُّ ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ صَالِحٍ بَنِي عَامِرٍ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْحَجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَقَدْ لَهِمُ اللَّهُ أَنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ.

২৮৯২ ইব্রাহীম ইবনুল মুনিযির হিযামী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হজ্জ যাত্রীগণ ও উমরার যাত্রীগণ আব্বাহর প্রতিনিধিদল। তারা তাঁর নিকট দোয়া করলে তিনি তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর নিকট মাফ চাইলে, তিনি তাদের মাফ করে দেন।

২৮৯৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عِيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اغْفَارِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْحَاجَّ وَالْمُعْتَمِرَ وَقَدْ لَهِمُ اللَّهُ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ وَأَعْطَاهُمْ -

২৮৯৩ মুহাম্মাদ ইবন তারীফ (র).....ইবন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর পথের বিজয়ী হজ্জযাত্রী ও উমরা আদায়কারী আল্লাহর প্রতিনিধিদল, তাঁরা আল্লাহর নিকট দোয়া করলে তিনি তা কবুল করেন এবং কিছু চাইলে তা তাঁদের দান করেন।

২৮৯৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَأْذَنَ لَهُ وَقَالَ لَهُ يَا أَخِي أَشْرَكْنَا فِي شَيْءٍ عَنْ دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا -

২৮৯৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উমার (রা)-র থেকে বর্ণিত যে, তিনি ﷺ-এর নিকট উমরা আদায় করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন এবং বলেন : “হে আমার ভাই ! তোমার দোয়ার মধ্যে আমাদেরও শরীক করবে, আমাদের কথা ভুলে যেও না।”

২৮৯৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَاتَاهُ فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَجِدْ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ لَهُ يُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ دَعْوَةُ الْمَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلِكٌ يُؤْمِنُ عَلَى دُعَائِهِ كُلَّمَا دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ قَالَ أَمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِهِ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ -

২৮৯৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... সাফওয়ান ইবন আবদুল্লাহ ইবন সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু দারদা (রা)-এর কন্যা তাঁর বিবাহাধীনে ছিল। তিনি তার নিকট এলেন এবং সেখানে উম্মু দারদা (রা) কেও উপস্থিত পেলেন, কিন্তু আবু দারদা (রা)-কে পাননি। উম্মু দারদা (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ বছর হজ্জ করতে চাও? সাফওয়ান বলেন : হ্যাঁ। তিনি বলেন, : তাহলে তুমি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট কল্যাণের দোয়া করো। কেননা, মহানবী ﷺ বলতেন : কোন ব্যক্তি তার অপরাধ ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করলে তা কবুল হয়। তার মাথার নিকট একজন ফিরেশতা তার দোয়ার সময় আমীন বলতে থাকে। যখনই সে তার জন্য কল্যাণের দোয়া করে, তখন ফিরেশতা বলে, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ কল্যাণ। রাবী বলেন, অতঃপর আমি বাজারের দিকে গেলাম এবং আবু দারদা (রা)-র সাক্ষাত পেলাম। তিনিও মহানবী ﷺ -থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন।

৬. بَابُ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ

অনুচ্ছেদ : কিসে হজ্জ ফরয হয়

[২৮৭৬] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْحَاجُّ قَالَ الشَّعِثُ الثَّقَلُ-

وَقَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحَجُّ ؟ قَالَ ! الْعَجُّ وَالشَّجُّ ! قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي بِالْعَجِّ الْعَجِيجَ بِالتَّلْبِيَةِ وَالشَّجِّ نَحْرُ الْبُذْنِ-

[২৮৯৬] হিসাম ইব্ন আন্নার (র)..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললে হে আল্লাহর রাসূল! কিসে হজ্জ ফরয হয়? তিনি বললেন, পাথের ও বাহন থাকলে। সে (পুনরায়) বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হাজ্জী কে? তিনি বললেন : যার (ইহ্রামের কারণে) এলোমেলো কেশ এবং দুর্গন্ধ শরীর। অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কি? তিনি বললেন : উচ্চস্বরে তালরিয়া পাঠ ও রক্ত প্রবাহিত (কুরবানী) করা। ওয়াকী (র) মূল শব্দ 'আল-আজ্জু' অর্থ তালবিয়া পাঠ এবং 'আস-সাজ্জু' অর্থ পশু কুরবানী করা বলেছেন।

[২৮৭৭] حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَآخَرُ نَبِيٍّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ يَعْنِي قَوْلَهُ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا-

[২৮৯৭] সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাথের ও বাহন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাণী : “যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে” (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭) (-এর তাৎপর্য এটাই)।

৭. بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

অনুচ্ছেদ : অভিভাবক ব্যতীত মহিলাদের হজ্জ করা

[২৮৭৮] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيحًا أَوْ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ-

[২৮৯৮] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মহিলা যেন তিন দিন বা তার অধিক দূরত্বের পথ সাথে তার পিতা, ভাই, ছেলে, স্বামী অথবা কোন মুহরিম পুরুষ ব্যতীত সফর না করে।

[২৮৯৯] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَيْبَابَةُ عَنْ ابْنِ ذُنُبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ لَيْسَ لَهَا ذُو حُرْمَةٍ.

[২৮৯৯] আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে উপর ঈমান রাখে—সাথে কোন মুহরিম পুরুষ ব্যতীত তার পক্ষে এক দিনের পরিমাণ দূরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয়।

[২৯০০] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبُدٍ وَمَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي كُيِّتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَأَتِي حَاجَةٌ قَالَ فَارْجِعْ مَعَهَا.

[২৯০০] হিশাম ইবন আম্মার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী (স)-এর নিকট এসে বলল, অমুক অমুক যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং আমার স্ত্রী হজ্জে যাওয়ার সংকল্প করেছে। নবী ﷺ বলেন : তুমি ফিরে গিয়ে তার সাথে হজ্জে যাও।

৪. بَابُ الْحَجِّ جِهَادُ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : মহিলাদের জিহাদ হলো হজ্জ

[২৯০১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لِقِتَالِ فِيهِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

১. উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, মুহরিম সফরসঙ্গী ছাড়া কোন মহিলার পক্ষে একাকি সফর করা সাধারণত জায়েয নয়। জমহুরের মতে স্বামী বা কোন মুহরিম পুরুষ (যাদের সাথে চিরকালের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ) সাথে না থাকলে কোন মহিলা জন্য হজ্জের সফরে বের হওয়া জায়েয নয়। ইমাম আর্থম আবু হানীফা (রহ)-এর মতে কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য তার সাথে তার মুহরিম থাকা শর্ত নয়। সে একাই হজ্জের সফরে বের হতে পারে। একদল মুহাজ্জিস তাঁর এই মত সমর্থন করেছেন। হাসান বাসরী এবং ইব্রাহীম নাখসিরাও এই মত।

ইমাম মালিক, শাফিঈ (প্রসিদ্ধ মত), আন্তযাবি, আতা, সাঈদ ইবন জুবায়র ও ইবন সীরীনের মতে হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য কোন মহিলার সাথে তার মুহরিম থাকা শর্ত নয়, বরং নিজের জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যিক। ইমাম শাফিঈর মতে তিনটি জিনিসের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ হয় : ১. স্বামী ২. অন্য কোন মুহরিম পুরুষ ৩. একদল বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মহিলা। এই তিনটির কোন একটির অভাবে কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হয় না।

[২৯০১] আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের জন্য কি জিহাদ বাধ্যতামূলক? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাদের উপরও জিহাদ ফরয, তবে তাতে মারামারি কাটাকাটি নেই। তা হচ্ছে হজ্জ ও উমরা।

[২৯.২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الْحَدَّانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجُّ جِهَادٌ كُلُّ ضَعِيفٍ

[২৯০২] আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র)..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন দুর্বল ব্যক্তির জিহাদ হলো হজ্জ।

৯. بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ : মৃতের পক্ষ থেকে হাজ্জ করা

[২৯.৩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ غَزْوَةَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ شُبْرُمَةَ؟ قَالَ قَرِيبٌ لِي قَالَ هَلْ حَاجَّتْ قَطُ؟ قَالَ لَا قَالَ فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

[২৯০৩] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন : “শুবরুমার পক্ষ থেকে আমি তোমার দরবারে হাযির হয়েছি।” রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : শুবরুমা কে? সে বললো, আমার এক নিকটাত্মীয়। তিনি বললেন : তুমি কি কখনও হজ্জ করেছ? সে বললো, না। তিনি বললেন : তাহলে এই হজ্জ তোমার নিজের পক্ষ থেকে কর, এরপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ কর।

[২৯.৪] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ الْأَصَمِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحَجُّ عَنْ أَبِي؟ قَالَ نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا.

[২৯০৪] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা সান'আনী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমি কি আমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে

পারি? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ কর। তুমি যদি তার জন্য কল্যাণ ও নেকী বৃদ্ধি করতে না পার, তবে অকল্যাণ ও পাপও বৃদ্ধি কর না।

২৭.০ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سَلَمٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْفَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ (رَجُلٌ مِنَ الْقُرْعِ) أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حُجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَحْجْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ يُقْضَى عَنْهُ.

২৯০৫ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... কুর'আ গোত্রের আবুল গাওস, ইবন হসাইন নামক জনৈক ব্যক্তি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট তাঁর পিতার উপর ফরয হওয়া হজ্জ সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেন, যিনি মারা গেছেন কিন্তু হজ্জ করতে পারেননি। নবী করীম ﷺ বললেন : তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় কর। নবী করীম ﷺ আরও বললেন : মানতের রোযাও অনুরূপ অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে তা আদায় করা যাবে।

১. بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِيعْ

অনুচ্ছেদ : জীবিত ব্যক্তি হজ্জ করতে অপারগ হলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা

২৭.৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ أَبِي شَيْخٍ كَبِيرٍ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظُّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ-

২৯০৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু রাযীন উকায়লী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি হজ্জ অথবা উমরা করতে বা বাহনে উপবিষ্ট থাকতে সক্ষম নন। নবী ﷺ বললেন : তুমি তোমার পিতার পক্ষ হজ্জ ও উমরা আদায় কর।

২৭.৭ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَّاورْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عِيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُمِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ ابْنِ عِبَادٍ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبِي

شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ وَأَذْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ
أَدَاءَهَا فَهَلْ يُجْزَى عَنْهُ أَنْ أُوَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ!

[২৯০৭] আবু মারওয়ান মুহাম্মাদ ইবন উসমান উসমানী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খাস্'আম গোত্রের এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ এবং অচল হয়ে পড়েছেন। বান্দার উপর আল্লাহর ফরযকৃত হজ্জ তার উপর অবধারিত হয়েছে। কিন্তু তিনি তা আদায় করতে সক্ষম নন। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করি, তবে তা কি তার জন্য যথেষ্ট হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ।

[২৯.৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ
أَبَى أَذْرَكَهُ الْحَجَّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْمَعَ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا فَصُمْتُ سَاعَةً ثُمَّ
قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ.

[২৯০৮] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে হুসায়ন ইবন আওফ (রা) অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি হজ্জ করতে সক্ষম নন, যদি না তাকে হাওদার সাথে বেঁধে দেয়া হয়। তিনি মুহূর্তকাল নীরব থাকার পর বললেন : তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ কর।

[২৯.৯] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : ثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ أَنَّهُ
كَانَ رَدَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ النَّحْرِ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنْ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يَرْكَبَ أَفَاحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ قَضَيْتَهُ -

[২৯০৯] আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দিমাশকী (র)..... ইবন আব্বাস (রা)-এর ভাই ফাদল (রা) থেকে বর্ণিত যে তিনি কুরবানীর দিন ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাওয়ারীতে তাঁর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় খাস্'আম গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দাদের উপর আল্লাহর ধার্যকৃত হজ্জ আমার পিতার উপর বৃদ্ধ বয়সে ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনে চড়ে সক্ষম নন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? তিনি বললেন : হ্যাঁ, কেননা তোমার পিতার কোন ঋণ থাকলে তাও তোমাকেই পরিশোধ করতে হতো।

১১. بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ

অনুচ্ছেদ : শিশুদের হজ্জের বিবরণ

২৭১০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعْوِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي حُجَّةٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ-

২৯১০ আলী ইবন ও মুহাম্মাদ ইবন শরীফ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সময় এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে নবী ﷺ-এর সামনে উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই শিশুর জন্যও কি হজ্জ? তিনি বললেন হ্যাঁ, তবে সাওয়াব তুমি পাবে।

১২. بَابُ النِّفْسَاءِ وَالْحَائِضِ تَهْلُ بِالحَجِّ

অনুচ্ছেদ : হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধার বিবরণ

২৭১১ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَفِسْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهْلُ-

২৯১১ উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাজারা (যুল-হলায়ফা) নামক স্থানে উমায়স-কন্যা আস্মার নিফাস হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন।

২৭১২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بِلَالٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَوَلَدَتْ بِالشَّجَرَةِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ. فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تَهْلُ بِالحَجِّ وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ-

২৯১২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তাঁর সাথে (তাঁর স্ত্রী) উমাইস-কন্যা আসমাও ছিলেন। তিনি

শাজারা নামক স্থানে মুহাম্মাদ ইবন আবু বকরকে প্রসব করলেন। আবু বাকর (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নির্দেশ দেন—তিনি যেন তাকে গোসল করার পর হজ্জের ইহরাম বাঁধার এবং লোকদের অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি পালনের নির্দেশ দেন। কিন্তু সে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না।

২৭১৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَنْفِرَ بِثَوْبٍ وَتَهْلَ—

২৯১৩ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা বিনতে উসাইস (রা) মুহাম্মাদ ইবন আবু বাকরকে প্রসব করলেন। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট বিধান জিজ্ঞেস করার জন্য লোক পাঠালেন। নবী ﷺ তাঁকে নির্দেশ দেন যে, সে যেন গোসল করে এবং একটি কাপড় জড়িয়ে নেয় ও ইহরাম বাঁধে।

১৩. بَابُ مَوَاقِيتِ أَهْلِ الْاَفَاقِ

অনুচ্ছেদ : বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মীকাতের বর্ণনা

২৭১৬ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمْرًا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مَنْ يَلْمَمُ—

২৯১৪ আবু মুস'আব (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মদীনাবাসীগণ যুল-হলায়ফা থেকে, সিরিয়ার অধিবাসীগণ জুহুফা থেকে, নাজ্জদবাসীগণ কারণ নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এই তিনটি মীকাতের বর্ণনা আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছি। আমি আরও জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়ামনবাসীগণ ইরালাম্বলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।

২৭১৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَمَهْلُ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَمَهْلُ أَهْلِ الْيَمَنِ مَنْ يَلْمَمُ وَمَهْلُ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ—

قَرْنٍ وَمَهْلُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلْأُفُقِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَقْبَلَ بِقُلُوبِهِمْ—

২৯১৫ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন : মদীনাবাসীগণের মীকাত হলো যুল্-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের মীকাত জুহুফা, ইয়ামনবাসীদের মীকাত ইয়ালামলাম, নাজ্দবাসীদের মীকাত কারণ, প্রাচ্যের লোকদের মীকাত^১ যাতু ইরুক। অতঃপর তিনি দিগন্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন : হে আল্লাহ! তাদের অন্তরসমূহ ঈমানের দিকে ধাবিত করুন।

১৬. بَابُ الْأَحْرَامِ

অনুচ্ছেদ : ইহরাম বাঁধা

২৯১৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرَدِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عِمْرَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا ادْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ رَأْسُهَا أَهْلٌ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ نَبِيِّ الْخَلِيفَةِ—

২৯১৬ মুহরিয ইবন সালামা আদানী (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যেত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন স্বীয় পদদ্বয় বাহনের পাদানিতে রাখতেন এবং তাঁর জন্তুযান তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেত, তখন তিনি যুল্-হুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকে ইহরাম বেঁধেছেন।

২৯১৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَحِيدِ قَالَا ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي عِنْدَ ثَفَنَاتِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ الشَّجَرَةُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةٌ قَالَ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا وَذَلِكَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ—

১. যে স্থান বরাবর পৌছে হজ্জযাত্রীদের ইহরাম বাঁধতে হয়--তাকে 'মীকাত' বলে। হজ্জযাত্রীগণ ইহরাম না বেঁধে এই স্থান অতিক্রম করতে পারেন না। মীকাতের স্থানসমূহ : যুল্-হুলায়ফা যা মদীনার ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। জুহুফা সিরিয়া ও এতদঞ্চল দিয়ে আগত লোকদের মীকাত। এটা রাবাণ নামক এলাকার একটি জনশূন্য গ্রাম। কারনুল মানাযিল-এর বর্তমান নাম আস সায়েল। ইয়ালামলাম তিহামা অঞ্চলের একটি পাহাড়ের নাম। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের হজ্জযাত্রীগণের এটাই মীকাত। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ব্যতীত অন্যদের মতে কোন অবস্থায়ই ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে মকায় প্রবেশ জায়েয নয়।

২৯১৭ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দিমাশ্কা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাজারা (খুল-ছলায়কা) নামক স্থানে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনীর পায়ে নিকটে ছিলাম। উটনী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন তিনি বললেন : “লাব্বায়কা বি-উমরাতিন ওয়া হাজ্জাতিম-মাআন” (আমি তোমার দরবার এক সাথে হজ্জ ও উমরার সংকল্প নিয়ে হাযির হচ্ছি)। এটা বিদায়-হজ্জের ঘটনা।

১০. بَابُ التَّلْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ : তালবিয়ার বর্ণনা

২৭১৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَلَقَّيْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لِأَشْرِيكَ لَكَ» قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَةُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ-

২৯১৮ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তালবিয়া শিখেছি। তিনি বলেন : “লাব্বায়কা আত্বাহ্হা লাব্বায়কা লাব্বায়কা, লা শারীকা লাকা লাব্বায়কা, ইন্না-ল-হামদা ওয়ান-নি‘মাতা লাকা ওয়াল-মুল্কা লা শারীকা লাকা।” “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপস্থিত আছি, তোমার নিকট উপস্থিত আছি, তোমার নিকট উপস্থিত আছি, তোমার দরবারে হাযির হয়েছি। তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমার নিকট হাযির হয়েছি। যাবতীয় প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার। তোমার কোন শরীক নেই।” রাবী বলেন, ইব্ন উমার (রা)-এর সাথে যোগ করতেন : “লাব্বায়কা লাব্বায়কা ওয়া সা‘দায়কা ওয়া ল-খায়রু ফী ইয়াদায়কা, লাব্বায়কা ওয়া-ল-রাগবাউ ইলায়কা ওয়া-ল-আমালা।” (অর্থ) “তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, তোমার নিকট হাযির হয়েছি, তোমার নিকট হাযির আছি, তোমার খেদমতের সৌভাগ্য লাভ করেছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। সমস্ত আকর্ষণ তোমার প্রতি এবং সকল কাজ তোমারই নির্দেশে।”

২৭১৭ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمٍ ثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لِأَشْرِيكَ لَكَ-

২৯১৯ যায়িদ ইবন আখ্যাম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তালবিয়া ছিল নিম্নরূপ : “লাক্বায়কা আল্লাহুমা লাক্বায়কা, লাক্বায়কা লা শারীকা লাকা লাক্বায়কা ইন্নালা-হাম্দা ওয়ান-নি‘মাতা লাকা ওয়াল-মূলকা লা শারীকা লাকা।”

২৯২০ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর তালবিয়ায় বলেন : “লাক্বায়কা ইলাহাল্-হাক্বি লাক্বায়কা।”

২৯২১ হিশাম ইবন আযার (র)..... সাহল ইবন সা‘দ সাঈদী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তিই তালবিয়া পাঠ করে, সাথে তার ডান ও বাঁ দিকের পাথর, গাছপালা অথবা মাটি, এমনকি দুনিয়ার সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত উভয়দিকের সবকিছু তালবিয়া পাঠ করে।

১৬. بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ : উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা

২৯২২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... খাল্লাদ ইবন সায়েব সূত্রে তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : আমার নিকট জিব্রীল (আ) এসে আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের আদেশ দেই।

২৯২৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... খাল্লাদ ইবন সায়েব সূত্রে তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : আমার নিকট জিব্রীল (আ) এসে আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের আদেশ দেই।

২৭২৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ شَنَا وَكَيْعٌ شَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْدٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ خُلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَنِي جَبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! مَرُّ أَصْحَابِكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ

২৯২৩ আলী ইবন মুহাম্মাদ যামিদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার নিকট জিব্রীল (আ) এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার সাহাবীদের নির্দেশ দিন, তাঁরা যেন উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে। কারণ তা হলো হজ্জের অন্যতম নিদর্শন।

২৭২৪ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْرٍ ابْنِ كَاسِبٍ قَالَا شَنَا ابْنُ أَبِي فُذَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أَبِي يَكْرِ الصَّدِيقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئل: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الْعُجُ وَالشَّج.

২৯২৪ ইব্রাহীম ইবন মুনযির হিয়ামী ও ইয়াকুব ইবন হুমাইদ ইবন কাসিব (র)..... আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন: “উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ এবং কুরবানির দিন কুরবানী করা।”

১৭. بَابُ الظَّلَالِ لِلْمُحَرَّمِ

অনুচ্ছেদ : ইহরামধারী ব্যক্তির অনবরত তালবিয়া পাঠের ফযীলত

২৭২৫ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ شَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَافِعٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلِيجٍ قَالُوا شَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ابْنِ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُحَرَّمٍ يَضْحَى لِلَّهِ يَوْمَهُ يَلْبِسُ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ بِذُنُوبِهِ فَعَادَ كَذَا كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

২৯২৫ ইব্রাহীম ইবন মুনযির হিয়ামী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে কোন ইহরামধারী ব্যক্তি কুরবানীর দিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত অনবরত মধ্যাহ্ন থেকে তালবিয়া পাঠ করতে থাকে, সূর্য তার গুনাহরাশিসহ অন্ত যায়। তখন সে এমন নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে যায়, যেমন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।

১৮. بَابُ الطَّيِّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ : ইহরামবস্ত্র পরিধানের সময় সুগন্ধির ব্যবহার

২৭২৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ تَبَلَّ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفَيْضَ قَالَ سُفْيَانُ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ-

২৯২৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়ে দেই এবং ইহরাম খোলার সময় তাওয়াফে ইফাদা করার পূর্বেও আমি তাকে সুগন্ধি লাগিয়ে দেই। রাবী সুফইয়ান বলেন : “আমার এই দুই হাত দিয়ে।”

২৭২৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَلْبِسُ-

২৯২৭ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিঁথিতে সুগন্ধির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি তখন তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করছিলেন।

২৭২৮ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَرَى وَبَيْصَ الطَّيِّبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ-

২৯২৮ ইসমাইল ইবন মুসা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিঁথিতে সুগন্ধির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি তিন দিন পরেও অথচ তিনি ছিলেন ইহরাম অবস্থায়।

১৯. بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

অনুচ্ছেদ : মুহরিম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরিধান করবে

২৭২৯ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا يَلْبَسُ الْقُمُصُ وَلَا الْعِمَامُ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزُّعْفَرَانُ أَوْ الْوَرَسُ-

২৯২৯ আবু মুস'আব (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের কাপড় পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে জামা পরবে না, পাগড়ী পরবে না, পায়জামা পরবে না, টুপি পরবে না এবং মোজা পরবে না। কিন্তু তার যদি জুতা না থাকে সে মোজা পরতে পারবে, তবে উভয় টাখনুর নিচের অংশের মোজার উপরিভাগ কেটে ফেলে দিয়ে। সে জাফরান অথবা সুগন্ধি ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না।

২৭৩০ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْنُوعًا بِوَرَسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ-

২৯৩০ আবু মুস'আব (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহরিম ব্যক্তিকে কুমকুম অথবা ওয়ারস ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

২. بَابُ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا وَنَعْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ : কাপড় ও জুতা না থাকলে মুহরিম ব্যক্তি পাজামা ও মোজা পরিধান করবে

২৭৩১ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعَثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ قَالَ هِشَامُ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَقَالَ هِشَامُ فِي حَدِيثِهِ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ يَفْقَدَ-

২৯৩১ হিশাম ইব্ন আ'ম্মার ও মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মিন্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান কালে বলতে শুনেছি : যে (মুহরিম) ব্যক্তি কাপড় পরতে পারেনি সে পায়জামা পরতে পারে এবং যে, ব্যক্তি জুতা সংগ্রহ করতে পারেনি সে মোজা পরতে পারে। হিশামের বর্ণনায় আছে “কাপড় না পেলে পায়জামা পরিধান করবে।”

২৭৩২ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقُطْعُهُمَا اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ-

২৯৩২ আবু মুস'আব (র).....ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি জুতা সংগ্রহ করতে না পারলে মোজা পরিধান করবে। সে যেন টাখনুর নিম্নাংশ পর্যন্ত মোজার উপরিভাগ কেটে নেয়।

২১. بَابُ التَّوَقُّفِ فِي الْإِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় যে সব আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত

২৭৩৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرَجِ نَزَلْنَا فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا وَزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً مَعَ غُلَامٍ أَبِي بَكْرٍ-

قَالَ فَطَلَعَ الْغُلَامُ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ فَقَالَ أَيْنَ بَعِيرُكَ ؟ قَالَ أَضَلَّتْهُ الْبَارِحَةُ قَالَ مَعَكَ بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ ؟ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ-

২৯৩৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু বাকর (রা)-র কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। আরজ নামক স্থানে পৌঁছে আমরা যাত্রা বিরতি করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বসলেন এবং আয়েশা (রা) তাঁর পাশে এবং আমি আবু বাকর (রা)-র পাশে বসলাম। আমাদের আবু বাকর (রা)-র এবং তাঁর গোলামসহ একটি উট ছিল। রাবী বলেন : ইত্যবসরে গোলাম আসলো কিন্তু তার সাথে উট ছিল না। তিনি (আবু বাকর (রা)) জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার উট কোথায় ? সে বললো, রাতে হারিয়ে গেছে। তিনি বললেন, তোমার সাথে একটি মাত্র উট ছিল, তাও তুমি হারিয়ে ফেললে ? রাবী বলেন, তিনি তাকে মারতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : দেখ! এই ব্যক্তি ইহরামের অবস্থায় কি করছে ?

২২. بَابُ الْمُحْرَمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুইতে পারে

[২৭২৬] حَدَّثَنَا أَبُو مُصَنَّبٍ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمُسَوَّرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرَمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمُسَوَّرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرَمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ : فَوَجَدْتَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مِنْ هَذَا ؟

قُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاطَاهُ حَتَّى بَدَأَ إِلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ لِأَنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْنُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ

[২৯৩৪] আবু মুস'আব (রা)..... ইব্রাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন হুনায়ন (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ও মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) আবওয়া নামক স্থানে মতবিরোধে লিপ্ত হলেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি নিজের মাথা ধৌত করতে পারবে। আর মিসওয়ার (রা) বলেন, সে নিজ মাথা ধৌত করতে পারবে না। তাই ইবন আব্বাস (রা) আমাকে আবু আইউব আনসারী (রা)-র নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালেন। আমি গিয়ে তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তিনি দু'টি খুঁটির মাঝখানে কাপড় দ্বারা পর্দা টেনে গোসল করছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে? আমি বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইবন হুনায়ন। ইবন আব্বাস (রা) আমাকে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করতে পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় কিভাবে মাথা ধৌত করতেন? রাবী বলেন, আবু আইউব (রা) তাঁর হস্তদ্বয় পর্দার কাপড়ের উপর ত্রৈধে তা মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করলেন এবং আমি তাঁর মাথা দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, পানি ঢালো। লোকটি তাঁর গোসলে সাহায্য করছিল। সে তাঁর মাথায় পানি ঢেলে দিল। এরপর তিনি তার উভয় হাত দিয়ে গোটা মাথা মললেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এভাবে করতে দেখেছি।

To Download various Bangla Islamic Books,

সুনানু ইবনে মাজাহ-৭ Please Visit <http://IslamiBoi.Wordpress.com>

২৩. بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ تَسْدِيلُ الثَّوْبِ عَلَى وَجْهِهَا

অনুবাদ : মুহরিমা স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডলে কাপড় লটকানো

২৭৩০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مِنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ مُحَرَّمُونَ فَإِذَا لَقِينَا الرَّكِيبَ أَسْدَلْنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَرْقٍ رءُوسِنَا فَإِذَا جَاوَزْنَا رَفَعْنَاهَا-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ-

২৯৩৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহ্রাম অবস্থায় নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা কোন পথযাত্রীর নিকটবর্তী হলে নিজেদের মাথার সামনে দিয়ে কাপড় ঝুলিয়ে দিতাম। যখন তাদের অতিক্রম করে যেতাম তখন তা তুলে ফেলতাম।

আমী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৪. بَابُ الشَّرْطِ فِي الْحَجِّ

অনুবাদ : হজ্জে শর্ত আরোপ করা

২৭৩৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ حَدَّثِهِ قَالَ لَا أَدْرِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ أَوْ سَعْدِي بِنْتُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ضِبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ يَمَنَّا مِنْ الْحَجِّ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا امْرَأَةٌ سَقِيمَةٌ وَأَنَا أَخَافُ الْجَبَسَ قَالَ فَأَحْرَمَنِي وَاشْتَرَطَنِي أَنَّ مَحَلَّكَ حَيْثُ حُسِنْتَ-

২৯৩৬ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু বাকর ইবন আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) সূত্রে তাঁর দাদী আসমা বিনতে আবু বকর নামী সূ'দা বিনতে আওফ (রা)-এর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল মুত্তালিব-কন্যা সাবা'আর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন : হে ফুফুজান : কোন জিনিস আপনাকে হজ্জ থেকে বিরত রাখছে ? তিনি বলেন, আমি একজন অসুস্থ মহিলা, আমার আশংকা হচ্ছে যে, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ করতে পারবো না। তিনি বলেন : আপনি ইহ্রাম বাঁধুন এবং এই শর্ত আরোপ করুন যে, “যেখানে আপনি বাধ্যপ্রাপ্ত হবেন, সেটাই হবে আপনার ইহ্রাম খোলার স্থান।”

২৭৩৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ضُبَاعَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا شَاكِيَةٌ : فَقَالَ أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ الْعَامَ ؟ قُلْتُ إِنِّي لَعَلِيَّةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ! قَالَ حُجِّي وَقُولِي مَحَلِّي حَيْثُ تَحْسِبِي -

২৯৩৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা.....(র) দুব্বাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট উপস্থিত হলেন এবং আমি তখন রোগগ্রস্ত ছিলাম। তিনি বললেন : আপনি কি এ বছর হজ্জের যাওয়ার সংকল্প করছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অসুস্থ? তিনি বললেন : আপনি হজ্জের নিয়্যত করুন এবং বলুন- আপনি (আল্লাহ) যেখানে আমাকে বাধ্যগ্রস্ত করবেন, সেটাই হবে আমার ইহ্রাম খোলার জায়গা।

২৭৩৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ أَبِي خَلْفٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَارِظًا وَعِكْرَمَةَ يُحَدِّثَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أَمْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ أَهْلُ ؟ قَالَ أَهْلِي وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي -

২৯৩৮ আবু বিশর বাকর ইবন খালাফ (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবায়র ইবন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা যুব্বাআ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমি রোগাক্রান্ত এবং আমি হজ্জের যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। অতএব আমি কিভাবে ইহ্রাম বাঁধব? তিনি বললেন : আপনি ইহ্রাম বাঁধা এবং শর্ত রাখুন, আপনি (আল্লাহ) যেখানে আমাকে বাধ্যগ্রস্ত করবেন, সেটাই হবে আমার ইহ্রাম খোলার স্থান।

২০. بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ

অনুচ্ছেদ : হেরেম এলাকায় প্রবেশ

২৭৩৯ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ تَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشَاءَةً حُفَاةً وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاءَةً -

২৯৩৯ আবু কুরায়ব (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীগণ হেরেমের এলাকায় পদব্রজে ও নগ্ন পদে প্রবেশ করতেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফসহ হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান নগ্নপদে ও পদব্রজে সমাপন করতেন।

২৬. بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ : পবিত্র মক্কায় প্রবেশ

[২৭৪.] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَةِ الْعُلْيَا وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَةِ السُّفْلَى-

[২৯৪০] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চ ভূমি দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং বের হওয়ার সময় নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।

[২৭৪১] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْعُمَيْيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا-

[২৯৪১] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

[২৭৪২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا أَنَسُ بْنُ مُعْتَمِرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُمَرَ وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ! أَيْنَ تَنْزَلُ غَدًا ؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا ؟ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ (يَعْنِي الْمُحَصَّبَ) حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ " وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ خَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي عَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاجِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي-

[২৯৪২] মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমরা আগামীকাল কোথায় অবতরণ করব ? এটা তাঁর (বিদায়) হজ্জের সময়কার কথা। তিনি বললেন : আকীল কি আমাদের জন্য কোন অবতরণের স্থান অবশিষ্ট রেখেছে ? এরপর তিনি বললেন : আমরা আগামীকাল বনু কিনানার ঘাঁটিতে (অর্থাৎ মুহাসসাবে) অবতরণ করতে যাচ্ছি- যেখানে কুরায়শগণ কুফরীর উপর অবিচল থাকার শপথ করেছিল। আর তাহলো, বনু কিনানা কুরায়শদের নিকট থেকে বানু হাশিম সম্পর্কে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে, তারা শেযোক্ত গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং ব্যবসায়িক লেনদেনও করবে না। মা'মার বলেন, যুহরী (র) বলেছেন: খায়ফ অর্থ উপত্যকা।

২৭. بَابُ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ

অনুবাদ : হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করা

২৭৪৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَلَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَا شَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَنَا عَاصِمَ الْأَخْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ رَأَيْتُ الْأَصِيلَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْبَلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ : إِنِّي لَأَقْبَلُكَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ-

২৯৪৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসায়লি অর্থাৎ উমার ইবন খাত্তাব (রা)-কে দেখলাম- তিনি হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করছেন, এবং বলছেন : অবশ্য আমি তোমায় চুম্বন করছি। আমি নিশ্চিত জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, তুমি ক্ষতিও করতে পার না এবং উপকার করতেও পার না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম তবে আমিও তোমায় চুম্বন করতাম না।

২৭৪৪ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ : شَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنْ ابْنِ خَثِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ-

২৯৪৪ সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র) ... সাঈদ ইবন জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন এই পাথরকে উপস্থিত করা হবে। তার দুটি চোখ থাকবে তা দিয়ে সে দেখবে, যবান থাকবে তা দিয়ে সে কথা বলবে এবং সাক্ষী দেবে এমন লোকের অনুকূলে যে তাকে সত্যতার সাথে চুম্বন করেছে।

২৭৪৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ شَنَا خَالِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَّ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا ثُمَّ انْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي فَقَالَ يَا عُمَرُ! هَهُنَا تَسْكَبُ الْعِبْرَاتُ-

২৯৪৫ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজরতের দিকে মুখ করলেন, অতপর এর উপর নিজের দুই চোঁট স্থাপন করে দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর

তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন- উমার ইবন খাত্তাব (রা)-ও কাঁদছেন। তিনি বলেন : হে উমার! এটাই প্রবাহিত করার স্থান।

২৭৬৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمَصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ-

২৯৪৬ আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ মিসরী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর কোন রুকনে চুমা খেতেন না- কেবলমাত্র রুকনুল আসওয়াদ (কালো পাথর) এবং এর নিকটেরও বনু জুমহ গোত্রের দিক্কার কোণে (রুকনে ইয়ামানীতে চুমা খেতেন।)

২৮. بَابُ مَنْ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمَحْجَنِهِ

অনুচ্ছেদ : লাঠির সাহায্যে রুকনে (আসওয়াদ)-কে চুমা দেওয়া

২৭৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْبٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ لَمَّا أَطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمَحْجَنٍ بِيَدِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةَ عِيدَانٍ فَكَسَرَهَا ثُمَّ قَامَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ فَرَمَى بِهَا وَأَنَا أَنْظُرُهُ-

২৯৪৭ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমাইর (র)..... শায়বার কন্যা সাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর যখন নিশ্চিত হলেন তখন তিনি স্বীয় উটে আরোহণ করে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করেন এবং নিজের হাতের লাঠির সাহায্যে রুকনে (আসওয়াদ) কে চুমা দেন। অতঃপর তিনি কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং তথায় কাঠের তৈরী একটি কবুতর দেখতে পান। তিনি তা ভেঙে ফেলেন, এরপর তিনি কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে তা বাইরে নিক্ষেপ করেন। আর আমি তা দেখছিলাম।

২৭৬৮ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا ابْنَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ-

[২৯৪৮] আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বিদায় হজ্জে একটি উটে আরোহণ করে তাওয়াফ করেন এবং একটি লাঠির সাহায্যে রুকনকে চুমা দেন।

[২৯৪৯] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَبُودُ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَائِلَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنِهِ وَيَقْبِلُ الْمِخْجَنَ-

[২৯৪৯] আলী ইবন মুহাম্মাদ ও হাদীয়া ইবন আবদুল ওহাব (র)..... আবু তুফায়ল আমির ইবন ওয়াসিলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর সাওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, নিজের লাঠির সাহায্যে রুকন স্পর্শ করেন এবং লাঠিতে চুমা দেন।

২৯. بَابُ الرَّمْلِ حَوْلَ الْبَيْتِ

অনুবাদ : বায়তুল্লাহর চারপাশে রামল করা

[২৯৫০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَّافَ الْأَوَّلَ رَمَلَ ثَلَاثَةً وَمَشَى أَرْبَعَةً مِنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ-

[২৯৫০] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমাইর আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ শুরু করতেন (বাহু দুলিয়ে বীরদর্পে প্রদক্ষিণ করতেন) এবং চার চক্রে সাধারণ গতিতে হেঁটে তাওয়াফ করতেন, 'হাজারুল আসওয়াদ' থেকে (প্রদক্ষিণ) শুরু করে হাজারুল আসওয়াদ পর্যন্ত। ইবন উমার (রা)-ও তাই করতেন।

[২৯৫১] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا-

২৯৫১ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ হাজারুল আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজারুল আসওয়াদ পর্যন্ত তিনবার রামল করতেন এবং চারবার সাধারণ গতিতে তাওয়াকফ করতেন।

২৯৫২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ فِيمَ الرَّمْلَانِ الْآنَ ؟ وَقَدْ أَطَا اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَآهْلَهُ وَآيَمَ اللَّهِ ! مَانِدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

২৯৫২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... যাবিদ ইবন আসলাম (রা) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা) হক বলতে শুনেছি--এখন এই দুই রামলের মধ্যে কি ফায়দা আছে? এখন তো আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন এবং কুফর ও তার অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করেছেন। আল্লাহর শপথ! আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে যেসব আমল করেছি তার কিছুই পরিত্যাগ করবো না।

২৯৫৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَانَا مَعْمَرُ عَنْ أَبِي خَيْثَمٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَّةِ إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرُونَكُمْ فَلْيَرُونَكُمْ جُلْدًا فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ وَرَمَلُوا وَالنَّبِيُّ ﷺ وَإِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِي إِلَى الرُّكْنَ وَثُمَّ رَمَلُوا حَتَّى بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِي ثُمَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنَ الْأَسْوَدِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ -

২৯৫৩ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ হুদাইবিয়ার বছরের পরবর্তী উমরা পালনকালীন সময়ে মক্কায় প্রবেশের প্রাকালে তাঁর সাহাবীগণকে বলেন : তোমাদের সম্প্রদায় আগামী কাল সতেজ ও চালাক-চতুর দেখতে পায়। তাঁরা মসজিদে প্রবেশ করে রুকন (পাথর) চুষন করেন এবং রামল করেন এবং নবী ﷺ -ও তাদের সাথে ছিলেন। তারা রুকনে ইয়ামানীতে পৌছে হাজারুল আসওয়াদ পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হন। তাঁরা পুনরায় রামল করে রুকনে ইয়ামানীতে পৌছান, অতঃপর রুকনুল আসওয়াদ পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে চলেন। তাঁরা তিনবার রামল করেন ও চারবার স্বাভাবিক গতিতে হাঁটেন।

২০. بَابُ الْأَضْطِیَاعِ

অনুচ্ছেদ : ইযতিবার বর্ণনা

۲৭০৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ وَقَبِيصَةُ قَالَ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعًا قَالَ قَتَبِيصَةُ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ-

২৯৫৪ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইয়া'লা ইবন উমাইয়া তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ডান কাঁধ খোলা রেখে এবং বাম কাঁধের উপর চাদরের উভয় কোণা লটকিয়ে তাওয়াফ করেন। কাসীসা বলেন, তাঁর শরীর মুবারকে ছিল একটি চাদর।

২১. بَابُ الطَّوَافِ بِالْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ : হাতীম ও তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত

২৭০৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَجْرِ فَقَالَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ قُلْتُ مَأْمَنَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهُ فِيهِ ؟ قَالَ عَجَزْتُ بِهِمُ النَّفْقَةَ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لَا يَصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا بِسَلَمٍ ؟ قَالَ ذَلِكَ فَعَلَ قَوْمُكَ لِيَدْخُلُوهُ مِنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوهُ مِنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنْ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرِ مَخَافَةٍ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ هَلْ أُغِيرَهُ لَا فَادَخِلَ فِيهِ مَا انْتَقَصَ مِنْهُ وَجَعَلْتُ بَابَهُ بِالْأَرْضِ-

২৯৫৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হিজর (হাতীম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : তা বাইতুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। আমি বললাম, তাকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করতে কোন জিনিস তাদের বাধা ছিল? তিনি বলেন : অর্থাৎ তা তাদের অপারগ করে দেয়। আমি বললাম : তার দরজা উচ্চে স্থাপিত হওয়ার কারণ কি যে, তাতে সিঁড়ি ব্যতীত উঠা যায় না? তিনি বলেন : তা তোমার সম্প্রদায়ের কাভ। তাদের মর্জি হলে কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারত আর যাদের ইচ্ছা তাতে প্রবেশে বাধা দিত। তোমার সম্প্রদায়ের কুফরী পরিত্যাগের ফল যদি অতি নিকটে না হত এবং (কা'বা ঘর ভাঙ্গার কারণে) তাদের মধ্যে বিভ্রমের উদ্বেক হওয়ার আশংকা না থাকতো, তাহলে তুমি দেখতে পেতে--আমি কিভাবে তা পরিবর্তন করতাম। তা থেকে যা বাদ দেয়া হয়েছিল--আমি পুনরায় তা এর অন্তর্ভুক্ত করতাম এবং তার দরজা ভূমি বরাবর করে দিতাম।

২২. بَابُ فَضْلِ الطَّوَّافِ

অনুচ্ছেদ : তাওয়াফের ফযীলত

৩৯০৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَ كَعَتَقِ رَقَبَةٍ-

২৯৫৬ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করল এবং দুই রাক'আত নামায পড়ল তা একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য।

২৯০৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي سُوَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَكُلِّ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا آمِينَ ! فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ : قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ! مَا بَلَغَكَ فِي هَذَا الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ ؟

قَالَ عَطَاءٌ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مُحِيطٌ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ بِهَا عَشْرَةَ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرَجُلَيْهِ كَخَانِضِ الْمَاءِ بِرَجُلَيْهِ-

২৯৫৭ হিশাম ইবন আয্মার (র)..... হুমায়দ ইবন আবু সাবিয়া (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবন হিশামকে রুকনে ইয়ামানী সম্পর্কে আতা ইবন আবু রাবাহ-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি তখন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছেন। আতা বলেন, আর হুরায়রা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : (রুকনে ইয়ামানীতে) সত্তরজন ফেরেশতা মোতায়েন রয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি বলে--“আল্লাহুমা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া, ওয়ালা আফিয়াতা ফি’দ-দুন্যা ওয়া’ল-আখিরাতে,

রাব্বানা আতিনা ফিদ'-দুন্য়া হাসানাতান ওয়া-ফিল'-আখিরাতে হাসানাতান ওয়াকিনা আযাবান-নার"--তখন ফেরেশতাপণ বলেন : আমীন। (অর্থ : "ইয়া আল্লাহ! আপনার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি দুনিয়া আখিরাতে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের দোষের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন")।

আতা (র) রুকনুল-আসওয়াদে (হাজারুল আসওয়াদ) পৌছলে ইবন হিশাম বলেন, হে আবু মুহাম্মাদ! এই রুকনুল আসওয়াদ সম্পর্কে আপনি কি জানতে পেরেছেন? আতা (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : "যে কেউ তার সামনা-সামনি হলো, সে যেন দয়াময় আল্লাহর হাতের সামনা-সামনি হলো।" ইবন হিশাম (র) তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আবু মুহাম্মাদ! তাওয়াফ সম্পর্কে কি এসেছে? আতা বলেন : আমার নিকট আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : "যে ব্যক্তি সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং কোন কথা না বলে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে "সুবহানাল্লাহ ওয়ালা-হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"- তার দশটি শুনাহ মুছে যাবে, তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে এবং তার মর্যাদা দশগুণ বর্ধিত করা হবে। আর যে ব্যক্তি তাওয়াফ করে এবং এ অবস্থায় কথা বলে, সে তার পদদ্বয় কেবল রহমতের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে; যেমন কারো পদদ্বয় পানিতে ডুবিয়ে রাখে।

২২. بَابُ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ : তাওয়াফ শেষে দুই রাক'আত সালাত আদায় করা

২৭০৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ بَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعَةٍ جَاءَ حَتَّى إِذَا يُجَاذِي بِالرُّكْنِ : فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدٌ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَذَا بِمَكَّةَ خَاصَّةً-

২৯৫৮ আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র).....মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি সাত চক্র তাওয়াফ শেষ করে হাজারুল আসওয়াদ বরাবর এলেন এবং মাতাফের প্রান্তে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। তাঁর ও তাওয়াফের মাঝে আর কেউ ছিল না। ইমাম ইবন মাজা (র) বলেন, এটা (সূতরাবিহীন অবস্থায় সালাত আদায় করা) কেবলমাত্র মক্কার জন্য নির্দিষ্ট।

২৭০৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا وَكَيْعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ فَطَافَ

بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ قَالَ وَكَيْفَ : يَعْنِي عِنْدَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصُّفَا-

[২৯৫৯] আলী ইবন মুহাম্মাদ আমর ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মকায় পৌঁছে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। অতঃপর দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। (ওয়াকী বলেন, অর্থাৎ মাকামে ইব্রাহীমের নিকটে), এরপর তিনি সাফার দিকে রওয়ানা হন।

[২৯৬০] حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذَا مَقَامُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» -

قَالَ الْوَلِيدُ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ هَكَذَا قَرَأَهَا «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» ؟ قَالَ : نَعَمْ !

[২৯৬০] আব্বাস ইবন উসমান দিমাশকী (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমে এলেন। তখন উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতো আমাদের পিতা (পূর্ব পুরুষ) ইব্রাহীম (আ)-এর স্থান- যে সম্পর্কে মহামহিম আল্লাহ বলেন : “তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়াবার জায়গাকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর” (সূরা বাকারা : ১২৫)। ওয়ালীদ বলেন, আমি (ইমাম) মালিক (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম- তিনি কি এভাবে পাঠ করেছেন : “ওয়াত্তাখিযু মিম-মাকামি ইব্রাহীমা মুসালা” তিনি বলেন, হাঁ।

৩.৬. بَابُ الْعَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

অনুচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির আরোহণ অবস্থায় তাওয়াফ

[২৯৬১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنصُورٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا مَرَضَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهِيَ رَاكِبَةٌ : قَالَتْ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّورُ وَكِتَابُ مَسْطُورٍ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ :

২৯৬১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে লোকদের পেছনে পেছনে আরোহিত অবস্থায় তাওয়াফ করার নির্দেশ দেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তাতে তিনি “ওয়াত-তুর ওয়া কিতাবিম্ মাসতুর” তিলাওয়াত করছেন। ইবন মাজা (র) বলেন, এটা আবু বকর বর্ণিত হাদীস।

২০. بَابُ الْمُلتَزِمِ

অনুচ্ছেদ : মুলতাজিম-এর বর্ণনা

২৯৬২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكْعَتَيْنِ فِي دُبُرِ الْكُعْبَةِ فَقُلْتُ أَلَا نَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ! قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ فَالْمَقَّ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَذَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ-

২৯৬২ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... ও'আয়বের পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-র সাথে তাওয়াফ করলাম। আমরা সাতবার তাওয়াফ শেষে কা'বার পশ্চাতে সালাত আদায় করলাম। আমি বললাম, আমরা কি আল্লাহর নিকট দোষখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করব না? তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নিকট দোষখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করব না? তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নিকট দোষখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাবী বলেন, অতপর তিনি অগ্রসর হয়ে হাজারুল আসওয়াদ চূষন করেন। এরপর তিনি হাজরে আসওয়াদ ও দরজার মাঝ বরাবর দাঁড়ান, অতপর তার নিজের বুক, হস্তদ্বয় ও পাল তার সাথে লাগান এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরাপ করতে দেখেছি।

২৬. بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ

অনুচ্ছেদ : ঋতুমতী মহিলা তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অবশিষ্ট হকুম পালন করবে

২৯৬৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرْفٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ سَرْفٍ حِضْتُ قَدْ نَخَلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَانَا أَبْكَى فَقَالَ مَالِكُ ؟ أَنْفَسْتُ ؟

قُلْتُ نَعَمْ ! قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ أَدَمَ فَأَقْضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا
غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ : وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ
بِالْبَقَرِ -

[২৯৬৩] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হজ্জ আদায় করা। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে অথবা তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলাম তখন আমি ঋতুবতী হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন : “তোমার কি হয়েছে, তুমি কি ঋতুগ্রস্ত হয়েছ ?” আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন : “এটা এমন একটি বিষয় যা আব্বাহ তা’আলা আদম-কন্যাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তুমি হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন কর, শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না।” আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিবিদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।

২৭. بَابُ الْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : ইফরাদ হজ্জের বর্ণনা

[২৭৬৪] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ قَالَا : ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ
الْحَجَّ -

[২৯৬৪] হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফরাদ হজ্জ করেছেন।

[২৭৬৫] حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْقَلٍ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ -

[২৯৬৫] আবু মুস’আব (র)..... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফরাদ হজ্জ করেছেন।

[২৭৬৬] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَحاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ -

২৯৬৬ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফরাদ হজ্জ করেছেন।

২৯৬৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّدِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ أَفْرَدُوا الْحَجَّ-

২৯৬৭ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর, উমর ও উসমান (রা) ইফরাদ হজ্জ করেছেন।

২৮. بَابُ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

অনুচ্ছেদ : একই ইহরামের হজ্জ ও উমরা আদায় করা

২৯৬৮ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً-

২৯৬৮ নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : “আমি উমরা ও হজ্জের উদ্দেশ্যে হাযির।”

২৯৬৯ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَبَيْكَ ! بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ-

২৯৬৯ নাসর ইবন আলী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : “আমি উমরা ও হজ্জের উদ্দেশ্যে আপনার দরবারে হাযির।”

২৯৭০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلَ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ

১. হজ্জ তিন প্রকার। যথা- ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তা। শুধুমাত্র হজ্জের নিয়াতে ইহরাম বাঁধলে তাকে ইফরাদ হজ্জ বলে। এ ক্ষেত্রে হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করবে।

হজ্জের মাসে প্রথমে উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলে- তাকে তামাত্তা হজ্জ বলে। এ ক্ষেত্রে মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরা আদায় করবে। অতঃপর ইহরাম খুলে হজ্জের নিয়াতে আবার ইহরাম বেঁধে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাধা করবে।

একই সাথে হজ্জ ও উমরার নিয়াতে ইহরাম বাঁধলে তাকে কিরান হজ্জ বলে। এক্ষেত্রে প্রথমে উমরা আদায়ের পর ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে, তারপর হজ্জের যাবতীয় হুকুম পালন করবে।

رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَاسْلَمْتُ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَسَمِعَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أَهْلُ بَيْهَمَا جَمِيعًا بِالْقَاسِيَةِ فَقَالَا لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِهِ فَكَانِمًا حَمَلًا عَلَى جَبَلٍ بِكَلِمَتِهِمَا فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيَّهِمَا فَلَا مَهْمَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ هَدَيْتُ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ هَدَيْتُ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ : قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ شَقِيقٌ : فَكَثِيرٌ أَمَا ذَهَبْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ نَسَّأَهُ عَنْهُ -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَخَالِي يَعْلَى قَالُوا ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ مِنَ الصُّبْبِيِّ بْنِ مَعْبُدٍ قَالَ كُنْتُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَاسْلَمْتُ فَلَمْ أَلْ أَنْ اجْتَهِدُ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَذَكَرْتُ نَحْوَهُ -

[২৯৭০] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... সুবাই ইবন মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ছিলাম একজন নাসারা। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করি। আমি হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধলাম। সালমান ইবন রা'বীআ ও যায়িদ ইবন সুহান উভয়ে আমাকে কাদিসিয়ায় হজ্জ ও উমরার একত্রে তালবিয়া পাঠ করতে শুনে। তখন তাঁরা বলেন, এ ব্যক্তি তো তার উটের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট। তাদের এই মন্তব্য যেন আমার বুকের উপর একটি পাহাড় নিক্ষেপ করল। অতএব আমি উমার ইবন খাত্তাব (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি তাদের উভয়কে লক্ষ্য করে তিরস্কার করলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি নবী ﷺ-এর সুন্নাত পর্যন্ত পৌঁছে গেছ, তুমি নবী ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করেছ। হিশাম (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, শাকীক বলেছেন, আমি ও মাসরুক অনেকবার (সুবাই ইবন মা'বাদের) নিকট গিয়েছি এবং এ হাদীস সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করেছি।

আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আস-সুবাই ইবন মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবক বয়সে আমি খ্রিষ্টান ছিলাম, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করি এবং ইবাদত-বন্দেগী করার চেষ্টা করি। অতএব আমি একই সময়ে হজ্জ ও উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধলাম। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

[২৯৭১] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْحُجَّاجُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ -

[২৯৭১] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা) আমাকে অবহিত করেন যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ একই ইহ্রামে হজ্জ ও উমরা আদায় করেছেন।"

২৯. بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

অনুবাদ : কিরান হজ্জ শালনকারীর তাওয়াফ

২৯৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَارِثٍ الْمُحَارِبِيُّ
ثَنَا أَبِي عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَامِعٍ عَنْ كَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَطْفُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ
لِعُمَرَتِهِمْ وَحُجَّتِهِمْ حِينَ قَدِمُوا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا-

২৯৭২ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়ের (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ, ইবন উমার ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় পৌঁছে হজ্জ উমরা উভয়ের জন্য একবার (সাত চক্র) মাত্র তাওয়াফ করেন।

২৯৭৩ حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبَثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَطَوَافًا وَاحِدًا-

২৯৭৩ হানাদ ইবন সারী (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে এক তাওয়াফ করেন।

২৯৭৪ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزُّنْجِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَدِمَ قَارِنًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

২৯৭৪ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কিরান হজ্জের ইহরাম বোধে (মক্কায়) আপমন করেন। তিনি সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়া মাঝে সাযী করেন। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন।

২৯৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى
لَهُمَا طَوَافُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَحِلْ حَتَّى يَقْضَى حَجُّهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا-

২৯৭৫ মুহরিন ইবন সালামা (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে ইহরাম বোধে- এতদুভয়ের জন্য এক তাওয়াফই যথেষ্ট। সে হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত না করা পর্যন্ত ইহরাম-মুক্ত হতে পারে না। সে হজ্জ ও উমরা থেকে একই সময় ইহরাম মুক্ত হবে।

১. بَابُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : উমরা ও হজ্জসহ তামাস্তো হজ্জের বর্ণনা

২৭৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمِشَقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عِكْرَمَةُ قَالَ حَدَّثَنِي بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَتَانِي اتِّ مِنْ رَبِّي فَقَالَ : صَلَّى فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ : عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ -

২৯৭৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দিমাশ্কা (র)..... উমার ইবন খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আকীক নামক স্থানে অবস্থানকালে বলতে শুনেছি : আমার রবের তরফ থেকে আমার নিকট একজন দূত এসে বললেন : এ বরকতময় উপত্যকায় আপনি সালাত আদায় করুন। এবং বলুন উমরা হজ্জের মধ্যে।

২৭৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَّاقَةَ بْنِ جُعْثَمٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فِي هَذَا الْوَادِي فَقَالَ إِلَّا أَنْ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

২৯৭৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী-ইবন মুহাম্মদ (র)..... সুরাকা ইবন জু'শুম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণদানের উদ্দেশ্যে এই উপত্যকায় দণ্ডায়মান হন এবং বলেন : জেনে রাখ! কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের সাথে উমরা আদায় করা যেতে পারে।

২৭৭৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ الشَّخِيرِ عَنْ أَخِيهِ مَطْرَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَضِيِّنِ إِنِّي أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ اعْتَمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ - يَعْنِي مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْزِلْ نَسَخْهَ قَالَ فِي ذَلِكَ بَعْدُ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ أَنْ يَقُولَ -

[২৯৭৮] আলী ইবন মুহাম্মাদ..... মুতাররিফ ইবন আবদুল্লাহ ইবন শিখখীর (র) বলেন, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) আমাকে বললেন, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করব। আশা করি আল্লাহ তা'আলা আজকের দিনের পর এ হাদীসের সাহায্যে তোমাকে উপকৃত করবেন। জেনে রাখ! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবারের একদল সদস্য যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের মধ্যে উমরা আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করতে নিষেধ করেননি এবং তা রহিতকারী কোন আয়াতও নাযিল হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এক ব্যক্তি (ইবন উমর) এ সম্পর্কে নিজ ইচ্ছামত যা বলার তাই বলেন।

[২৭৭৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْهُ عُمَارَةُ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَفْتِي بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بَعْضُ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسْكِ بَعْدَكَ حَتَّى لَقِيْتَهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ وَأَصْحَابِهِ وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظْلُوهَا بِهِنَّ مُعْرِسِينَ تَحْتَ الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسَهُمْ۔

[২৯৭৯] আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার ও নসর ইবন আলী জাহযামী (র)..... আবু মুসা আশা'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামাত্তো হজ্জের অনুকূলে ফাতওয়া দিতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি আপনার কিছু ফাতওয়া দেওয়া ছেড়ে দিন। কেননা, আপনার জানা নেই যে, আপনার পরে আমীরুল মু'মিনীন (উমার) হজ্জের ব্যাপারে নতুন হুকুম প্রদান করেছেন। অবশেষে আমি (আবু মুসা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বিষয়টি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন উমার (রা) বললেন : আমি অবশ্যই জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ তামাত্তো হজ্জ করেছেন। কিন্তু আমার নিকট এটা খুবই খারাপ লাগে যে, লোকেরা গাছের নিচে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে, অতঃপর মাথার চুল থেকে পানি পতিত অবস্থায় হজ্জ যাবে।

৬১. بَابُ فَسْخِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : হজ্জের ইহরাম ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে

[২৭৯০] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمِشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

بِالْحَجِّ خَالِصًا لَأَنْخِلَطُهُ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لَارْبَعٍ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ نَبِيِّ الْحِجَّةِ فَلَمَّا طَفَقْنَا بِالْبَيْتِ وَسَعَيْنَا بِنُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ فَقُلْنَا مَا بَيْنَمَا لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ الْاْخْمَسُ فَنَخْرُجَ إِلَيْهَا وَهَذَا كَبِيرُنَا تَفْطُرُ مَنِيًّا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا بَرَكَمُ وَأَصْدَقَكُمْ وَلَوْ لَا الْهُدَى لَأَحْلَلْتُ فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ أَمْتَعْتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لَايَدُ ؟ فَقَالَ لَايِلَّ لَايَدُ الْاَيْدُ ؟

[২৯৮০] আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দিমাশকী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আমরা কেবলমাত্র হজ্জের নিয়্যতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইহরাম বাঁধলাম, এর সাথে উমরার নিয়্যত করিনি। যিলহজ্জ মাসের চার দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় উপনীত হলাম। আমরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ সমাপ্ত করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করার নির্দেশ দেন এবং স্ত্রীদের সাথে মেলামেশার অনুমতি দেন। আমরা আরজ করলাম, আমাদের ও আরাফাতের দিনের মাঝে আর মাত্র পাঁচ দিন অবশিষ্ট আছে। আমরা আমাদের পুরুষাংগ থেকে বীর্য নির্গত হওয়ার পরক্ষণেই আরাফাতের দিকে রওয়ানা করবো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সৎকর্মশীল ও সর্বাধিক সত্যবাদী। আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমিও ইহরাম খুলে ফেলতাম।” সুরাকা ইবন মালিক (রা) বলেন, এ সুযোগ কি আমাদের এ বছরের জন্য না চিরকালের জন্য ? তিনি বললেন : না, বরং চিরকালের জন্য।

[২৯৮১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخُمْسٍ يَقِينُ مِنْ نَبِيِّ الْقَعْدَةِ لَا تَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا وَدَنُونَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى أَنْ يَحِلَّ نَحْلُ النَّاسِ كُلُّهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ هَدًى فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النُّحْرِ دَخَلَ عَلَيْنَا بِلَحْمٍ بَقَرٍ فَقِيلَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ-

[২৯৮১] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলকাদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলকাদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলাম। কেবলমাত্র হজ্জ করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা গম্ভাবো (মক্কায়) বা তার কাছাকাছি পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন যে, “যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে।” অতএব যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহরাম

খুলে ফেলল। কুরবানীর দিন আমাদের জন্য গরুর গোশত নিয়ে আসা হল এবং বলা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিবিদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন।

২৭৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ اجْعَلُوا حَجَّتَكُمْ عُمْرَةً فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً : قَالَ انْظُرُوا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَغَضِبَ فَاَنْطَلَقَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ غَضَبًا قَرَأَتْ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتْ مَنْ أَغْضَبَكَ ؟ أَغْضَبَهُ اللَّهُ ! قَالَ وَمَا لِي لَا الْغَضَبُ وَأَنَا أَمْرُ أَمْرًا فَلَا أَتُبَعُ ؟

২৯৮২ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)..... আল-বারা'আ ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ রওয়ানা হলেন, আমরা হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। আমরা মক্কায় পৌঁছলে তিনি বললেন : “তোমাদের হজ্জ উমরায় পরিণত কর।” লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো হজ্জের নিয়্যতে ইহরাম বেঁধেছি, তা কিভাবে উমরায় পরিবর্তন করব? তিনি বললেন : লক্ষ্য কর, আমি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেই, অতএব তা কর। তারা তাঁর সামনে নিজেদের কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে স্থান ত্যাগ করেন এবং এই অবস্থায় আয়েশা (রা)-এর নিকট যান। তিনি তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ছাপ দেখে বলেন, আপনাকে অসন্তোষ করেছে, আল্লাহ তাকে অসন্তুষ্ট করুন? তিনি বলেন, আমি কিভাবে অসন্তুষ্ট না হয়ে পারি, আমি কোন কাজের হুকুম দিলে অনুসরণ করা হবে না?

২৭৮৩ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَنبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقِمْ عَلَى أَحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلِّ قَالَتْ : وَلَمْ يَكُنْ مَعِيَ هَدْيٌ فَاحْلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلْ فَلَبِثْتُ ثِيَابِي وَجِئْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ : قَوْمِي عَنِّي فَقُلْتُ : اتَّخَشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ-

২৯৮৩ বাকর ইবন খালাফ আবু বিশর (র)..... আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : “যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা যেন ইহরাম অবস্থায় থাকে। আর যাদের সাথে কুরবানীর পশু নেই

তারা যেন ইহ্রাম ছেড়ে দেয়।" রাবী বলেন, আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকায় আমিও ইহ্রাম মুক্ত হলাম। কিন্তু (আমার স্বামী) যুবায়র (রা)-র সাথে কুরবানীর পশু থাকায় তিনি তিনি ইহ্রামমুক্ত হতে পারেননি। আমি আমার পরিধেয় বস্ত্র পরে যুবায়র (রা)-র নিকট আসলে তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট থেকে উঠে যাও। আমি বললাম, আপনি কি আশংকা করছেন যে, আমি আপনার উপর ব্যাপিয়ে পড়ব?

৪২. بَابُ مَنْ قَالَ كَانَ فَسَخَ الْحَجَّ لَهُمْ خَاصَّةً

অনুচ্ছেদ : যে বলে, বিশেষ কারণে হজ্জের ইহ্রাম ছেড়ে দেওয়া

[৩৭৮৪] حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَرِثِ ابْنِ بِلَالٍ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ نَسَخَ الْحَجَّ فِي الْعُمْرَةِ كُنَّا خَاصَّةً ؟ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلْ لَنَا خَاصَّةٌ -

[২৯৮৪] আবু মুস'আব..... বিলাল ইবন হারিস (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হজ্জের ইহ্রাম ছেড়ে দিয়ে উমরা করা কি কেবলমাত্র আমাদের জন্যই নির্দিষ্ট, না সাধারণভাবে সবলোকের জন্য? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “বরং আমাদের জন্যই নির্দিষ্ট।”

[২৭৮৫] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْيَمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَتْ السَّعَةُ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً -

[২৯৮৫] আলী ইবন মুহাম্মাদ (রা)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের ইহ্রাম ভংগ করার সুযোগ মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

৪৩. بَابُ السَّغْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ : সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা

[২৭৮৬] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَى جُنَاحَا أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا" وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا" إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهْلَوْا أَهْلُوا لِمَنَاةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ

النَّبِيُّ ﷺ فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ فَلَعَمْرِي! مَا أَتَمَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ-

২৯৮৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা..... হিশাম ইবন উরত্তা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে অবহিত করে বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমি যদি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ না করি তবে তা আমার জন্য দূষণীয় মনে করি না। তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ বলেছেন : “সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দেশনাসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেউ কা’বা ঘরের হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে- এ দু’টির মাঝে সাঈ করাতে কোন গুনাহ নেই” (সূরা বাকারা : ১৫৮)। তুমি যেকোন বুরহা- যদি তাই হত তবে এভাবে বলা হত : “তবে এ দু’টির মাঝে সাঈ মা করলে তার কোন গুনাহ নেই।” উপরোক্ত আনসার সম্প্রদায়ের কতিপয় লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা যখন ইহরাম বাঁধত (ইসলাম পূর্ব যুগে)- মানাত দেবতার উদ্দেশ্যে তা বাঁধত। তাই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা (তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) বৈধ ছিল না। তারা (ইসলামোত্তর যুগে) নবী ﷺ-এর সাথে হজ্জ করতে এসে বিষয়টি তাঁর সামনে উল্লেখ করলে, তখন আল্লাহ তা’আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। (আয়েশা (রা) বলেন) আমার জীবনের শপথ! যে ব্যক্তি হজ্জ করতে এসে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে না মহান আল্লাহ তার হজ্জ পূর্ণ করবেন না।

২৭৯৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَزَّ بِذِيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ وَلَدِ شَيْبَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَقَوْ يَقُولُ لَا يَقْطَعُ الْأَبْطَحُ الْأَشَدَّ-

২৯৮৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... শায়বার উম্মে ওয়ালাদ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে দেখেছি এবং তিনি তখন বলছিলেন : আবতাহ্-কে দৌড়ে অতিক্রম করতে হবে।

২৭৯৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا أَبِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ جَهَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ أَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى وَإِنْ أَمْشَرَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ-

২৯৮৮ আলী ইবন মুহাম্মাদ ও আমর ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করি, (তা এ জন্য যে,) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাঈ করতে দেখেছি। আমি যদি তা হেঁটে অতিক্রম করি, (তা এজন্য যে,) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা হেঁটে করতে দেখেছি। আর আমি তো একজন বয়োঃবৃদ্ধ।

৬৬. بَابُ الْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ : উমরার বর্ণনা

২৭৯৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُسْنِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ-

২৯৮৯ হিশাম ইবন আম্মার (র).....তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছেন : হজ্জ হচ্ছে-জিহাদ, আর উমরা হচ্ছে নফল।

২৭৯৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا يَعْلَى ثَنَا إِسْمَاعِيلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطَفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَكُنَّا نُسْتَرُّهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يُعْيِيهِ أَحَدٌ بِشَيْءٍ-

২৯৯০ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ -এর সাথে ছিলাম। তিনি উমরা করাকালীন (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করেন, আমরাও তাঁর সাথে তাওয়াফ করি, তিনি সালাত আদায় করেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম। আমরা তাঁকে মক্কাবাসীদের থেকে আড়াল করে রাখতাম যাতে কেউ তাঁর কোন ক্ষতি সাধনের সুযোগ না পায়।

৬৭. بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : রমযান মাসে উমরা করার বর্ণনা

২৭৯৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَيَانَ وَجَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً-

২৯৯১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ওয়াহ্ব ইবন খানবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : রমযান মাসের উমরা (সাওয়াবের ক্ষেত্রে) হজ্জের সমতুল্য।

২৭৯৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعُمَرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْعَافِرِيِّ عَنْ

الشَّعْبِيُّ عَنْ هَرَمِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً-

[২৯৯২] মুহাম্মাদ ইবন সাক্বাহ, আলী ইবন মুহাম্মাদ ও আমর ইবন আবদুল্লাহ (র)..... হারিম ইবন খানবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রমযান মাসের উমরা হজ্জের সমতুল্য।

[২৭৭৩] حَدَّثَنَا جُبَارَةُ ابْنُ السُّغْلَسِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً-

[২৯৯৩] জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র)..... আবু মা'কিল (রা) সূত্রে মহানবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রমযান মাসের একটি উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য।

[২৭৭৪] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً-

[২৯৯৪] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রমযানের একটি উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য।

[২৭৭৫] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَقْدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً-

[২৯৯৫] আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : রমযান মাসের উমরা হজ্জের সমতুল্য।

৬. بَابُ الْعُمْرَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

অনুচ্ছেদ : যিলকাদ মাসের উমরা

[২৭৭৬] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا عَنْ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَغْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ-

[২৯৯৬] উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল যিলকাদ মাসেই উমরা করেছেন।

২৭৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَةَ الْأَقْيَ ذِي الْقَعْدَةِ-

২৯৯৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিলকাদ মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে উমরা করেননি।

৪৭. بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ

অনুচ্ছেদ : রজব মাসের উমরা

২৭৭৮ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ فِي رَجَبٍ فَقَالَ عَائِشَةُ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجَبٍ ثُمَّ وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ- (تَعْنِي ابْنُ عُمَرَ)

২৯৯৮ আবু কুরায়ব (র)..... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমার (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করা হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মাসে উমরা করেছেন? তিনি বলেন, রজব মাসে। তখন আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও রজব মাসে উমরা করেননি। আর তিনি যখনই উমরা করেছেন। ইবন উমার (রা) তাঁর সাথে ছিলেন (কিন্তু তিনি ভুলে রজব মাস বলেছেন)।

৪৮. بَابُ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّغْنِيمِ

অনুচ্ছেদ : তান্বিম নামক স্থান থেকে উমরা করা

২৭৭৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو اسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ ابْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَوِ بْنِ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي عُمَرَوُ ابْنِ أَوْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيَعْمُرَهَا مِنَ التَّغْنِيمِ-

১. বিভিন্ন রিওয়ায়েতে চারটি উমরার কথা উল্লেখ আছে, প্রতিটিই যিলকাদ মাসে ১০ম হিজরীতে হজ্জের সাথে উমরা নবী (স) কেবল যিলহজ্জ মাসে করেছেন। হুদায়বিয়ার উমরা (৬ষ্ঠ হিজরী), পরবর্তী বছরের (৭ম হিজরী) উমরাতুল কাযা ও জি'রানা থেকে হুদাইনের যুদ্ধের পর (৮ম হিজরী)-(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)। ১০ম হিজরীর উমরাকে এজন্য যিলকাদ মাসে অনুষ্ঠিত গণ্য করা হয়েছে যে, নবী (সা) যিলকাদ মাসের ২৪ অথবা ২৫ তারিখে ইদ্রাম বেধে মদীনা থেকে রওয়ানা হন।

[২৯৯৯] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা আবু ইসহাক শাফী (র)..... আবদুর রহমান ইবন আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন আয়েশা (রা)-কে নিজের বাহনে করে নিয়ে যান এবং তাঁকে তানঈম নামক স্থান থেকে উমরা করার ব্যবস্থা করেন।

[৩০০০] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ تَوَافِي هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلُ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلُ فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَا أَهْلَيْتُ بِعُمْرَةٍ- قَالَتْ فَكَانَ عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَهْلِ بَعْضَةِ وَمِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ بَحْجٍ فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهْلُ بَعْضَةِ قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَهْلُ مِنْ عَمْرِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتِكَ وَأَنْقِضِي رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ- قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ يَسَلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنَا أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَأَرَادَنِي وَخَرَجَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَخْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدًى وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ-

[৩০০০] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিদায় হজ্জে রওনা হলাম, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার কাছাকাছি সময়ে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধতে চায়, সে তা করতে পারে। আমি যদি সাথে কুরবানীর পশু না আনতাম তবে অবশ্যই উমরার ইহ্রাম বাঁধতাম। আয়েশা (রা) বলেন, যাত্রীদের কতেকে উমরার উদ্দেশ্যে আর কতেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধল। যারা উমরার নিয়্যতে ইহ্রাম বাঁধল আমি তাদের দলভুক্ত ছিলাম। তিনি আরো বলেন : আমরা রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌঁছলাম। আরাফাত দিবস নিকটবর্তী হলে আমি ঋতুমতী হলাম এবং তখনও উমরার ইহ্রাম খুলিনি। এ ব্যাপারে আমি নবী ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলাম। তখন তিনি বললেন : “তুমি উমরা পরিত্যাগ কর, মাথার চুল খুলে ফেল, তাতে চিকুনী কর এবং হজ্জের ইহ্রাম বাঁধ।” আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। যখন হাসবার রাত যিলহজ্জ মাসের (১২তম রাত) এলো এবং আল্লাহ তা‘আলা আমাদের হজ্জ পূর্ণ করলেন। (নবী ﷺ) আমার সাথে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা)-কে পাঠালেন। তখন তিনি আমাকে তাঁর উটের পিঠে পেছন দিকে তুলে নিয়ে তানঈম রওনা হলেন। সেখানে আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধলাম। এভাবে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করে দিলেন এবং এজন্য আমাদের উপর না কুরবানী, না সাদাকা, আর না রোযা বাধ্যতামূলক হয়েছে।

৬৭. بَابُ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধে

[৩০০১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سَحِيمٍ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمِّيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ غُفِرَ لَهُ-

[৩০০১] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধে, তাকে ক্ষমা করা হবে।

[৩০০২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْخَمِصِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمِّيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ- قَالَتْ فَخَرَجْتُ (أَيَّ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ) بِعُمْرَةٍ-

[৩০০২] মুহাম্মাদ ইবন মুসাফফা হিমসী (র)..... নবী ﷺ -এর বিবি উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধে- তা তার পূর্বকার সমস্ত গুনাহর কাফফারা হবে। উম্মে সালামা (রা) বলেন, অতএব আমি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

৫. بَابُ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ

অনুবাদ : নবী ﷺ কতটি উমরা করেছেন ?

[৩০০৩] حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ : عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ-

[৩০০৩] আবু ইসহাক শাফিঈ ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারবার উমরা করেছেন : হুদায়বিয়ার উমরা, পরবর্তী বছরের কাযা উমরা, তৃতীয়টি জি'রানা থেকে এবং চতুর্থটি তাঁর বিদায় হজ্জের সাথে কৃত।

৫১. بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِئَةِ

অনুবাদ : মিনার উদ্দেশ্যে বের হওয়া

৩.০৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِمِئَةِ يَوْمِ الثَّرْوَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَةَ:-

৩০০৪ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তারবিয়ার দিন মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত আদায় করেন। এরপর সকাল বেলা আরাকাতে চলে যান।

৩.০৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِمِئَةِ ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ:-

৩০০৫ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। অতপর তিনি সংগীদের অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাই করতেন।

৫২. بَابُ النَّزُولِ بِمِئَةِ

অনুবাদ : মিনায় অবতরণ

৩.০৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَبْنِي لَكَ بِمِئَةِ بَيْتًا ؟ قَالَ مِئَةُ مَنَاحٍ مِنْ سَبَقٍ:-

৩০০৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য মিনায় একটি ঘর বানিয়ে দেব না? তিনি বললেন : না, যারা আগে পৌছে যাবে মিনা তাদের ঠিকানা।

৩.০৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أُمِّهِ مُسَيِّكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَبْنِي لَكَ بِمِئَةِ بَيْتًا يُظِلُّكَ ؟ قَالَ لَا مِئَةَ مَنَاحٍ مِنْ سَبَقٍ:-

৩০০৭ আলী ইবন মুহাম্মাদ ও আমর ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম- হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আমরা কি মিনায় আপনার জন্য একটি ঘর বানাব না, যা আপনাকে ছায়া দান করবে? তিনি বললেন : না, মিনায় যারা আগে পৌছবে, তা তাদের ঠিকানা।

৫৩. بَابُ الْغُدُوِّ مِنْ مِئَةِ عَرَافَاتٍ

অনুচ্ছেদ : ভোরবেলা মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়া

৩০০৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ مِئَةِ إِلَى عَرَفَةَ فَمِنَّا مَنْ يَكْبِرُ رَمِيًا مِنْ يَهْلُ فَلَمْ يَعِْبْ هَذَا عَلَى هَذَا وَلَا هَذَا عَلَى هَذَا وَرَبُّمَا قَالَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ : وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ -

৩০০৮ মুহাম্মাদ ইবন আবু উমার আদানী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এই দিনর (৯ যিলহজ্জ) ভোরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিনা থেকে আরাফাতে গিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে কতকে তাক্বীর ধ্বনি উচ্চারণ করত, আর কতকে তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) উচ্চারণ করত। দুই দলের কেউই সে জন্য পরস্পরের উপর দোষারোপ করেনি। অথবা তিনি একথা বলেছেন যে, না একদল দ্বিতীয় দলের ক্রটি নির্দেশ করেছে, না দ্বিতীয় দল প্রথমোক্তদের ক্রটি ধরেছে।

৫৪. بَابُ الْمَنْزِلِ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ : আরাফাতে অবতরণের স্থান

৩০০৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ أَتَيْنَا نَافِعَ بْنَ عُمَرَ الْجُمَحِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِي وَادِي نَمْرَةٍ قَالَ فَلَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَيُّ سَاعَةٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُوحُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا يَنْطُرُ إِلَى سَاعَةِ يَرْتَحِلُ فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ أَرَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا لَمْ تَزَعْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَرَاغَتِ الشَّمْسُ قَالُوا لَمْ تَزَعْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَرَاغَتِ الشَّمْسُ قَالُوا لَمْ تَزَعْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَرَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا نَعَمْ فَأَمَّا قَالُوا : قَدْ زَاغَتْ أَرْتَحِلُ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي رَاحَ -

৩০০৯ আলী ইবন মুহাম্মাদ আমর ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ

আরাফাতের ময়দানে 'নামিরাহ' উপত্যকায় অবতরণ করতেন। রাবী বলেন, হাজ্জাজ যখন ইবন যুবায়ের (রা)-কে হত্যা করে, তারপর ইবন উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করে পাঠায় যে, এই দিনে কোন সময়ে নবী ﷺ বের হতেন? তিনি বললেন: সেই সময় উপস্থিত হলে স্বয়ং আমরাই রওয়ানা হব। অতএব তিনি কখন বের হন তা লক্ষ্য করার জন্য হাজ্জাজ একটি লোক পাঠায়। ইবন উমার (রা) যখন রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে? লোকেরা বলল, এখনও ঢলেনি। তিনি বসে রইলেন, এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে? তারা বলল, এখনও ঢলেনি। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলেছে? তারা বলল, এখনও ঢলেনি। কিছুক্ষণ বসে থেকে তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে? তারা বলল, হ্যাঁ। তারা যখন বলল, সূর্য ঢলেছে তখন তিনি রওয়ানা হলেন।

৫৫. بَابُ الْمَوْقِفِ بِعَرَفَاتٍ

অনুচ্ছেদ : আরাফাতে অবস্থান স্থল

৩.১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ابْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ-

৩০১০ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

আরাফাতে অবস্থান করেন এবং বলেন: এটাই অবস্থানস্থল, গোটা আরাফাতই অবস্থানস্থল।

৩.১১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ

دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا وَقُوفًا فِي مَكَانٍ تَبَاعَدُهُ مِنَ الْمَوْقِفِ فَاتَانَا ابْنُ مَرْبَعٍ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُولُ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى ارْتِثٍ مِنْ ارْتِثِ إِبْرَاهِيمَ-

- ৩০১১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইয়াযীদ ইবন শায়বান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক স্থানে অবস্থানরত ছিলাম, কিন্তু আরাফাত থেকে তা দূরে মনে হল। ইতিমধ্যে ইবন মিরবা (রা) আমাদের নিকট আসেন এবং বলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দূত হিসেবে

এসেছি। তিনি বলেন : তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর। কারণ তোমরা আজকে ইব্রাহীম (রা)-এর উত্তরসূরী।

৩০১২ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عَرَفَةٍ مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عَرَفَةَ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسَّرٍ وَكُلُّ مَنَى مَنَحَرٍ إِلَّا مَاورَاءَ الْعُقْبَةِ-

৩০১২ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সমস্ত আরাফাতই অবস্থানস্থল, বাতনে আরাফাত থেকে উঠে যাও। গোটা মুযদালিফাই অবস্থানস্থল এবং বাতনে মুহাস্‌সির থেকে উঠে যাও। (সেখানে অবস্থান কর না।)। সমস্ত মিনাই কুরবানীর স্থান, কিন্তু জামরাতুল আকাবার পশ্চদভাখ নয়।

৫৬. بَابُ الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ : আরাফাতের দু'আ

৩০১৩ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ السَّلْمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السَّلْمِيُّ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَاجْتَبَى : أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الظَّالِمَ فَإِنِّي أَخَذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أُعْطِيتَ الْمَظْلُومُ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يَجِبْ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَاجْتَبَى إِلَى مَا سَأَلَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُ بْنُ أَبِي أُمَيٍّ أَنْتَ وَأُمَيُّ! إِنَّ هَذِهِ لِسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا : فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ ؟ أَضْحَكَكَ اللَّهُ سَيِّدُكَ ! قَالَ إِنْ عَدُوُّ اللَّهِ إِبْلِيسُ : لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اسْتَجَابَ دُعَائِي : وَغَفَرَ لِأُمَّتِي أَخَذَ الثَّرَابَ فَجَعَلَ يَحْشُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالْتِبُورِ فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ-

৩০১৩ আইউব ইবন মুহাম্মাদ হাশিমী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন কিনানা ইবন আব্বাস ইবন মিরদাস সুলামী বলেন যে, তাঁর পিতা (কিনানা) তাঁকে অবহিত করেছেন তাঁর পিতার (আব্বাস) সূত্রে : নবী ﷺ আরাফাতে তৃতীয় প্রহরে তাঁর উম্মাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দু'আ করেন। জওয়াবে তাঁকে জানানো হয় : আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম যালিম ব্যতীত। কারণ আমি অবশ্যই তার উপর নির্বাচিতের প্রতিশোধ

নের। নবী ﷺ বলেন : হে রব! আপনি ইচ্ছা করলে নির্যাতিত ব্যক্তিকে জান্নাত দান করতে এবং যালিমকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত এর কোন জবাব পাওয়া গেল না। ভোর বেলা তিনি মুযদালিফায় পুনরায় উপরোক্ত দু'আ করেন। এবার তাঁর আবেদন কবুল হল। রাবী বলেন, নবী ﷺ হেসে দিলেন অথবা মুচকি হাসলেন। আবু বাক্র (রা) ও উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক : আপনি এ সময় কখনও হাসেননি, আজ কোন জিনিস আপনাকে হাসলো? আল্লাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন। তিনি বলেন : আল্লাহর দুশ্মন ইবলীস যখন জানতে পারল যে, মহামহিম আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার উম্মাতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন সে গুড়া মাটি তুলে নিজের মাথায় ঢালতে ঢালতে বলতে লাগল- হায় সর্বনাশ, হায় ধ্বংস। আমি তার যে অস্থিরতা দেখেছি তা আমাকে হাসালো।

২.১৪ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مُخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ ابْنَ يُونُسَ يَقُولُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّاسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ : وَأَنَّهُ لَيَدْعُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاعِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ ؟

৩০১৪ হাক্কান ইবন সাঈদ মিসরী আবু জাফর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ আরাফাতের দিন দোযখ থেকে যত অধিক সংখ্যক বান্দাকে মুক্তি দেন, অন্য কোন দিন এত অধিক বান্দাকে মুক্তি দেন না। মহান আল্লাহ এই দিন (বান্দার) নিকটবর্তী হন অতঃপর তাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের নিকট গৌরব করে বলেন : তারা কি চায় ?

০৭. بَابُ مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মুজদালিফার রাতের ফজরের পূর্বেই আরাফাতে চলে আসে

২.১৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا شَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَطَاءٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيْلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ وَقِفٌ بِعَرَفَةَ وَآتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ الْحَجُّ ؟ قَالَ : الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ أَيَّامَ مِنَى ثَلَاثَةً فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِي بِهِنَّ -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ يَكْرِ بْنِ عَطَاءٍ
اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيَلِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ
فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ-

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى مَا أَرَى لِلثَّوْرِيِّ حَدِيثًا أَشْرَفَ مِنْهُ-

৩০১৫ আবু বকর ইবন আবু শাইবা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবদুর রহমান ইবন ইয়া'মার দায়েলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তাঁর আরাফাতে অবস্থানকালে। নাজদ এলাকার কতিপয় লোক তাঁর নিকট হাযির হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! হাজ্জ কিভাবে সম্পন্ন হয়? তিনি বললেন: আরাফাতে অবস্থান হচ্ছে হাজ্জ। অতএব যে ব্যক্তি মুজদালিফার রাতের ফজরের সালাতের পূর্বেই আরাফাতে এসে পৌঁছলো তার হাজ্জ পূর্ণ হলো। মিনায় তিন দিন (১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জ) অবস্থান করতে হয়। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি দুই দিন অবস্থানের পর চলে আসে, তবে তাতে কোন গুনাহ নেই। আর কোন ব্যক্তি বিলম্ব করলেও তাতে কোন গুনাহ নেই। অতঃপর তিনি নিজের সাথে এক ব্যক্তিকে নিজ বাহনে তুলে নিলেন এবং সে উচ্চস্বরে একথা ঘোষণা করতে থাকল।

মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া..... আবদুর রহমান ইবন ইয়া'মার দায়েলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। এ সময় নাজদের একদল লোক তাঁর নিকট উপস্থিত হল... অবশিষ্ট অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) বলেন, আমি সাগরীর কোন রিওয়ায়েত এই হাদীসের তুলনায় অধিক উত্তম পাইনি।

৩.১৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ يَعْنَى الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ
أَنَّهُ حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ بِجَمْعٍ قَالَ فَاتَّيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَفْضَيْتُ رَاحِلَتِي وَأَنْعَمْتُ نَفْسِي: وَاللَّهِ!
إِنْ تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ: فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ شَهِدَ
مَعَنَا الصَّلَاةَ: فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ-

৩০১৬ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... উরওয়া ইবন মুদাররিস ভাঙ্গী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে হজ্জ করেন। লোকেরা যখন মুযদালিফায় ছিল তখন তিনি পৌঁছেন। তিনি বলেন, অতএব আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার উষ্ট্রকে শীর্ণকায় করে ফেলেছি (দীর্ঘ সফরে) এবং নিজেও কষ্টক্রেম করছি। আল্লাহর কসম! আমি এমন কোন টিলা ত্যাগ করিনি যার উপর অবস্থান করিনি। আমার হাজ্জ হয়েছে কি? তখন নবী ﷺ

বললেন : যে ব্যক্তি আমাদের সাথে সালাতে শরীক হয়েছে এবং আরাফাতে অবস্থানের পর রাতে অথবা দিনে প্রত্যাবর্তন করল- সে নিজের ময়লা-মালিন্য দূর করেছে এবং তাঁর হাজ্জ পূর্ণ হয়েছে।

৫৮. بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ : আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন

[২.১৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ عَنْ عَرَفَةَ ؟ قَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعُنُقَ : فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَرَ-

[৩০১৭] আলী ইবন মুহাম্মাদ ও আমর ইবন আবদুল্লাহ (র)..... উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল : রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত থেকে ফেরার পথে কিভাবে পথ অতিক্রম করতেন ? তিনি বললেন : তিনি জল্পুয়ানে আরোহণ করে কিছুটা দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করতেন। উনুস্ত জায়গা পেলে তিনি দ্রুত চলতেন। গুয়াকী বলেন, প্রথমোক্ত গতির তুলনায় অধিক দ্রুত বেগে (চলতেন)।

[২.১৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَانَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَتْ قُرَيْشٌ نَحْنُ قَوَاطِنُ الْبَيْتِ : لَا تَجَاوِزُ الْحَرَمَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ"

[৩০১৮] মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশগণ বলল, আমরা তো বায়তুল্লাহর অধিবাসী। তাই আমরা হেরেমের বাইরে যাই না। (আরাফাত হেরেমের সীমার বাইরে হওয়াতে তারা আরাফাতে যেত না)। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন : “অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে- তোমরা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে”- (সূরা বাকারা : ১৯৯)।

৫৯. بَابُ النَّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ

অনুচ্ছেদ : প্রয়োজনবোধে আরাফাত ও মুযদালিকার মাঝে অবতরণ করা

[২.১৯] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَوْضَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ الشَّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ الْأَمْرَاءُ : نَزَلَ فَبَالَ نَتَوَضَّأُ قُلْتُ الصَّلَاةُ ! قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ أَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ لَمْ يَحِلْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ-

৩০১৯ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)..... উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (আরাফাত থেকে) প্রত্যাবর্তন করলাম। যখন তিনি সেই উপত্যকায় পৌঁছলেন যেখানে সম্ভ্রান্ত লোকেরা অবতরণ করে, তখন সেখানে অবতরণের পর পেশাব করে এরপর উযু করলেন। আমি বললাম, (মাগরিবের) সালাত। তিনি বললেন : আরও সামনে অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করবো। তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলে আযান ও ইকামত দেয়া হল, অতঃপর তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর কেউ জন্তুযানের পালান না খুলতেই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এশার সালাত আদায় করলেন।

৬. بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ

অনুচ্ছেদ : মুযদালিফায় দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা

৩.২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ الْخَطَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ بِالْمُزْدَلِفَةِ-

৩০২০ মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ খাতমী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবু আইউব আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছেন- আমি বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করেছি।

৩.২১ حَدَّثَنَا مُحَرَّرُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا أَنْخَأَ قَالَ الصَّلَاةُ بِإِقَامَةٍ-

৩০২১ মুহরিয ইবন সালামা আদানী (র)..... সালিম সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মুযদালিফায় মাগরিবের সালাত আদায় করেন। আমরা যখন উটগুলো বসাচ্ছিলাম তখন তিনি বলেন : (এশার) নামাযের ইকামত হচ্ছে।^১

১. মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার সালাত পরপর একই সময় আদায় করতে হয়। এর আযান ও ইকামত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ আইনী ছয়টি মত উল্লেখ করেছেন। (১) দুই নামাযের জন্যই ইকামত দেয়া হবে কিন্তু আযান দেয়া হবে না, (২) আযান দেয়া হবে না, কিন্তু একবার মাত্র ইকামত দেয়া হবে, (৩) মাগরিবের জন্য আযান দেয়া হবে এবং উভয় নামাযের জন্য ইকামত বলা হবে (শাকিঈ ও আহমাদ-এর এই মত), (৪) মাগরিবের জন্য আযান ও ইকামত বলা হবে, কিন্তু এশার জন্য কোনটিই বলা হবে না (হানাফী মত), (৫) উভয় নামাযের জন্য আযান ও ইকামত দিতে হবে (মালিকী মত)

৬১. بَابُ الْوُقُوفِ بِجَمْعٍ

অনুচ্ছেদ : মুযদালিফায় অবস্থান

৩.২২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نُفَيْضَ مِنَ الْمَزْدَلِفَةِ قَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ أَشْرَقَ ثُبَيْرٌ كَيْمَا نَغِيرُ وَكَانُوا لَا يُفَيِّقُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَقَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ-

৩০২২ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আমর ইবন মায়মুন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমার ইবন খাত্তাব (রা)-এর সাথে হাজ্জ করেছি। আমরা যখন মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম তখন তিনি বলেন, মুশরিকরা বলত, হে সাবীর (মুযদালিফায় একটি পাহাড়)! উজ্জ্বল হও, আমরা প্রত্যাবর্তন করব। তারা সূর্য না উঠা পর্যন্ত (মুযদালিফা থেকে) প্রত্যাবর্তন করত না। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিপরীত আমল করেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (মিনায়) রওয়ানা করেন।

৩.২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرٍ أَقَاضَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحْسِرٍ وَقَالَ لِيَتَأَخَذَ أُمَّتِي نُسْكَهَا فَإِنِّي لَا أَدْرِي تَعْلَى لَا الْقَاهِمِ بَعْدَ عَامِي هَذَا-

৩০২৩ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বিদায় হাজ্জে ধীরেসুস্থে (মুযদালিফা থেকে) রওয়ানা করেন এবং লোকদেরও শান্তভাবে রওয়ানা হতে বলেন। (মিনায় পৌছার পর) তিনি তাদের নির্দেশ দেন যে, তারা যেন ক্ষুদ্র কাকের নিক্ষেপ করে। তিনি নিজে (মুযদালিফা ও মিনার মাঝখানে অবস্থিত) ওয়াদিয়ে মুহাসসার দ্রুত অতিক্রম করেন এবং বলেন : আমার উম্মত যেন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শিখে নেয়। কারণ আমি জানি না যে, এ বছরের পর আমি তাদের সাথে আর মিলিত হতে পারব কি না।

৩.২৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَاحٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمَصِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ غَدَاةَ

جَمْعُ يَا بِلَالُ! أَسْكَبَتِ النَّاسُ أَوْ أَنْصَبَتِ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا فَوَهَبَ مُسَيِّئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ أَذْفَعُوا بِاسْمِ اللَّهِ.

[৩০২৪] আলী ইবন মুহাম্মাদ আমর ইবন আবদুল্লাহ (র)..... বিলাল ইবন রাবাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুযদালিফার দিন ভোরে নবী ﷺ তাঁকে বলেন : হে বিলাল! লোকদের চুপ করতে বল। অতঃপর তিনি বলেন : এই মুযদালিফায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের উত্তম লোকদের অসীলায় তোমাদের গুনাহ্গারদের ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের মধ্যে সৎকর্মশীল ব্যক্তি যা প্রার্থনা করেছে তিনি তাকে তা দিয়েছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যাবর্তন কর।

৬২. بَابُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مَنَى لِرَمَى الْجِمَارِ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মুযদালিফা থেকে আগেভাগে চলে যায়

[৩.২৫] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا مِسْعَرُ وَسَفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُغِيلِمَةَ بَنَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمَرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَخْذَانًا وَيَقُولُ ابْنِي لَا تَرْمُوا الْجِمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ زَادَ سَفْيَانُ فِيهِ وَلَا أَخَالَ أَهْدَأُ يَرْمِيهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

[৩০২৫] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের ছোটদেরকে মুযদালিফা থেকে কাঁকর দিয়ে আগেভাগে পাঠিয়ে দেন। তিনি আমাদের উরুর উপর হালকা আঘাত করে বলতেন : কচিকাচা! সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত জামরায় পাথর নিক্ষেপ কর না। সুফিয়ানের বর্ণনায় আরও আছে, সূর্যোদয়ের পূর্বে কেউ কাঁকর নিক্ষেপ করত কি না জানি না।

[৩.২৬] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سَفْيَانُ ثَنَا سَفْيَانُ ثَنَا عَمْرٌ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ قَدِمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ضِعْفَةِ أَهْلِهِ-

[৩০২৬] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের যেসব দুর্বল লোকদের (মুযদালিফা থেকে মিনায়) আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

২.২৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ كَانَتْ امْرَأَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ دَفْعَةِ النَّاسِ فَأَذِنَ لَهَا۔

৩০২৭ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সাওদা বিনতে যাম'আ (রা) স্থূলকায় ছিলেন। তিনি মুযদালিফা থেকে লোকদের রওনা হওয়ার আগেই চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন।

৬২. بَابُ قَدْرِ حَصَى الرَّمْيِ

অনুচ্ছেদ : কোন সাইজের কংকর নিক্ষেপ করবে

২.২৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النُّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَغْلَةٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ۔

৩০২৮ আবু বাকর ইব্ন আবু শাইবা (র)..... সুলাইমান ইব্ন আমর ইব্ন আহওয়াস সূত্রে তাঁর মাতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবার নিকটে আমি নবী ﷺ-কে খচ্চরের পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় দেখেছি, এখন তিনি বলেছেন : হে লোক সকল! যখন তোমরা জামরায় (পাথর) নিক্ষেপ করতে যাবে, তখন ছোট সাইজের কংকর নিক্ষেপ করবে।

২.২৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَطِ إِلَى حَصَى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصِيَّاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَجَعَلَ يَنْقُصُوهُ عَنْ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ۔

৩০২৯ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরাতুল আকাবার ভোরে উদ্বীর পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় বলেন : আমার জন্য কংকর সংগ্রহ করে

লও। আমি তাঁর জন্য সাতটি কংকর সংগ্রহ করলাম। তা ছিল সাইজে ছোট। তিনি তা নিজের হাতের তালুতে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন : তোমরা এই সাইজের কংকর নিক্ষেপ করবে। এরপর তিনি বললেন : হে লোক সকল! দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাকবে। কেননা, তোমাদের পূর্বকার লোকদের দীনের ব্যাপারের বাড়াবাড়ি, ধ্বংস করে দিয়েছে।

৬৬. بَابُ مِنْ أَيْنَ تَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

অনুচ্ছেদ : কোথায় দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে হয়?

[৩.৩.] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ جَامِعِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ لَمَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَّ وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَجَعَلَ الْجَمْرَةَ عَلَى جَانِبِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يَكْبَرُ مَعَ كُلِّ حِصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ-

[৩০৩০] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) জামরাতুল আকাবায় পৌছে উপত্যকার নিম্নভূমিতে গিয়ে কা'বাকে সামনে রেখে এবং জামরাতুল আকাবাকে ডান দিকে রেখে, সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। তিনি প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলেন। এরপর বলেন : সেই মহান সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই! যে মহান ব্যক্তির প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল তিনি এখান থেকে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন।

[৩.৩১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ عَنْ أُمِّهِ : قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَّ فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يَكْبَرُ مَعَ كُلِّ حِصَاةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ-

[৩০৩১] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... সুলাইমান ইবন আমর ইবন আহওয়াস (র) সূত্রে তাঁর মা থেকে বর্ণিত। তিনি (মা) বলেন, আমি কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবার নিকটে উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে

দাঁড়িয়ে নবী ﷺ -কে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তিনি প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলেছেন, এরপর তিনি ফিরে এসেছেন।

আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... উম্মে জুনদুব (রা) মহানবী ﷺ -এর নিকট থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৬৫. بَابُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا

অনুচ্ছেদ : জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর তথায় অবস্থান করবে না

[৩.৩২] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ -

[৩০৩২] উসমান ইবন আবু শাইবা (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার পর সেখানে আর অবস্থান করেননি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ -ও এরূপ করতেন।

[৩.৩৩] حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مَضَى وَلَمْ يَقِفْ -

[৩০৩৩] সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করে চলে যেতেন, অবস্থান করতেন না।

৬৬. بَابُ رَمَى الْجَمَارِ رَاكِبًا

অনুচ্ছেদ : আরোহণ করা অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করা

[৩.৩৪] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ -

[৩০৩৪] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তার সাওয়ারীতে আরোহণ করা অবস্থায় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন।

৩.৩৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَيُّمَنَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ قَدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءُ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ : وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ !

৩০৩৫ আবু বকর ইবন আবু শাইবা (র)..... কুদামা ইবন আবদুল্লাহ আমিরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরবানীর দিন একটি লাল-সাদা মিশ্র বর্ণের উটনীতে সাওয়ার অবস্থায় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। এতে কোন আঘাতও ছিল না এবং কোন হাঁকানও ছিল না, না এদিক না ওদিক।

৬৭. بَابُ تَاخِيرِ رَمَى الْجِمَارِ مِنْ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ : ওজর বশত কংকর নিক্ষেপে বিলম্ব করা

৩.৩৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرَّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدْعُوا يَوْمًا -

৩০৩৬ আবু বকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আবুল বাদ্দাহ ইবন আসিম (র) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উটের রাখালদের একদিন কংকর নিক্ষেপ করা ও একদিন বিরতি দেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

৩.৩৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَانَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ : ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمَى يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّهْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدَهُمَا قَالَ مَالِكُ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفَرِ -

৩০৩৭ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ও আহমাদ ইবন সিনান (র)..... আবুল বাদ্দাহ ইবন আসিম (র) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের রাখালদের মিনায় অথবা তার বাইরে রাত্রি

যাপনের অনুমতি দিয়েছেন, যেন তারা কুরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ করে, এরপর কুরবানীর পরে দুই দিনের কংকর নিক্ষেপ এক সাথে করবে, তার ঐ দুই দিনের যে কোন একদিন তা নিক্ষেপ করবে। ইমাম মালিক (র) বলেন, আমার মনে হয় যে, রাবী বলেছেন : প্রথম দিন (কুরবানীর দিন) কংকর নিক্ষেপ করবে, এরপর প্রস্থানের দিন কংকর নিক্ষেপ করবে।

৬৮. بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الصَّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ : শিশুদের তরফ থেকে কংকর নিক্ষেপ

৩.২৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُمَيْرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا الْقِسَاءُ وَالصَّبْيَانُ فَلَبَيْنَا عَنِ الصَّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ

৩০৩৮ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হাজ্জ করলাম। আমাদের সাথে মহিলা ও শিশুরা ছিল। আমরা শিশুদের তরফ থেকে তালবিয়া পাঠ ও কংকর নিক্ষেপ করেছি।

৬৯. بَابُ مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُّ التَّلْبِيَةَ

অনুচ্ছেদ : হাজ্জ আদায়কারী কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে

৩.২৯ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بِشْرٍ ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

৩০৩৯ বাকর ইবন খালাফ আবু বিশর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রেখেছেন যতক্ষণ না জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন।

৩.৪০ حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ خَصِيفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يَلْبِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ

৩০৪০ হান্নাদ ইবন সারী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাদল ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন-আমি নবী ﷺ-এর সাথে একই বাহনে তাঁর পেছনে সাওয়ার ছিলাম। আমি তাঁকে অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি, যতক্ষণ না তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন। তিনি যখন তা নিক্ষেপ করেন, তখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেন।

৭. بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

অনুচ্ছেদ : জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর হাজ্জীদের জন্য যা বৈধ হয়

৩.৪১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : ثنا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادُ الْبَاهِلِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَوَكَيْعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالُوا : ثنا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ! وَالطَّيِّبُ ؟ فَقَالَ : أَمَا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَٰلِكَ أَمْ لَا ؟

৩০৪১ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা, আলী ইবন মুহাম্মাদ ও আবু বাকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করলে, তখন তোমাদের জন্য সবকিছু হালাল হয়ে গেল- স্ত্রী সহবাস ব্যতীত। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে ইবন আব্বাস! সুগন্ধিও? তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার কথা হচ্ছে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজ মাথায় কতুরী মাখতে দেখেছি (কংকর নিক্ষেপের পরে)। তা সুগন্ধি কি না?

৩.৪২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا خَالِي مُحَمَّدٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِأَحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلَا حَلَّ لَهُ حِينَ أَحَلَّ-

৩০৪২ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইহ্রাম বাঁধার আগে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি এবং তিনি যখন হালাল হয়েছেন।

৭. بَابُ الْحَلْقِ

অনুচ্ছেদ : মাথা মুণ্ডনের বর্ণনা

৩.৪৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ : قَالَا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ثنا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে ইহ্রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। আয়েশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমার পিতা যখন ইহ্রাম বাঁধতেন আমি তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিতাম। মুনযিরী (র) বলেন, অধিকাংশ সাহাবীই ইহ্রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি মাখা মুস্তাহাব বলেছেন। কিন্তু ইহ্রাম বাঁধার পর আর সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয নয়।

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالُوا
وَالْمُقَصِّرِينَ-

[৩০৪৩] আবু বকর ইবন আবু শাইবা, আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করেছে তাদের ক্ষমা করুন। সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! চুল ছোটকারীদের? তিনি বলেন : হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করেছে তাদের ক্ষমা করুন। একথা তিনি তিনবার বলেন। সাহাবাগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল ছোটকারীদের। তিনি বলেন : চুল খাটোকারীদের।

[৩.৪৪] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاحْمَدُ بْنُ أَبِي الْخَوَارِجِيِّ الدَّمِشْقِيُّ قَالَا ثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ رَحِمَ اللَّهُ
الْمُحَلِّقِينَ : قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ-

[৩০৪৪] আলী ইবন মুহাম্মাদ, আহমাদ ইবন আবুল হাওয়ারী দিমাশ্কী (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি দয়া করুন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! চুল ছোটকারীদের। তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। তাঁরা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল ছোটকারীদের (অনুরূপ দোয়া করুন)। তিনি বলেন : মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল ছোটকারীদের। তিনি বলেন : চুল খাটোকারীদের।

[৩.৪৫] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لِمَ
ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً ؟ قَالَ إِنَّهُمْ لَمْ يَشْكُوا-

[৩০৪৫] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুযায়র (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার আর চুল ছোটকারীদের জন্য মাত্র একবার দোয়া করলেন-এর কারণ কি? তিনি বলেন : মাথা মুণ্ডনকারীগণ সন্দেহ করেনি (অর্থাৎ উত্তম কাজ সন্দেহমুক্তভাবে সমাধান করেছে)।

৭৭. بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মাথার চুল একত্রে জমিয়ে নেয়

[৩.৪৬] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحُلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقُلْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ-

[৩০৪৬] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর বিবি হাফসা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি ব্যাপার লোকেরা ইহরামমুক্ত হয়েছে এবং আপনি এখনও উমরার ইহরাম থেকে মুক্ত হননি? তিনি বলেন : আমি আমার মাথার চুল জমিয়ে নিয়েছি এবং সাথে কুরবানীর পশু এনেছি। অতএব কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহরামমুক্ত হতে পারি না।

[৩.৬৭] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ أَتَيْنَا يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ مُلَبِّدًا-

[৩০৪৭] আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহি ইবন সারহ মিসরী..... সালিম সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন:) আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ মাথার চুল একত্রে বিজড়িত অবস্থায় লাব্বাইক্ ধ্বনি করেছেন।

৭২. بَابُ الذَّبْعِ

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর বর্ণনা

[৩.৬৮] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَأْنًا وَكَيْعٌ شَأْنًا أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَى كُلُّهَا مَنَحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنَحَرٌ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ الْمَزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ-

[৩০৪৮] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মিনার সমস্ত এলাকাই কুরবানীর স্থান, মক্কার প্রতিটি প্রশস্ত সড়কই রাস্তা এবং কুরবানীর স্থান, আরাফাতের গোটা এলাকাই অবস্থানস্থল এবং মুযদালিফার সমস্ত এলাকাও অবস্থানস্থল।

৭৬. بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسْكَأَ قَبْلَ نُسْكَ

অনুচ্ছেদ : হজ্জের অনুষ্ঠানাদি আগে পরে করা

[৩.৬৯] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ شَأْنًا سَفِيَّانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مَكْرَمَةَ عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَدَمٍ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا يَلْفِي بِيَدِهِ كِلْتَاهُمَا لَأُحْرَجَ-

[৩০৪৯] আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের অনুষ্ঠানদিতে অথ-পশ্চাৎ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি দুই হাতের ইশারায় বলেন, কোন ক্ষতি নেই।

[৩.৫.] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَالُ يَوْمَ مَنَى فَيَقُولُ لَأُحْرَجَ لَأُحْرَجَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ خَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ : قَالَ لَأُحْرَجَ قَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ قَالَ لَأُحْرَجَ.

[৩০৫০] আবু বাকর ইব্ন খালাফ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনার দিবসে লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন : কোন দোষ নেই, কোন ক্ষতি নেই। অতএব এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, কুরবানীর পূর্বে আমি মাথা মুগুন করে ফেলেছি। তিনি বলেন : কোন দোষ নেই। অপর একজন বলল, আমি সন্ধ্যায় কাঁকর নিক্ষেপ করেছি। তিনি বলেন : কোন ক্ষতি নেই।

[৩.৫১.] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ عَنْ ذَبْحٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ أَوْ خَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ لَأُحْرَجَ-

[৩০৫১] আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট আসাআলা জানতে চাওয়া হল যে, কোন ব্যক্তি মাথা মুগুনের পূর্বে কুরবানী করেছে, অথবা কোন ব্যক্তি কুরবানীর পূর্বে মাথা কামিয়েছে। তিনি বলেন : তাতে কোন দোষ নেই।

[৩.৫২.] حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ قَعْدَ ابْنٍ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَنَى يَوْمَ النُّحْرِ لِلنَّاسِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ

اللَّهُ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لَأُخْرِجَ ثُمَّ جَاءَهُ آخِرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَأُخْرِجَ فَمَا سَأَلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ لَأُخْرِجَ-

৩০৫২ হাক্কন ইবন সাদ্দ মিসরী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন লোকদের উদ্দেশ্যে মিনায় বসলেন। অতএব এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কুরবানী করার পূর্বে মাথা মুগুন করেছি। তিনি বললেন : এতে কোন দোষ নেই। অপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি পাথর নিক্ষেপ করার পূর্বে কুরবানী করেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই। সেদিন কোন অনুষ্ঠান কোন অনুষ্ঠানের আগে বা পরে করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : কোন দোষ নেই।

৭০. بَابُ رَمَى الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

অনুচ্ছেদ : তাসরীকের দিবস সমূহে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা

৩.০৫৩ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ضَحَى وَأَمَّا بَعْدُ ذَٰلِكَ فَبَعْدُ زَوَالِ الشَّمْسِ-

৩০৫৩ হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া মিসরী (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জামরাতুল আকাবায় পূর্বাঞ্চে পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। এর পরের পাথর নিক্ষেপ করেন অপরাঞ্চে।

৩.০৫৪ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُفْلَسِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا إِذَا فَرَّغَ مِنْ رَمِيهِ صَلَّى الظُّهْرَ-

৩০৫৪ জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অপরাঞ্চে জামরায় কাঁকর নিক্ষেপ করতেন সূর্য এতটুকু ঢলার পর যে, পাথর নিক্ষেপের পর তাঁর নামায পড়ার সময় হয়ে যেত।

৭৬. بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النُّحْرِ

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর দিন ভাষণ প্রদান

৩.০০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ عُرْقَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍ وَبْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍ وَبْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا : يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ : قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجْنِي جَانٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ - وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ إِلَّا أَنْ الشَّيْطَانُ قَدْ آيَسَ أَنْ يُعْبِدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا : وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى بِهَا أَلَا وَكُلُّ دَمٍ مِنْ دِمَا الْجَاهِلِيَّةِ مَرْضُوعٌ وَأَوَّلُ مَا أَضْعُ مِنْهَا دَمُ الْحَرْثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلْتَهُ هَذِلِ) أَلَا وَإِنْ كُلُّ رِبَاٍّ مِنْ رَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ : لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ أَلَا يَا أُمَّتَاهُ ! هَلْ بَلَغْتُ ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا : نَعَمْ : قَالَ : اللَّهُمَّ أَشْهَدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

৩০৫৫ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... সুলাইমান ইবন আমর ইবন আহওয়াস সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বিদায় হজ্জে বলতে শুনেছি : হে লোক সকল! কোন দিনটি সর্বাধিক সম্মানিত? তিনি তিনবার একথা বলেন। তাঁরা বললেন : হজ্জে আকবরের দিন।^১ তিনি বলেন, তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য (তাতে হস্তক্ষেপ করা) হারাম- যেভাবে তোমাদের এই দিনে, এই মাসে এবং এই শহরে হারাম। সাবধান! কেউ অপরাধ করলে সেজন্য তাকেই দায়ী করা হবে। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে দায়ী করা যাবে না এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না। জেনে রাখ! তোমাদের এই শহরে শয়তান নিজের ইবাদত পাওয়া থেকে চিরকালের জন্য নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু কতগুলো কাজ যা তোমরা তুচ্ছজ্ঞানে করতে গিয়ে শয়তানের আনুগত্য কর এবং তাতে সে খুশী হয়ে যায়। সাবধান! জাহিলী যুগের সকল রক্তের

১. 'হজ্জের বড় দিন' (ইয়াওমুল-হাজ্জিল আকবার)-এর ব্যাখ্যা মতভেদ আছে। কারো মতে এই বাক্যাংশ দ্বারা ৯ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হজ্জ এবং কারো মতে ১০ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হজ্জ বুঝানো হয়েছে। অপর একদল আলোমের মতে 'হজ্জ আকবার' বলে হজ্জকে উমরা থেকে পৃথক করা হয়েছে। কারণ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবরা হজ্জকে বড় হজ্জ এবং উমরাকে ছোট হজ্জ বলত। হজ্জের দিনটিই যে একটি মহান, মহিমান্বিত ও গৌরবময় দিন-উক্ত ব্যাখ্যাংশ দ্বারা বরং তাই বুঝানো হয়েছে- (অনুবাদক)।

(হত্যার) দাবী রহিত হল। এসব দাবীর মধ্যে আমি সর্বপ্রথমে হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিবের রক্তের দাবী রহিত (সে লাইস গোত্রের প্রতিপালিত হওয়াকালীন হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে)। সাবধান! জাহিলী যুগের সমস্ত সুদের দাবী রহিত হল। তবে তোমরা মূলধন ফেরত পাবে, তোমরা যুলুমও করবে না, যুলুমের শিকারও হবে না। শুন হে আমার উম্মাত! আমি কি পৌছে দিয়েছি? একথা তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করেন। তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন : হে আল্লাহ! সাক্ষী থাক। এ কথাও তিনি তিনবার বলেন।

৩.০৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ : ثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مَنَى فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَغَهَا قَرُبَ حَامِلٍ فَقِهِ غَيْرُ فَقِيهِ - وَرَبُّ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثُ لَا يَفْلُ عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُؤْمِنٍ : اخْلَاصَ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيحَةَ لَوْلَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَزُومَ جَمَاعَتَهُمْ فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تَحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ -

৩০৫৬ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমাইর (র)..... মুহাম্মাদ ইবন জুবায়র ইবন মুতঈম সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনার মসজিদুল খায়ফ-এ দাঁড়ালেন এবং বললেন : আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে সজীব রাখুন- যে আমার কথা শুনে, অতঃপর তা (অন্যদের নিকট) পৌছে দেয়। জ্ঞানের অনেক বাহক মূলত জ্ঞানী নয়। কোন কোন জ্ঞানের বাহক যার নিকট জ্ঞান বয়ে নিয়ে যায়- সে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনটি বিষয়ে মু'মিন ব্যক্তির অন্তর প্রতারণা করতে পারে না। (১) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমলকে ইখলাসের সাথে (সন্তোষ লাভের) জন্য সম্পন্ন করা, (২) মুসলিম শাসকদের নসীহত করা এবং (৩) মুসলিম জামা'আতের (সমাজের) সাথে অবিচ্ছিন্ন থাকার কারণ মুসলমানদের দোয়া তাদেরকে পেছন থেকে পরিবেষ্টন করে রাখে।

৩.০৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْمُخَضْرَمَةِ بِعُرْفَاتٍ فَقَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا وَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا وَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ وَشَهْرٌ حَرَامٌ وَيَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ أَلَا وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي يَوْمِكُمْ هَذَا أَلَا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَأَكَاثِرُ بِكُمْ الْأَمَمَ فَلَا تَسُودُوا وَجْهِي : أَلَا وَإِنِّي وَمُسْتَنْفَذُ أَنْسَاءٍ - وَمُسْتَنْفَذُ مَنَى أَنَسُ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ! أَصْحَابِي ؟ فَيَقُولُ : إِنَّكَ لَا تَرُدِّي مَا أَحَدْتُوْا بَعْدَكَ -

৩০৫৭ ইসমাইল ইব্ন তাওবা (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতের ময়দানে তাঁর কানকাটা উটনীর উপর আরোহণ করা অবস্থায় বলেন : তোমরা কি জান- আজ কোন দিন, এটা কোন মাস এবং এটা কোন শহর? তাঁরা বলেন, এটা (মক্কা) সম্মানিত শহর, সম্মানিত মাস ও সম্মানিত দিন। তিনি (আরো) বলেন : সাবধান! তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের রক্ত তোমাদের পরস্পরের প্রতি তেমনি হারাম যেমনি- তোমাদের এই মাসের সম্মান রয়েছে তোমাদের এই শহরে তোমাদের এই দিনে। শুনে রাখ! আমি তোমাদের আগেই হাওয কাওসারে উপস্থিত থাকব। অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি পৌরব করব। তোমরা যেন আমার চেহারা কালিমালিঙ না কর। সাবধান! কিছু লোককে আমি মুক্ত করতে পারব, আর কিছু লোককে আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আল্লাহ! এরা তো আমার সাহাবী! তখন তিনি বলবেন : তোমার পরে এরা কি নতুন কাজ করেছে, তা তুমি জান না।

৩.৫৮ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَزِّ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجُمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا : يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا هَذَا بَلَدُ اللَّهِ الْحَرَامِ : قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا : قَالُوا شَهْرُ اللَّهِ الْحَرَامِ قَالَ : هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ : وَدِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَذَا الشَّهْرِ فِي هَذَا الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا : نَعَمْ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ وَدَعَ النَّاسُ : فَقَالُوا : هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ-

৩০৫৮ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বছর হজ্জ করেন, সেই বছর কুরবানীর দিন জামরাসমূহের মধ্যস্থলে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : আজ কোন দিন? সাহাবীগণ বললেন, কুরবানীর দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এটি কোন শহর? তাঁরা বললেন, এটা আল্লাহর সম্মানিত শহর। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এটি কোন মাস? তাঁরা বললেন, আল্লাহর সম্মানিত মাস। তিনি বললেন : এটি হজ্জে আকবরের দিন। তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের মান-সম্ভ্রম (শ্রদ্ধতির উপর হস্তক্ষেপ) তোমাদের জন্য হারাম- যেমন এই শহরের হুরমাত (সম্মান) এই মাসে এবং এই দিনে। এরপর তিনি বললেন : আমি কি পৌছে দিয়েছি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বলতে শুরু করলেন : হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন। অতঃপর তিনি লোকদের বিদায় দেন। তখন তারা বলেন, এটা কিনয় হজ্জ।

৭৭. بَابُ زِيَارَةِ النَّبِيِّ

অনুচ্ছেদ : বায়তুল্লাহ যিয়ারতের বর্ণনা

৩.৫৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ طَاوُسٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْرَجَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى الْيَلِّ-

৩০৫৯ আবু বাকর ইবন খালাফ, আবু বিশর (র)..... আয়েশা ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাত পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারতে বিলম্ব করেছেন।

৩.৬. حَدَّثَنَا حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّبَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَقَاضَ فِيهِ قَالَ عَطَاءٌ وَلَا رَمَلَ فِيهِ-

৩০৬০ হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাওয়াফে যিয়ারতের সাত চক্রে রমল (বাহু দুলিয়ে বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ) করেননি। আতা বলেন, তাওয়াফে যিয়ারতে রমল করতে হয় না।

৭৮. بَابُ الشَّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ

অনুচ্ছেদ : যমযমের পানি পান করা

৩.৬১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ ؟ قَالَ مِنْ زَمْزَمَ قَالَ فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي ؟ قَالَ وَكَيْفَ ؟

قَالَ : إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا وَتَضَلَّعْ

১. হাজ্জীগণকে তিনবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে হয়। প্রথমে মক্কায় পৌছেই- এটা তাওয়াফে কুদুম (আগমনি তাওয়াফ), তা সন্নাত। দ্বিতীয়বার মিনা থেকে ফিরে এসে- এটা তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাদা, এটা ফরয। তৃতীয় বার হজ্জ শেষে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে এটা তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ)। মক্কার বাইরের লোকদের জন্য তা ওয়াজিব। মক্কা ও আশেপাশের লোকদের জন্য তা অপরিহার্য নয়।

مِنْهَا فَإِذَا فَرَعْتَ فَأَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ-

[৩০৬১] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-র নিকট বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এলো। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ? সে বলল, যমযমের নিকট থেকে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি তা থেকে প্রয়োজন মত পান করেছ? সে বলল, কিরূপে? তিনি বললেন, তুমি যখন তা থেকে পান করবে, তখন কিব্লামুখী হবে, আল্লাহর নাম স্মরণ করবে, তিনবার নিঃশ্বাস নিবে এবং তৃপ্তি সহকারে পান করবে। পানি পান শেষে তুমি মহামহিম আল্লাহর প্রশংসা করবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে নিদর্শন এই যে, তারা তৃপ্তিসহকারে যমযমের পানি পান করে না।

[২.৬২] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَاءُ زَمْزَمَ لَمَّا شَرِبَ لَهُ-

[৩০৬২] হিশাম ইবন আন্নার (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যমযমের পানি যে উপকারের আশায় পান করা হবে, তা অর্জিত হবে।

৭৭. بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ : পবিত্র কা'বা গৃহে প্রবেশ করা

[২.৬৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمِشْقِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ الْمَكَّةَ الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ فَأَغْلَقُوهَا عَلَيْهِمْ مِنْ دَاخِلٍ فَلَمَّا خَرَجُوا سَأَلَتْ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَلَّى عَلَى وَجْهِهِ حِينَ دَخَلَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ- ثُمَّ لَمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونُ سَأَلْتَهُ : كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟

[৩০৬৩] আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দিমাশকী (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল ও উসমান ইবন শাইবা (রা)। তাঁরা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা বেরিয়ে এলে আমি বিলালকে জিজ্ঞাসা

করলাম- রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন স্থানে সালাত আদায় করেছেন? তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি ভেতরে প্রবেশ করে ডান দিকের দুই স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। অতঃপর আমি নিজেকে তিরস্কার করলাম যে, আমি কেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কত রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

[২.৬৬] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ، طَيِّبُ النَّفْسِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ قَرِيرُ الْعَيْنِ، وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ؟ فَقَالَ إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ اتَّعَيْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي-

[৩০৬৪] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার নিকট থেকে আনন্দিত ও উৎফুল্ল চিত্তে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু বিষণ্ণ অবস্থায় ফিরে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার নিকট থেকে চক্ষু শীতল অবস্থায় বেরিয়ে গেলেন, অথচ দুঃখিত্তাযুক্ত অবস্থায় ফিরে এলেন? তখন তিনি বললেন: আমি কা'বা গৃহে প্রবেশ করার পর ভাবলাম, আমি যদি এ কাজ না করতাম! আমার আশংকা হচ্ছে- আমার পরে আমার উম্মাতের কষ্ট হবে!

৪. بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لِيَالِي مَنَى

অনুচ্ছেদ : মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান

[২.৬৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَمِيمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مَنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ-

[৩০৬৫] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) মিনার দিনগুলোর-রাত, মক্কায় কাটানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। কারণ হাজ্জীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন।

[২.৬৮] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهْنًا دُبْنُ السَّرِيِّ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يُرَخَّصِ النَّبِيُّ ﷺ لِأَحَدٍ يَبِيتُ بِمَكَّةَ إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ-

৩০৬৬ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আব্বাস (রা) ব্যতীত আর কাউকে মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থানের অনুমতি দেননি। কারণ তাঁর উপর পানি সরবরাহের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল।

৪১. بَابُ نَزُولِ الْمُحَصَّبِ

অনুচ্ছেদ : মুহাসসাৰে অবতরণ করা

৩.৬৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ السَّرِيِّ : ثنا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ وَعَبْدَةُ وَوَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ - كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ نَزُولَ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لَخُرُوجِهِ -

৩০৬৭ হান্নাদ ইব্ন সারী, আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করা সুনাত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে এজন্য অবতরণ করেন যাতে (মদীনার উদ্দেশ্যে) তাঁর রওয়ানা করা সহজ হয়।

৩.৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ زُرَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَدْلَجَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ النَّفَرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ أَذْلَجًا -

৩০৬৮ আবু বাকর ইব্ন আবু শাইবা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা বাতহা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

৩.৬৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُونَ بِالْأَبْطَحِ -

৩০৬৯ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর, উমার ও উসমান (রা) বাতহা নামক স্থানে অবতরণ করতেন।

৪৮. بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

অনুচ্ছেদ : বিদায়ী তাওয়াফ

[২.৭.] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ -

[৩০৭০] হিশাম ইবন আশ্মার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে সব দিকে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : শেষবারের মত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত কেউ যেন প্রস্থান না করে।

[৩.৭১] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ -

[৩০৭১] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শেষ বারের মত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে প্রস্থান করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

৪৯. بَابُ الْحَائِضِ تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تَوْدُعَ

অনুচ্ছেদ : ঋতুমতী স্ত্রীলোক বিদায়ী তাওয়াফ না করে প্রস্থান করতে পারে

[৩.৭২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَّنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَا بَسْتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : أَنَّهُمَا قَدْ أَفَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلْتَنْفِرْ -

[৩০৭২] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা ও মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তাওয়াফে ইফাদা করার পর সাকিয়া বিন্তে ছয়ায়া (রা) ঋতুমতী হলেন। আয়েশা (রা) বলেন : আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন : সে কি আমাদের আটকে রাখবে? আমি বললাম : তিনি তাওয়াফে ইফাদা করেছেন, অতঃপর ঋতুমতী হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে রওয়ানা হতে পার।

৩.৭২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ : قَالَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةً فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ عَقَرَى احْلُقِي! مَا أَرَاهَا إِلَّا حَائِضَتَنَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النُّحْرِ قَالَ فَلَا أَذْنَ مَرُوهَا فَلَتَنَفَرُوا

৩০৭৩ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফিয়া (রা) সম্পর্কে জানতে চাইলেন, আমরা বললাম : সে ঋতুমতী হয়েছে। তিনি বললেন : বক্যা, ন্যাড়া- সে তো আমাদের অটিকে ফেলেছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করেছেন। তিনি বললেন : তাহলে অসুবিধা নেই তাকে রওয়ানা হতে বল।

৪৬. بَابُ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজ্জ

৩.৭৬ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَحَلَّ زَرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ حَلَّ زُرِّي الْأَسْفَلَ : ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدَّتِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌ : فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ : فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى : فَجَاءَ وَقَتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعْتُهَا عَلَى مَنْكَبِيهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاوَةٍ إِلَى جَانِبِهِ عَلَى الشَّجْبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبَرْنَا عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا وَقَالَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ فَاذْنُ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ : أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجٌ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بِشَرِّ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَعْتَمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ فَاتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَبِي بَكْرٍ : فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ : قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَشْفِرِي ثَوْبَ وَاحْرَمِي فَصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ

الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ جَابِرٌ "نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ
 بَصَرِي مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ بَيْنَ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ
 ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرُنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ
 وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ مَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ : فَأَهْلُ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ
 لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
 وَأَهْلُ النَّاسِ بِهَذَا الَّذِي يَهْلُونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ
 وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَكْبِيتَهُ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَتَوَى إِلَّا الْحَجَّ كَسْنَا تَعْرِفُ
 الْعُمْرَةَ : حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ
 قَامَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَجَعَلَ الْمَقَامُ
 بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ (وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أَنَّهُ كَانَ
 يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ
 فَأَتَيْنَا الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصِّفَا حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصِّفَا قَرَأَ إِنَّ
 الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ نَبْدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " فَبَدَأَ بِالصِّفَا فَرَقَى عَلَيْهِ
 حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللَّهُ هَلَّلَهُ وَحَمِدَهُ وَقَالَ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعَدَهُ-
 وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
 ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَدْيِ حَتَّى إِذَا
 صَعِدَتَا (يَعْنِي قَدَمَاهُ) هَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ- تَفَعَّلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى
 الصِّفَا فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا
 اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهُدْيُ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ
 فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ
 مَعَهُ الْهُدْيُ فَقَامَ سَرَاقَةً بَيْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْثَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَامِنَا هَذَا أَمْ

الْأَبَدِ قَالَ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلْتُ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ هَا كَذَا مَرَّتَيْنِ لَأَبْدٍ لَأَبْدٍ قَالَ وَقَدِمَ عَلَى بَيْدُنَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَامًا صَبِيغًا وَاکْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَلَى فَقَالَتْ أَمَرَنِي أَبِي هَذَا فَكَانَ عَلَى يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُعْرِشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعْتَهُ مُسْتَقْتَبًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرْتُ عَنْهُ وَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقْتَ صَدَقْتَ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتُ الْحَجَّ ؟ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ بِمَا أَهْلٌ بِهِ رَسُولُكَ ﷺ قَالَ فَإِنِّي مَعِيَ الْهَدْيُ فَلَا تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلَى مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ مِائَةً ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَتَرَجَّهُوا إِلَى مِنَى أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِمِنَى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرِ فَضْرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ : فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَشْكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَوْ الْمَزْدَلِفَةِ : كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضْرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَتَزَلَّ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا : أَلَا وَإِنْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضْعَهُ دَمُ زَيْبَعَةَ بِنِ الْحَرِثِ (كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هَذِيلُ) وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رَبَا أَضْعَهُ رَبَانَا رَبَا الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِإِمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنْ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ

ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَالًا تَضِلُّوْا إِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ مُسْتَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِاصْبِرْ السَّيَّابَةَ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكِبْهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَّنْ بِإِلَالٍ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ : فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخْرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ شَتَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ حَتَّى إِنْ رَأَسَهَا لِيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلَهُ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةُ السَّكِينَةُ كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحَبَالِ أَرَاخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَأَقَامَتَيْنِ وَلَمْ يَصِلْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَأَقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقَى عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ : فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جَدًّا ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلُ ابْنُ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ جَدًّا : أَبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّ الظُّعْنُ بِجَرَيْنِ فَطَفِقَ يَنْظُرُ إِلَيْهِنِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشَّقِّ الْأَخْرِ فَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشَّقِّ الْأَخْرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا حَرَكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ إِلَى الْجُمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجُمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ قَوْمِي بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ يَكْبَرُ مَعَ كُلِّ حِصَاةٍ مِنْهَا مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمُنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا

وَسَيِّئِينَ بَدَنَهُ بِيَدِهِ : وَأَعْطَى عَلِيًّا : فَنَحَرَ مَاغْبِرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِيَضْعَةٍ فَجَعَلَتْ فِي قَدَرٍ فَطَبَخَتْ فَأَكَلًا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبًا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ : أَنْزِعُوا : بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَأَوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ -

৩০৭৪ হিশাম ইবন আখ্বার..... জাফর (সাদিক) ইবন মুহাম্মাদ (বাকের) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁর নিকট পৌছলে তিনি সাক্ষাতপ্রার্থীদের পরিচয় জানতে চান। আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি যে, আমি আলী ইবন হুসাইনের পুত্র মুহাম্মাদ। অতএব তিনি (স্নেহভরে) আমার দিকে হাত বাড়ালেন এবং তা আমার মাথার উপর রাখলেন। তিনি প্রথমে আমার পরিচ্ছদের উপর দিকের বোতাম, পরে নিচের বোতাম খুললেন, অতঃপর তাঁর হাত আমার বুকের উপর রাখলেন। আমি তখন উঠতি বয়সের যুবক ছিলাম। তিনি বললেন : তোমাকে মোবারকবাদ জানাই। তুমি যা জানতে চাও জিজ্ঞাসা কর। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সময় তিনি (বার্থক্য জনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইতিমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হলো। তিনি নিজেকে একটি চাদরে আবৃত করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যখনই চাদরের প্রান্ত নিজ কাঁধের উপর রাখতেন, তা (আকারে) ছোট হওয়ার কারণে নিচে পড়ে যেত। তাঁর আরেকটি বড় চাদর তাঁর পাশেই আলনায় রাখা ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তখন আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (বিদায়) হজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রা) স্বহস্তে নয় সংখ্যার প্রতি ইংগিত করে বললেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং (এ সময়কালের মধ্যে) হজ্জ করেননি। অতঃপর ১০শ বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (এ বছর) হজ্জ যাবেন। সুতরাং মদীনায় অসংখ্য লোকের সমাগম হলো। তাদের প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী। অতএব তিনি রওয়ানা হলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন যুল-হুলাইফা নামক স্থানে পৌছলাম আসমা বিনতে উসাইফ (রা) মুহাম্মাদ ইবন আবু বাকরকে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন এখন আমি কি করব? তিনি বললেন : তুমি গোসল কর, এক খণ্ড কাপড় দিয়ে পানি বেঁধে যাও এবং ইহ্রামের পোশাক পরিধান কর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে (ইহ্রামের দুই রাক'আত) সালাত আদায় করবেন। অতঃপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। অবশেষে 'বাইদা' নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে দাঁড়ালো তখন আমি (জাবির) সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখলাম লোকে লোকারণ্য, কতকে সাওয়ারীতে এবং কতকে পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছে। ডান দিকে, বাঁ দিকে এবং পেছনেও একই দৃশ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তাঁর উপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য জানেন এবং তিনি যা করতেন আমরাও তাই করতাম। তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত তালবিয়া পাঠ করলেন :

“আমি তোমার দরবারে হাযির আছি হে আল্লাহ, আমি তোমার দরবারে হাযির, আমি তোমার দরবারে হাযির। তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নি‘আমত তোমারই এবং রাজত্বও তোমার কোন শরীক নাই।”

লোকেরাও উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করল- যা (আজকাল) পাঠ করা হয়। লোকেরা তাঁর তালবিয়ার সাথে কিছু শব্দ বাড়িয়ে বলে, কিন্তু, তাদের বাধা দেননি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরোক্ত তালবিয়াই পাঠ করেন।

জাবির (রা) বলেন, আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কিছুই নিষ্যত করিনি, আমরা উমরার কথা জানতাম না। অবশেষে আমরা যখন তাঁর সাথে বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছলাম তিনি রুকন (হাজারে আসওয়াদ) চুম্বন করলেন, অতঃপর সাতবার এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর তিনি মাকামে ইব্রাহীমে পৌঁছে তিলাওয়াত করলেন : “তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়বার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর” (সূরা বাকার : ১২৫)।

তিনি মাকামে ইব্রাহীমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে রেখে (দুই রাক‘আত নামায পড়লেন)। (জা‘ফর বলেন) আমি যতদূর জানি, তিনি (জাবির) বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি দুই রাক‘আত নামাযে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পাঠ করেছেন।

অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহ ফিরে এলেন এবং হাজারে আসওয়াদেও চুমা খেলেন। এরপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন এবং সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন। “নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম” - (সূরা বাকার : ১৫৮) এবং (আরও বললেন) আল্লাহ তা‘আলা যা দিয়ে আরম্ভ করেছেন আমরাও তা দিয়ে আরম্ভ করব। তখন তিনি সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন এবং তার এতটা উপরে আরোহণ করলেন যে, বায়তুল্লাহ শরীফ দেখতে পেলেন। তিনি (কিবলামুখী হয়ে) আল্লাহর এক ও মহন্ত ঘোষণা করেন এবং এই দু‘আ পড়েন।

“আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বুদ নাই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, নিজের বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন।”

তিনি এ দু‘আ তিনবার পড়লেন এবং মাঝখানে অনুরূপ আরো কিছু দু‘আ পড়লেন। অতঃপর তিনি নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন, যাবত না তাঁর পা মোবারক উপত্যকার সমতল ভূমিতে গিয়ে ঠেকল। তিনি দৌড়ে চললেন, যাবত না উপত্যকা অতিক্রম করলেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠার সময় হেঁটে উঠলেন, অতঃপর এখানেও তাই করলেন, যা তিনি সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। শেষে তাওয়াফে যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছলেন, (লোকদের সম্বোধন করে) বললেন : যদি আমি আগেই বুঝতে পারতাম যে, আমার কি করা উচিত তাহলে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না এবং (হজ্জের) ইহ্রামকে উমরায় পরিবর্তন করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নাই, সে যেন ইহ্রাম খুলে ফেলে

এবং একে উমরায় পরিণত করে। তখন নবী ﷺ এবং যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত সকলেই ইহ্রাম খুলে ফেললে এবং চুল ছোট করল। এ সময় সুরাকা ইবন মালিক, ইবন জু'শুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতের আংগুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকিয়ে দুইবার বললেন : উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো না, বরং সর্বকালের জন্য।

এ সময় আলী (রা) নবী ﷺ জন্য কুরবানীর পশু নিয়ে এলেন এবং যারা ইহ্রাম খুলে ফেলেছে- ফাতিমা (রা)-কে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি রংগীন কাপড় পরিধান করছিলেন এবং চোখে সুরমা লাগিয়ে ছিলেন। আলী (রা) তা অপছন্দ করলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (রাবী বলেন) এরপর আলী (রা) ইরাকে অবস্থানকালে বলতেন; তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম ফাতিমার উপর অসন্তুষ্ট অবস্থায় যে, সে যা করেছে সে সম্পর্কে মাসআলা জানার জন্য। আমি তাঁকে বললাম যে, আমি তার এই কাজ অপছন্দ করেছি। তখন তিনি বললেন : ফাতিমা ঠিকই করেছে ঠিকই বলেছে। তুমি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার সময় কি বলেছিলে? আলী (রা) বলেন, আমি বলেছিলাম হে আল্লাহ! আমি ইহ্রাম বাঁধলাম, যে নিয়্যতে ইহ্রাম বেঁধেছেন আপনার রাসূল। তিনি বললেন : আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে, অতএব তুমি (আলী) ইহ্রাম খুল না।

জাবির (রা) বলেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে যে পশুপাল নিয়ে আসেন এবং নবী ﷺ নিজের সাথে করে যে পশুগুলো নিয়ে গিয়েছিলেন- এর সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় একশত। অতএব নবী ﷺ এবং যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহ্রাম খুলে ফেলেন এবং চুল ছোট করে ফেলে। অতঃপর যখন তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) হলো তখন লোকেরা পুশরায় ইহ্রাম বাঁধল এবং মিনার দিকে রওয়ানা হল। আর নবী ﷺ সাওয়ার হয়ে গেলেন এবং তথায় যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন। আর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত তথায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং তাঁর জন্য নামিরা নামক স্থানে গিয়ে একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন। অতঃপর নিজেও রওয়ানা হয়ে গেলেন।

কুরাইশগণ নিশ্চিত ছিল যে, নবী ﷺ মাশআরুল-হারাম অথবা মুযদালাফা নামক স্থানে অবস্থান করলেন, যেমন কুরাইশগণ জাহিলী যুগে এখানে অবস্থান করত মানহানী হওয়ার আশংকায় তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন- যাবত না আরাফাতে পৌঁছলেন। তিনি দেখতে পেলেন, নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন। অবশেষে সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়লে তিনি তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রী সাজানোর নির্দেশ দিলে তাই করা হল। অতঃপর তিনি উপত্যকার মাঝখানে আসেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন :

“তোমাদের জীবন ও সম্পদ তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম-যেভাবে এই দিন এই মাস এবং এই শহর হারাম।”

“সাবধান! জাহিলী যুগের সকল জিনিস (অপ-সংস্কৃতি) আমার পদতলে সম্পূর্ণ রহিত করা হল।”

“জাহিলী যুগের রক্তের দাবীও (হত্যার প্রতিশোধ) রহিত হল। আমাদের (বংশের) রক্তের দাবীর মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রবী‘আ ইবন হারিসের রক্তের দাবী রহিত করলাম।” সে বনু সা‘দ-এ শিশু অবস্থায় লালিত-পালিত হওয়াকালীন ছায়াইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

“জাহিলী যুগের সুদও রহিত করা হল। আমাদের বংশের প্রাপ্য সুদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি আবদুল মুত্তালিব-পুত্র আব্বাস (রা)-র প্রাপ্য সমুদয় সুদ রহিত করলাম।”

“তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর জামানতে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের অন্দর মহলে এমন কোন লোককে যেতে না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা অনুরূপ কাজ করে তবে তাদেরকে হালকাভাবে মারপিট করবে। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা ন্যায়সংগতভাবে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।”

“আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি- যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।”

“তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে- তখন তোমরা কি বলবে? উপস্থিত জনতা বলল, আমরা সাক্ষ্য দেব আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌছে দিয়েছেন, আপনার কর্তব্য পালন করেছেন এবং সদোপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি নিজের তর্জনী (শাহাদত আংগুল) আকাশের দিকে উত্তোলন করে এবং জনতার প্রতি ইংগিত করে বললেন : হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন (তিনবার)।

অতঃপর বিলাল (রা) আযান দিলেন, অতঃপর ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সালাত আদায় করলেন। বিলাল (রা) পুনরায় ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি এই দুই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন সালাত আদায় করেননি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাসওয়ার উপর সওয়ার হয়ে আল-মাওকিফ (অবস্থান-স্থল)-এ এলেন, নিজের কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পেট পাথরের স্থূপের দিকে করে দিলেন এবং পায়ে হাঁটার পথ নিজের সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এভাবে দাঁড়িয়ে বইলেন। পীত আভা কিছুটা দূরীভূত হল, এমন কি সূর্য-গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি উসামা (রা)-কে তাঁর বাহনে পেছন দিকে বসালেন এবং কাসওয়ার নাসারন্ত্রের দড়ি সজোরে টান দিলেন- ফলে এর মাথা জিন স্পর্শ করল (এবং তা অগ্রযাত্রা শুরু করল)। তিনি ডান হাতের ইশারায় বললেন : “হে জনমণ্ডলী! শান্তভাবে, শান্তভাবে (ধীরেসুস্থে মধ্যম পতিতে) অগ্রসর হও।” যখনই তিনি বালুর স্থূপের নিকট পৌছতেন কাসওয়ার নাসারন্ত্রের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন, যাতে তা উপর দিকে উঠতে পারে।

এভাবে তিনি মুঘদালিফায় পৌছলেন এবং এখানে একই আযানে ও দুই ইকামতে মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করলেন। এই দুই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন সালাত আদায় করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে ঘুমালেন যাবত না ফজরের ওয়াক্ত হল। অতঃপর উষা পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি আযান

ও ইকামতসহ ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে 'মাশআরুল-হারাম' নামক স্থানে এলেন। এখানে তিনি (কিবলামুখী হয়ে) আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাঁর মহত্ত্ব বর্ণনা করলেন, কলেমা তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। আকাশ যথেষ্ট পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন।

সূর্য উদয়ের পূর্বে তিনি আবার রওয়ানা হলেন এবং ফাদুল ইবন আব্বাসকে সাওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসালেন। সে ছিল সুদর্শন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অগ্রসর হলেন- তখন (পাশাপাশি) একদল মহিলাও যাচ্ছিল। ফাদুল তাদের দিকে তাকাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের হাত ফাদুলের চেহারার উপর রাখলেন এবং সে তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে দেখতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় অন্য দিক থেকে। ফাদুল-এর মুখমণ্ডলে হাত রাখলেন। সে আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। এভাবে তিনি 'বাতনে মুহাস্সার' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সাওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুত করলেন। তিনি মধ্যপথ দিয়ে অগ্রসর হলেন- যা জামরাতুল কুবরায় গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি বৃষ্ণের নিকটের জামরায় এলেন এবং নিচের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি কাকর নিষ্ক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেকবার 'আল্লাহ আকবার' বললেন। অতঃপর সেখান থেকে কুরবানীর স্থানে এলেন এবং নিজ হাতে তেষটিটি পশু যবেহ করলেন। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকল তা আলী (রা)-কে যবেহ করতে বললেন এবং তিনি তা কুরবানী করলেন। তিনি নিজ পশুতে আলীকেও শরীক করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি পশুর কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাই করা হল। তাঁরা উভয়ে এই গোশত থেকে খেলেন এবং ঝোল পান করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ দিকে রওয়ানা হলেন এবং মক্কায় পৌঁছে যুহরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি (নিজ গোত্র) বনু আবদুল মুত্তালিব-এ এলেন। তারা লোকদের যমযমের পানি পান করচ্ছিল। তিনি বললেন : হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! পানি তোল। আমি যদি আশংকা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করে দেবে- তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তখন তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিল এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন।

৩.৭০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ فَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا وَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بَحَجٍّ مُفْرَدٍ : وَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بَعْمُرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَمَنْ كَانَ أَهْلُ بَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا : لَمْ يَحْلُلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ : وَمَنْ أَهْلُ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا لَمْ يَحْلُلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ : وَمَنْ أَهْلُ بَعْمُرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ حُلًّا مَا حَرَّمَ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا-

৩০৭৫ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তিন পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমাদের কতকে হজ্জ ও উমরার একসাথে ইহ্রাম বাঁধে, কতকে শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধ ছিল তাদের জন্যও হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ না করা পর্যন্ত (ইহ্রামের কারণে) কোন নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হয়নি। আর যারা ব্যক্তি শুধু উমরার ইহ্রাম বাঁধছিল, তাদের জন্য বায়তুল্লাহ তাওযাফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করার পর যা কিছু হারাম ছিল তা হালাল হয়ে গেল- হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত।

২.৭৬ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلْبِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ حَجَّاتٍ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً ، وَاجْتَمَعَ مَاجَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَاجَاءَ بِهِ عَلَى مَائَةِ بَدَنَةٍ مِنْهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ : فِي أَنْفِهِ بُوَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ : فَتَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَتَحَرَ عَلَى مَاغِيرٍ قِيلَ لَهُ مَنْ ذَكَرَهُ وَقَالَ جَعْفَرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -

৩০৭৬ কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, ইবন আব্বাস মুহাম্মাদী (র)..... সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনবার হজ্জ করেছেন : হিজরতের পূর্বে দুইবার এবং মদীনায় হিজরতের পর এক বার (যা বিদায় হজ্জ নামে প্রসিদ্ধ)। শেষোক্তটি তিনি কিরান হজ্জ করেন অর্থাৎ একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম বাঁধেন। এই হজ্জে নবী ﷺ যে সংখ্যক কুরবানীর পশু এনেছিলেন এবং আলী (রা) যে সংখ্যক পশু এনেছিলেন তার মোট সংখ্যা ছিল একশত। এর মধ্যে একটি উট ছিল আবু জাহলের, এর নাসারন্দ্রে রূপার লাগাম ছিল। নবী ﷺ সহস্রে ৬৩টি এবং আলী (রা) অবশিষ্টগুলি কুরবানী করেন।

সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হল- এ হাদীস তাঁর নিকট কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বলেন, জাফর সাদিক, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি জাবির (রা)-র সূত্রে। অন্য দিকে ইবন আবু লাইলা, তিনি আল-হাকামের সূত্রে, তিনি মিকসামের সূত্রে, তিনি ইবন আব্বাস (রা) থেকে।

৮০. بَابُ الْمُحْضَرِ

অনুচ্ছেদ : হজ্জ যাত্রার পথে বাঁধাধস্ত হলে

২.৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ عَلَيْهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِي

الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ-

[৩০৭৭] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র).....হাজ্জাজ ইবন আমর-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি: যার হাড় ভেঙে গেল অথবা লেংড়া হয়ে গেল (ইহরাম বাঁধার পর)- সে ইহরামমুক্ত হয়ে গেল। সে পুনর্বার হজ্জ করবে। (ইকরিমা বলেন), আমি এ হাদীস ইবন আব্বাস (রা) ও আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট বর্ণনা করলে তাঁরা উভয়ে বলেন, তিনি (হাজ্জাজ) সত্য বলেছেন।

[৩.৭৮] حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ حَبْسِ الْمُحْرَمِ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَوَجَدْتُهُ فِي جُزْءِ هِشَامٍ صَاحِبِ الدُّسْتَوَائِي فَاتَّيْتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَرَأَ عَلَيَّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ-

[৩০৭৮] সালামা ইবন শাবীব (র)..... উম্মে সালামা (রা)-র মুক্তদাস আবদুল্লাহ ইবন রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবন আমর (রা)-র নিকট ইহরামধারী ব্যক্তির বাধাগ্রস্ত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কোন ব্যক্তির হাড় ভেঙে গেলে, পংগু হয়ে গেলে, রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে অথবা বাধাগ্রস্ত হলে সে হালাল হয়ে যাবে। তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে।

ইকরিমা বলেন, আমি এ হাদীস ইবন আব্বাস (রা) আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট বর্ণনা করলে তাঁরা উভয়ে বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। আবদুর রাযযাক (র) বলেন, আমি এ হাদীস হিশাম দাস-তাওয়াঈর কিতাবে লিখিত পেয়েছি। আমি তা নিয়ে মা'মার-এর নিকট এলে তিনি আমার সামনে তা পাঠ করেন, অথবা আমি তার সামনে তা পাঠ করি।

৪৬. بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْضَرِ

অনুচ্ছেদ: বাঁধাগ্রস্ত হলে তার ফিদ্যা

[৩.৭৭] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ

إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلَتْهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» قَالَ كَعْبٌ فِي أَنْزَلَتْ كَانَ بِيْ أَدْنَى مِنْ رَأْسِيْ فَحَمَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى الْجُهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى اتَّجِدُ شَاةً قُلْتُ لَا قَالَ فَتَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» قَالَ : فَالْقَوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ : وَالنُّسُكُ شَاةٌ-“

[৩০৭৯] মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইবন ওয়ালাদ..... আবদুল্লাহ ইবন মা'কিল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে কা'ব ইবন উজরা (রা)-র নিকট বসা ছিলাম। আমি তাঁর নিকট নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি : “তবে রোযা, অথবা সাদাকা অথবা কুরবানীর মাধ্যমে ফিদ্যা দিবে”- (সূরা বাকারা : ১৯৬)।

কা'ব (রা) বলেন, আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমার মাথায় অসুখ ছিল। অতএব আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে যাওয়া হল, আর উকুন আমার মুখমণ্ডলে ছড়িয়েছিল। তখন তিনি বললেন : আমি তোমার যে কষ্ট হতে দেখছি- তেমনটি আর কখনও দেখিনি। তুমি কি একটি বকরী সংগ্রহ করতে পারবে? আমি বললাম, না। রাবী বলেন : তখন এ আয়াত নাযিল হল : “তবে রোযা অথবা সাদাকা অথবা কুরবানীর মাধ্যমে ফিদ্যা দিবে।” রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন দিন রোযা রাখতে হবে, আর সাদাকার ক্ষেত্রে ছয়জন মিস্কীনকে খাদ্যদ্রব্য দিতে হবে- মাথাপিছু অর্ধ সা' (এক সের সাড়ে বার ছটাক) এবং কুরবানীর ক্ষেত্রে একটি বকরী।

[২.৮.] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أَذَانِي الْقَمْلُ أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِيْ : وَأَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعَمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ لَيْسَ عِنْدِيْ مَا أَنْسُكُ-“

[৩০৮০] আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র)..... কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকুন আমাকে কষ্ট দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মাথা কামানোর নির্দেশ দেন এবং তিন দিন রোযা রাখতে অথবা ছয়জন মিস্কীনকে আহার করাতে বলেন। তিনি জানতেন যে, আমার নিকট কুরবানী করার মত কিছু ছিল না।

৪৭. بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرَمِ

অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির শিংগা লাগানো

২.৪১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مُقْسِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرَمٌ.

৩০৮১ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়াম রত অবস্থায় ইহরামে থাকাকালে শিংগা লাগিয়েছেন।

২.৪২ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْفِ عَنْ ابْنِ خَثِيمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَنْ رَهْصَةٍ أَخَذَتْهُ.

৩০৮২ বকর ইবন খালাফ আবু বিশর (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একটি কঠিন ব্যাথার কারণে নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

৪৮. بَابُ مَا يَدُهْنُ بِهِ الْمُحْرَمُ

অনুচ্ছেদ : ইহরামধারী ব্যক্তি কি ধরনের তেল মাখতে পারে

২.৪৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدِ السَّبْحِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدُهْنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرَمٌ: غَيْرَ الْمُقْتَتِ:

৩০৮৩ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় স্রাবহীন যায়ত্বনের তেল মাথায় মাখতেন।

৪৯. بَابُ الْمُحْرَمِ يَمُوتُ

অনুচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে

২.৪৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَوْ قَصَّتَهُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرَمٌ فَقَالَ:

النَّبِيُّ ﷺ أَغْسَلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخْمِرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ لَا تَقْرُبُوهُ طَيِّبًا فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا-

[৩০৮৪] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে তার সাওয়ারী নিচে ফেলে দিল তার ঘাড় ভেঙে যায়। সে ইহরাম অবস্থায় ছিল। তখন নবী ﷺ বলেন : তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও, তার পরনের বস্ত্রদ্বয় দিয়ে কাফন দাও এবং মুখমণ্ডল ও মাথা ঢেকো না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেন, তার সাওয়ারী তার ঘাড় মটকে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন : তাকে সুগন্ধি মাখি না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

৯. بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصَيِّبُهُ الْمُحْرَمُ

অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি শিকার করলে তার কাফফারা

[২.৮৫] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّبَعِ يُصَيِّبُهُ الْمُحْرَمُ كَبِشًا وَجَعَلَهُ مِنَ الْقَيْدِ :

[৩০৮৫] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহরিম ব্যক্তি কর্তৃক হায়ে না শিকারের কাফফারা একটি ভেড়া নির্ধারণ করেছেন এবং হায়েনাও শিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

[২.৮৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْصِبٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ أَبِي الْمُهِزَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي بَيْضِ النِّعَامِ يُصَيِّبُهُ الْمُحْرَمُ ثَمَنُهُ-

৩০৮৬ মুহাম্মাদ ইবন মুসা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মুহরিম ব্যক্তি উট পাখির ডিম আত্মসাৎ করলে তাকে তার মূল্য আদায় করতে হবে (কাফফারা স্বরূপ)।

৯১. بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি যে সব প্রাণী হত্যা করতে পারে

৩.৮৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدُ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَاةُ

৩০৮৭ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা, মুহাম্মাদ ইবন বাশশার, মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবন ওয়ালাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন : পাঁচটি অনিষ্ট কর প্রাণী আছে যা হেরেমের বাইরে ও ভেতরে হত্যা করা বৈধ : সাপ বৃকে বা পিঠে সাদা চিহ্নযুক্ত কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।

৩.৮৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ أَوْ قَالَ فِي قَتْلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامُ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدْيَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ-

৩০৮৮ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন পাঁচটি প্রাণী যা কোন ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় হত্যা করলে তার কোন দোষ হবে না : বিছা, কাক, চিল, ইঁদুর ও পাগলা কুকুর।

৩.৮৯ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ ابْنِ نَعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالسَّبْعَ الْعَادِيَّ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَارَةَ الْفُؤَيْسِقَةَ فَقِيلَ لَهُ لَمْ قِيلَ لَهَا الْفُؤَيْسِقَةُ ؟ قَالَ لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتْ الْفَتِيلَةَ لِنُحْرُقَ بِهَا النَّبِيْتَ-

[৩০৮৯] আবু কুরাইব (র)..... আবু সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুহরিম ব্যক্তি নিম্নোক্ত প্রাণীগুলো হত্যা করতে পারে : সাপ, বিছা, আক্রমণকারী হিংস্র প্রাণী, পাগলা কুকুর এবং ক্ষতিকর ইঁদুর। আবু সাঈদ (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, ইঁদুরকে ক্ষতিকর বলা হল কেন? তিনি বলেন, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য জেগেছিলেন এবং সে ঘরে আগুন ধরানোর জন্য জ্বলন্ত সলিতা নিয়েছিল।

৯২. بَابُ مَا يَنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ

অনুবাদ : মুহরিম ব্যক্তির জন্য যে ধরনের শিকার নিষিদ্ধ

[২.৯.] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَيْشَامُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْبَأَنَا صَعْبُ بْنُ جَثَامَةَ قَالَ مَرَّبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بَوْدًا إِنْ فَاهَدَيْتُ لَهُ حِمَارًا وَحَشَّ فَرْدَهُ عَلَى فَلَمَّا رَأَى فِى وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَّةَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدَّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرْمٌ-

[৩০৯০] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা, হিশাম ইবন আম্মার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'ব ইবন জাসসামা (রা) আমাদের অবহিত করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন আবওয়া অথবা ওয়াদান এলাকায় ছিলাম। আমি তাঁকে বন্য গাধার গোশত পেশ করলাম। তিনি তা আমাকে ফেরত দিলেন। তিনি আমার চেহারা অনুতাপের লক্ষণ দেখে বললেন : আমরা অন্য কোন কারণে তা ফেরত দেইনি বরং আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি।

[৩.৯১] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِلَحْمٍ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ : فَلَمْ يَأْكُلْهُ-

[৩০৯১] উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সামনে শিকারকৃত প্রাণীর গোশত পেশ করা হল। তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। তাই তিনি তা আহার করেননি।

৯২. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدِّلَهُ

অনুবাদ : মুহরিম ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শিকার না করা হলে সে তার গোশত খেতে পারে

৩.৯২ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السَّمِّيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يُفْرِقَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ-

৩০৯২ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে একটি (শিকারকৃত) বন্য গাধা প্রদান করে তা তাঁর সংগীদের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দেন। তখন তাঁরা মুহরিম অবস্থায় ছিলেন।

৩.৯৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنَ الْحَدِيثِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابَهُ وَلَمْ أُحْرَمِ فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ وَأَصْطَدْتُهُ فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أُحْرَمْتُ وَأَنِّي أَتَمَّا أَصْطَدْتُ لَهُ لَكَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ : وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَصْطَدْتُهُ لَهُ :

৩০৯৩ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (র) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলাম। তাঁর সাহাবীগণ ইহরাম বাঁধলেন, কিন্তু আমি বাঁধিনি। আমি একটি গাধা দেখতে পেয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং তা শিকার করলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার অবস্থা বর্ণনা করলাম এবং আরও উল্লেখ করলাম যে, আমি তখনও ইহরাম বাঁধিনি, এবং তা আপনার জন্য শিকার করেছি। নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের এই গোশত খাওয়ার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু নিজে তা খেলেন না, যখন আমি বললাম যে, আমি তাঁর জন্য এটা শিকার করেছি।

৯৬. بَابُ تَقْلِيدِ الْبَدَنِ

অনুবাদ : কুরবানীর পতন গলায় মালা পরানো

৩.৯৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَافْتَعِلْ فَلَانْدَ هَدِيهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرَمُ-

[৩০৯৪] মুহাম্মাদ ইবন রুম্হ (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মীনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে কুরবানীর পশু পাঠাতেন (মক্কায়)। আমি তাঁর কুরবানীর পশুর জন্য মালা বানিয়ে দিতাম। অতঃপর তিনি এমন কোন জিনিস বর্জন করতেন না, যা মুহরিম ব্যক্তি বর্জন করে থাকে।

[৩.৯০] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ أَقْتُلُ الْقَلَانِدَ لَهْدَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَقْلُدُ هَدِيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يَقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرَمُ-

[৩০৯৫] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মীনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -এর কুরবানীর পশুর মালা তৈরী করে দিতাম এবং তিনি তা পশুর গলায় পরিয়ে দিতেন। এরপর তা পাঠিয়ে এবং তিনি (সেখানে) অবস্থান করতেন। আর তিনি এমন কোন বস্তু বর্জন করতেন না। যা মুহরিম ব্যক্তি বর্জন করে।

৯০. بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ : বকরীর গলায় মালা পরানো

[৩.৯৬] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً، غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا-

[৩০৯৬] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা, আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লায় বকরী পাঠান এবং তার গলায় মালা পরান।

৯৬. بَابُ أَشْعَارِ الْبَدَنِ

অনুচ্ছেদ : উটের কুঁজ কেড়ে দেয়ার বর্ণনা

[৩.৯৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي السَّهَامِ الْإِيْمَنَ وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ - وَقَالَ عَلَى فِي حَدِيثِهِ : بِذِي الْحَلِيفَةِ وَقَلَّدَ نَعْلَيْنِ-

৩০৯৭ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা, আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরবানীর উটের কুঁজ ডান পাশ দিয়ে ফেড়ে দেন এবং তা থেকে রক্ত পরীক্ষার করেন। আলী তাঁর বর্ণনায় বলেন, এটা যুল-হুলাইফা নামক স্থানে। আর তিনি এক জোড়া জুতার মালা পরিয়ে দেন।

৩.৭৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَفْلَحٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّ وَأَشْعَرَ وَأَرْسَلَ بِهَا وَلَمْ يَجْتَنِبْ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرَمُ-

৩০৯৮ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরান, কুঁজ ফেড়ে দেন এবং তা (মক্কায়) পাঠিয়ে দেন। আর তিনি এমন কোন কিছু পরিহার করেননি যা মুহরিম ব্যক্তির পরিহার করে থাকে।

১৭. بَابُ مَنْ جَلَّلَ الْبُدْنَ

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশুকে কাপড়ের ঝুল পরানো

৩.৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي يَعْلَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْوِمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَقْسِمَ جَلَالَهَا وَجُلُودَهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ وَمِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ-

৩০৯৯ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন তাঁর কুরবানীর পশু দেখাশুনা করি, ঝুল ও চামড়া (দরিদ্রদের মধ্যে) বন্টন করে দেই এবং কসাইকে যেন তা থেকে (পরিশ্রমি বাবদ) কিছু না দেই। তিনি বলেন : তাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে দেব।

১৮. بَابُ الْهُدَى مِنَ الْأُنَاثِ وَالذَّكُورِ

অনুচ্ছেদ : নর ও মাদী উভয় ধরনের পশু কুরবানী দেয়া

৩১.০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُقْسِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَى فِي بُدْنِهِ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ بَرْتَهُ مِنْ فِضَّةٍ-

৩১০০ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা, আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরবানীর জন্য যে পশু পাঠান তার মধ্যে আবু জাহলের একটি উটও ছিল, এবং এর নাসারক্তের দড়ি ছিল রূপার তৈরী।

৩১.১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنبَأَنَا مُوسَى ابْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي بَدْنِهِ جَمَلٌ -

৩১০১ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... ইয়াস ইবন সালামা (র) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর কুরবানীর পশুর মধ্যে একটি উটও ছিল।

৯৯. بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ

অনুচ্ছেদ : মীকাত অতিক্রম করেও কুরবানীর পশু নেয়া যায়

৩১.২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ ثَمِيرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ -

৩১০২ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমাইর (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুদাইদ নামক স্থান থেকে তাঁর কুরবানীর পশু ক্রয় করেন।

১০০. بَابُ رُكُوبِ الْبَدَنِ

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা

৩১.৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدْنَةً : فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ أَتَهَا بَدْنَةً قَالَ ارْكَبْهَا وَيَحْكُ -

৩১০৩ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে নিজের কুরবানীর পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন : এর পিঠে চড়ে যাও। সে বলল, এটা কুরবানীর পশু। তিনি বলেন : তুমি তার পিঠে চড়ে যাও, তোমার জন্য আফসোস।

৩১.৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ الدُّسْتَوَائِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرُّ عَلَيْهِ بِبَدْنَةٍ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ أَتَهَا بَدْنَةً قَالَ ارْكَبْهَا -

قَالَ فَرَأَيْتَهُ رَاكِبًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي عُنُقِهَا نَعْلٌ

৩১০৪ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর সামনে দিয়ে একটি উট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন : এর পিঠে চড়ে চাও। লোকটি বললো : এটা কুরবানীর উট। তিনি বললেন : তুমি এর পিঠে চড়। আমাস (রা) বলেন, আমি তাকে নবী ﷺ -এর সাথে উঠের পিঠে চড়ে যেতে দেখেছি। এর গলায় একটি জুতা লটকানো ছিল।

১.১. ۱.۱. بَابُ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশু পথিমধ্যে অচল হয়ে পড়লে

৩১.০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوَيْبَا الْخَزَاعِيَّ حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُذْنِ : ثُمَّ يَقُولُ إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتُ عَلَيْهِ مَوْتًا فَأَنْحَرَهَا ثُمَّ أَغْمَسَ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرَبَ صَفْحَتَهَا وَقَالَ تَطْعَمُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رَفَقَتِكَ-

৩১০৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যুআইব খুযাইদী (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁকে কুরবানীর পশু নিয়ে (মক্কায়) পাঠাতেন অতঃপর বলতেন : এগুলোর মধ্যে কোন পশু অচল হয়ে পড়লে এবং তুমি তার মৃত্যুর আশংকা করলে তা যবেহ করবে, অতঃপর তাঁর রক্তের মধ্যে তার গলায় জুতা ফেলে রাখবে, অতঃপর তার পিছন ভাগে আঘাত করবে, কিন্তু তার গোশত তুমিও এবং তোমার সংগীদের মধ্যেও কেউ খাবে না।

৩১.৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَاجِيَةِ الْخَزَاعِيَّ قَالَ عَمْرُؤُنِي حَدِيثُهُ وَكَانَ صَاحِبُ بْنُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ اصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُذْنِ قَالَ أَنْحَرَهُ وَأَغْمَسَ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ اضْرَبْ صَفْحَتَهُ وَخَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَلْيَأْكُلُوهُ.

৩১০৬ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা, আলী ইবন মুহাম্মদ ও উমর ইবন আবদুল্লাহ (র)..... নাজিয়া খুসাইদী (আম্রের বর্ণনা মতে তিনি ছিলেন নবী ﷺ কুরবানীর উটের রক্ষণাবেক্ষণকারী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম- ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন উট অচল হয়ে পড়লে আমি কি করব? তিনি বললেন : একে যবেহ করবে এবং তার গলার জুতা তার রক্তের মধ্যে ফেলে দিবে অতঃপর তার পিছন ভাগে আঘাত করবে এবং লোকদের জন্য তা ফেলে রাখবে, তারা তা থেকে খাবে।

১.২. ১.২. بَابُ أَجْرِبُوتِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ : মক্কা শরীফের বাড়ী-ঘর ভাড়া দেওয়া

৩১.৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ فُضْلَةَ قَالَ تَوَفَّى

৩১০৯ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমাইর (র)..... সাফিয়্যা বিনতে শাইবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর নবী ﷺ-কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি : হে জনগণ! আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন থেকে মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছেন। অতএব তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। তার বৃক্ষরাজি কাটা যাবে না, এখানকার শিকারের পিছু ধাওয়া করা যাবে না, এখানে পড়ে থাকা কোন জিনিস তুলে নেয়া যাবে না- কেবল সেই ব্যক্তি তুলতে পারবে- যে তার ঘোষণা দেবে। আব্বাস (রা) বলেন : কিন্তু ইযখির ঘাস (বৈধ করা হোক)। কারণ তা ঘরবাড়ী তৈরী ও কবরের জন্য (প্রয়োজন হয়)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইযখির ঘাস ব্যতীত।

৩১১০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلَىُّ بْنُ مُسْهَرٍ وَابْنُ الْفَضِيلِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ أَنَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمُخَزُومِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظُمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةُ حَقَّ تَعْظِيمُهَا فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ : هَلَكُوا-

৩১১০ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আইয়্যাশ ইবন আবু রাবীআ মাখযুমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এই উম্মাত যতদিন এই হেরেমের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করবে, তত দিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। কিন্তু যখন তারা তা বিনষ্ট করবে, তখন ধ্বংস হবে।

১.৬. بابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

অনুচ্ছেদ : মদীনা শরীফের ফযীলাত

৩১১১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمِيرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَارِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا-

৩১১১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমান মদীনার দিকে গুটিয়ে আসবে- যেমন সাপ তার গর্তের দিকে গুটিয়ে আসে।

৩১১২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا أَبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنِّي أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا-

৩১১২ বাকর ইবন খালাফ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মদীনায় মৃত্যুবরণ করতে পারে- সে যেন তাই করে। কারণ যে ব্যক্তি এখানে মারা যাবে, আমি তার পক্ষে সাক্ষী হব।

৩১১৩ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّكَ حَرَمْتَ مَكَّةَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ وَرَأَيْنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَا يَبِيْتُهَا-
 قَالَ أَبُو مَرْوَانَ : لَا يَبِيْتُهَا حَرَّتِي الْمَدِينَةَ-

৩১১৩ আবু মারওয়ান মুহাম্মাদ ইবন উসমান উসমানী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : হে আল্লাহ! ইব্রাহীম (আ) তোমার বন্ধু ও নবী। তুমি মক্কাকে ইব্রাহীম (আ)-এর যাবানীতে হেরেম ঘোষণা করেছ। হে আল্লাহ! আমিও তোমার বান্দা ও নবী। অতএব আমি মদীনাকে, তার দুই কক্ষ পাথরময় যমীনের মধ্যস্থল, হেরেম ঘোষণা করছি। আবু মারওয়ান বলেন, 'লা-বাতাইহা' শব্দের অর্থ মদীনার দুই প্রান্তের প্রস্তরময় ভূমি।

৩১১৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِذَا بِهِ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ-

৩১১৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মদীনার অধিবাসীদের ক্ষতি করার ইচ্ছা করবে তাকে আল্লাহ তা'আলা এমন ভাবে গলিয়ে দিবেন, যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়।

৩১১৫ حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنَحْبُهُ وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرْعِ النَّارِ-

৩১১৫ আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উহুদ একটি পাহাড়, সে আমাদের ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি। তা জান্নাতের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত। আর আইর পাহাড় দোযখের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত।

১.০. بَابُ مَالِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ : পবিত্র কা'বা গৃহের সম্পদ

৩১১৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْمُجَارِبِيُّ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بَدَارِهِمْ هَدِيَّةً إِلَيْنَا الْبَيْتِ قَالَ قَدْ خَلَّتِ الْبَيْتِ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ فَنَاولَتْهُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ : أَلَا هَذِهِ ؟ قُلْتُ

১.৭. بَابُ الطَّوَّافِ فِي مَطَرٍ

অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির মধ্যে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করা

৪১১৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ طُفْنَا مَعَ أَبِي عَقَالٍ فِي مَطَرٍ فَلَمَّا قَضَيْنَا طَوَّانَنَا أَتَيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ فَقَالَ طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي مَطَرٍ فَلَمَّا قَضَيْنَا الطَّوَّافَ أَتَيْتَ الْمَقَامَ فَصَلَّيْنَا رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا أَنَسٌ أَتَيْنَا الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ هَكَذَا قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطُفْنَا مَعَهُ فِي مَطَرٍ

৩১১৮ মুহাম্মাদ ইবন আবু উমার আদানী (র)..... সূত্রে দাউদ ইবন আজলান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা আবু ইকালের সাথে বৃষ্টির মধ্যে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করলাম। আমরা তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে এলাম। তখন আবু ইকাল বললেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-র সাথে বৃষ্টির মধ্যে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছি। আমরা তাওয়াফ শেষে মাকামে (ইব্রাহীমে) এসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করি। অতঃপর আনাস (রা) আমাদের বলেন, এখন নতুনভাবে নিজেদের আমলের হিসাব রাখ। তোমাদের পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের একপ বলেছেন এবং আমরা তাঁর সাথে বৃষ্টির মধ্যে তাওয়াফ করেছি।

১.৮. بَابُ الْحَجِّ مَاشِيًا

অনুচ্ছেদ : পদব্রজে হজ্জ করা

৩১১৯ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأَيْلِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ عَنْ حَفْصِ الْأَيْلِيِّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ جَبِيْبِ الزِّيَّاتِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مُشَاءَةً مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَقَالَ ارْبِطُوا أَوْ سَاطِكُمْ بِأَزْرِكُمْ وَمَشَى خِلْفَ الْهَرَوَلَةِ

৩১১৯ ইসমাইল ইবন হাফস আইলী (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনা থেকে মক্কায় পদব্রজে গিয়ে হজ্জ করেন এবং তিনি বলেন : “নিজেদের কোমরে পরিধেয় বস্ত্র বেঁধে নাও।” তিনি কিছুটা দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করেন।^১

১. এ হাদীসটি রাবী এককভাবে বর্ণনা করেছেন বিধায়, মুহাদ্দিসগণ একে মুন্কার ও যরীফ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা, সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ মদীনা থেকে মক্কায় পদব্রজে গমন করেননি।

كِتَابُ الْأَضَاحِي
অধ্যায় : আদাহী-কুরবানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২৬. كِتَابُ الْأَضَاحِي

অধ্যায় ৪ আদাহী-কুরবানী

১. بَابُ أَضَاحِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ৪ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানী

[৩১২০] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَلِيٍّ الْجَهْظِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَحْدُثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُضْحِي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ ، وَأَضْعَا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا :-

[৩১২০] নাসর ইবন আলী আল-জাহযামী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুসর বর্ণের দুই শিং বিশিষ্ট দু'টি মেষ কুরবানী করতেন। তিনি যবাহ করার প্রাক্কালে বিসমিল্লাহ ও তাকবীর বলতেন। আমি তাঁকে স্বহস্তে তা কুরবানী করতে দেখেছি নিজের পা তার পাজরের উপরে রেখে।

[৩১২১] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ الزُّرْقِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عِيدِ بَكْبَشَيْنِ ، فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي

لِلَّذِينَ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ-

৩১২১ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন দু'টি মেঘ যবাহ করেন। পশু দুইটিকে কিবলামুখী করে বলেন :

“ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়ায়া ও মামাতী লিল্লাহি রাক্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরন্ত ওয়া আনা আওওয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহুয়া মিনকা ওয়া লাকা আন মুহাম্মাদিন ওয়া উম্মাতিহি।”

“আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই (সূরা আন'আম : ৭৯)। বল, আমার নামায, আমার ইবাদত (কুরবানী), আমার জীবন, আমার মৃত্যু রাক্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই এবং এ জন্য তাই আমি অদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম (সূরা আন'আম : ১৬২-৩)। হে আল্লাহ! আপনার নিকট থেকেই প্রাপ্ত এবং আপনার জন্যই, অতএব তা মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ কবুল করুন।

৩১২২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَقِيدٍ، عَنْ أَبِي سَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْحَى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظْمَيْنِ سَمْنَيْنِ اقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

৩১২২ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া..... আয়েশা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর ইচ্ছা করলে দু'টি মোটাতাজা, মাংসল, শিংযুক্ত, ধূসর বর্ণের ও খাসীকৃত মেঘ ত্রয় করতেন। অতঃপর এর একটি আপন উম্মাতের যারা আল্লাহর তাওহীদের সাক্ষী দেয় এবং তাঁর নবুওয়াত প্রচারের সাক্ষী দেয়, তাদের পক্ষ থেকে এবং অপরটি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবার বর্ণের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন।

২. بَابُ الْأَضَاحِيِّ وَاجِبَةُ هِيَ أَمْ لَا !

অনুচ্ছেদ : কুরবানী ওয়াজিব কিনা?

৩১২৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا-

৩১২৩ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না--সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের কাছেও না আসে।

৩১২৪ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنْ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا أَوْاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ-

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ ثَنَا جَبَلَةُ ابْنُ سُهَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً-

৩১২৪ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমার (রা)-র নিকট কুরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে-তা ওয়াজিব কিনা? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানী করেছেন এবং তাঁর পরে মুসলমানরাও কুরবানী করেছে এবং এই সুনাত অব্যাহতভাবে প্রবর্তিত হয়েছে।

হিশাম ইবন আম্মার (র)..... জাবালা ইবন সুহাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমার (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করলাম অতঃপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩১২৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو رَمْلَةَ عَنْ مُخْتَفِ بْنِ سَلِيمٍ، قَالَ كُنَّا وَقُوفًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ، أَضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هِيَ الَّتِي يَسْمِيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ-

৩১২৫ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... মিখনাফ ইবন সুলাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরাফাতের ময়দানে নবী ﷺ-এর নিকট অবস্থানরত ছিলাম। তখন তিনি বলেন, হে জনগণ! প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর একটি কুরবানী ও একটি আতীরা রয়েছে। তোমরা কি জান আতীরা কি? তা হল-- যাকে তোমরা রাজাবিয়া বল।

৩. بَابُ ثَوَابِ الْأَضْحِيَّةِ

অনুচ্ছেদ : কুরবানী সাওয়াব

৩১২৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبُو الثَّنِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا عَمِلَ بَنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرْقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقْرُؤُهَا وَأَظْلَافُهَا وَأَشْعَارُهَا وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيِّبُوهَا نَفْسًا-

৩১২৬ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দিমশকী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কুরবানীর দিন আদম সন্তান এমন কোন কাজ করতে পারে না--যা মহামহিম আল্লাহর নিকট রক্ত প্রবাহিত করার (কুরবানী) তুলনায় অধিক পসন্দনীয় হতে পারে। কুরবানীর পশুগুলো কিয়ামতের দিন এদের শিং, খুর ও পশমসহ উপস্থিত হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই মহান আল্লাহর নিকট সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা আনন্দ সহকারে কুরবানী কর।

৩১২৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ثَنَا سَلَامُ بْنُ مَسْكِينٍ : ثَنَا عَائِذُ اللَّهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا هَذِهِ الْأَضَاحِي ؟ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً قَالُوا : فَالْصُّوْفُ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ-

৩১২৭ মুহাম্মাদ ইবন খালাফ আসকালীন (র)..... যায়িদ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ বলেন-ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই কুরবানী কি? তিনি বলেন, তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আ)-এর সন্মত তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে আমাদের জন্য কি (সাওয়াব) রয়েছে? তিনি বলেন : প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। তাঁরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোমশপশুদের পরিবর্তে কি হবে (এদের পশম তো অনেক বেশী)? তিনি বলেন : লোমশপশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে ও একটি করে নেকী রয়েছে।

৬. بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْأَضَاحِ

অনুচ্ছেদ : যে ধরনের পশু কুরবানী করা উত্তম

৩১২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلَ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ -

৩১২৮ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিং বিশিষ্ট, হুঁটপুঁট একটি মেষ কুরবানী করেন, যার মুখমণ্ডল, চোখ ও পা কালো বর্ণের ছিল।

৩১২৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنُ حَلْبَسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرْقَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى شِرَاءِ الضَّحَايَا -

قَالَ يُونُسُ فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ إِلَى كَبْشٍ أَدْغَمَ لَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ وَلَا الْمُنْضَعِ فِي جَسْمِهِ فَقَالَ لِي: اشْتَرِلْنِي هَذَا كَأَنَّهُ شَبَهُهُ بِكَبْشِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩১২৯ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র)..... ইউনুস ইবন মাইসারা ইবন হালবাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবু সাঈদ যুরাকী (রা)-র সাথে কুরবানীর পশু ক্রয় করতে গেলাম। ইউনুস আরো বলেন, আবু সাঈদ (রা) একটি সামান্য কালো বর্ণের মেঘের দিকে ইশারা করেন, যার আকৃতি খুব উঁচুও ছিল না, বেটেও ছিল না। তিনি আমাকে বলেন, এই মেঘটি আমার জন্য ক্রয় কর, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেঘের সাথে এর একটা সাদৃশ্য আছে।

৩১৩০ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الرِّمَشَقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا أَبُو عَائِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَلِيمَ ابْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الضَّحَايَا الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ -

৩১৩০ আব্বাস ইবন উসমান দিমাশকী (র)..... আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, উত্তম কাফন এক জোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) এবং উত্তম কুরবানী হল শিং বিশিষ্ট মেষ।

৫. بَابُ عَنْ كَمْ تُجْزَى الْبِدَنَةُ

অনুচ্ছেদ : উট ও গরুতে কতজন শরীক হওয়া যায়

৩১৩১ حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا الْجُسَيْنُ بْنُ وَقِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَصْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى؟ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشْرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ-

৩১৩১ হাদিয়া ইবন আবদুল ওয়াহাব (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। ইতিমধ্যে কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হল। আমরা একটি উট দশজনে এবং একটি গরু সাতজনে শরীক হয়ে কুরবানী করি।

৩১৩২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبِدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ-

৩১৩২ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুয়া (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুদাইবিয়া নামক স্থানে নবী ﷺ-এর সাথে একটি উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং একটি গরু ও সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছি।

৩১৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّنْ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ-

৩১৩৩ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যেসব স্ত্রী উমরা (অর্থাৎ তামাত্তো হজ্জ) করেন তিনি তাদের সকলের পক্ষ থেকে একটি গাভী কুরবানী করেন।

৩১৩৪ حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي حَاضِرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ الْأَبْلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَر-

১. ইসহাক ইবন রাহওয়ান-এর মতে একটি উটে দশজন পর্যন্ত শরীক হতে পারে। কিন্তু আর সকল মাযহাবের আপোষদের মতে এক্ষেত্রেও সাতজন পর্যন্ত শরীক হতে পারবে। তাদের মতে ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীস জাবির (রা)-এর হাদীসের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে।

৩১৩৭ আবু কুরাইব (র)..... রাফি ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তিহামার যুল-হলাইফায় ছিলাম। আমরা (যুদ্ধের মাধ্যমে) উট ও মেষ বকরী লাভ করি। লোকেরা তা বন্টনে তাড়াছড়া করছিল। এর গোশত বন্টনের পূর্বেই আমরা চুলায় হাঁড়ি তুলে দিয়েছিলাম। ইতাবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন এবং গোশতের হাঁড়িগুলো সম্পর্কে নির্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী তা উন্টে ফেলে দেয়া হয় (কারণ বন্টনের পূর্বে গনীমাতের সম্পদ ব্যবহার অবৈধ) অতঃপর একটি উট দশটি মেষের সমান মনে করা হল।

৭. بَابُ مَا تُجْزَى مِنَ الْأَضَاحِ

অনুচ্ছেদ : যে ধরনের পশু কুরবানী করা উচিত

৩১৩৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ ضَحٍّ بِهِ أَنْتَ .

৩১৩৮ মুহাম্মাদ ইবন রুম্হ (রা)..... উক্বা ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বকরী দিলেন এবং তিনি তা কুরবানীর জন্য সংগীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। এক বছর বয়সের একটি ছাগল (বন্টনের পর) অবশিষ্ট থাকল। তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, এটা তুমি কুরবানী কর।

৩১৩৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ حَدَّثَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَجُوزُ الْجَذْعُ مِنَ الضَّانِ أَضْحِيَّةً -

৩১৩৯ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র)..... উম্মে বিলাল বিনতে হিলাল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: ছয় মাস বয়সের ভেড়া দিয়ে কুরবানী করা জায়েয।

৩১৪০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَانَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَذْعَ يُوفَى مِمَّا تُوفَى مِنْهُ الثَّنِيَّةُ -

[৩১৪০] মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আসিম ইবন কুলাইব (র) সূত্রে তাঁর পিতার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সূলাইম গোত্রের মুজাশী নামক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবীর সাথে ছিলাম। মেঘ বকরীর স্বল্পতা দেখা দিল। তিনি একজন ঘোষককে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী সে ঘোষণা করল রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন: এক বছরের বকরীর দ্বারা যে কাজ হয় (কুরবানীর ক্ষেত্রে) ছয় মাসের শেষের দ্বারাও তা হতে পারে।

[৩১৪১] حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَبَّانَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنبَأَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسْنَةً إِلَّا أَنْ يَغْسِرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ-

[৩১৪১] হারুন ইবন হিব্বান (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা (কুরবানীতে) মুসিনাত ছাড়া যবাহ কর না। কিন্তু তা সংগ্রহ করা যদি তোমাদের জন্য কষ্ট সাধ্য হয় তবে ছয় মাস বয়সের মেঘ-ভেড়া যবাহ কর।

৪. بَابُ مَا يَكْرَهُ أَنْ يُضْحَى بِهِ

অনুচ্ছেদ : যে ধরনের পশু কুরবানী করা মাকরুহ

[৩১৪২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُضْحَى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابِرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَذَعَاءَ-

[৩১৪২] মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কানের অগ্রভাগ অথবা পশ্চাদ ভাগ (মূলের দিক) কর্তিত অথবা ফাটা অথবা ছিদ্রযুক্ত অথবা অংগ কর্তিত পশু কুরবানী করতে নিষেধ করছেন।

[৩১৪৩] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ جُصَيْيَةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ-

[৩১৪৩] আবু বাক্র ইবন আবু শাইবা (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে পরীক্ষা করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

۳۱৪৪] مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدِينَ فَيُرْوَى قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدَّثَنِي بِمَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ أَرْبَعٌ لَا تَجْزِي فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوَارِءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرْضَاهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تَنْفِي. قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ قَالَ فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ، فَدَعُهُ وَلَا تُحَرِّمَهُ عَلَى أَحَدٍ-

[৩১৪৪] মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)..... উবাইদ ইবন ফাইয়য (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা ইবন আযিব (রা)-কে বললাম রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ধরনের পশু কুরবানী করতে অপছন্দ অথবা নিষেধ করেছেন সে সম্পর্কে আমাদের বলুন। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতের ইশারায় বলেন: এরূপ আর আমার হাত তাঁর হাতের চেয়ে ক্ষুদ্র: চার প্রকারের পশু দিয়ে কুরবানী করলে তা যথেষ্ট হবে না। অন্ধ পশু যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন পশু যার রোগ সুস্পষ্ট, পঙ্গু পশু যার পঙ্গুত্ব সুস্পষ্ট এবং কৃশকায় দুর্বল পশু যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে। উবাইদ (র) বলেন, আমি ত্রুটি যুক্ত কান বিশিষ্ট পশু কুরবানী করা অপছন্দ করি। বারা (রা) বলেন, যে ধরনের পশু তুমি নিজে অপছন্দ কর তা পরিহার কর এবং অন্যদের জন্য তা হারাম কর না।

۳۱৪৫] حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ قَتَادَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ جُرَيْجَ بْنَ كَلَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُضْحَى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ-

[৩১৪৫] হুমাইদ ইবন মাস'আদা (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিং ভাঙা ও কানকাটা পশু দিয়ে কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।

৯. بَابُ مَنْ اشْتَرَى أَضْحِيَّةً صَحِيحَةً أَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ

অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি কুরবানীর জন্য উত্তম পশু ক্রয় করল, অতঃপর এর খুত হলো

۳۱৪৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بَكْرٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرْظَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي

سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ قَالَ ابْتِغْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ . فَاصَابَ الذَّنْبُ مِنْ أَلَيْتِهِ أَوْ أُذُنِهِ
فُسَاتِنَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّي بِهِ -

[৩১৪৬] মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরবানীর উদ্দেশ্যে একটি মেষ খরিদ করলাম। অতঃপর নেকড়ে বাঘ তার নিতম্ব অথবা কান কেটে নিয়ে গেল। আমরা নবী ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমাদেরকে তা কুরবানী করার নির্দেশ দেন।

১. . بَابُ مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি গোটা পরিবারে পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী করে

[৩১৪৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ
بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيَّادٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ كَانَ
الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ
وَيُطْعَمُونَ . ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى -

[৩১৪৭] আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আতা ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু আইউব আনসারী (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আপনাদের কুরবানী কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর যুগে কোন ব্যক্তি নিজের ও স্বীয় পরিবারের পক্ষে থেকে একটি বকরী কুরবানী করত। তা থেকে তারাও আহার করত এবং (অন্যদেরও) আহার করাত। পরবর্তী পর্যায়ে লোকেরা কুরবানীকে অহমিকতা প্রকাশের বিষয়ে পরিণত করে এবং এখন যা অবস্থা দাড়িয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছে।

[৩১৪৮] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ
يُوسُفَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
عَنْ بَيَانَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ ، قَالَ حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ ، بَعْدَمَا
عَلِمْتُ مِنَ السَّنَةِ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ وَالْآنَ يُبَخِّلُنَا
جِيرَانُنَا -

[৩১৪৮] ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... আবু সারীহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এতদিন যে সুনাতের উপর আমল করে আসছিলাম, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে তার

বিপরীত কাজ করতে বাধ্য করল। অবস্থা এই ছিল যে, কোন পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বা দু'টি বকরী কুরবানী করা হত। এখন আমরা তদ্রূপ করলে আমাদের প্রতিবেশীর আমাদের কৃপণ বলে।

১১. **بَابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَضْحَىٰ فَلَا يَأْخُذُ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ**

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কুরবানী করতে চায় সে যেন যিলহজ্জ মাসের এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত নিজের নখ ও চুল না কাটে

[৩১৬৭] حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَكَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْحَىٰ فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بِشْرِهِ شَيْئًا۔

[৩১৪৯] হারুন ইবন আবদুল্লাহ হাম্মাল (রা)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যখন (যিলহজ্জ মাসের) প্রথম দশক শুরু হয় এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে সে যেন তার চুল ও শরীরের কোন অংশ স্পর্শ না করে (না কাটে)।

[৩১৫০] حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرِ الضَّبِّيُّ أَبُو عَمْرٍو ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَكَمَةَ ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يَضْحَىٰ فَلَا يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعْرًا وَلَا أَظْفَارًا۔

[৩১৫০] হাতিম ইবন বাকর দাব্বী (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখে সে যেন নিজ চুল ও নখ না কাটে।

১২. **بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأَضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ**

অনুচ্ছেদ : ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করা নিষিদ্ধ

[৩১৫১] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي قَبْلَ الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ۔

৩১৫১ উসমান ইবন আবু শাইবা..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি কুরবানীর দিন ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পুনর্বার কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন।

৩১৫২ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ الْبَجَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَنْاسَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَبَحَ أَنْاسٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ أَضْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ -

৩১৫২ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... জুনদুব বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। আসওয়াদ ইবন কায়েস তাঁকে বলতে শুনেছেন, আমি ঈদুল আযহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। কতিপয় লোক ঈদের সালাতের পূর্বেই কুরবানী করল। তখন নবী ﷺ বলেন: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করেছে সে যেন পুনর্বার কুরবানী করে। আর যে ব্যক্তি এখন ও কুরবানী করেনি সে যেন আল্লাহর নাম নিয়ে যবাহ করে।

৩১৫৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرٍ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعِدْ أَضْحِيَّتَكَ -

৩১৫৩ আবু বাক্র ইবন আবু শাইবা (র)..... উয়ায়মির ইবন আশকার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ঈদের সালাতের পূর্বে যবাহ করেন। তিনি তা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, তুমি পুনরায় কুরবানী কর।

৩১৫৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدِ الْحِذَاءِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ عُمَرَوِ بْنِ يَحْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا أَبِي عَنْ خَالِدِ الْحِذَاءِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ عُمَرَ وَبْنِ يَحْدَانَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ فَوَجَدَ رِيحَ قَتَارٍ

فَقَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِمَّنْ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْ بَعَثْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ لِأَطْعِمَ أَهْلِي وَجَبَرَأَنِي فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا عِنْدِي إِلَّا جَذَعٌ أَوْ حَبْلٌ مِنَ الضَّأْنِ قَالَ أَذْبَحُهَا ، وَلَنْ تَجْزِي جَذَعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ-

[৩১৫৪] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু যায়িদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন আনসার ব্যক্তির ঘরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ভুনা গোশতের ঘ্রাণ পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এ কোন ব্যক্তি কুরবানী করেছে? আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে বলল, আমি -হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার পরিবার ও প্রতিবেশীদের গোশত খাওয়ানোর জন্য ঈদের সালাত আদায় করার পূর্বেই কুরবানী করেছি। তিনি তাকে পুনবার কুরবানী করার নির্দেশ দেন। সে বলল, না আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। আমার নিকট ছয় মাস বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি বলেন, সেটাই যবাহ কর কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য ছয় মাসের বাচ্চা যথেষ্ট হবে না।

১২. بَابُ مَنْ ذَبَحَ أَضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ

অনুচ্ছেদ : স্বহস্তে কুরবানীর পশু যবাহ করা উত্তম

[৩১৫৫] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا بِشَارٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْبَحُ أَضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ ، وَاضْبِعًا قَدَمَهُ عَلَى صَفَاحِهَا-

[৩১৫৫] মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বহস্তে কুরবানী করতে দেখেছি। পশুর পাজরের উপর পা দিয়ে চেপে ধরে।

[৩১৫৬] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ عَمَّارٍ سَعْدٍ ، مُؤَذِّنٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْبَحُ أَضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الرِّقَاقِ طَرِيقَ بَنِي زُرَيْقٍ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ-

[৩১৫৬] হিশাম ইবন আম্মার (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুআযযিন আম্মার ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুরাইক গোত্রের রাস্তার পাশে একটি চাকু দিয়ে নিজের কুরবানীর পশু গলার কাছ দিয়ে স্বহস্তে যবাহ করেছেন।

১৫. بَابُ جُلُودِ الْأَضَاحِي

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর চামড়ার প্রসঙ্গে

۳۱۵۷ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعْمَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَرْسَانِيُّ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُقْسِمَ بِدَنَةِ كُلِّهَا لِحَوْمِهَا وَجُلُودِهَا وَجَلَالِهَا لِلْمَسَاكِينِ-

৩১৫৭ মুহাম্মাদ ইবন মু'আম্মার (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। আবু লায়লাহ তাঁকে তাঁর (কুরবানীর) উটের গোশত, চামড়া ও ঝুল (ঝালড়) সবকিছু দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার নির্দেশ দেন।

১৫. بَابُ الْأَكْلِ مِنَ لُحُومِ الضَّحَايَا

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর গোশত থেকে আহার করা

۳۱৫৮ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ فَجُتِلَتْ فِي قَدَرٍ فَأَكْلُوا مِنَ اللَّحْمِ، وَحَسَوُا مِنَ الْمَرَقِ

৩১৫৮ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সর্বস্বলো (কুরবানীর) উটের কিছু অংশ একত্র করে তা একটি হাঁড়িতে পাকানোর নির্দেশ দেন। লোকেরা এই গোশত ও ঝোল থেকে। আহার করল।

১৬. بَابُ إِخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِي

অনুচ্ছেদ : কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করে রাখা

৩১৫৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي الْجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ دَخَصَ فِيهَا-

৩১৫৯ আবু বাক্র ইবন আবু শাইবা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ দূর্ভিক্ষজনিত কারণে লোকদেরকে কুরবানীর গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন এবং পরে আবার অনুমতি দেন।

৩১৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدِ الْحِذَاءِ عَنْ أَبِي الْمَلِيعِ عَنْ نُبَيْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا-

৩১৬০ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... নুবাইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক খেতে নিষেধ করেছিলাম। তবে এখন তোমরা তা খাও এবং জমা করে রাখা।

১৭. بَابُ الذَّبْحِ بِالصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : ঈদের মাঠে কুরবানী করা

৩১৬১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالصَّلَاةِ-

৩১৬১ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... ইবন (রা) উমার থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ঈদের মাঠে কুরবানীর পশু যবেহ করতেন।

کتابُ الذَّبَائِحِ
অধ্যায় : যবাহু করার বর্ণনা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২৭. كِتَابُ الذُّبَائِحِ

অধ্যায় : যবাহু করার বর্ণনা

১. بَابُ الْعَقِيقَةِ

অনুচ্ছেদ : আকীকা

৩১৬২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ شَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ ، قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ -

৩১৬২ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র).....উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী (আকীকার জন্য যবাহু করা) যথেষ্ট।^১

১. শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার নাম রাখতে হয়, মাথার চুল কামাতে হয় এবং আকীকা করতে হয়। চুলের ওজনের সমপরিমাণ সোনা বা রূপা দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে আকীকা করা মুস্তাহাব এবং ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমাদের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আকীকা করা সুন্নাত। আর অপর মত অনুযায়ী তা ওয়াজিব। কেনন কোন হাদীসে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি কোন হাদীসে উভয়ের পক্ষ থেকে একটি করে বকরী যবাহু করার কথা উল্লেখ আছে। ইমাম মালিক (র) এই শেযোজ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অবশ্য এটা কোন বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়। ছেলে বা মেয়ের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক বকরী দিয়ে একবার বা একাধিকবার আকীকা করা যেতে পারে।

৩১৬৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ حُثَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَعَقَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً -

৩১৬৩ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী আকীকা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

৩১৬৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَنْ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ ، فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا ، وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى -

৩১৬৪ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... সালমান ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী -কে বলতে শুনেছেন : শিশুর পক্ষ থেকে আকীকা করা উচিত। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর (পশু যবাহ কর) এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীভূত কর।

৩১৬৫ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعَيْبُ ابْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَهُنَّ بِعَقِيْقَتِهِ تَذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى -

৩১৬৫ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : প্রতিটি শিশু তার আকীকার সাথে দারবদ্ধ থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবাহ করা হবে। তার মাথা কামানো হবে এবং নাম রাখা হবে।

৩১৬৬ حَدَّثَنَا الْيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَزْنِيِّ ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ -

৩১৬৬ ইয়াকুব ইবন হুমাইদ, ইবন কাসির (র)..... ইয়াযীদ ইবন আব্দ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : শিশুর পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করা হবে (আকীকা করা হবে) এবং তার মাথা পশুর রক্তে রঞ্জিত করা যাবে না।

২. بَابُ الْفَرْعَةِ وَالْعَتِيرَةِ

অনুচ্ছেদ : ফারা'আ ও আতীরা

৩১৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ بُكَيْرٍ خَلْفَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَادَى رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتَرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ اذْبَحُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَفْرَعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ ؟ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَا شِئْتَكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبْحَتُهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ (أَرَاهُ قَالَ) عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ-

৩১৬৭ আবু বশির (র) ... নুবাইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডেকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে আতীরা করতাম। এখন আপনি আমাদের কি হুকুম করেন? তিনি বলেন : তোমরা যে কোন মাসে মহামহিম আল্লাহর জন্য পশু যবাহর কর, আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে নেক কাজ কর এবং (দরিদ্রদের) আহার করাও। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা জাহিলী যুগে ফারা'আ করতাম। এখন এ সম্পর্কে আপনি আমাদের কি বলেন? তিনি বললেন : প্রতিটি চরে বেড়ানো পশুতে ফারা'আ রয়েছে- যাকে তোমার পশু আহার করে এবং যখন ভরবোবা বহনের উপযুক্ত হবে। তখন তা যবেহ করে তার গোশত পথিকদের মধ্যে দান-খয়রাত করলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর।

৩১৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا فَرْعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ-

قَالَ هَشَامٌ فِي حَدِيثِهِ وَالْفَرْعَةُ أَوَّلُ النَّتَاجِ وَالْعَتِيرَةُ الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِي رَجَبٍ-

৩১৬৮ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী বলেন : এখন আর ফারা'আ নেই আতীরাও নেই। হিশাম তাঁর বর্ণনায় বলেন, ফারা'আ হল- উট বা ছাগল-ভেড়ার প্রথম বাচ্চা। আর আতীরা হচ্ছে- কোন পরিবারের লোকেরা রজব মাসে যে বকরী যবাহর করে তা।

৩১৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ
اسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ -
قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَذَا مِنْ فَرَائِدِ الْعَدَنِيِّ -

৩১৬৯ মুহাম্মাদ ইবন আবু উমার আদানী (র) ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন :
এখন আর ফারাআ-ও নাই, আতীরাও নেই। ইবন মাজা (র) বলেন, এটা কেবলমাত্র আদানী কর্তৃক
বর্ণিত হাদীস।

২. بَابُ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ

অনুচ্ছেদ : যবাহ করার সময় উত্তমরূপে যবাহ কর

৩১৭০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدُ الْحِذَاءِ عَنْ أَبِي
قَلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ -

৩১৭০ মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (রা) শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন
: মহান আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য দয়া ও অনুগ্রহ নির্ধারণ করেছেন। অতএব যখন তোমরা হত্যা (যুদ্ধ)
কর তা উত্তমভাবে কর, যখন যবাহ কর তাও উত্তমভাবে কর। তোমাদের প্রত্যেকে যেন নিজের ছুরি ধারালো
করে নেয় এবং নিজের যবাহকৃত পশুকে আরাম দেয়।

৩১৭১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَقَبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ
وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَجْرُشَاءُ بِأُذُنِهَا فَقَالَ دَعْ أُذُنَهَا ، وَخُذْ بِسَافِقَتِهَا -

৩১৭১ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী
ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তখন একটি বকরীর কান ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে
যাচ্ছিল। তিনি বল্লেন : তুমি এর কান ছেড়ে দাও এবং ঘাড় ধর।

৩১৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي حُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ ثَنَا مَرْوَانُ
بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ حَيْوَيْلٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَدِّ الشُّفَارِ،
وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ-

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدُ ثَنَا بَنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ-

[৩১৭২] মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছুরি ধারালো করতে এবং তা পশুর দৃষ্টির অগোচরে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন : তোমাদের কেউ যবাহ করার সময় যেন দ্রুত যবাহ করে।

জা'ফর ইবন মুসাফির (র)..... সালিম সূত্রে তাঁর পিতার থেকে নবী ﷺ-এর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪. بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

অনুবাদ : যবাহ করার সময় বিস্মিল্লাহ বলা

[৩১৭৩] حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ» قَالَ كَانُوا
لَيَقُولُونَ مَا ذَكَرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلُوا وَمَا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ
فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»

[৩১৭৩] আমর ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি “শয়তানেরা নিজেদের বন্ধুদের প্ররোচনা দেয়” (সূরা আন'আম : ২১) শীর্ষক আয়াত উল্লেখপূর্বক বলেন, শয়তানেরা বলে যে, যা আল্লাহর নাম নিয়ে যবাহ করা হয়েছে তা ভক্ষণ কর না এবং যা আল্লাহর নাম না নিয়ে যবাহ করা হয়েছে তা খাও। অতএব মহিমাবিত আল্লাহ বলেন : “যাতে আল্লাহর নাম লওয়া হয়নি তার কিছুই আহার করো না”- (সূরা আন'আম : ১২১)।

[৩১৭৪] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بْنِ عُرْوَةَ وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ
الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِلَحْمٍ، لَا نَدْرِي ذَكَرَ
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا وَكَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْكَفْرِ-

৩১৭৪ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র) উম্মুল মু'মিনীর আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদল লোক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক কাণ্ডের লোক আমাদের নিকট গোস্ত নিয়ে আসে। জানি না, (যবাহ করার সময়) তার উপর আল্লাহর নাম লওয়া হয়েছে কি না? তিনি বললেন : তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর এবং খাও। এটা ছিল তাদের কুফর পরিত্যাগের নিকটবর্তী কাল।

৫. بَابُ مَا يُذَكَّرُ بِهِ

অনুচ্ছেদ : যে অস্ত্র দিয়ে যবাহ করা যায়

৩১৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِي قَالَ ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمِرْوَةٍ فَاتَّيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا-

৩১৭৫ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... মুহাম্মাদ ইবন সাইফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ধারালো সাদা পাথর দিয়ে দু'টি খরপোশ যবাহ করে তা নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি আমাকে তা আহ্বারের নির্দেশ দিলেন।

৩১৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ حَلْفٍ شَنَا غُنْدَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ ذَنْبًا نَيْبٌ فِي شَاةٍ ، فَذَبَحُوهَا بِمِرْوَةٍ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَكْلِهَا-

৩১৭৬ আবু বশির বাকর ইবন খালাফ (র)..... যারিদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। একটি নেকড়ে বাঘ একটি বকরীকে কামড় দেয় লোকেরা তা ধারালো সাদা পাথর দিয়ে যবাহ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের তা খাওয়ার অনুমতি দেন।

৩১৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مَرِيٍّ بْنِ قَطَرِيٍّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ فَلَا نَجِدُ سَكِينًا إِلَّا الظِّرَارَ وَشِقَّةَ الْعَصَا قَالَ أَمَرَ الدَّمُ بِمَا شِئْتَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ -

৩১৭৭ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)..... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা শিকার ধরে থাকি এবং কখনও আমাদের সাথে ধারালো পাথর বা ধারালো লাঠি ব্যতীত ছুরি থাকে না। তিনি বললেন : যা দিয়ে পার রক্ত প্রবাহিত কর এবং যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম লও।

৩১৭৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَافِيسِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَّادَةَ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مَدْيٌ فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمُ، وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُّ غَيْرِ السِّنِّ وَالظُّفْرِ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفْرَ مَدْيُ الْحَيَاةِ—

৩১৭৮ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমাইর (র)..... রাফি ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাকালীন আমাদের সাথে ছুরি থাকে না। তিনি বললেন : যা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা যায় তো দিয়ে যবাহ কর এবং তার উপর আল্লাহর নাম স্মরণ কর, অতঃপর খাও। কিন্তু দাঁত ও নখ ব্যতীত (তা দিয়ে যবাহ করা জায়েয নয়)। কারণ দাঁত হল হাড় এবং নখ হল হাবশাবাসীদের ছুরি।

৬. بَابُ السَّلْخِ

অনুচ্ছেদ : চামড়া তোলার বর্ণনা

৩১৭৯ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا هَلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجَهَنِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدٍ اللَّيْثِيِّ (قَالَ عَطَاءٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدُهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَعَسْ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْأَبِطِ وَقَالَ يَا غُلَامُ! هَكَذَا فَاسْلُخْ ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ—

৩১৭৯ আবু কুরাইব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক যুবকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি বকরীর খাল তুলছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি সরে দাঁড়াও, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ চামড়া ও গোশ্বতের মাঝখান দিয়ে হাত ঢুকালেন, এমন কি বগল পর্যন্ত তাঁর হাত অন্তর্হিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন : হে বৎস! এভাবে চামড়া ছাড়াও। অতঃপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং লোকদের সালাত আদায় করালেন কিন্তু উষ করেননি।

৭. بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ

অনুচ্ছেদ : দুঃখবতী পশু যবাহ করা নিষেধ

৩১৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَلْفُ ابْنِ خَلِيفَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدِ بْنِ كَيْسَانَ،

عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكَ وَالْحُلُوبَ -

৩১৮০ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসার ব্যক্তির নিকট এলেন। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য পশু যবাহ করতে ছুরি নিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বললেন : সাবধান! দুগ্ধবতী পশু যবাহ করবে না।

৩১৮১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِعُمْرِ انْطَلَقَيْنَا إِلَى الْوَاقِفِيِّ قَالَ فَاَنْطَلَقْنَا فِي الْعُمْرِ حَتَّى أَتَيْنَا الْحَائِطَ فَقَالَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكَ وَالْحُلُوبَ أَوْ قَالَ ذَاتِ الدَّرِّ -

৩১৮১ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু বাকর ইবন আবু কুহাফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ও উমার (রা)-কে বললেন : তোমরা উভয়ে আমাদের সাথে ওয়াকিফীর নিকট চল। রাবী বলেন, আমরা চাঁদনি রাতে রওনা হলাম এবং অবশেষে (ওয়াকিফীর) বাগানে পৌছলাম। ওয়াকিফী বললেন, মারহাবা এবং সাদর সন্ধ্যা। অতঃপর তিনি একটি ছুরিসহ শেষ পালের মধ্যে চক্র দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : সাবধান! দুগ্ধবতী পশু যবাহ কর না।

৪. بَابُ ذَبْحَةِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ : স্ত্রীলোকের যবাহকৃত পশুর বিধান

২১৮২ حَدَّثَنَا هَنَّا بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرَبِهِ بِأَسَاءٍ -

৩১৮২ হান্নাদ ইবন সারী (র)..... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। জৈনকা স্ত্রীলোক ধারালো পাথরের সাহায্যে একটি বকরী যবাহ করল। তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানানো হলে তিনি তা দৃষ্ণীয় মনে করেননি।

৫. بَابُ ذِكَاةِ النَّارِ مِنَ الْبَهَائِمِ

অনুচ্ছেদ : পলায়নপর পশু যবাহ করার বর্ণনা

২১৮৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ

فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لَهَا أَوْ بَدَّ (أَحْسَبُهُ قَالَ) كَأَوْ بَدَّ الْوَحْشِ فَمَا غَلِبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا-

৩১৮৩ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইর (র)..... রাকি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা কোন এক সফরে নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। একটি উট পলায়নে তৎপর হল। এক ব্যক্তি তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করল। নবী ﷺ বললেন : এই চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও কোনটি জংলী পশুর ন্যায় বন্য হয়ে যায়। অতএব তোমরা তাকে কাবু করতে না পারলে তাকে এভাবেই করবে।

৩১৮৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشْرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا تَكُونُ الذِّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللِّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا لَأَجْزَاكَ-

৩১৮৪ আবু বাকর ইব্ন আবু শাইবা (র)..... আবুল উশারা (রা)-এর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কঠনালী ও বুকের উপরিভাগের মাঝখান ছাড়া কি যবাহ হয় না? তিনি বলেন: তুমি যদি তার উরুতে বর্শা ঢুকিয়ে দিতে পার তবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

১. بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنْ الْمُثَلَّةِ

অনুচ্ছেদ : কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানানো ও অংগ-প্রত্যংগ কর্তন করা নিষেধ

৩১৮৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ-

৩১৮৫ আবু বাকর ইব্ন আবু শাইবা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পশুর অংগ-প্রত্যংগ কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।

৩১৮৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ-

৩১৮৬ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পশুকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানাতে নিষেধ করেছেন।

১. এখানে নিরপায় অবস্থায় যবাহ করার কথা বলা হয়েছে। যেমন কোন পশু দেয়ালছাপা পড়েছে, অথবা কোন বন্য পশু ছুটে পালাচ্ছে- এরূপ অবস্থায় দেহের যে স্থানে সম্ভব আঘাত করে যবাহ করা জাযিয়। অন্যথায় কঠনালীতেই যবাহ করা হবে।

৩১৮৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا -

৩১৮৭ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ... কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানাতে না।

৩১৮৮ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا -

৩১৮৮ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

১১. بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَالَةِ

অনুচ্ছেদ : বিষ্ঠা খাওয়ায় অভ্যস্ত পশু-পাখী খাওয়া নিষেধ

৩১৮৯ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍ ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْجَلَالَةِ وَالْأَبَانِهَا -

৩১৮৯ সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষ্ঠা ভক্ষণ অভ্যস্ত পশুর গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

১২. بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ : ঘোড়ার গোশত

৩১৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

[৩১৯০] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে একটি ঘোড়া যবাহ করে তার গোশত খেয়েছি।

[৩১৯১] حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْرِ الْخَيْلِ وَحُمُرِ الْوَحْشِ-

[৩১৯১] বাকর ইবন খালাফ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা ঘোড়া ও বন্য গাধার গোশত খেয়েছি।^১

১২. بَابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ

অনুচ্ছেদ : বন্য গাধার গোশত

[৩১৯২] حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ ، فَقَالَ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ ، يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَتَحَنُّنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ أَصَابَ الْقَوْمَ حُمُرٌ أَخْرَجًا مِنَ الْمَدِينَةِ فَتَحَرَّنَاهَا وَإِنْ قُدُورُنَا لَتَغْلَى ، إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ أَنْ أَكْفَيْتُو الْقُدُورَ وَلَا تَطْغَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا فَكَفَّانَاهَا- فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى حَرَّمَهَا تَحْرِيمًا قَالَ تَحَدَّثْنَا أَنَّهَا حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَأْكُلُ الْعَذْرَةَ-

[৩১৯২] সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র)..... আবু ইসহাক শাইবানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা)-র নিকট গৃহপালিত গাধার গোশত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, খায়বারের যুদ্ধকালীন আমরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হই। আমরা নবী ﷺ -এর সাথে ছিলাম। লোকেরা মদীনার বাইরে কিছু গাধা পেল। আমরা তা যবাহ করলাম। আমাদের হাঁড়িতে গোশত টগবগ করছিল। ইতিমধ্যে নবী ﷺ -এর আহবানকারী ঘোষণা করল যে, হাঁড়ীগুলো উল্টে ফেলে দাও এবং গাধার গোশত থেকে কিছুই খেও না। অতএব আমরা হাঁড়ীগুলো উল্টে ফেলে দিলাম। আমি আবদুল্লাহ ইবন

১. ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র)-এর মতে ঘোড়ার গোশত আহার করা জাযিয়। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও হানাফী আলেমগণের মতে ঘোড়ার গোশত মাকরুপ তাহরিমী।

আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাস করলাম, তিনি কি তা চূড়ান্তভাবে হারাম করেছেন? রাবী বলেন, আপনি আমাদের জানিয়ে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা কি বিষ্ঠা খাওয়ার কারণে হারাম করেছেন?

৩১৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبِ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْأَنْسِيَّةَ-

৩১৯৩ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... মিকদম ইবন মা'দীকারাব কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কতগুলো জিনিস হারাম ঘোষণা করেন, তার মধ্যে গৃহপালিত গাধার কথাও উল্লেখ করেন।

৩১৯৪ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُلْقَى لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نَيْئَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ بَعْدَ-

৩১৯৪ সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র)..... বারআ ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার কাঁচা গোশত ও রান্না করা গোশত সব ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন। পরবর্তী কালে তিনি আর তা (খাওয়ার) হুকুম দেননি।

৩১৯৫ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ خَيْبَرَ فَأَمَسَى النَّاسُ قَدْ أَوْقَدُوا النَّيِّرَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَامُ تَوْقَدُونَ؟ قَالُوا عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَنْسِيَّةِ فَقَالَ أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَأَكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَوْ نَهْرِيْقُ مَا فِيهَا وَتَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ ذَاكَ-

৩১৯৫ ইয়াকুব ইবন হুমাইদ ইবন কাসির (র)..... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে খায়বারের যুদ্ধ করেছি। সন্ধ্যা হলে লোকেরা চুলায় আগুন ধরালো। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাস করলেন : তোমরা কী রান্না করছ? তারা বলেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। তিনি বললেন : হাড়ীতে যা কিছু আছে তা ফেলে দাও এবং হাড়ীগুলো ভেংগে ফেল। দলের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, হাড়ির মধ্যে যা আছে আমরা কি তা ফেলে দিয়ে হাড়ী ধুয়ে নিতে পারি? তখন নবী ﷺ বললেন : আচ্ছা তাই কর।

৩১৯৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا أَنبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّ ﷺ نَادَى أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ
يَنْهَيَانَكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رَجَسُ-

৩১৯৬ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর
আহবানকারী ঘোষণা করলেন- নিশ্চিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে
নিষেধ করেছেন। কারণ তা নাপাক।

১৪. بَابُ لُحُومِ الْبِغَالِ

অনুবাদ : খচ্চরের গোশত

৩১৯৭ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ
عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ قُلْتُ قَالَ بَغَالٌ قَالَا لَا.

৩১৯৭ আমর ইবন আবদুল্লাহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
আমরা ঘোড়ার গোশত আহার করতাম। (রাবী আতা বলেন) আমি বললাম, খচ্চরের গোশত? তিনি
বললেন, না।

৩১৯৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثَنَا بَقِيَّةٌ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ
بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ ابْنِ الْوَلِيدِ،
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ-

৩১৯৮ মুহাম্মাদ ইবন মুসাফফা (র)..... খালিদ ইবন ওয়ালাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়ার গোশত, খচ্চরের গোশত ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

১৫. بَابُ ذِكَاةِ الْجَنِينِ ذِكَاةُ أُمِّ

অনুবাদ : পেটের বাচ্চর জন্য তার মায়ের ববাহ-ই যথেষ্ট

৩১৯৯ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَبُو خَالِدٍ الْآخَرُ،

وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجُنَيْنِ فَقَالَ كُلُّوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ-

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ الْكُوسَعَ اسْحَاقَ ابْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الذَّكَاءِ لَا يَقْضَوْنَهَا مَذْمَةً قَالَ مَذْمَةٌ بِكَسْرِ الذَّالِّ مِنَ الذِّمَامِ وَبِفَتْحِ الذَّالِّ مِنَ الذِّمِّ-

৩১৯৯ আবু কুরাইব (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গর্ভবতী পশুর পেটের বাচ্চা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তোমরা ইচ্ছা করলে তা খেতে পার। কেননা তার মায়ের যবাহ তার যবাহ-এর জন্য যথেষ্ট।^১

১. গর্ভবতী পশু যবাহ করা হাদীসে নিষেধ আছে। কিন্তু অজান্তে অথবা অসতর্কতা বশত তা যবাহ করা হলে এবং তার পেট থেকে পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা বের হলে- এই বাচ্চার গোশত খাওয়ায় কোন দোষ নেই। বাচ্চা জীবন্ত বের হলে সকল বিশেষজ্ঞের মতেই তা যবাহ করতে হবে। এক্ষেত্রে তার মায়ের যবাহ তার জন্য যথেষ্ট হবে না। বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ না হলে তা ফেলে দেবে। ইমাম মালিকেরও এই মত। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা ও যুফারের মতে, পেট থেকে বাচ্চা মৃত বের হলে তা খাওয়া যাবে না। ইমাম আহমাদ ও শাফিঈর মতে অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা হলেও তার গোশত খাওয়া যাবে।

كِتَابُ الصَّيْدِ
অধ্যায় : শিকার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২৮. كِتَابُ الصَّيْدِ

অধ্যায় : শিকার

১. بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرَعٍ

অনুবাদ : শিকারী কুকুর ও ক্ষেত পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর হত্যা করা

[২২০০] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَيْبَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ ، قَالَ سَمِعْتُ مَطْرَفًا يَحْدُثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكَلَابِ ؟ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ -

[৩২০০] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেন । তিনি এরপর বলেন : লোকদের কুকুরের কি প্রয়োজন ? অতঃপর তিনি তাদের শিকারী কুকুর রাখার অনুমতি দেন ।

[২২০১] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مَطْرَفًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ قَتْلَ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكَلَابِ ؟ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ الْعَيْنِ -

قَالَ بِنْدَارُ الْعَيْنِ حَيْطَانُ الْمَدِينَةِ -

৩২০১ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর বলেন : লোকদের কুকুরের কি প্রয়োজন ? এরপর তিনি তাদের কৃষিক্ষেত ও বাগান পাহারায় নিয়োজিত কুকুর পোষার অনুমতি দেন। বিনদার (র) বলেন, আল-ঈন (العین) হলো মদীনার বাগানসমূহ।

৩২.২ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا لِكَ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَقْتُلُ الْكِلَابَ-

৩২০২ সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।

৩২.৩ حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَافِعًا صَوْتَهُ، يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَكَانَتْ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ-

৩২০৩ আবু তাহির (র)..... সালিম সূত্রে তাঁর পিতার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কে উচ্চ কণ্ঠে কুকুর হত্যার নির্দেশ দিতে শুনেছি। কুকুর হত্যা করা হত (তাঁর যুগে), কিন্তু শিকারী কুকুর অথবা পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত।

২. بَابُ النَّهْيِ عَنْ اخْتِنَاءِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

অনুচ্ছেদ : শিকারী কুকুর এবং কৃষিক্ষেত ও পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর পোষা নিষিদ্ধ

৩২.৪ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي بَنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ-

৩২০৪ হিশাম ইবন আয্মার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি কৃষিক্ষেত অথবা পশুপাল পাহারায় রত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর পোষে সে তার সৎকর্ম থেকে প্রত্যহ একটি কীরাত পরিমাণ হ্রাস করে।

৩২.৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي شِهَابٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِغْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَةٌ مِنَ الْأُمَمِ ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَأَقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَةَ الْبَهِيمَ وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبٌ مَاشِيَةٌ أَوْ كَلْبٌ صَيْدٍ أَوْ كَلْبٌ حَرْتٍ إِلَّا نَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ ، كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ -

[৩২০৫] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুকুর যদি আল্লাহর সৃষ্ট প্রজাতিগুলোর মধ্যে একটি প্রজাতি না হত তবে আমি তা নির্মূল করার নির্দেশ দিতাম। অতঃএব তোমরা এর মধ্যে কালো কুকুর হত্যা কর। যে সম্প্রদায় পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর, শিকারী কুকুর ও কৃষি খামার পাহারায় রত কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পোষে- তাদের সৎকর্মের সাওয়াব থেকে প্রতিদিন দুই কীরাত করে হ্রাস পায়।

[৩২.৬] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ؟ قَالَ إِي وَرَبُّ هَذَا الْمَسْجِدِ !

[৩২০৬] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... সুফইয়ান ইবন আবু যুহাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কুকুর পোষে এবং তা তার কৃষিক্ষেত বা মেঘপাল পাহারায় প্রয়োজন হয় না- তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস পায়। সুফইয়ান (রা)-কে জিজ্ঞাস করা হল, আপনি কি সরাসরি নবী ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ-এই মসজিদের প্রতিপালকের শপথ।

৩. بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ

অনুবাদ : কুকুর কর্তৃক ধৃত শিকার

[৩২.৭] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْجٍ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنِي أَبُو ادْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي لَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ ، تَأْكُلُ فِي أُنْيَتِهِمْ وَيَأْرَضُ صَيْدُ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعْلَمِ وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعْلَمٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ إِنَّكُمْ فِي أَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلَا تَأْكُلُوا فِي أُنْيَتِهِمْ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا مِنْهَا بَدَأَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بَدَأَ فَغَسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الصَّيْدِ ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَادْكُرْ

اسْمَ اللّٰهِ وَكُلُّ وَمَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلُّ وَمَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ
الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ، فَاذْكُرْتَ ذِكَاثَهُ فَكُلْ-

[৩২০৭] মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র)..... আবু সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম-ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আহলে কিতাব (ইহুদী-খ্রিস্টান)-দের এলাকায় বসবাস করি। আমরা তাদের পায়ে আহার করে থাকি। এখানে প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। আমি তা আমার ধনুক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি এবং প্রশিক্ষণহীন কুকুরের সাহায্যেও শিকার করে থাকি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি যে বলেছ, তোমরা আহলে কিতাবদের এলাকায় বসবাস করছ, তাদের পায়ে আহার করবে না। যদি একান্ত বাধ্য হও (অন্য পাত্র না পাত) তবে স্বতন্ত্র কথা। যদি তোমরা এ ছাড়া কোন পত্র না পাও তবে তা ধৌত করার পর এতে আহার করবে। আর শিকার সম্পর্কে তুমি যা উল্লেখ করেছ, সে ক্ষেত্রে তুমি তোমার ধনুকের সাহায্যে যা শিকার কর তার উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করবে এবং খাবে। আর তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে যে শিকার ধর তাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করবে এবং খাবে। আর তুমি প্রশিক্ষণ বর্জিত কুকুরের সাহায্যে যে শিকার ধর তা যবাহ করতে পারলে খাবে।

[৩২.৮] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا بَيَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ أَنَا قَوْمٌ لِّصِيدِ
بِهَذِهِ الْكِلَابِ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلِّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مَا
أَمْسَكَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلْتَهُ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ
يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخَرُ، فَلَا تَأْكُلْ-

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُهُ يَعْْنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ يَقُولُ حَجَّجْتُ ثَمَانِيَةَ وَخَمْسِينَ
حِجَّةً أَكْثَرَهَا رَاجِلٌ-

[৩২০৮] আলী ইবন মুনযির (র) .. আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে বললাম, আমরা এমন সম্প্রদায় যারা এই কুকুরের সাহায্যে শিকার ধরে থাকি। তিনি বলেন, তুমি যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আল্লাহর নাম নিয়ে (শিকারের উদ্দেশ্যে, শ্রেণণ করবে তখন সে তোমার জন্য যা শিকার করে তা খাবে তা সে হত্যা করে ফেললেও। কিন্তু (তা থেকে) কুকুর ভক্ষণ করলে তা স্বতন্ত্র কথা। যদি কুকুর (তা থেকে) খেয়ে থাকে তবে তুমি তা ভক্ষণ করবে না। কারণ আমার আশংকা হচ্ছে, সে তা নিজের জন্য শিকার করেছে। আর তার সাথে অন্য কুকুর থাকলে তুমি তা খাবে না।

ইবন মাজা (র) বলেন, আমি আলী মুনিয়রকে বলতে শুনেছি, আমি আটান্নবার হজ্জ করেছি-এর অধিকাংশ পদব্রজে।

৪. بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمُجُوسِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ

অনুচ্ছেদ : অগ্নি উপাসকদের কুকুর ও কালো কুকুরের শিকার

[৩২০৯] حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ نَهَيْتَنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ يَعْنِي الْمَجُوسَ -

[৩২০৯] আমর ইবন আবদুল্লাহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদেরকে অগ্নি উপাসকদের কুকুর ও পাখির ধৃত শিকার খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

[৩২১০] حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّاحِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ فَقَالَ شَيْطَانٌ -

[৩২১০] আমর ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কালো কুকুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, তা শয়তান।

৫. بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ

অনুচ্ছেদ : ধনুকের শিকার

[৩২১১] حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسِ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ ، قَالَا ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ -

[৩২১১] আবু উমাইর, ইসা ইবন মুহাম্মদ নাহ্‌হাস ও ইসা ইবন ইউনুস রমলী (র)..... আবু সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমার ধনুকের সাহায্যে ধৃত শিকার খাও।

৩২১২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلٍ ثَنَا مَجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا قَوْمٌ تَرْمِي قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ ، فَكُلْ مَا خَزَقْتَ-

৩২১২ আলী ইব্ন মুনযির (র)..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম-ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তীরন্দাজ লোক। তিনি বললেন : তুমি যখন তীর নিক্ষেপ কর এবং তা বিদ্ধ হয় তা খাও, যা তুমি বিদ্ধ করেছ।

৬. بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ لَيْلَةً

অনুচ্ছেদ : এক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর শিকারকৃত প্রাণী পাওয়া গেলে

৩২১৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْمَى الصَّيْدُ فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةً ؟ قَالَ إِذَا وَجِدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَهُ ، فَكُلْهُ-

৩২১৩ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করি, অতঃপর তা একরাত পর্যন্ত নিখোঁজ থাকে। তিনি বললেন : তুমি যখন শিকারের সাথে তোমার তীর পাবে এবং অন্য কিছু পাবে না তখন তা খাবে।

৭. بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

অনুচ্ছেদ : পালক ও সূক্ষ্মপ্রবিহীন তীরের শিকার

৩২১৪ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلٍ قَالَا ثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ مَا أَصَبْتُ بِحِدِّهِ ، فَكُلْ وَمَا أَصَبْتُ بِعَرَضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ-

৩২১৪ আমর ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পালক ও সূক্ষ্মপ্রবিহীন তীরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তীরের অগ্রভাগের আঘাতে যে শিকার পাও তা খাও, আর তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে যে শিকার পাও তা মৃত (খাওয়া যাবে না)।

৩২১৫ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ ؟ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا أَنْ يَخْرُقَ -

৩২১৫ আমর ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ -এর নিকট তীর বা লাঠির পার্শ্বদেশের আঘাতে ধৃত শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তার শিকার খেও না, কিন্তু যদি তা শিকারের দেহ ভেদ করে (তবে খাবে)।

৪. بَابُ مَاقُطْعٍ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ

অনুচ্ছেদ : জীবিত প্রাণীর দেহের অংশবিশেষ কর্তন করলে তা মৃত হিসাবে গণ্য

৩২১৬ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَاقُطْعٍ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ -

৩২১৬ ইয়াকুব ইব্ন হুমাইদ ইব্ন কাসির (র)..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন: জীবিত প্রাণীর দেহের যে অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন করা হবে, তা মৃত হিসাবে গণ্য।

৩২১৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْهُذَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُجْبُونَ أَسْنِمَةَ الْأَيْلِ، وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَمِ إِلَّا فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ، فَهُوَ مَيْتٌ -

৩২১৭ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)..... তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ যুগে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা উটের কুঁজ এবং মেঘের লেজের (প্রান্ত ভাগের চর্বিযুক্ত মোটা) অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন করবে (খাওয়ার উদ্দেশ্যে)। সাবধান! জীবন্ত প্রাণীর যে অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন করা হবে, তা মৃত হিসাবে গণ্য (তা খাওয়া নিষিদ্ধ)।

৯. بَابُ صَيْدِ الْحَيْتَانِ وَالْجَرَادِ

অনুচ্ছেদ : মাছ ও টিড্ডি শিকার

৩২১৮ حَدَّثَنَا أَبُو مُصَنِّبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ الْحَوْتُ وَالْجَرَادُ -

[৩২১৮] আবু মুস'আব (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাদের জন্য দুইটি মৃত জীব হালাল করা হয়েছে- মাছ ও টিড্ডি (এক প্রকারের বড় জাতের ফড়িং)।

[৩২১৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ خَلْفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا ثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنُ عَمَّارَةَ ثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ ؟ فَقَالَ أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ لَا أَكُلُهُ وَلَا أُحْرِمُهُ-

[৩২১৯] আবু বিশর বকর ইবন খালাফ ও নাসর ইবন আলী (র)..... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট টিড্ডি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলার বিরাট বাহিনী। আমি তা খাইও না এবং হারামও করি না।

[৩২২০] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِبِّهٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (سَعْدٍ) الْبَقَالِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَهَادَيْنِ الْجَرَادَ عَلَى الْأَطْبَاقِ -

[৩২২০] আহমাদ ইবন মানী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ থরেথরে সাজিয়ে টিড্ডি উপটোকন পাঠাতেন।

[৩২২১] حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عِلَاشَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ ، قَالَ اللَّهُمَّ أَهْلَكَ كِبَارَهُ وَأَقْبَلَ صَغَارَهُ وَأَفْسَدُ بَيْضَهُ وَأَقْطَعَ دَابِرَهُ وَخَذْ بِأَقْوَاهَا عَنْ مَعَايِشِنَا وَارْزُقْنَا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللَّهِ يَقْطَعُ دَابِرَهُ ؟ قَالَ إِنَّ الْجَرَادَ كَثْرَةُ الْحَوْتِ فِي الْبَحْرِ-

قَالَ هَاشِمٌ : قَالَ زِيَادُ : فَحَدَّثَنِي مِنْ رَأَى الْحَوْتِ يَنْثُرُهُ-

[৩২২১] হারুন ইবন আবদুল্লাহ হাম্মাল (র)..... জাবির ও আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন টিড্ডির ব্যাপারে বদদোয়া করতেন, তখন বলতেন : “হে আল্লাহ! বড় টিড্ডিগুলো ধ্বংস কর, ছোটগুলো হত্যা কর, এর ডিমগুলো নষ্ট কর, তার মূলোৎপাটন কর এবং তার মুখ বন্ধ করে দাও আমাদের কৃষিজ উৎপাদন থেকে (যাতে সে তা নষ্ট করতে না পারে) এবং আমাদের জীবিকা থেকে। আপনিই তো

দোয়া শ্রবণকারী।" তখন এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর একদল সৈনিকের মূলোৎপাটনের জন্য আপনি কিরূপে বদদোয়া করলেন? তিনি বললেন : সমুদ্রে মাছের হাঁচি থেকে টিড্ডি নির্গত হয়।

হাশিম (র) বলেন, মিয়াদ (র) বলেছেন, এমন এক ব্যক্তি আমাদের এ বলেছেন, যিনি মাছকে হাঁচি দিয়ে টিড্ডি নির্গত করতে দেখেছেন।

৩২২২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا عَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَجَةٍ أَوْ عُمَرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رَجُلٌ مِنْ جَرَادٍ ، أَوْ ضَرْبٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِأَسْوَاطِنَا وَنَعَالِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّهُ فَإِنَّهُ صَيْدُ الْبَحْرِ-

৩২২২ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ এর সাথে হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমাদের সামনে একদল টিড্ডি অথবা এক প্রকারের টিড্ডি উপস্থিত হল। আমরা আমাদের চাবুক ও জুতা দিয়ে তা মারতে লাগলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : অ ঝাও, কারণ তা সামুদ্রিক বা জলজ শিকার।

১. بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ

অনুচ্ছেদ : যে প্রাণী হত্যা করা নিষিদ্ধ

৪২২২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَا ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الصُّرْدِ وَالضَّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ-

৩৩২৩ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার ও আবদুর রহমান ইবন আবদুল ওহাব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চড়ুই পাখি, বেঙ, পিপড়া ও হুদহুদ পাখি হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

৩২২৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرْدِ-

৩২২৪ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চার ধরনের প্রাণী হত্যা করতে নিষিদ্ধ করেছেন : পিপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ পাখি ও চড়ুই পাখি।

২২২৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرُو بْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمَصْرِيَّانِ ، قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرُ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأَحْرَقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ، أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ ، نَحْوَهُ وَقَالَ قَرَصَتْ-

৩২২৫ আহমাদ ইবন আমর, ইবন সুরহ ও আহমাদ ইবন ইসা মিসুরী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবীগণের মধ্যে কোন এক নবীকে একটি পিপিলিকা দংশন করলো। তিনি পিপিলিকাদের জনপদ সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তা জ্বালিয়ে দেয়া হল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন : একটি পিপিলিকায় তোমাকে দংশন করেছে, আর তুমি তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করলে- যারা আল্লাহর গুণগান করত।

মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুয়া (র)..... ইবন শিহাব থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ

অনুচ্ছেদ : কাঁকর নিক্ষেপ নিষিদ্ধ

২২২৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ خَذَفَ فَتَهَاها وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَاعِدُوا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَقْفَا الْعَيْنَ قَالَ ، فَعَادَ فَقَالَ أَحَدُكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ ؟ أَكَلِمَكَ أَبَدًا-

৩২২৬ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... সাঈদ ইবন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা)-র এক নিকটাত্মীয় কাঁকর নিক্ষেপ করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, নবী ﷺ কাঁকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : “তার সাহায্যে শিকারও ধরা যায় না,

শত্রুকেও আঘাত হানা যায় না, কিন্তু তা দাঁত ভাংগে ও চোখ নষ্ট করে।” রাবী বলেন, সে পুনরায় কাঁকর নিষ্ক্ষেপ করলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে হাদীস শুনাচ্ছি যে, নবী ﷺ তা নিষিদ্ধ করেছেন, আর তুমি আবারও তাই করলে? আমি আর কখনও তোমার সাথে কথা বলব না।

২২২৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صِهْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذَفِ ، وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا تَنكِي الْعَدُوَّ وَلَكِنَّهَا تُفَقِّدُ الْعَيْنَ وَتُكْسِرُ السِّنَّ-

৩২২৭ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কাঁকর নিষ্ক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : তা শিকার ও হত্যা করতে পারে না, শত্রুকেও আঘাত করতে পারে না, কিন্তু তা চোখ নষ্ট করে এবং দাঁত ভেঙে দেয়।

১২. بَابُ قَتْلِ الْوَزَغِ

অনুচ্ছেদ : গিরগিটি হত্যা

২২২৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ-

৩২২৮ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... উম্মে শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে গিরগিটি হত্যার নির্দেশ দেন।

২২২৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّازِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ ، فَلَهُ كَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا (أَدْنَى مِنَ الْأَوَّلَى) وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الْثُلَاثَةِ ، فَلَهُ كَذَا حَسَنَةً (أَدْنَى مِنَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ)

[৩২২৯] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে গিরগিটি হত্যা করতে পারবে, তার জন্য এত এত পরিমাণ পূণ্য রয়েছে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে তা হত্যা করতে পারবে তার জন্য এই এই পরিমাণ পূণ্য রয়েছে, (কিন্তু প্রথম আঘাতের তুলনায় কম)। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা হত্যা করতে পারবে, তার জন্য এই এই পরিমাণ পূণ্য রয়েছে, (কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতের তুলনায় কম)।

[৩২৩০] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ السَّرْحِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَعِ الْفَوَيْسِقَةُ-

[৩২৩০] আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিটি সম্পর্কে বলেন, ক্ষতিকর প্রাণী।

[৩২৩১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُرَيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ الْفَاكِهَةِ الْغُفَيْرَةِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمَحًا مَوْضُوعًا فَقَالَتْ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِمَّا تَصْنَعِينَ بِهَذَا ؟ قَالَتْ نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاعَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَاتِ النَّارِ غَيْرِ الْوَزَعِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ فَاَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِهِ-

[৩২৩১] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... ফাকিহ ইবন মুগীরার মুক্তদাসী সাইবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা)-র নিকট প্রবেশ করে তাঁর ঘরে একটি রক্ষিত বর্শা দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনার এটা দিয়ে কি করেন? তিনি বললেন : আমরা এই বর্শা দিয়ে এসব গিরগিটি হত্যা করি। কারণ আল্লাহর নবী ﷺ আমাদের অবহিত করেছেন যে, ইব্রাহীম (আ)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো, তখন পৃথিবীর বুকে এমন কোন প্রাণী ছিল না, যা আগুন নিভাতে চেষ্টা করেনি, গিরগিটি ব্যতীত। সে বরং আগুন ফুঁদেছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হত্যার নির্দেশ দেন।

১২. بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

অনুচ্ছেদ : দাঁতযুক্ত হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করা

[৩২৩২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ

أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ -

قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْ بِهِذَا حَتَّى دَخَلْتُ الشَّامَ -

[৩২৩২] মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)..... আবু সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (র) বলেন, আমি সিরিয়ায় পৌছার পূর্ব পর্যন্ত এ হাদীস শুনে পাইনি।

[৩২৩৩] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ وَإِسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا ثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سَفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ -

[৩২৩৩] বকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম।

[৩২৩৪] حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ -

[৩২৩৪] বাকর ইবন খালাফ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্রজন্তু এবং নখরযুক্ত যে কোন শিকারী পাখি খেতে নিষেধ করেছেন।

১৪. بَابُ الذِّئْبِ وَالتُّعْلَبِ

অনুবাদ : নেকড়ে বাঘ ও থেঁকশিয়াল সম্পর্কে

[৩২৩৫] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! جِئْتُكَ لَأَسْأَلَكَ عَنْ

أَحْنَأَشِ الْآرْضِ ، مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَتِ ؟ قَالَ وَمَنْ يَأْكُلُ الثَّعْلَبِ ؟ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ! مَا تَقُولُ فِي الذِّئْبِ ؟ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ! مَا تَقُولُ فِي الذِّئْبِ ! قَالَ وَيَأْكُلُ الذِّئْبُ أَحَدُ فِيهِ خَيْرُ ؟

[৩২৩৫] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... খুযাইমা ইবন জায়ই (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বললাম- ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আপনার নিকট যমীনের কীট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি। আপনি খৈকশিয়াল সম্পর্কে কি বলেন? তিনি পাশটা প্রশ্ন করেন : কে খৈকশিয়াল খায়? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি নেকড়ে বাঘ সম্পর্কে কি বলেন? তিনি বললেন : যার মধ্যে কোন ভালো গুণ আছে, এরূপ কোন ব্যক্তি কি তা খেতে পারে?

১০. بَابُ الضَّبُعِ

অনুচ্ছেদ : হায়েনা সম্পর্কে

[২২২৬] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيِّ وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ (وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ ، أَصِيدَ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ أَكُلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَشَى سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ نَعَمْ-

[৩২৩৬] হিশাম ইবন আম্মার ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)..... আবদুর রহমান ইবন আবু আম্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট হায়েনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম আমি কি তা শিকার করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমি কি তা খেতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

[২২২৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاصِحٍ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ابْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ حَبَّانُ بْنُ جُرَّءٍ ، عَنْ حَزِيمَةَ ابْنِ جُرَّءٍ ، قَالَ قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ ؟ قَالَ وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعِ ؟

[৩২৩৭] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... খুযাইমা ইবন জায়ই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম- ইয়া রাসূলুল্লাহ্! হায়েনা সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন : কে হায়েনা খায়?

১৬. بَابُ الضَّبِّ

অনুচ্ছেদ : শুইসাপ

[২২২৮] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ . فَأَصَابَ النَّاسُ ضَيْبًا فَاشْتَوَوْهَا فَآكَلُوا مِنْهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخَذَ جَرِيدَةً فَجَعَلَ يَغْدِبُهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ ذَوَابُّ فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اشْتَوَوْهَا فَآكَلَوْهَا فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ-

[৩২৩৮] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... সাবিত ইবন ইয়াযীদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা শুইসাপ ধরে তা ভাজি করে আহার করল। আমিও একটি শুইসাপ ধরে তা ভাজি করে নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি একটি লাকড়ি তুলে নিয়ে তা দিয়ে তার আংগুল গণনা করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বললেন : বনী ইসরাঈলের একটি দলের চেহারা বিকৃত হয়ে তারা যমীনের জন্তুতে পরিণত হয়। আমি জানি না, হয়ত এটাই সেই প্রাণী। আমি বললাম, লোকেরা তা ভুনা করে খেয়েছে। কিন্তু তিনি তা আহারও করেননি এবং আহার করতে নিষেধও করেননি।

[২২২৯] حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُورِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَّ وَلَكِنْ قَذَرَهُ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ الرِّعَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُهُ-

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَلِيِّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ-

[৩২৩৯] আবু ইসহাক হারাবী ইব্রাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাকিম (র) ... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ শুইসাপ হারাম করেননি, কিন্তু তা তিনি অপছন্দ করেছেন। এটা পশুপালের

রাখালদের খাদ্য। আল্লাহ তা'আলা এই প্রাণীর দ্বারা অনেককে উপকৃত করেন। তা আমার নিকট থাকলে অবশ্যই আমি তা আহার করতাম।

আবু সালামা ইয়াহুইয়া ইবন খালাফ (র)..... উম্মার ইবন খাতাব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

[৩২৬০] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَادَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ مُضْبَةٌ فَمَا تَرَى فِي الضُّبَابِ قَالَ بَلَّغْنِي أَنَّهُ أُمَةٌ مُسِيخَتْ فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ۔

[৩২৪০] আবু কুরাইব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আদায় শেষে ফিরছিলেন তখন আহলে সুফ্যা থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে ডেকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের এলাকায় প্রচুর গুঁইসাপ পাওয়া যায়। গুঁইসাপ সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন: আমি জানতে পেরেছি যে, একটি সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিগত পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। অতএব তিনি তা খাওয়ার নির্দেশও দেননি এবং তা থেকে নিষেধও করেননি।

[৩২৬১] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبِي بَضْبٍ مَشْوِيٍّ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ حَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ لَحْمٌ ضَبٌّ فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ أَحْرَامُ الضَّبِّ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يَأْرَضِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى الضَّبِّ، فَأَكَلَ مِنْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ۔

[৩২৪১] মুহাম্মাদ ইবন মুসাফফা হিমসী (র)..... খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য ভূনা গুঁইসাপ নিয়ে এসে, তা তাঁর সামনে পরিবেশন করা হলে তিনি তা খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। তাঁর নিকটে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা গুঁইসাপের গোশত। তিনি এ থেকে নিজের হাত তুলে নিলেন। খালিদ (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গুঁইসাপ কি হারাম? তিনি বললেন: না, কিন্তু তা আমার এলাকার প্রাণী নয়। তাই এটাতে আমার হাতি হয় না। খালিদ (রা) হাত বাড়িয়ে তা নিলেন এবং আহার করলেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকিয়ে তা দেখলেন।

৩২৪২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أُحْرِمُ يَغْنَى الضَّبِّ-

৩২৪২ মুহাম্মাদ ইবন মুসাফফা (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি গুঁইসাপ হারাম বলি না।

১৭. بَابُ الْأَرْنَبِ

অনুচ্ছেদ : খরগোশ প্রসংগে

৩২৪৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَرْنَا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ فَالْفَجْنَا أَرْنَبًا فَسَعَوْا عَلَيْهَا فَلْيُوا فَسَعَيْتُ حَتَّى أَرَدَكْتُهَا فَاتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِعَجْزِهَا وَوَرِكَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا-

৩২৪৩ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'মাররায-যাহরান' অতিক্রমকালে একটি খরগোশকে উত্তেজিত করে বের করলাম। লোকরা তার পিছু ধাওয়া করে ক্লাস্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর আমি তার পিছু ধাওয়া করে তা ধরে ফেললাম এবং তা নিয়ে আবু তালহা (রা)-র নিকট এলাম। তিনি তা যবাহ করলেন, অতঃপর তার নিতম্ব ও উরু নবী ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন।

৩২৪৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَانَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْنَبَيْنِ مُعْلَقَتُهُمَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ هَذَيْنِ الْأَرْنَبَيْنِ ، فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةَ أَذْكِيهِمَا بِهَا فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرَّةٍ أَفَاكُلُ ؟ قَالَ كُلْ-

৩২৪৪ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... মুহাম্মাদ ইবন সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দুইটি খরগোশ ঝুলিয়ে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এই খরগোশ দুইটি ধরে ফেলেছি, কিন্তু এমন কোন লোহা (নির্মিত অস্ত্র) পেলাম না, যা দিয়ে সে দুটি যবাহ করতে পারতাম। তাই আমি একটি ধারালো সাদা পাথর দিয়ে সে দুটি যবাহ করেছি। আমি কি খেতে পারি? তিনি বললেন : খাও।

[২২৪৫] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ وَاضِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْكَرِيمِ ابْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ حِبَّانِ بْنِ جُزْءٍ ، عَنْ أَخِيهِ خَزِيمَةَ بْنِ جُزْءٍ ، قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لَأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ ؟ قَالَ لَا أَكُلُهُ ، وَلَا أُحْرِمُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ وَلَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ فَقَدْتُ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ وَرَأَيْتُ خَلْقًا رَابِئِي قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمَّا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ ؟ قَالَ لَا أَكُلُهُ وَلَا أُحْرِمُهُ قُلْتُ فَإِنِّي أَكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ وَلَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَبَيَّنْتُ أَنَّهَا تَدْمِي -

[৩২৪৫] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... খুযাইমা ইবন জায়ই (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মাটির অভ্যন্তরে বসবাসকারী প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার নিকট এসেছি। উইসাপ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন: আমি নিজে তা খাই না এবং হারামও করি না। রাবী বলেন, আমি বললাম- ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে জিনিস আপনি হারাম করেন না, তা কি আমি খেতে পারি? আর আপনিই বা তা কেন খান না? তিনি বললেন: কোন এক সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের গঠন এক্ষপ দেখেছি বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! খরগোশ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন: আমি তা খাইও না এবং হারামও করি না। আমি বললাম: যে জিনিস আপনি হারাম করেন না, তা কি আমি খেতে পারি? আর আপনি তা কেন খান না? ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন: আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, সে ঋতুমতী হয়।

١٨. بَابُ الطَّافِي مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ : সমুদ্র গর্ভে মরে ভেসে উঠা মাছ সম্পর্কে

[২২৪৬] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سَلِيمٍ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ ، مِنْ ابْنِ الْأَزْرَقِ ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بَرْدَةَ ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّهْرِ مَاءُ الْهَلْ مَيَّتَهُ -

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ أَنَّهُ قَالَ : هَذَا يَصْنَفُ الْعِلْمَ - لِأَنَّ الدُّنْيَا بَرٌّ وَبَحْرٌ فَقَدْ أَفْتَاكَ فِي الْبَحْرِ وَبَقِيَ الْبَرُّ -

[৩২৪৬] হিশাম ইবন আয্মার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “সমুদ্রের পানি পাক এবং তার মৃতজীব হালাল।”

আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি আবু উবায়দা জাওয়াদের সূত্রে জানতে পেরেছি যে, তিনি বলেন, এটা জ্ঞানের অর্ধেক। কারণ দুনিয়াটা (দুই ভাগে বিভক্ত) : স্থলভাগ ও জলভাগ। অতএব তোমাকে জলভাগ সম্পর্কে ফাতওয়া দেয়া হয়েছে, আর অবশিষ্ট থাকল স্থলভাগ।

[৩২৪৭] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ الطَّائِفِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكَلَّوْهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَعَا، فَلَا تَأْكُلُوهُ-

[৩২৪৭] আহমাদ ইবন আবদাহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সমুদ্র যা উদগিরণ করে অথবা তা থেকে যা নিক্ষেপ করে তা খাও। আর যা সমুদ্রে মারা যায়, অতঃপর পানি উপর ভেয়ে উঠে- তা খেও না।

১৭. بَابُ الْغُرَابِ

অনুচ্ছেদ : কাক সম্পর্কে

[৩২৪৮] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ثَنَا شَرِيكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ ؟ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسِقًا وَاللَّهُ ! مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ-

[৩২৪৮] আহমাদ ইবন আযহার নিসাপুরী (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কাক খায়? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম রেখেছেন ‘ফাসিক’ (নিকৃষ্ট প্রাণী)। আল্লাহর কসম! তা পবিত্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

[৩২৪৯] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا لَامِسَعُورِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ابْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ، وَالْعُقْرَبُ فَاسِقَةٌ، وَالْفَارَةُ فَاسِقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ-

فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ أَيُوْكَلُ الْغُرَابَ ؟ قَالَ مَنْ يَأْكُلُهُ ؟ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَاسْقًا-

[৩২৪৯] মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সাপ
ক্ষতিকর প্রাণী, বিছা ক্ষতিকর প্রাণী, ইঁদুর ক্ষতিকর প্রাণী এবং কাক ক্ষতিকর প্রাণী।

কাসিমের নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, কাক খাওয়া যায় কি? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, কাক কে খায়,
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই কথার পর যে, 'তা ফাসিক'?

২. بَابُ الْهَرَّةِ

অনুবাদ : বিড়াল সম্পর্কে

[৩২৫০] حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهَرَّةِ وَتَمْنِئِهَا-

[৩২৫০] হুসাইন ইবন মাহ্দী (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিড়াল
ও তার মূলা ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

অধ্যায় : আহাৰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২৯. كِتَابُ الْأَطْعَمَةِ অধ্যায় : আহার

১. بَابُ اطْعَامِ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ : অন্যকে খানা খাওয়ানো

৩২৫১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زُرَّارَةَ ابْنِ أَوْفَى حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ ، اَزْجَفَلَ النَّاسُ قَبْلَهُ وَقِيلَ : قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لَأَنْظُرَ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِالْيَتَامَى وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

৩২৫১ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (মক্কা থেকে) মদীনায়ে এলেন, তখন লোকেরা তাঁর নিকট দ্রুত যেতে লাগল এবং বলা হলোঃ, আল্লাহর রাসূল এসেছেন, আল্লাহর রাসূল এসেছেন, আল্লাহর রাসূল এসেছেন (তিনবার)। আমিও লোকদের সাথে দেখতে গেলাম। আমি তাঁর মুখমন্ডল উত্তমরূপে দেখার পর বুঝতে পারলাম যে, এই চেহারা মিথ্যাবাদীর নয়। আমি সর্বপ্রথম তাঁর মুখে যে কথা শুনেছি, তা এই যে, তিনি বললেনঃ হে লোক সকল! সালামের ব্যাপক প্রচলন কর, অন্য খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন রাতের বেলা সালাত আদায় কর তবে শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

৩২৫২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ!

৩২৫২ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া আযদী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সালামের ব্যাপক প্রসার কর, অন্যকে খাদ্য খাওয়াও এবং ভাইতাই হয়ে যাও যেমন মহান আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

৩২৫৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ ابْنُ مَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَمْرٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ!

৩২৫৩ মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বললেনঃ তুমি অন্যকে খানা খাওয়াবে এবং তোমার পরিচিত ও অরিচিত সকলকে সালাম দিবে।

২. بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ

অনুচ্ছেদ : একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট

৩২৫৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الْأَسَدِيُّ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنبَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْارْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْارْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ.

৩২৫৪ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ রাকী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট। আর দুইজনে খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।

[২২৫৫] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عُمَرُو بْنُ دِينَارٍ، قَهْرَمَانُ آلِ الرَّبِيعِ قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِّهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ وَإِنْ طَعَامَ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالْاَرْبَعَةَ وَإِنْ طَعَامَ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَةَ۔

[৩২৫৫] হাসান ইবন আলী খাল্লাল (র)..... উমার ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজনের খাদ্য দুইজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, দুইজনের খাবার তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এবং চারজনের খাবার পাঁচজন অথবা ছয়জনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

২. بَابُ الْمُؤْمِنِ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

অনুবাদ : মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে খায় এবং কাফের ব্যক্তি সাত উদরে খায়

[২২৫৬] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

[৩২৫৬] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে খায়, আর কাফির ব্যক্তি সাত উদরে খায়।

[২২৫৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ

[৩২৫৭] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ বর্ণিত। তিনি বলেন : কাফির ব্যক্তি সাত উদরে আহার করে এবং মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে আহার করে।

৩২৫৮ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ يَرْيَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءَ -

৩২৫৮ আবু কুরাইব (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে ভক্ষণ করে এবং কাফির ব্যক্তি সাত উদরে ভক্ষণ করে।

৪. بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ

অনুচ্ছেদ : খাদ্যের দোষারূপ করা নিষিদ্ধ

৩২৫৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَمْثَرِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَاعَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطَّ أَنْ رَضِيَهُ أَكَلَهُ وَالْأُتْرَكَهُ -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِثْلَهُ -

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : نَخَالِفُ فِيهِ يَقُولُونَ : عَنْ أَبِي حَازِمٍ -

৩২৫৯ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও খাদ্যের ক্রটি ধরতেন না, পছন্দ হলে খেতেন, অন্যথায় রেখে দিতেন।

আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৫. بَابُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ : খাওয়ার আগে ওয়ু করা

৩২৬. حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلَّسِ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ عَدَا وَهُوَ وَإِذَا رَفَعَ -

৩২৬০ জুবারা ইবনুল মুগাল্লিস (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি চায় যে, তার ঘরে প্রাচুর্য আসুক সে যেন সকালের খাবারের সময় ওয়ু করে এবং খাবার শেষ করেও ওয়ু করে।

۳২৬১ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا صَاعِدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجَزَرِيُّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ثَنَا عُمَرُو بْنُ دِينَارٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ فَأَتَى بِطَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَتَيْكَ بِوَضُوءٍ ؟ قَالَ أُرِيدُ الصَّلَاةَ -

৩২৬১ জাফর ইবন মুসাফির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে তিনি পান্থখানা থেকে বেরিয়ে আসলে তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসা হল। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আপনার জন্য ওয়ূর পানি নিয়ে আসব না? তিনি বললেনঃ আমি কি সালাত আদায় করতে চাচ্ছি?

৬. بَابُ الْأَكْلِ مَتَكُنًا

অনুচ্ছেদ : হেলান দিয়ে খাদ্যগ্রহণ

৩২৬২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا أَكُلُ مَتَكُنًا -

৩২৬২ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)..... আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি কখনও হেলান দিয়ে আহার করি না।

৩২৬৩ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ الْحَمَصِيُّ ثَنَا أَبِي أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرِقٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَسْرِ قَالَ أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةً فَجَشَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجَلْسَةُ ؟ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ،

৩২৬৩ আমর ইবন কাসীর ইবন দীনার হিমসী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন বুশর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে একটি বকরী হাদিয়া দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় হাঁটু উচু করে বসে খাচ্ছিলেন। এক বেদুঈন বলল, এটা কি ধরনের বসা? তিনি বললেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে অনুগ্রহপরাণ বান্দা বানিয়েছেন, হিংসুক ও অহংকারী করেননি।

৭. بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ : খাদ্য গ্রহণের সময় 'বিস্মিল্লাহ' বলা

৩২৬৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُفَّتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ لَكَفَاكُمْ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ -

৩২৬৪ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ছয়জন সাহাবীকে নিয়ে আহার করছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে সমস্ত খাবার দুই গ্রাসে শেষ করে ফেলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে যদি বিসমিল্লাহ বলে আহার করতো; তবে এই খাদ্য তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হত। অতএব তোমাদের কেউ যখন আহার গ্রহণ করে, তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। সে যদি খাবারের প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায় তবে সে যেন বলে 'বিসমিল্লাহ ফী- আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহী'।

৩২৬৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُمَرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : وَأَنَا أَكُلُ وَبِسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৩২৬৫ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)..... উমার ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন: তখন আমি খাচ্ছিলামঃ মহান আল্লাহর নাম নেও।

৪. بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

অনুচ্ছেদ : ডান হাত দিয়ে খাওয়া

৩২৬৬ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْهَقْلُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا بَنُ حَسَّانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ وَلِيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، وَلِيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلِيُعْطِ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ -

৩২৬৬ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমাদের প্রত্যেকে যেন ডান হাতে খায়, ডান হাতে পান করে, ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করে এবং ডান দিয়ে দান করে। কারণ শয়তান বাঁ হাতে খায়, বাঁ হাতে পান করে। বাঁ হাতে দেয় এবং বাঁ হাতে গ্রহণ করে।

۳২৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ-

৩২৬৭ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)..... উমার ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হুজিলাম। খাবার গ্রহণের সময় আমার হাত পাত্রে এরিক সেদিক যেত। তিনি আমাকে বললেনঃ এই ছেলে! আল্লাহর নাম স্মরণ কর, ডান হাত দিয়ে আহার কর এবং তোমার নিকটের খাদ্য থেকে খাও।

۳২৬৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَتَيْنَا اللَّيْثُ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ-

৩২৬৮ মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র)..... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তোমরা বাম হাত দিয়ে আহার করবে না, কারণ শয়তান বাম হাত দিয়ে আহার গ্রহণ করে।

بَابُ لَعْنِ الْأَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ : আংগুলসমূহ চেটে খাওয়া

۳২৬৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ ، حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعَقَهَا-

قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ عُمَرَو بْنَ دِينَارٍ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَطَاءٍ لَا يَمْسَحُ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعَقَهَا عَمَّنْ هُوَ ؟ قَالَ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَفَظْنَاهُ مِنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا وَإِنَّمَا لَقِيَ عَطَاءُ جَابِرًا فِي سَنَةِ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّةَ

৩২৬৯ মুহাম্মদ ইবন আবু উমার আদানী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, তখন সে যেন নিজে চাটা অথবা অন্যকে দিয়ে চাটানোর পূর্বে না মোছে। সুফইয়ান (র) বলেন, আমি উমার ইবন কায়েসকে আমর ইবন দীনারের নিকট জিজ্ঞাসা করতে

তুনেছি, আপনার মতে আভার হাদীস “তোমাদের কেউ যেন হাত চেটে খাওয়ার অথবা চেটে খাওয়ানোর পূর্বে তা মুছে” কোন্ সাহাবীর নিকট থেকে বর্ণিত? তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা) থেকে। উমার ইবন কায়েস (র) বলেন, আতা (র) আমাদের নিকট এ হাদীস জাবির (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমরা ইবন আব্বাস (রা) থেকে মুখস্থ করেছি জাবির (রা) আমাদের নিকট আসার পূর্বে। আতা তো জাবির (রা)-র সাথে সেই বছর সাক্ষাত করেন, যখন তিনি মক্কায় যান।

২২৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْسَحُ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ-

৩২৭০ মুসা ইবন আবদুর রহমান (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন হাত চেটে খাওয়ার পূর্বে না মুছে। কারণ তার জানা নাই যে, তার খাদ্যের কোন অংশে বরকত নিহিত আছে।

১. بَابُ تَنْقِيَةِ الصُّحُفَةِ

অনুচ্ছেদ : পাতা পরিষ্কার করা

২২৭১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْبَرَاءُ قَالَ : حَدَّثَنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ يَاكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ، فَلَحَسَهَا ، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ-

৩২৭১ আবু বাক্র ইবন আবু শাইবা (র)..... উম্মে আসিম (র) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আযাদকৃত দাস নুবাইশা (রা) আমাদের কাছে আসেন। তখন আমরা একটি বড় পাত্রে আহার করছিলাম। তিনি আমাদের বললেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পাত্রে আহার করার পর তা চেটে খেয়ে পরিষ্কার করে, তার জন্য পাত্র মাগফিরাত চায়।

২২৭২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنِي جَدَّتِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَذِيلٍ يُقَالُ لَهُ نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ لَنَا فَقَالَ : ثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحَسَهَا ، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ-

[৩২৭২] আবু বিশ্বর বকর ইবন খালাফ (র)..... মুয়াল্লা ইবন রাশিদ আবুল ইয়ামান (র) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) আমার দাদী হুযাইল গোত্রের নুবাশিতুল খায়র নামক জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, নুবাইশা আমাদের নিকট এলেন আমরা তখন আমাদের একটি পাত্রে আহার করছিলাম, তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন পাত্রে আহার করার পর তা চেটে খেয়ে পরিষ্কার করে তার জন্য ঐ পাত্র ক্ষমা প্রার্থনা করে।

১১. بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ

অনুচ্ছেদ : নিকটের খাদ্য গ্রহণ

[২২৭৩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضَعْتَ الْمَائِدَةَ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ ، وَلَا يَتَنَاوَلْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ جَلِيسِهِ-

[৩২৭৩] মুহাম্মাদ ইবন খালাফ আসকালানী (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন দস্তুরখান বিছানা হবে, তখন নিকটের খাবার থেকে আহার করবে এবং নিজের সংগীর নিকটের গুলো নিবে না।

[২২৭৪] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْبَلَاءُ ابْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي السُّوَيْةٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاشٍ عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبٍ ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةٍ الثَّرِيدِ وَالْوَدَكِ فَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا فَخَبَطْتُ يَدِي فِي نَوَاحِيهَا فَقَالَ يَا عِكْرَاشُ ! كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ الْوَأْنُ مِنَ الرُّطْبِ فَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّبَقِ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ ! كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ-

[৩২৭৪] মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... ইকরাশ ইবন যু'আইব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট একটি বড় পাত্র নিয়ে আসা হল যার মধ্যে প্রচুর সারীদ (গোশূতের ঝোলে ভিজানো রুটি) ও চর্বি ছিল। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে তা খেতে লাগলাম। আমার হাত পাত্রের চারদিকে সঞ্চালিত হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন : হে ইকরাশ! এক জায়গা থেকে খাও। কারণ গোটা পাত্রে একই খাদ্য রয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য বড় একটি পাত্র আনা হলো যার মধ্যে বিভিন্ন রকমের তাজা খেজুর ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাত পাত্রে সর্বত্র বিচরণ করতে লাগল এবং তিনি বললেন : হে ইকরাশ! পাত্রে যেখান থেকে ইচ্ছা খাও। কারণ তাতে বিভিন্ন রকমের খাবার রয়েছে।

১২. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ذِرْوَةِ الثَّرِيدِ

অনুচ্ছেদ : সারাদী-এর উপরাংশ থেকে খাওয়া নিষিদ্ধ

[৩২৭০] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ الْحِمَصِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ الْيَحْصَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِقَصْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا مِنْ جَوَانِيهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا، يُبَارِكُ فِيهَا-

[৩২৭৫] আমর ইবন উসমান ইবন সাঈদ ইবন কাসীর ইবন দীনার হিমসী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন বুর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি পাত্র আনা হল। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : এর চারপাশে থেকে খাও এবং উপরাংশ রেখে দাও, তাহলে এতে বরকত লাভ করা যাবে।

[৩২৭৬] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الدَّرَفِسِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي قَسِيمَةَ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيُّ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِ الثَّرِيدِ ، فَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالِيهَا ، وَأَعْفُوا رَأْسَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيهَا مِنْ فَوْقِهَا-

[৩২৭৬] হিশাম ইবন আম্মার (র)..... ওয়াসিলা ইবন আস্কা লায়লী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সারীদের উপরাংশ স্পর্শ করে বলেনঃ আল্লাহর নাম নিয়ে তার চারপাশ থেকে খাও এবং তার উপরাংশ অবশিষ্ট রাখ। কারণ এর উপর দিকে থেকেই বরকত আসে।

[৩২৭৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضَعَ الطَّعَامَ ، فَخَذُوا مِنْ حَافَتِهِ وَذَرَوْا وَسْطَهُ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهِ-

[৩২৭৭] আলী ইবন মুনির (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন খাদদেবা রাখা হয়, তখন তার চারপাশ থেকে খাও এবং মধ্যভাগ রেখে দাও। কারণ এর মধ্যস্থলে বরকত নাযিল হয়।

১২. بَابُ اللَّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ

অনুচ্ছেদ : খাবারের লোক্‌মা নিচে পড়ে গেলে

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَتَغَدَّى إِذَا سَقَطَتْ مِنْهُ لُقْمَةٌ فَتَنَاوَلَهَا فَمَا طَافَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذَى فَأَكَلَهَا فَتَغَامَزَ بِهِ الدِّهَاقَيْنِ فَقِيلَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الدِّهَاقَيْنِ يَتَغَامَزُونَ مِنْ أَخَذَكَ اللَّقْمَةَ وَبَيَّنَّ يَدَيْكَ هَذَا الطَّعَامُ قَالَ : إِنِّي لَمْ أَكُنْ لَأَدْعُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِهَذِهِ الْأَعَاجِمِ إِنَّا كُنَّا نَأْمُرُ أَحَدَنَا، إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَيُمِيطُ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذَى وَيَأْكُلَهَا وَلَا يَدْعُهَا لِشَيْطَانٍ-

[৩২৭৮] সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র)..... মালিক ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি সকালের খাবার খাচ্ছিলেন। হঠাৎ তা থেকে একটি লোক্‌মা নিচে পড়ে গেল। তিনি তা তুলে নিলেন এবং ময়লা দূরীভূত করে খেলেন। এতে অনারব কৃষকরা চোখ টিপাটিপি করতে লাগল। বলা হল, আল্লাহ নেতাকে কল্যাণের সাথে রাখুন। এসব কৃষক পতিত খাবার তুলে নেয়ার কারণে আপনার প্রতি চোখ টিপাটিপি করছে। তিনি বললেন : এসব অনারবের কারণে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে শ্রুত কথা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। আমাদের মধ্যে কারো খাবার লোক্‌মা পড়ে গেলে তাকে নির্দেশ দেয়া হত সে যেন তা তুলে নেয় এবং ময়লা দূর করে তা খায় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَتِ اللَّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا-

[৩২৭৯] আলী ইবন মুনির (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কারো হাত থেকে খাবারের লোক্‌মা পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নিয়ে এতে যে ময়লা লেগেছে তা দূর করে খেয়ে নেয়।

১৬. بَابُ فَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ : অন্যান্য খাদ্যের উপর সারীদের মত্ববা

৩২৮০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ ، عَنْ مَرْثَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْهَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ كَمَلَ مِنَ الرَّجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَأَسِيَّةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَإِنْ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ-

৩২৮০ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু মুসা আশ'আরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতায় পৌঁছেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কেবল ইমরান কন্যা মরিয়ম এবং ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া এই পূর্ণতায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। আর নারী সমাজের উপর আয়েশার মর্যাদা তদ্রূপ-যেমন অন্যান্য খাদ্যের উপর সারীদের (ঝোলে ভিজানো রুটির) মর্যাদা।

৩২৮১. حَدَّثَنَا حُرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَتَيْنَا مُسْلِمَ بْنَ خَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ-

৩২৮১ হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারী সমাজের উপর আয়েশার মর্যাদা এমন, যেমন অন্যান্য সকল প্রকারের খাদ্যের উপর সারীদের মর্যাদা।

১৭. بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ : আহারের পর হাত পরিষ্কার করা

৩২৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ أَبُو الْحَارِثِ الْمُرَادِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ كُنَّا زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَلِيلُ مَا تَجِدُ الطَّعَامَ فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَا ، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكْفَيْنَا وَسَوَاعِدُنَا وَأَقْدَامُنَا ثُمَّ نَصَلَّى وَلَا نَتَوَضَّأُ-

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ غَرِيبٌ لَيْسَ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ-

[৩২৮২] মুহাম্মাদ ইবন সালামা মিসুরী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে খাবার খুব কমই পেতাম। তোমরা যখন তা পেতাম তখন আমাদের কাছে তোয়ালে থাকত না (তবে থাকতো) আমাদের হাতের তালু বাহ ও পায়ের পাতা। অতঃপর আমরা সালাত আদায় করিতাম এবং ওষু করতাম না।

১৬. بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

অনুবাদ : আহার শেষে যে দু'আ পড়তে হয়

[৩২৮৩] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ رِيَّاحُ ابْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مَوْلَى أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ-

[৩২৮৩] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খাবার শেষ করে বলতেনঃ “আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত’আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা’আলানা মুসলিমীন” “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।”

[৩২৮৪] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ، إِذَا رَفَعَ طَعَامَهُ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودِعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا-

[৩২৮৪] আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র)..... আবু উসামা বাহিলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি খাবার অথবা তাঁর সামনের খাবার যখন তুলে রাখা হত, তখন বলতেন : “আল-হামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্ঈন ওয়ালা মুস্তাগনীন আনহু রব্বানা।” — “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য অসংখ্য প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পবিত্র ও প্রাচুর্যময় সত্তার জন্য তিনি সবার জন্য যথেষ্ট, তিনি কখনও পৃথক হন না, তাঁর অমুখাপেক্ষী হওয়া যায় না-হে আমাদের রব।”

[৩২৮৫] حَدَّثَنَا حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ سَهْلِ ابْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

[৩২৮৫] হারসালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... মু'আয ইবন আনাস জুহানা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আহার করে সে যেন বলে : “আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত'আমানী হাযা ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিন মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতিন” “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে আমার শক্তি ও জোর ব্যতীত আহার করিয়েছেন ও রিযিক দান করেছেন।” তাহলে তার পূর্বকার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

১৭. بَابُ الْأَجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ : একত্রে আহার করা

[২২৮১] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَدَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَحْشَى أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَاكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكَ لَكُمْ فِيهِ-

[৩২৮৬] হিশাম ইবন আম্মার দাউদ ইবন রুশাইদ ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ..... ওয়াহশী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আহার করি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বললেন : তোমরা হয়ত পৃথক পৃথকভাবে আহার কর। তাঁরা বললেন, হাঁ। তিনি বললেনঃ তোমরা একত্রে বসে আহার কর এবং আহার কালে আল্লাহর নাম স্মরণ কর, তাহলে তোমাদের খাদ্যে তোমাদের জন্য বরকত দেওয়া হবে।

[২২৮৭] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَهْرَمَانُ آلِ أَهْلِ الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَهَ مَعَ الْجَمَاعَةِ-

[৩২৮৭] হাসান ইবন আলী খাল্লাল (র)..... উমার ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা একত্রে আহার কর এবং বিচ্ছিন্নভাবে আহার কর না। কারণ বরকত জামাতের সাথে রয়েছে।

১৮. بَابُ النُّفْعِ فِي الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ : খাদ্য দ্রব্যে ফুঁক দেয়া

২২৮৮ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْخُ فِي طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا يَنْتَفِسُ فِي الْإِنَاءِ -

৩২৮৮ আবু কুরাইব (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্যে ও পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতেন না এবং তিনি পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতেন না।

১৯. بَابُ إِذَا آتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ : খাদিম খাদ্য নিয়ে এলে তা থেকে তাকে কিছু দেওয়া

২২৮৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ -

৩২৮৯ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়ের (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো খাদ্যে যখন তার জন্য খাবার নিয়ে আসে, তখন তাকে নিজের সাথে বসাবে এবং নিজের সাথে খাওয়াবে। সে যদি তাকে নিজের সাথে বসাতে না চায় তবে খাবার থেকে সামান্য পরিমাণ তাকে দেবে।

২২৯০ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِيعَرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَحَدَكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَامًا قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ ، فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيَجْعَلْهَا فِي يَدِهِ -

৩২৯০ দীসাই ইবন হাম্মদ মিসরী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন তোমাদের কারো ক্রীতদাস তার সামনে আহার পরিবেশন করে, যা পাকানোর কষ্ট ও গরম সে সহ্য করেছে তখন সে যেন তাকে ডেকে নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়ায়। আর সে যদি তা না করে তাহলে একটি গ্রাস তুলে যেন তার হাতে দেয়।

[৩২৭১] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ خَادِمٌ أَحَدَكُمْ بِطَعَامِهِ، فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ، أَوْ لِيَتَأَوَّلَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَلِيَ حَرَهُ وَدُخَانَهُ-

[৩২৭১] আলী ইবন মুনিযির (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো খাদ্যে যখন তার নিকট খাদ্য নিয়ে আসে, তখন তাকে যেন নিজের সাথে বসায় অথবা খাদ্য থেকে তাকেও খেতে দেয়। কেননা সে তো ঐ ব্যক্তি যে পাকাতে গিয়ে গরম ও ধোঁয়া সহ্য করেছে।

২. بَابُ الْأَكْلِ عَلَى الْخَوَانِ وَالسُّفْرِ

অনুচ্ছেদ : খাধা ও দস্তুরখানে আহাৰ করা

[৩২৭২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْفَرَاتِ الْإِسْكَافِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَوَانٍ وَلَا فِي سَكْرَةٍ قَالَ فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفْرِ-

[৩২৭২] মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কখনও কোন জিনিসের উপর খাদ্য রেখে তা আহাৰ করেননি। রাবী বলেন, তাহলে তাঁরা কিসের উপর রেখে খেতেন? তিনি আনাস বলেন, দস্তুরখানের উপর।

[৩২৭৩] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ، ثَنَا أَبُو مَجْرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ عَلَى خَوَانٍ، حَتَّى مَاتَ-

[৩২৭৩] উবাইদুল্লাহ ইবন ইউসুফ যুবাইরী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কখনও খাধা ভরে খেতে দেখিনি তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত।

২১. بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يَرْفَعَ وَأَنْ يَكْفُ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ

অনুচ্ছেদ : খাবার তুলে না নেয়া পর্যন্ত উঠা এবং সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত ধোয়া নিষেধ

৩২৯৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ بَشِيرٍ بْنُ ذُكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُنِيرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يَرْفَعَ-

৩২৯৪ আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন বাশীর ইবন যাকওয়ান দিমশকী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্যসামগ্রী তুলে নেয়ার পূর্বে, উঠে যেতে (অর্থাৎ সকলের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠে যেতে) নিষেধ করেছেন।

৩২৯৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعِسْقَلَانِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ الْأَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضَعْتَ الْمَائِدَةَ فَلَا يَقُومُكَ رَجُلٌ حَتَّى تَرْفَعَ الْمَائِدَةَ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ ، وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيَعْذِرْ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجَلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ-

৩২৯৫ মুহাম্মাদ ইবন খালাফ আসকালানী (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দস্তরখান বিছানো হলে তা পুনরায় তুলে না নেয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যেন না উঠে যায় এবং সে আহারে পরিতৃপ্ত হলেও হাত গুটিয়ে নেবে না, যতক্ষণ অন্য সকলের আহার শেষ না হয়। (একান্তই যদি উঠার প্রয়োজন হয়) তবে সে যেন ওজর পেশ করে। কারণ সে হাত গুটিয়ে নিলে তার সাথের লোক লজ্জিত হবে, অথচ তখনও হয়ত তার আরও খাদ্যের প্রয়োজন আছে।

২২. بَابُ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ

অনুচ্ছেদ : আহারের উচ্ছিষ্ট হাত থেকে পরিষ্কার না করে রাত কাটানো

৩২৯৬ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَسِيمٍ الْجَمَّالِ ثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا لَا يَلُومَنَّ امْرَأُ إِلَّا نَفْسَهُ يَبِيتُ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ-

৩২৯৬ জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : সাবধানঃ যে ব্যক্তি আহারের তেলচিটে হাতে নিয়ে (হাত পরিষ্কার না করে) রাত কাটায়, সে যেন নিজেকেই ভৎসনা করে।

৩২৯৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الشَّوَّارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ رِيحٌ غَمَرٌ فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ-

৩২৯৮ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি হাতে তেলচিটে নিয়ে ঘুমালো, আর সে তার হাতে ধুয়ে পরিষ্কার করল না, এমতাবস্থায় সে কোন অনিষ্টের সম্মুখীন হলো, এজন্য সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।

২২. بَابُ عَرْضِ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ : আহার পরিবেশন করা

৩২৯৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيدٍ ، قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا نَشْتَهِيهِ فَقَالَ لَا تَجْمَعَنَّ جُوعًا وَكَذِبًا

৩২৯৮ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা এবং আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ﷺ-এর জন্য খাদদ্রব্য আনা হলো। তা আমাদের সামনে পরিবেশন করা হলে আমরা বললাম, আমাদের ক্ষুধা নেই। এখন তিনি বললেন : মিথ্যা ও ক্ষুধা একত্র করো না। (পেটে ক্ষুধা রেখে খেতে অস্বীকার করো না)।

৩২৯৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي حَلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ أَذْنُ لِكُلِّ فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ فَيَا لَهْفَ نَفْسِي هَلَا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ !

[৩২৯৯] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আলী ইবন মুহাম্মাদ আবদুল আশহাল গোত্রের আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি সকালের আহার করছিলেন। তিনি বললেন : আস এবং খাও। আমি বললাম, আমি তো সাওম পালনকারী। হায় আমার জন্য আফসোস আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খাবারে অংশগ্রহণ করতাম।

২৪. بَابُ الْأَكْلِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদের আহার করা

[৩৩০০] حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسْتٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَقَرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ يَقُولُ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ.

[৩৩০০] ইয়াকুব ইবন হুমাইদ ইবন কাসিব ও হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া..... আবদুল্লাহ ইবন হারিস ইবন জায'ই যুযায়দী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে মসজিদে রুটি ও গোশত খেতাম।

২৫. بَابُ الْأَكْلِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ : দাঁড়ানো অবস্থায় আহার করা

[৩৩০১] حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلَمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَأْكُلُ وَنَحْنُ تَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ.

[৩৩০১] আবু সাইব সালাম ইবন জুনাদা (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে হাঁটা অবস্থায় আহার করেছি এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করেছি।

২৬. بَابُ الدُّبَاءِ

অনুচ্ছেদ : লাউ সম্পর্কে

[৩৩০২] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنِيعٍ أَنبَأَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْقُرْعَ.

১. দাড়িয়ে পানাহার করা সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফী-মযহাব মতে, দাড়িয়ে পানাহার করা মাকরুহ।

৩৩০২ আহমাদ ইবন মানী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ লাউয়ের তরকারী পছন্দ করতেন।

২২.৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَعَثْتُ مَعِيَ أُمَّ سَلِيمٍ ، بِمَكْتَلٍ فِيهِ رَطْبٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أَجِدْهُ وَخَرَجَ قَرِيبًا إِلَى مَوْلَى لَهُ دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ ، فَدَعَانِي لِأَكُلَ مَعَهُ قَالَ ، وَصَنَعَ ثَرِيدَةً بِلَحْمٍ وَقَرَعُ قَالَ ، فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرَعُ قَالَ ، فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ فَأَدْنِيهِ مِنْهُ فَلَمَّا طَعِمْنَا مِنْهُ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَوَضَعْتُ الْمَكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيُقْسِمُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِهِ -

৩৩০৩ মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার মা) উম্মে সুলাইম (রা) আমাকে এক টুকরী সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পাঠালেন এতে ছিল তাজা খেজুর, আমি তাকে পেলাম না। তিনি তাঁর নিকটস্থ এক আযাদকৃত গোলামের ডাড়িতে যান, সে তাঁকে দাওয়াত করেছিল এবং তাঁর জন্য খাবার তৈরী করেছিল। আমি তাঁর নিকট এলাম, তখন তিনি আহার করছিলেন। রাবী বলেন, তিনি আমাকে ডাকলেন তাঁর সাথে আহার করার জন্য। রাবী বলেন, সে তাঁর জন্য গোশত ও লাউ দিয়ে সারীদ তৈরী করেছিল। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি লাউ খুব পছন্দ করেন। তাই আমি লাউয়ের টুকরাগুলো একত্র করে তাঁর সামনে দিতে থাকলাম। আমরা আহার শেষ করলে তিনি নিজের বাড়ীতে ফিরে এলেন এবং আমি তাঁর সামনে টুকরীটি রাখলাম। তিনি তা খেতে লাগলেন এবং অন্যদেরও বন্টন করে দিতে থাকলেন, এভাবে দিতে দিতে শেষ করে অবসর হলেন।

২২.৪ حَدَّثَنَا أَبُو تَكْرِبٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ ، وَعِنْدَهُ هَذِهِ الدُّبَاءُ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ هَذَا ؟ قَالَ هَذَا الْقَرَعُ هُوَ الدُّبَاءُ نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا -

৩৩০৪ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ﷺ -এর বাড়ীতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর সামনে লাউ ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? তিনি বললেনঃ এটা তরকারী লাউয়ের আমরা তা প্রচুর খাই।

২৭. بَابُ اللَّحْمِ

অনুচ্ছেদ : গোশত সম্পর্কে

২২.৫ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَالُ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنِي مُسْلِمَةُ بْنُ عَطَاءٍ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنِي

مَسْلَمَةُ بْنُ عَطَاءٍ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلُ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ-

[৩৩০৫] আব্বাস ইবন ওয়ালীদ (র).....আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়াবাসী ও জান্নাতীদের খাদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খাদ্য হলো গোশত।

[২২.৬] حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْجَزَرِيُّ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ مَا دَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى لَحْمٍ قَطُّ إِلَّا أَجَابَ وَلَا أُهْدَى لَهُ لَحْمٌ قَطُّ إِلَّا قَبِلَهُ-

[৩৩০৬] আব্বাস ইবন ওয়ালীদ দিমাশকী (র)..... আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখনই গোশত খাওয়ার জন্য আহবান করা হয়েছে তখনই তিনি তাতে সাড়া দিয়েছেন আর যখনই তাকে গোশত হাদিয়া দেয়া হয়েছে তিনি তা কবুল করেছেন।

২৮. بَابُ أَطَايِبِ اللَّحْمِ

অনুচ্ছেদ : কোন অংগের গোশত অপেক্ষাকৃত উত্তম

[২২.৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَرٍ الْعَبْدِيُّ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ذَاتَ يَوْمٍ ، بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ ، وَكَانَتْ تَفْجِيهٌ فَتَهَسَ مِنْهَا-

[৩৩০৭] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গোশত আনা হল। তাঁকে রানের গোশত দেয়া হল, এবং এটাই তিনি পছন্দ করতেন। তিনি তা চুষে খেলেন।

[২২.৮] حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشَرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَسْعَرٍ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْهُمْ قَالَ ، وَأَظْنُهُ يُسَمَّى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

جَعْفَرُ يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَدْ نَحَرَلَهُمْ جَزُورًا أَوْ بَعِيرًا ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : وَالْقَوْمُ يُلْقُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّحْمَ ، يَقُولُ أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ -

[৩৩০৮] বাকর ইবন খালাফ আবু বিশ্ব (র)..... আবদুল্লাহ ইবন জাফর (র) ইবন যুবাইর (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাদের জন্য একটি উট যবাহ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, যখন লোকেরা তার জন্য গোশত ঢালছিল : গোশতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উত্তম হচ্ছে পিঠের গোশত।

২৭. بَابُ الشَّوَاءِ

অনুচ্ছেদ : ভুনা গোশত সম্পর্কে

[২২.৭] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا هَمَامٌ عَنْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَى شَاةً سَمِيْطًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

[৩৩০৯] মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহামহিম আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত কখনও আস্ত ভুনা বকরী দেখেছেন বলে আমি জানি না।

[২২.৮] حَدَّثَنَا جَبَّارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مَا رَفَعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضُلَّ شِوَاءٌ قَطُّ وَلَا حُمِلَتْ مَعَهُ طُنْفُسَةٌ -

[৩৩১০] জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে থেকে কখনও খাওয়ার পর অবশিষ্ট ভুনা গোশত তুলে রাখা হয়নি (কারণ এই গোশতের পরিমাণ কম হত এবং অভ্যাগত অধিক থাকে বিধায় তা অবশিষ্ট থাকত না) এবং তাঁর সঙ্গে কখনো মোটা বিছানা বহন করা হত না।

[২২.৯] حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْجَزْءِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ

أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا فِي الْمَسْجِدِ لَحْمًا قَدْ شَوِيَ فَمَسَحْنَا أَيْدِيَنَا بِالْحَصْبَاءِ ثُمَّ قُمْنَا نُصَلِّي وَلَمْ نَتَوَضَّأْ-

[৩৩১১] হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন হারিশ ইবন জাযই যুবাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে তুনা গোস্ত খেয়েছি। অতঃপর কঁকরে হাত মুছে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছি, কিন্তু (গোস্ত খাওয়ার কারণে পুনরায়) ওযু করিনি।

৩. بَابُ الْقَدِيدِ

অনুচ্ছেদ : গোস্তের শুটকি সম্পর্কে

[৩৩১২] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تَرَعْدُ فَرَأَيْتُهُ فَقَالَ لَهُ هَوْنٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ-

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، وَحَدَّثَهُ ، وَصَلَّاهُ-

[৩৩১২] ইসমাঈল ইবন আসাদ (র)..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এলো। তিনি লোকটির সাথে কথা বললেন। তাঁর কাধের গোস্ত (ভয়ে) কাঁপছিল। তিনি তাকে বললেনঃ তুমি শান্ত হও, কারণ আমি কোন বাদশাহ নই বরং আমি এক মহিলার পুত্র, যিনি শুকনা গোস্ত খেতেন।

[৩৩১৩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَيَأْكُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ خَمْسِ عَشْرَةَ مِنَ الْأَصْحَاءِ-

[৩৩১৩] মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছাগলের পায়া তুলে রাখতাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা কুরবানীর পনের দিন পরও খেতেন।

৩১. بَابُ الْكَيْدِ وَالطَّحَالِ

অনুচ্ছেদ : কলিজা ও প্রীহা সম্পর্কে

৩৩১৪ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَحَلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَيْدُ وَالطَّحَالُ-

৩৩১৪ আবু মুসা'আব (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃতজীব ও দুই ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীব দু'টি হচ্ছে মাছ ও টিডিড এবং দুই প্রকারের রক্ত হচ্ছে কলিজা ও প্রীহা।

৩২. بَابُ الْمِلْحِ

অনুচ্ছেদ : লবণ সম্পর্কে

৩৩১৫ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عَيْسَى بْنُ أَبِي عَيْسَى عَنْ رَجُلٍ (أَرَاهُ مُوسَى) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيِّدُ أَدَامِكُمُ الْمِلْحُ-

৩৩১৫ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের তরকারীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ হচ্ছে লবণ।

৩৩. بَابُ الْإِنْتِدَامِ بِالْخُلِّ

অনুচ্ছেদ : সিকী দিয়ে রুটি খাওয়া

৩৩১৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْخَوَارِ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخُلُّ-

৩৩১৬ আহমাদ ইবন আবু হাওয়ারা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সিকী উত্তম তরকারী।

৩৩১৭ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخُلُّ-

[৩৩১৭] জুবরা ইবন মুগাল্লিস (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সিকী উত্তম তরকারী।

[৩৩১৮] حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمِشْقِيُّ ثَنَا الْوَلَدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَنَبَسَةُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ : حَدَّثَنِي أُمُّ سَعْدٍ قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ ، وَأَنَا عِنْدَهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ غَدَامٍ ؟ قَالَتْ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعَمَ الْإِدَامُ الْخَلَّ اللَّهُمَّ ! بَارِكْ فِي الْخَلِّ فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌّ-

[৩৩১৮] আব্বাস ইবন উসমান দিমাশকী (র)..... উম্মে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-র নিকট আসেন আমি তখন তাঁর কাছে ছিলাম। তিনি বললেনঃ সকালের নাস্তা আছে কি? তিনি বললেন, আমাদের নিকট রুটি, খেজুর ও সিকী আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সিকী উত্তম তরকারী। হে আল্লাহ! সিকীয় বরকত দাও। কারণ তা আমার পূর্বকার নবীগণের তরকারী ছিল। যে ঘরে সিকী আছে তার কখনও তরকারীর অভাব হয়নি।

৩৪. بَابُ الزَّيْتِ

অনুচ্ছেদ : যাইতুন তৈল সম্পর্কে

[৩৩১৯] حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَأَدْهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ-

[৩৩১৯] হুসাইন ইবন মাহদী (র)..... উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাইতুন তৈল দিয়ে রুটি খাও এবং তা দেহে মাখ, কারণ তা বরকতপূর্ণ গাছ থেকে হয়।

[৩৩২০] حَدَّثَنَا عَقِبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّوا الزَّيْتِ وَأَدْهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ-

[৩৩২০] উক্বা ইবন মুক্রাম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যাইতুন তৈল খাও এবং তা দেহে মাখ, কারণ তা বরকত পূর্ণ।

৩৫. بَابُ اللَّبَنِ

অনুচ্ছেদ : দুধ

২৩২১ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْدٍ الرَّاسِبِيِّ حَدَّثَنِي مُوَلَاتِي أُمُّ سَالِمٍ الرَّاسِبِيَّةُ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى بَلْبَنٍ قَالَ بَرَكَهٖ أَوْ بَرَكَتَانِ -

৩৩২১ আবু কুরাইব (র)..... আরোশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখন দুধ আনা হত। তিনি বলতেন : এক অথবা দুই বরকত।

২৩২২ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزَى مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ -

৩৩২২ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কাউকে আহার করান, তখন সে যেন বলে “আল্লাহম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়ারযুকনা খাইরাম-মিনহু”- হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ খাদ্যে বরকত এবং এর চেয়েও উত্তম রিযিক দান করুন। আল্লাহ যাকে দুধ পান করান সে যেন বলে, “আল্লাহম্মা! বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু”- হে আল্লাহ! এই দুধে আমাদের বরকত দান করুন এবং এর চেয়েও বাড়িয়ে দিন। কারণ আমি জানি না যে এমন কোন জিনিস আছে কিনা যা যুগপৎভাবে আহার ও পানীয় উভয়ের জন্য যথেষ্ট।

৩৬. بَابُ الْحَلَوَاءِ

অনুচ্ছেদ : মিষ্টি দ্রব্য সম্পর্কে

২৩২৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ابِرَاهِيمَ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحِبُّ الْحَلَوَاءَ وَالْعَسَلَ -

[৩৩২৩] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা, আলী ইবন মুহাম্মাদ ও আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন।

২৭. بَابُ الْقَثَاءِ وَالرُّطْبِ يُجْمَعَانِ

অনুচ্ছেদ : শসা ও খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া

[৩৩২৪] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِي لِلْسُّمْنَةِ تَرِيدُ أَنْ تَدْخُلَنِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ الْقَثَاءَ بِالرُّطْبِ فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سَمْنَةٍ-

[৩৩২৪] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইন নুমায়ের (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমার দৈহিক পরিপুষ্টির জন্য চিকিৎসা করাতেন। কারণ। তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংসারে পাঠাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তা কোন কাজে আসল না। অবশেষে আমি শসা তাজা খেজুরের সাথে খেলাম এবং উত্তমরূপে দৈহিক পরিপুষ্টি লাভ করলাম।

[৩৩২৫] حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ وَأَسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقَثَاءَ بِالرُّطْبِ.

[৩৩২৫] ইয়াকুব ইবন হুমাইদ ইবন কাসিব ও ইসমাইল ইবন মুসা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শসা তাজা খেজুরের সাথে খেতে দেখেছি।

[৩৩২৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ ابْنُ أَبِي هِلَالٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطْبَ بِالْبَطِيخِ-

[৩৩২৬] মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ ও আমর ইবন রাফি' (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাজা খেজুর তরমুজের সাথে আহার করতেন।

২৮. بَابُ الثَّمَرِ

অনুচ্ছেদ : খেজুর সম্পর্কে

৩২২৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْخَوَارِزِيِّ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْ وَأَنَّ بَنَ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُلَيْمَانَ النَّبْلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ"

৩৩২৭ আহমাদ ইবন আবুল হাওয়ারা দিমাশ্কী (র)..... আরেশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ঘরে খেজুর নেই, সে ঘরে বসবাসকারী ক্ষুধার্ত।

৩২২৮ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْخَوَارِزِيِّ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكَ ثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ سَلَمَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ -"

৩৩২৮ আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশ্কী (র)..... উবাইদুল্লাহ ইবন আবু রাফি-এর দাদী সালমা (রা)-থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে ঘরে খেজুর নেই, সেই ঘর খাদ্যশূন্য ঘরের ন্যায়।

২৯. بَابُ إِذَا أَتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ

অনুচ্ছেদ : যখন (মওসুমের) প্রথম ফল আসে

৩২২৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوبُ ابْنُ حُمَيْدٍ بَنُ كَاسِبٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ قَالَ االلَّهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثَمَارِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَتٌ مَعَ بَرَكَتٍ ثُمَّ يَنَاقُلُهُ أَصْغَرُ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْوُلَدَانِ -

৩৩২৯ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)..... আবু হুযায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখন মওসুমের প্রথম ফল উপস্থিত করা হতো তখন তিনি বলতেন : “আল্লাহ্ম্মা বারিক লানা ফী সাঈনা বারাকাতান মা’আ বারাকাতি,” -হে আল্লাহ! আমাদের বরকত দান করুন আমাদের শহরে, আমাদের ফলে, আমাদের মুন্স-এ ও আমাদের সা’-এ বরকতের উপর বরকত। অতঃপর তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত সর্বকনিষ্ঠ শিশুকে তা খেতে দিতেন।

৪. بَابُ أَكْلِ الْبَلْعِ بِالتَّمْرِ

অনুচ্ছেদ : ভিজা ও শুক খেজুর একত্রে মিশিয়ে খাওয়া

৩৩২. حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا الْبَلْعَ بِالتَّمْرِ كُلُّوا الْخَلْقَ بِالْجَدِيدِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ وَيَقُولُ بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْخَلْقَ بِالْجَدِيدِ-

৩৩৩০ আবু বশির বাকর ইবন খালাফ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তাজা খেজুর শুকনা খেজুরের সাথে খাও, পুরাতন খেজুর নতুন খেজুরের সাথে খাও। কারণ শয়তান রাগান্বিত হয় এবং বলে, আদম সন্তান জীবিত রইল, এমনকি পুরাতন ফল নতুন ফলের সাথে আহার করল।

৪. بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ

অনুচ্ছেদ : কয়েকটি খেজুর একত্রে মুখে দেওয়া নিষেধ

৩৩৩১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَبَلَةَ ابْنِ سَحِيمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرِ تَيْنَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ-

৩৩৩১ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি যেন নিজ সাথীর অনুমতি না নিয়ে একত্রে দুইটি খেজুর যেন মুখে না দেয়।

৩৩৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ سَعْدٌ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ يَعْنِي فِي التَّمْرِ-

৩৩৩২ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)..... আবু বাকর (রা)-র আযাদ কৃতদাস সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। সাদ (রা) নবী ﷺ-এর খিদমত করতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথাবার্তায় সন্তুষ্টি হতেন, নবী ﷺ কয়েকটি খেজুর এক সাথে মুখে দিতে নিষেধ করেছেন।

৬২. بَابُ تَفْتِيْشِ الثَّمَرِ

অনুচ্ছেদ : ভালো খেজুর বেছে বেছে খাওয়া

৩৩৩৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ بِكْرٍ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بَيْتَ ثَمَرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفْتِشُهُ—

৩৩৩৩ আবু বশির বাকর ইবন খালাফ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তাঁর সামনে পুরাতন খেজুর পেশ করা হলে, তিনি ভালো খেজুর খোঁজ করতেন।

৬৩. بَابُ الثَّمَرِ بِالزُّبْدِ

অনুচ্ছেদ : মাখন দিয়ে খেজুর খাওয়া

৩৩৩৪ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ بَسْرِ السُّلَمِيِّينَ قَالَا: دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيفَةً لَنَا صَبَبْنَا هَالَهُ صَبًا فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْوَحْيَ فِي بَيْتِنَا وَقَدِمْنَا لَهُ زَبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ—

৩৩৩৪ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... সুলাইম গোত্রের বুসর-এর দুই পুত্রের সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন আমরা তাঁর বসার জন্য নরম করে দিলাম তখন তিনি তার উপর বসলেন এ সময় আমাদের ঘরে মহামহিম আল্লাহ তাঁর উপর ওহী নাযিল করলেন। আমরা তাঁর সামনে মাখন ও খেজুর পেশ করলাম এবং তিনি মাখন পছন্দ করতেন।

৬৪. بَابُ الْحَوَارَى

অনুচ্ছেদ : ময়দা সম্পর্কে

৩৩৩৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَأَلْتُ سُهَيْلَ بْنَ سَعْدٍ هَلْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ حَتَّى قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ فَهَلْ كَانَ لَهُمْ مَنَاحِلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مَنَاحِلًا حَتَّى قَبِضَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ قُلْتُ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَخُولٍ ؟ قَالَ نَعَمْ كُنَّا نَنْفَخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَاطَارٌ ، وَصَابِقَى ثَرِينَاهُ -

৩৩৩৫ মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ ও সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র)..... আবদুল আযীয ইব্ন আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সাহল ইব্ন সা'দ (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ময়দা দেখেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইস্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত ময়দা দেখিনি। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলামঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে লোকদের কি চালুনি ছিল? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইস্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত চালুনি দেখিনি। আমি বললাম : তাহলে আপনারা চালুনি ছাড়া কিভাবে যব খেতেন? তিনি বললেন, হাঁ (আমরা গুড়া করে) তাতে ফুঁ দিতাম এবং যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেত, এবং যা অবশিষ্ট থাকিত তা পানিতে ভিজাতাম।

২২২৬ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ أَخْبَرَنِي بِكَرِّ بْنِ سُوَادَةَ أَنَّ حَنْشَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَاهُ عَنْ أُمِّ أَيْمَنٍ أَنَّهَا غَرَبَتْ دَقِيقًا فَصَنَعَتْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَغِيفًا فَقَالَ مَا هَذَا ؟ قَالَتْ طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بَأَرْضِنَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا فَقَالَ رُدِّهِ فِيهِ، ثُمَّ أَعْجَنِيهِ -

৩৩৩৬ ইয়াকুব ইব্ন হুমাইদ ইব্ন কাসিব (র)..... উম্মে আইমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? তিনি বললেন, এটা আমাদের এলাকার খাবার। আমি বললেন : এর মধ্যে ভূষি ঢেলে দাও, এরপর ছেলে নাও।

২২২৭ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَمَاهِرِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَغِيفًا مُحَوَّرًا بِوَاحِدٍ مِنْ عَيْنَيْهِ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ -

৩৩৩৭ আব্বাস ইব্ন ওয়াসীদ দিমাশ্কা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও ময়দার রুটি দেখেননি, এমনকি এই অবস্থায় তিনি মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হন।

৪৫. بَابُ الرُّفَاقِ

অনুচ্ছেদ : পাতলা রুটি (চাপাতি) সম্পর্কে

২২২৮ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيْشِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ الرَّمْلِيُّ ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ زَارَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْمَهُ يَعْنِي قَرْيَةَ أَظْنَهُ قَالَ

أَبِينَا فَأَتَوْهُ بِرُقَاقٍ مِنْ رُقَاقِ الْأَوَّلِ فَبَكَى وَقَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا بَعِينَهُ قَطُّ -

[৩৩৩৮] আবু উমাইর ইবন মুহাম্মাদ নাহাস রামলী (র)..... ইবন আতা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আতা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) তাঁর কাওমের কাছে যান, অর্থাৎ এলাকায় (আমি মনে করি তিনি বলেছেন, ইউনা।) অতি পাতলা রুটি পরিবেশন করে তখন তিনি কেঁদে ছিলেন এবং বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও এ ধরনের রুটি দেখেননি।

[৩৩৩৯] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَا ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ثنا هَمَامٌ ثنا قَتَادَةُ ، قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إِسْحَاقُ : وَخَبَاذَهُ قَانِمٌ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ وَخَوَانُهُ مَوْضُوعٌ فَقَالَ يَوْمًا كُلُّوْا فَمَا أَعْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَغِيْفًا مَرْقَقًا بَعِينَهُ حَتَّى لَحِقَ بِاَللَّهِ وَلَا شَاءَ سَمِيْطًا قَطُّ -

[৩৩৩৯] ইসহাক ইবন মানসূর ও আহমাদ ইবন সাঈদ দারিমী (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা আনাস ইবন মালিক (রা)-র নিকট যেতাম। ইসহাক (র) বলেনঃ তাঁর রুটি প্রস্তুতকারী দাঁড়ানো থাকত। আর দারিমীর বলেছেনঃ তাঁর খাঞ্চ বিছানো থাকত। একদিন তিনি বলেনঃ তোমরা আহার কর। আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বচক্ষে পাতলা রুটি এবং আস্ত ভুনা বকরী দেখেছেন কিনা!

৪৬. بَابُ الْفَالُوْذِجِ

অনুচ্ছেদ : ফালুদা

[৩৩৪০] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الصُّحَّاکِ السُّلَمِيُّ أَبُو الْحَرِثِ ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عِيَّاشٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوَّلُ مَا سَمِعْنَا بِالْفَالُوْذِجِ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّتَكَ تَفْتَحُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضَ فَيَفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الْفَالُوْذِجَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا الْفَالُوْذَةُ؟ قَالَ يَخْلُطُونَ السَّمْنَ وَالْعَسْلَ جَمِيعًا فَشَهَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِذَلِكَ شَهَقَةً -

৩৩৪০ আবদুর ওহাব ইবন দাইহাক সুলামী আল-হারিস (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমরা তখন ফালুদার নাম শুনতে পাই, যখন জিব্রীল (আ) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : আপনার উম্মাত অনেক দেশের উপর বিজয়ী হবে এবং অটেল সম্পদ তাদের হস্তগত হবে। এমনকি তারা ফালুদা খাবে। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেনঃ ফালুদা কি? তিনি বলেনঃ তারা ঘী ও মধু একত্রে মিলাবে। একথা শুনে নবী ﷺ কান্নার মত আওয়াজ করলেন।

৪৭. بَابُ الْخُبْزِ الْمُبَقَّى بِالسَّمْنِ

অনুচ্ছেদ : ঘীর সাথে ভুখিয়ুক্ত রুটি

২২৪১ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السَّنَانِيُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بَرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ نَأْكُلُهَا قَالَ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا السَّمْنُ؟ قَالَ فِي عُكَّةٍ ضَبَّ قَالَ ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ-

৩৩৪১ হুদবা ইবন আবদুল ওহাব (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বললেন : আহা আমার নিকট যদি সাদা মিহি আটার রুটি থাকত ঘী মিশ্রিত, আমরা তা আহার করতাম। রাবী বলেন : একথা শুনে এক আনসার এ ধরনের রুটি তৈরী করে তাঁর নিকট নিয়ে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই ঘী किसের মধ্যে ছিল? তিনি বললেন : ওইসাপের চামড়ার তৈরী পাত্রের মধ্যে ছিল। রাবী বলেনঃ তখন তিনি তা আহার করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

২২৪২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ صَنَعْتُ أُمَّ سَلِيمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُبْزَةً ، وَضَعْتُ فِيهَا شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ ثُمَّ قَالَتْ : اذْهَبْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَادْعُهُ قَالَ ، فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ أُمِّي تَدْعُوكَ قَالَ فَقَامَ ، وَقَالَ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ قُومُوا قَالَ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هَاتِي مَا صَنَعْتَ فَقَالَتْ : ائْتِمَا صَنَعْتُهُ لَكَ وَحَدَّكَ فَقَالَ هَاتِيهِ فَقَالَ فَحَدَّكَ فَقَالَ هَاتِيهِ فَقَالَ يَا أَنَسُ ! ادْخُلْ عَلَى عَشْرَةِ عَشْرَةٍ قَالَ ، فَمَا زِلْتُ أُدْخِلُ عَلَيْهِ عَشْرَةً فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَكَانُوا ثَمَانِينَ-

৩৩৪২ আহ্মাদ ইবন আবদা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার মা) উম্মে সুলাইম (রা) নবী ﷺ-এর জন্য রুটি তৈরী করলেন এবং তাতে কিছু ঘী ঢেলে দিলেন। অতঃপর তিনি (আমাকে) বললেন, তুমি নবী ﷺ-এর নিকট যাও এবং তাঁকে দাওয়াত দাও। রাবী বলেনঃ আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমার মা আপনাকে দাওয়াত দিয়েছেন। রাবী বলেন, তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সাথে লোকদের বললেন : তোমরাও উঠো। রাবী বলেন, আমি তাঁদের পূর্বে বাড়ী পৌছে মাকে এ খবর জানালাম। ইতিমধ্যে নবী ﷺ এসে বললেনঃ তুমি যা তৈরী করেছ, তা নিয়ে এসো। মা বললেন, আমি মাত্র আপনার একার পরিমাণ খাবার তৈরী করেছি। তিনি বললেনঃ তাই দাও। তখন তিনি বললেন : হে আনাস! দশজন দশজন করে আমার কাছে পাঠাও। তিনি বলেন, আমি দশজন দশজন করে তাঁর নিকট পাঠাতে থাকি। তারা সবাই আহ্বার করলেন, এমনকি সবাই পরিতৃপ্ত হলেন; আর তাঁরা ছিলেন আশিজন।

৪৮. بَابُ خُبْرِ الْبُرِّ

অনুচ্ছেদ : গমের রুটি সম্পর্কে

৩৩৪৩ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : وَلَا يَذِي يَنْفُسِي بِيَدِهِ ! مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَبَاعًا مِنْ خُبْزِ الْحَنْظَلَةِ ، حَتَّى تُوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ-

৩৩৪৩ ইয়াকুব ইবন হুমাইদ ইবন কালিব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ্র নবী ﷺ কখনও পরপর তিন দিন গমের রুটি পেট ভরে খেতে পারেননি-এ অবস্থায় তিনি ইনতিকাল করেন।

৩৩৪৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ عُمَرَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا شَبِعَ الْ مُحَمَّدٌ ﷺ مِنْذُ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ، ثَلَاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا مِنْ خُبْزِ بَرْ حَتَّى تُوَفَّى ﷺ -

৩৩৪৪ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মদীনায় আসার পর থেকে তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার কখনও একাধারে তিনদিন পেটভরে আটার রুটি খেতে পারেননি।

৬৭. بَابُ خُبْرِ الشَّعِيرِ

অনুচ্ছেদ : যবের রুটি সম্পর্কে

৩৩৪৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ تَوَفَّى النَّبِيُّ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَنْ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى فِكْلَتِهِ فَفَنَى-

৩৩৪৫ আবু বাকর ইবন আবু শাইবা-(র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন আমার ঘরে কোন জীবের খাওয়ার মত কিছুই ছিল না, সামান্য যবের আটা ব্যতীত, যা আমার আলমিরায় ছিল। আমি তা থেকে খাবারের ব্যবস্থা করতে থাকলাম। এ ভাবে অনেক দিন চলে গেল। অবশেষে একদিন আমি তা ওজন করলাম। ফলে তা শেষ হয়ে গেল।

৩৩৪৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْرِ الشَّعِيرِ حَتَّى قُبِضَ-

৩৩৪৬ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবারের সদস্যগণ কখনও যবের রুটি পেট ভরে খেতে পারেননি।

৩৩৪৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِلَالِ ابْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ الْعِشَاءَ وَكَانَ عَامَةً خُبْرُهُمْ خُبْرُ الشَّعِيرِ-

৩৩৪৭ আবদুল্লাহ ইবন মু'আবিয়া জুমাহী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে কয়েক রাত অভুক্ত অবস্থায় কাটাতেন এবং তাঁর পরিবারের লোকদেরও রাতের আহার মিলত না এবং অধিকাংশ সময় তাঁদের রুটি হত যবের তৈরী।

৩৩৪৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ ابْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ الْحَمَصِيُّ وَكَانَ يُعَدُّ مِنَ الْأَبْدَالِ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَوْحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّوفَ وَاحْتَذَى الْمُخْصُوفَ-

وَقَالَ : أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشْعًا وَلَبِسَ خَشْنًا-

[৩৩৪৮] ইয়াহুইয়া ইবন উসমান ইবন সাঈদ ইবন কাসীর ইবন দীনার হিমসী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ পশমী বস্ত্র ও সাধারণ জুতা পরিধান করতেন। তিনি আরও বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাদহীন খাবার খেতেন এবং মোটা বস্ত্র পরিধান করতেন। হাসানকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'স্বাদহীন'-এর অর্থ কি? তিনি বললেনঃ মোটা যবের রুটি। তিনি তা এক ঢোক পানি ব্যতীত গলাধকরণ করতে পারতেন না।

৫. بَابُ الْاِقْتِصَادِ فِي الْاَكْلِ وَكَرَاهَةِ الشُّبْعِ

অনুচ্ছেদ : কম খাওয়া এবং পেট ভরে না খাওয়া

[৩৩৪৭] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمَصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي أُمِّي عَنْ أُمِّهَا، أَنَّهَا سَمِعَتْ الْمُقْدَامَ بْنَ مَعْدٍ يَكْرُبُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مَلَأَ أَدْمَى وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْآدَمِيِّ لَقِيَمَاتٍ يُقِمِّنُ صَلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الْآدَمِيُّ نَفْسُهُ، فَتَلْتُ لِلطَّعَامِ، وَتَلْتُ لِلشَّرَابِ، وَتَلْتُ لِلنَّفْسِ-

[৩৩৪৯] হিশাম ইবন আবদুল মালিক হিমসী (র)..... মিকদাম ইবন মা'দী কারাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে পেট ভরে, ততটুকু খাদ্য কোন ব্যক্তির তোলা দৃশ্যনীয় নয়। যতটুকু আহার করলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা যায়, ততটুকু খাদ্যই কোন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এরপরও কোন ব্যক্তির উপর তার নফস (প্রবৃত্তি) জয়যুক্ত হয় তবে সে তার পেটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।

[৩৩৫০] حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْبُكَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَجَشَّأَ رَجُلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا فَإِنْ أَطَوَّلَكُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَكُمْ شَبْعًا فِي دَارِ الدُّنْيَا-

[৩৩৫০] আমর ইবন রাফি (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সামনে ঢেকুর দিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের ঢেকুর প্রতিরোধ কর; কারণ যারা পার্শ্ববর্তী জীবনে ভুড়িভোজ করবে, তারাই কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত হবে।

[৩৩৫১] حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ، وَآكَرَهُ عَلَى طَعَامٍ يَأْكُلُهُ فَقَالَ: حَتَّى إِنِّي سَمِعْتُ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَنْ أَكْثَرَ النَّاسِ شَبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

[৩৩৫১] দাউদ ইবন সুলাইমান আসকারী ও মুহাম্মদ ইবন সানবাহ (র)..... আতিয়া ইবন আমির জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমান (রা)-র নিকট শুনেছি যে, তাঁকে আহার করতে পীড়াপীড়ি করা হলে তিনি বলতেন, আমার জন্য যথেষ্ট, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছিঃ দুনিয়াতে যেসব লোক পেট পুরে খায়, তারাই কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত থাকবে।

৫১. بَابُ مِنَ الْأَسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلُّ مَا اشْتَهَيْتَ

অনুচ্ছেদ : তোমার যা খেতে ইচ্ছা হয়, তাই খাওয়া অপচয়

[৩৩৫২] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمٍّ وَسُوَيْدُ ابْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ الْحِمَصِيُّ قَالُوا : ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نُوْحٍ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ السَّرْفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ-

[৩৩৫২] হিশাম ইবন আশ্বার সুওয়ায়েদ ইবন সাঈদ, ইয়াহইয়া ইবন উসমান ইবন সাঈদ ইবন কাসীর ইবন দীনার-হিমসী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখনই যা তোমার খেতে ইচ্ছা হয়, তখনই তাই খাওয়াই অপচয়।

৫২. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَاءِ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ : খাদ্যদ্রব্য ফেলে দেয়া নিষেধ

[৩৩৫৩] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يُونُسَ الْفَرِيزَانِيُّ ثَنَا وَسَّاجُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوقَرِّي ثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فَرَأَى كِسْرَةَ مَلْقَاةٍ فَأَخَذَهَا فَمَسَحَهَا ثُمَّ أَكَلَهَا، وَقَالَ يَا عَائِشَةُ ! أَكْرَمِي كَرِيمًا فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ، فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ-

[৩৩৫৩] ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ফিরযাবী-(র)..... আয়েশা (বা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ ঘরে প্রবেশ করে এক টুকরা রুটি পড়ে থাকতে দেখেন। তখন তিনি তা তুলে নিয়ে ধুলাবাঁধি মুছে ফেলে খেয়ে ফেলেন এবং বলেনঃ হে আয়েশা! সম্মান কর সম্মানিতের (আল্লাহর প্রদত্ত রিযিকের)। কারণ, কোন জাতির নিকট থেকে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক উঠে গেলে, তা পুনরায় তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে না।

৫৩. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوعِ

অনুচ্ছেদ : ক্ষুধা থেকে আশ্রয় চাওয়া

[২৩৫৪] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ كَيْثٍ عَنْ كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْجُوعِ ، فَإِنَّهُ يَنْسُ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا يَنْسُ الْبَطَانَةَ -

[৩৩৫৪] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : “আল্লাহ্‌য়া ইন্নী আউযুবিকা মিনাল-জু’ ফাইল্লাহ্ বি’সাদ-দাজীউ’, ওয়া আউযুবিকা মিনাল খিয়ানাতে ফাইল্লাহ্ বি’সাতিল-বিতানাহ্” হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষুধা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কারণ তা নিকষ্ট সাথী এবং আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রতারণা থেকে। কারণ তা গোপন চারিত্রিক দোষ।

৫৪. بَابُ تَرْكِ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ : রাতের আহার পরিত্যাগ

[২৩৫৫] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَابَاهُ الْمُخْزُومِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْعُوا الْعِشَاءَ وَلَوْ يَكْفُ مِنْ تَمَرٍ فَإِنْ تَرَكَهُ يَهْرَمُ -

[৩৩৫৫] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ রাক্বী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাতের আহার পরিত্যাগ করবে না, যদিও তা, এক মুঠ খেজুরও হয়। (সামান্য আহারই হোক না কেন)। কারণ, রাতের আহার পরিত্যাগ মানুষকে বৃদ্ধ করে দেয়।

৫৫. بَابُ الضِّيَافَةِ

অনুচ্ছেদ : বিয়াফত সম্পর্কে

[২৩৫৬] حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْشَى مِنَ الشُّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ -

৩৩৫৬ জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র)..... ইবন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ঘরে মেহমান ভিড় করে সেই ঘরে উটের কুঁজের দিকে দ্রুত ধাবমান ছুরির চেয়েও দ্রুত গতিতে কল্যাণ আসে।

৩৩৫৭ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلَّسِ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَهْشَلٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ مَزَاهِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ مِنَ الشَّفَرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ-

৩৩৫৭ জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র)..... ইবন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ঘরে (মেহমানদের) আহার করানো হয়, সেই ঘরে উটের কুঁজের দিকে দ্রুত ধাবমান ছুরির চেয়েও দ্রুত গতিতে কল্যাণ আসে।

৩৩৫৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِيُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مِنَ السَّنَةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ-

৩৩৫৮ আলী ইবন মাইসুন রাঈ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিদায়ের সময় সন্নাত হলো মেহমানের সাথে ঘরের দরজা পর্যন্ত যাওয়া।

৫৬. بَابُ إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكَرًا رَجَعَ

অনুচ্ছেদ : দাওয়াতের স্থানে খারাপ কিছু দেখলে মেহমান সেখানে থেকে ফিরে আসবে।

৩৩৫৯ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ-

৩৩৫৯ আবু কুরাইব (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; আমি খাবার তৈরী করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত দিলাম। তিনি এসে ঘরের ভেতর ছবি দেখতে পেলেন। এতে তিনি ফিরে গেলেন।

৩৩৬০ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ثَنَا

سَفِينَةُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : لَوَدَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَكَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَضَادَتِي الْبَابِ فَرَأَى قَرَامًا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتَا فَاطِمَةُ لِعَلِّي الْحَقُّ فَقُلْ لَهُ : مَا رَجَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَنْ أَدْخُلَ بَيْتًا مَزُوقًا-

৩৩৬০ আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ জাযারী..... সাফীনা আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর মেহমান হন, এবং তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করেন। তখন ফাতিমা (রা) বলেনঃ আমরা যদি নবী ﷺ-কে দাওয়াত করতাম, তবে তিনিও আমাদের সহিত আহার করতেন। তখন তাঁরা তাঁকেও দাওয়াত করলেন এবং তিনি আসলেন। তিনি ঘরের দরজায় চৌকাঠে হাত রেখে ঘরের এক কোনে পাতলা নকশায়ুক্ত কাপড় দেখতে পেলেন; তাই তিনি ফিরে গেলেন। ফাতিমা (রা) আলী (রা) কে বললেনঃ আপনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করুন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করুনঃ- হে আল্লাহর রাসূল! কোন জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিল? তিনি বললেনঃ এ রকম সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করা আমার জন্য শোভা পায় না।

৫৭. بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ

অনুচ্ছেদ : গোশত ও ঘী একত্রে মিশ্রিত করা

৩৩৬১ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْجِيُّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى مَائِدَتِهِ فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَلَقِمَ لُقْمَةً ثُمَّ نَتَى بِأُخْرَى ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَأَجِدُ طَعْمَ دَسَمٍ مَا هُوَ بِدَسَمِ اللَّحْمِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ أَطْلُبُ السَّمِينَ لِأَشْتَرِيَهُ فَوَجَدْتُهُ غَالِيًا فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهِمٍ مِنَ الْمَهْزُولِ وَحُمِلَتْ عَلَيْهِ بِدِرْهِمٍ سَمْنًا فَأَرَدْتُ أَنْ يَتَرَدَّدَ عِيَالِي عَظْمًا عَظْمًا فَقَالَ عُمَرُ : مَا اجْتَمَعَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ إِلَّا أَكَلَ أَحَدُهُمَا وَتَصَدَّقَ بِالْآخَرِ-

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ خُذْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَنْ يَجْتَمِعَا عِنْدِي إِلَّا فَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَ : مَا كُنْتُ لَأَفْعَلَ-

৩৩৬১ আবু কুরাইব (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন, এ সময় তিনি খাবারের দস্তরখানে ছিলেন। তিনি তাঁকে আহারের মজলিসে মধ্যখানে জায়গা করে দিলেন। তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে খাবারে হাত দিলেন এবং এক গ্রাস তুলে নিলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় গ্রাস তুললেন, আর বললেনঃ আমি তৈলাক্ত জিনিসের স্বাদ পাচ্ছি এবং তা গোশতের চর্বি নয় আবদুল্লাহ (রা) বলেনঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি মোটা পশুর গোশত ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার দাম অধিক দেখতে পেলাম। তখন আমি এক দিরহামের শীর্ণকায় পশুর গোশত ক্রয় করলাম এবং এক দিরহামের ঘী ক্রয় করে তা ঐ গোশতের মধ্যে ঢেলে দিলাম। আমি চাচ্ছিলাম যে, পরিবারের সকলের ভাগে অঙ্গুত একটি করে হাড় পড়ুক। তখন উমার (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ঘী ও গোশত একত্রে উপস্থিত করা হলে, তিনি একটি খেয়েছেন এবং অপরটি দান খয়রাত করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেনঃ আমীরুল মু'মিনীন! আহার গ্রহণ করুন। পুনরায় কখনও ঘী ও গোশত একত্র হলে আমিও তাই করব। উমার (রা) বলেনঃ আমি কখনও এরূপ করব না, (অর্থাৎ খাব না)।

৫৮. بَابُ مَنْ طَبَخَ فَلْيَكْثُرْ مَاءَهُ

অনুচ্ছেদ : রান্নার সময় ঝোল বেশী রাখবে

৩৩৬২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا عَمِلْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَاعْتَرَفَ لَجِيرَانِكَ مِنْهَا۔

৩৩৬২ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)..... আবু যার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তুমি তরকারী রান্না করবে, এখন তাতে ঝোল বেশী দেবে এবং তোমার প্রতিবেশীদের পর্যন্ত তা পৌঁছাবে।

৫৯. بَابُ أَكْلِ الثَّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

অনুচ্ছেদ : রসুন, পিয়াজ ও এক প্রকারের দুর্গন্ধযুক্ত তরকারী খাওয়া

৩৩৬৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الثَّوْمُ وَهَذَا الْبَصَلُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُوجَدُ

رِيحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ أَكْلَهُمَا لَابِدًا، فَلْيُمْتَهُمَا طَبَخًا-

[৩৩৬৩] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... মা'দান ইবন আবু তালহা ইয়া'সুরী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবন খাতাব (রা) জুমু'আর দিন খুত্বা দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর যথোপযুক্ত হামদ সানা-সিফাত বর্ণনা করেন। এরপর বললেনঃ হে লোক সকল! তোমরা দুই প্রকারের গাছ খাও, আমি তাকে খারাপ মনে করি, আর তা হলো-রসুন এবং তা হলো-পিয়াজ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে দেখেছি যে, এক ব্যক্তির মুখ থেকে তার দুর্গন্ধ নির্গত হলে, তার হাত ধরে বাকী নামক স্থানের দিকে বের করে দেওয়া হয়। এখন তোমাদের কেউ যদি তা খেতেই চায়, তবে জরুরী হলো, সে যেন তা রান্না করে এর দুর্গন্ধ দূর করে দেয়।

[৩৩৬৪] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ: صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلْ، وَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُؤْنِيَ صَاحِبِي-

[৩৩৬৪] আবু বাকর ইবন আবু শাইবা (র)..... উম্মে আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করলাম এবং তাতে কিছু শাকসব্জিও ছিল। তিনি তা খেলেন না এবং বললেনঃ আমি আমার সাথী (জিব্রীল) কে কষ্ট দিতে অপছন্দ করি।

[৩৩৬৫] حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَنبَأَنَا أَبُو شَرِيحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُمَيْرَانَ الْحَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَفَرًا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدَ مِنْهُمْ رِيحَ الْكُرَاثِ فَقَالَ أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَذَيَّيْ مِمَّا يَتَذَيَّي مِنْهُ الْإِنْسَانُ-

[৩৩৬৫] হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একজন লোক নবী ﷺ-এর নিকট এলো তিনি তাদের থেকে দুর্গন্ধ পেলেন। তখন তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাদের এই বৃক্ষ খেতে নিষেধ করিনি? মানুষ যেসব জিনিস কষ্ট পায়, ফিরিশতারাও সেসব জিনিসে কষ্ট পায়।

[৩৩৬৬] حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لُهِيعَةَ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ نَعِيمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَهْيَكٍ، عَنْ دُخَيْنِ الْحَجَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأَصْحَابُ لَا تَأْكُلُوا الْبَصَلَ ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَةً (النَّي)

[৩৩৬৬] হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... উক্বা ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ তাঁর সাহাবীগণকে বলেনঃ তোমরা পিয়াজ খেও না। এরপর তিনি চুপে-চুপে বলেনঃ কাঁচা পিয়াজ।

৬. بَابُ أَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ

অনুচ্ছেদ : পনীর ও ঘী খাওয়া

[২২৬৭] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ ثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ۔

[৩৩৬৭] ইসমাঈল ইবন মুসা সুদী (র)..... সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ -এর নিকট ঘী, পনীর, ও বন্য গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : যে সব জিনিস আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব জিনিস সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন তা তিনি ক্ষমা করেছেন।

৬. بَابُ أَكْلِ الثَّمَارِ

অনুচ্ছেদ : ফল খাওয়া সম্পর্কে

[২২৬৮] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ الْحِمَصِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَهْبَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الطَّائِفِ فَدَعَانِي فَقَالَ خُذْ هَذَا الْعُنُقُودَ فَأَبْلُغْهُ أُمَّكَ فَأَكَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغْهُ إِيَّاهَا. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيْالٍ قَالَ لِي مَا فَعَلَ الْعُنُقُودُ؟ هَلْ أَبْلَغْتَهُ أُمَّكَ قُلْتُ لَا قَالَ فَسَمَّانِي غَدْرَ۔

[৩৩৬৮] আমর ইবন উসমান ইবন সাঈদ ইবন কাসীর ইবন দীনার হিমসী (র)..... নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী -এর জন্য তায়েফ থেকে আংগুর হাদীয়া স্বরূপে দেওয়া হলো। তিনি আমাকে ডেকে বললেনঃ এই আংগুরের গুচ্ছে তুমি নেও এবং তোমার মাকে পৌছিয়ে দাও। কিন্তু আমার মাকে পৌছানোর পূর্বে আমি তা খেয়ে ফেললাম। কয়েক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আংগুরের গুচ্ছের কি হল? তুমি কি তোমার মাকে তা পৌছেছিলে? আমি বললাম, না। তাই তিনি (রসিকতা করে) আমার নাম রাখলেন 'গুদার' (দাগাবাজ)।

[২২৬৭] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا نُقَيْبُ بْنُ حَاجِبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّبَيْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ : قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَبِيَدِهِ سَفَرَجَلَةٌ فَقَالَ أَدُونَكُهَا ، يَا طَلْحَةُ ! فَإِنَّهَا تَجِمُ الْفُؤَادَ -

[৩৩৬৯] ইসমাইল ইবন মুহাম্মাদ তালহী (র)..... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তাঁর হাতে ছিল এক জাতীয় অল্প ফল। তিনি বললেন, হে তালহা এগুলো নেও। এগুলো অন্তরকে শান্তি দেয়।

٦٢. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مُنْبَطِحًا

অনুচ্ছেদ : উপড় হয়ে খাওয়া নিষেধ

[২২৭০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ -

[৩৩৭০] মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... সালিম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তিকে উপড় হয়ে খেতে নিষেধ করেছেন।

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

অধ্যায় : পানিয় ও পানপাত্র

To Download various Bangla Islamic Books,
Please Visit <http://IslamiBoi.Wordpress.com>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩. كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

অধ্যায় : পানিয় ও পানপাত্র

১. بَابُ الْخَمْرِ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

অনুচ্ছেদ : শরাব সমস্ত পাপ কাজের দরজাস্বরূপ

[২২৭১] حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : جَمِيعًا عَنْ رَاشِدِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَمَّانِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ لَا تَشْرَبْ الْخَمْرُ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ -

[৩৩৭১] হুসাইন ইবন হাসান মারওয়াযী (র)..... আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু মুহাম্মদ ﷺ আমাকে উপদেশ দিয়েছেন : শরাব পান কর না, কারণ তা সমস্ত পাপাচারের দরজাস্বরূপ।

[২২৭২] حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مُنِيرُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَادَةَ بْنَ نُسَيْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرْتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَاكَ وَالْخَمْرُ فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا تَفْرَعُ الشُّجَرَ -

[৩৩৭২] আব্বাস ইবন উসমান দিমাশ্কী (র)..... খাব্বাব ইবন আরাভ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সাবধান! শরাব পরিহার কর। কারণ শরাবের পাপ অন্যান্য সমস্ত পাপাচারকে আওতাভুক্ত করে নেয়, যেমন তার গাছ (আংগুর গাছ) অন্যান্য গাছের উপর ছড়িয়ে যায়।

২. بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করে, সে আখিরাতে তা পান করবে না

[২২৭২] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ شَرِبَ الْخَمْرُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ-

[৩৩৭৩] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করবে আখিরাতে সে তা পান করবে না, তবে যদি তাওবা করে।

[২২৭৪] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاقِدٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا : لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ-

[৩৩৭৪] হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করবে সে আখিরাতে তা পান করতে পারবে না।

৩. بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ : শরাবখোর সম্পর্কে

[২২৭৫] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدٍ وَثَنٍ-

[৩৩৭৫] আবু বকর ইবন আবু শাইবা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শরাবখোর ব্যক্তি (পাপের ক্ষেত্রে) মূর্তিপূজকের ন্যায়।

[২২৭৬] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَثْبَةَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنُ حَلْبَسٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي اللَّهِ الدَّرْدَاءِ : عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ-

[৩৩৭৬] হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আবু-দারদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ শরাব পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পরিবে না।

৪. بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি শরাব পান করে, তার সালাত কবুল করা হবে না

৩৩৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ابْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الدِّيَلَمِيِّ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكَرَ : لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا : فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكَرَ : لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ بَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكَرَ : لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ بَعِينَ صَبَاحًا : فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَيْالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالُوا : يَا رَسُولُ وَمَا رَدْغَةُ الْخَيْالِ ؟ قُلْ عَصَاةُ أَهْلِ النَّارِ -"

৩৩৭৭ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দিমাশকী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শরাব পান করে এবং মাতাল হয় - চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না। যদি সে মারা যায়, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি সে তাওবা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। যদি সে পুনরায় শরাব পান করে এবং মাতাল হয় তবে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না। যদি সে মারা যায় তবে সে জাহান্নামে যাবে। আর যদি সে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলা কবুল করবে, কিন্তু যদি সে পুনরায় শরাব পানে লিপ্ত হয় তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে 'রাদ্গাতুল খাবাল' পান করাবেন, সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'রাদ্গাতুল খাবাল' কি? তিনি বললেনঃ জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত।

৫. بَابُ مَا يَكُونُ مِنْهُ الْخَمْرُ

অনুচ্ছেদ : যা থেকে শরাব তৈরী হয়

৩৩৭৮ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ -

৩৩৭৮ ইয়াযীদ ইবন আবদুল্লাহ ইয়ামামী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শরাব এই দু'টি গাছ থেকে তৈরী হয়-খেজুর গাছ ও আংগুর গাছ।

৩৩৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا۔

৩৩৭৯ মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র)..... নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গম থেকে শরাব হয়, বালি থেকে শরাব হয়, আংগুর থেকে শরাব হয়, খেজুর থেকে শরাব হয় এবং মধু থেকে শরাব উৎপাদিত হয়।

৬. بَابُ لُعْنَتِ الْخَمْرِ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ

অনুচ্ছেদ : শরাবের উপর দশ প্রকারে লানত করা হয়েছে

৩৩৮০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ وَأَبِي طَعْمَةَ مَوْلَاهُمَا أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُعْنَتُ الْخَمْرِ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ : بَعِثْنَاهَا وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَآكِلُ ثَمَنِهَا وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا۔

৩৩৮০ আলী ইবন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শরাবের উপর দশ প্রকারে লানত করা হয়েছেঃ স্বয়ং শরাব (অভিশপ্ত) তা উৎপাদনকারী, যে তা উৎপাদন করায়, তা বিক্রেতা, তা ক্রেতা, তা বহনকারী, তা যার জন্য বহন করা হয়, এর মূল্য ভক্ষণকারী, তা পানকারী ও তা পরিবেশনকারী (এরা সবাই অভিশপ্ত)।

৩৩৮১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِي ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ شَيْبِ بْنِ سَمْعَتٍ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (أَوْ حَدَّثَنِي أَنَسٌ) قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَالْمَعْصُورَةُ لَهُ وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ لَهُ وَبَائِعُهَا وَالتَّبِيعَةُ لَهُ وَسَاقِيهَا وَالْمُسْتَقَاةُ لَهُ : حَتَّى عَدَّ عَشْرَةَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ۔

৩৩৮১ মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ ইবন ইয়াযীদ ইবন ইবরাহীম তুশতারী-(র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশভাবে শরাবের লা'নত করেছেন; তা উৎপাদনকারী, যে তা উৎপাদন করায়, তা যার জন্য উৎপাদন করানো হয়, তা বহনকারী, যার জন্য তা বহন করা হয়, তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, তা পরিবেশনকারী এবং যার জন্য তা পরিবেশন করা হয়। এ ভাবে তিনি দশজনের উল্লেখ করেছেন।

৭. بَابُ التَّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ : শরাবের ব্যবসা করা

৩৩৮২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثنا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ : عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنَ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ-

৩৩৮২ আবু বাকর ইবন আবু শারবা ও আলী-ইবন মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং শরাবের ব্যবসাও (হারাম) ঘোষণা করেন।

৩৩৮৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ بَلَغَ عُمَرُ أَنَّ سَمْرَةَ بَاعَ خَمْرًا : فَقَالَ قَاتِلِ اللَّهَ سَمْرَةَ : أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ : حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا-

৩৩৮৩ আবু বাকর ইবন আবু শারবা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) জানতে পারলেন যে, সামুরা (রা) শরার বিক্রি করে। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ সামুরাকে ধ্বংস করুন। সে কি জানে না যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “আল্লাহ তা’আলা ইয়াহুদীদের প্রতি লা'নত করুন, তাদের প্রতি চর্বি হারাম করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে”।

৮. بَابُ الْخَمْرِ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

অনুচ্ছেদ : লোকেরা শরাবের বিভিন্ন নামে নামকরণ করবে

৩৩৮৪ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ الدَّمَشْقِيِّ ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ : حَتَّى يَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي
الْخَمْرُ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا-

[৩৩৮৪] আব্বাস ইবন ওয়ালীদ দিমশকী (র)..... আবু উম্মা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোন রাত এবং দিন অতিবাহিত হবে না, যখন আমার উম্মাতের কতিপয় লোক, শরাবের ভিন্ন নামকরণ করে, তা পান করবে না।

[৩৩৮৫] حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ
الْعَبْسِيُّ عَنْ بِلَالُ بْنُ يَحْيَى الْعَبْسِيُّ : عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ،
عَنْ ثَابِتٍ عَنْ السَّمُطِ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ
نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا أَيَّاهُ-

[৩৩৮৫] হুসাইন ইবন আবু সারিয়্য (র)..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের কতিপয় লোক শরাবের ভিন্নতর বিশেষ নাম রেখে তা পান করবে।

৯. بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

অনুচ্ছেদ : প্রতিটি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস হারাম

[৩৩৮৬] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ : فَهُوَ
حَرَامٌ-

[৩৩৮৬] আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : প্রতিটি পানীয়, যা নেশার উদ্বেক করে, তা হারাম।

[৩৩৮৭] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ
الذَّمَارِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ كُلُّ مُكْرِ حَرَامٌ-

[৩৩৮৭] হিশাম ইবন আম্মার (র)..... সালিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিটি নেশা উদ্বেককারী জিনিস হারাম।

৩৩৮৮ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
 أَيُّوبَ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ
 حَرَامٌ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَذَا حَدِيثُ الْمَصْرِيِّينَ -

৩৩৮৮ ইউনুস ইবন আবদুল আলা (র)..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ প্রতিটি নেশা উদ্বেককারী জিনিস হারাম।

৩৩৮৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرُّقِيُّ ثَنَا : خَالِدُ بْنُ حَيَّانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزَّبْرِ قَانٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ ابْنِ أَوْسٍ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ -

৩৩৮৯ আলী ইবন মাইমুন রাকী (র)..... মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে
 শুনেছিঃ প্রতিটি নেশা উদ্বেককারী জিনিস, প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্য হারাম।

৩৩৯০ حَدَّثَنَا سَهْلٌ ، ثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عُلْقَمَةَ
 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ : وَكُلُّ
 خَمْرٍ حَرَامٌ -

৩৩৯০ সাহল (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
 প্রতিটি নেশা উদ্বেককারী জিনিস শরাবের অন্তর্ভুক্ত এবং যে কোন শরাবই হারাম।

৩৩৯১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ -

৩৩৯১ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি জিনিস হারাম।

১. بَابُ مَا أَشْكُرُ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

অনুবাদঃ যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা উদ্বেক করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম

৩৩৯২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْخَزَمِيُّ : ثَنَا أَبُو يَحْيَى ثَنَا أَبُو يَحْيَى
 ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ : وَمَا أَشْكُرُ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ -

৩৩৯২ ইব্রাহীম ইবন মুনযির হিয়ামী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিটি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস হারাম। আর যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

২২৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ابِرَاهِيمَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ بَكْرِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدَّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ۔

৩৩৯৩ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

২২৯৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ابِرَاهِيمَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ بَكْرِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدَّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ۔

৩৩৯৪ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র)..... আমর ইবন শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, সামান্য পরিমাণও হারাম।

১১. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দু'টি জিনিসের সংমিশ্রণে (উত্তেজক পানীয়) প্রস্তুত নিষেধ

২২৯০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْبَذَ التَّمْرَ الزَّبِيبَ جَمِيعًا - وَنَهَى أَنْ يَنْبَذَ الْبُسْرَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا۔ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ ابْنِ رَبَاحٍ الْمَكِّيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩৯৫ মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর ও আংগুর একত্রে ভিজিয়ে নাবীয় তৈরী করতে নিষেধ করেছেন এবং পাকা খেজুর ও কাঁচা খেজুর একত্রে মিশিয়ে নাবীয় তৈরী করতেও নিষেধ করেছেন।

২২৯৬ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَانِيُّ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْبَذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا وَانْبَذُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَدِيثِهِ۔

৩৩৯৬ ইয়াযীদ ইবন আবদুল্লাহ ইয়ামানী (র)..... আবু ছরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁচা খেজুর ও শুকনা খেজুর একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরী করবে না, তবে প্রতিটি স্বতন্ত্রভাবে ভিজিয়ে নাবীয তৈরী করতে পার।

৩৩৯৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سَلَمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطْبِ وَالزَّهْوِ وَلَا بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَدِيثِهِ-

৩৩৯৭ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : তোমরা পাকা খেজুর ও কাঁচা খেজুর একত্রে মিশাবে না। এবং খেজুর ও আংগুর একত্রে মিশাবে না। তবে এর প্রতিটি স্বতন্ত্রভাবে ভিজিয়ে নাবীয তৈরী করতে পার।

১২. بَابُ صِفَةِ النَّبِيذِ وَشُرْبِهِ

অনুচ্ছেদ : নাবীয পাকানো ও তা পান করা

৩৩৯৮ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِي الشَّوَّارِبِ : ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ : قَالَ : ثَنَا قَاسِمُ الْأَحْوَلِ : حَدَّثَنَا نَبَاةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْعَبْشَمِيَّةُ عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ : فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ أَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَنَطْرَحُهَا فِيهِ ثُمَّ نَنْصُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَنَنْبِذُهُ غَدُوةً فَيَشْرِبُهُ عَشِيَّةً وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرِبُ غَدُوةً - وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : نَهَارًا فَيَشْرِبُهُ لَيْلًا أَوْ لَيْلًا فَيَشْرِبُهُ نَهَارًا-

৩৩৯৮ উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একটি পাত্রে নাবীয বানাতাম। আমরা এক মুঠ খেজুর অথবা এক মুঠ আংগুর তুলে নিয়ে তাতে ছেড়ে দিতাম। অতঃপর তাতে পানি ঢেলে দিতাম। আমরা ভোর বেলা তা ভিজাতাম এবং তিনি সন্ধ্যা বেলা তা পান করতেন, আবার কখনও সন্ধ্যা বেলা ভিজাতাম এবং তিনি সকাল বেলা তা পান করতেন। আবু মু'আবিয়া (র) তাঁর বর্ণনায় বলেনঃ দিনে ভিজাতেন এবং তিনি রাতের বেলা তা পান করতেন, অথবা রাতের বেলা ভিজাতেন এবং তিনি দিনের বেলা তা পান করতেন।

৩৩৯৯ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي عَمْرِو الْبَصْرَانِيِّ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَشْرِبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدِ ، وَالْيَوْمِ الثَّالِثِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ أَوْ أَمْرَبَهُ فَأَهْرِيقُ-

৩৩৯৯ আবু কুরাইব (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নাবীয তৈরী করা হত এবং তিনি তা ঐ দিন অথবা পরদিন সকালে অথবা তৃতীয় দিন পর্যন্ত পান করতেন। পানের পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তিনি তা ঢেলে ফেলে দিতেন অথবা ঢেলে ফেলে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন।

৩৪০০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِي الشَّوَّارِبِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ كَانَ يُنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ -

৩৪০০ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য একটি পাথরের পাত্রে নাবীয তৈরী করা হত।

১৩. بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ

অনুচ্ছেদ : শরাবের পাত্রে নবীয বানানো নিষেধ

৩৪০১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُمَرَ وَثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبِذَ فِي النُّقَيْرِ وَالْمُزْفَتِ وَالِدُبَاءِ وَالْحَنْتَمَةِ : وَقَالَ : كُلُّ مُسْكٍ حَرَامٌ !

৩৪০১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেনঃ কাঠের পাত্রে, তৈলাক্ত পাত্রে, কদুর খোলের পাত্রে ও মাটির সবুজ পাত্রে নাবীয তৈরী করতে। তিনি আরও বলেনঃ সমস্ত নেশা সৃষ্টিকর জিনিস হারাম।

৩৪০২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبِذَ فِي الْمُزْفَتِ وَالْقَرْعِ -

৩৪০২ মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তৈলাক্ত পাত্রে ও কদুর খোলে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪০৩ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبِي عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالِدُبَاءِ وَالنُّقَيْرِ -

৩৪০৩ নাসর ইবন আলী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির সবুজ পাত্রে, কদুর খোলে ও কাঠের পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪.৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَالْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ! قَالَا : ثنا شَيْبَانَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ -

৩৪০৪ আবু বাকর ও আব্বাস ইবন আবদুল আজীম আনবারী (র)..... আবদুর রহমান ইবন ইয়ামার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল ও মাটির সবুজ পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।^১

১৪. بَابُ مَا رَخَّصَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ : উপরোক্ত পাত্রগুলোতে নাবীয তৈরীর অনুমতি

৩৪.৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ : ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ عَنْ ابْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فِيهِ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ -

৩৪০৫ আবদুল হামীদ ইবন বায়ান ওয়াসেতী (র)..... ইবন বুরাইদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি তোমাদেরকে কতগুলো পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম এখন তোমরা তাতে নাবীয তৈরী করবে এবং সমস্ত নেশা উদ্বেককারী জিনিস পরিহার করবে।

৩৪.৬ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ : أَنبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِيٍّ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ : إِلَّا وَإِنْ وَعَاءٌ لَا يَحْرَمُ شَيْئًا كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ -

৩৪০৬ ইউনুস ইবন আবদুল আলা (র)..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি কতগুলো পাত্রে তোমাদের নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন জেনে রাখ! পাত্র কোন জিনিস হারাম করে না। সকল নেশাকর দ্রব্য হারাম।

১ আরব সমাজের লোকেরা উপরোক্ত পাত্রগুলোতে মদ তৈরী করে তা সঞ্চয় করে রাখতো। ইসলামী যুগে মদ হারাম ঘোষিত হলে উপরোক্ত পাত্রসমূহ ও অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হয়। লোকদের মন থেকে মদের আকর্ষণ দূরীভূত হলে এবং তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হলে পুনরায় ঐ পাত্রগুলো অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।

১৫. بَابُ نَبِيذِ الْجَرِّ

অনুচ্ছেদ : মাটির কলসে নাবীয বানানো

৩৪০৭ حَدَّثَنَا سُرَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي رُمَيْثَةُ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا قَالَتْ : أَتَعْجِزُ أَحَدًا كُنْ أَنْ تَتَّخِذَ كُلَّ هَامٍ ، مِنْ جِلْدِ أَضْحِيَّتِهَا سِقَاءً ؟ ثُمَّ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْبِذَ فِي الْجَرِّ وَفِي كَذَا وَفِي كَذَا إِلَّا الْخَلَّ-

৩৪০৭ সুওয়াইদ ইবন সাদিদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন মহিলা কি প্রতি বছর তার কুরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে একটি মশক বানাতে সক্ষম নয়? তিনি পুনরাবৃত্তি করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির কলসে এবং এরূপ এরূপ পাত্রে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন, অবশ্য সিরকা বানানো যেতে পারে।

৩৪০৮ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطَمِيُّ : ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : ثنا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْبِذَ فِي الْجَرِّ-

৩৪০৮ ইসহাক ইবন মুসা খাতমী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির কলসে নাবীয বানাতে নিষেধ করেছেন।

৩৪০৯ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ثنا الْوَلِيدُ عَنْ صَدَقَةَ أَبِي مُعَاوِيَةَ : عَنْ زَيْدِ بْنِ وَقْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَنْبِذُ جَرًّا يَنْشُ فَقَالَ اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطِ : فَإِنَّ هَذَا شَرَابٌ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ-

৩৪০৯ মুজাহিদ ইবন মুসা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট মাটির কলসে প্রস্তুত নাবীয নিয়ে আসা হলো যাতে মাদকতা এসে গিয়েছিল। তিনি বললেন : এটা ঐ দেয়ালের উপর নিক্ষেপ কর। কারণ তা কেবল সেইসব লোক পান করতে পারে, যাদের আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান নেই।

১৬. بَابُ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ : পাত্র ঢেকে রাখা প্রসংগে

৩৪১০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي لَزُبَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا

السَّقَاءَ وَأَطْفِئُوا السَّرَاجَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سَقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْزُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوْدًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ : فَإِنَّ الْفَوَيْسِقَةَ تَضُرُّ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ-

৩৪১০ মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র ঢেকে রাখ, মশকের মুখ বন্ধ করে দাও, প্রদীপ নিভিয়ে দাও এবং ঘরের দরজা বন্ধ কর (শোয়ার সময়)। কারণ শয়তান (মুখ বন্ধ) মশক খুলতে পারে না, (বন্ধ) দরজাও খুলতে পারে না এবং (ঢেকে রাখা) পাত্র খুলতে পারে না। তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি পাত্র ঢাকার মত কিছু না পায়, তবে সে যেন তার উপর একটি কাঠ আড়াআড়িভাবে রেখে দেয় এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করে। কেননা ইদুর মানুষের ঘর জ্বালিয়ে দেয়।

৩৪১১ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَغْطِئَةِ الْإِنَاءِ : وَإِبْكَاءِ السَّقَاءِ وَكَفَاءِ الْإِنَاءِ-

৩৪১১ আবদুল হামীদ ইব্ন বাযান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন : পাত্র ঢেকে রাখতে, মশকের মুখ বন্ধ করতে এবং খালি পাত্র উপুড় করে রাখতে।

৩৪১২ حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا حَرَامِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ثَنَا حَرِيشُ بْنُ خَرِيتٍ : أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَنْيَةِ مِنَ اللَّيْلِ مُحَمَّوَةً : إِنَاءً لَطُهْرِهِ : وَإِنَاءً لِسَوَاكِهِ : وَإِنَاءً لِسَرَابِهِ-

৩৪১২ ইসমাহ ইব্ন ফাদল (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য রাতের বেলা তিনটি পাত্র রাখতাম, তিনটিই ঢেকে রাখতাম। একটি তাঁর পবিত্রতা অর্জনের জন্য, একটি তাঁর মিসওয়াকের জন্য এবং একটি তার পান করার জন্য।

১৭. بَابُ الشَّرْبِ فِي أَنْيَةِ الْفِضَةِ

অনুচ্ছেদ : রূপার পাত্রে পান করা

৩৪১৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : عَنْ

أُمُّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يَجْرُجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ۔

[৩৪১৩] মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে নিজের পেটে গড়গড় করে জাহান্নামের আগুন ঢেলে দেয়।

[৩৪১৪] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِي الشَّوَّارِبِ : ثَنَا أَبُو عُوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي كَيْلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الشَّرْبِ فِي إِنِيعَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ : وَقَالَ : هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ۔

[৩৪১৪] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র)..... হুয়াইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনা ও রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : তা তাদের (কাফিরদের) জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য আখিরাতে।

[৩৪১৫] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ امْرَأَةٍ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ فِضَّةً فَكَأَنَّمَا يَجْرُجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ۔

[৩৪১৫] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আরেশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে যেন নিজের পেটে গড়গড় করে জাহান্নামের আগুন ঢেলে দেয়।

১৮. بَابُ الشَّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ

অনুচ্ছেদ : তিন শ্বাসে পানীয় দ্রব্য পান করা

[৩৪১৬] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ : ثَنَا عُرْوَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ شُمَامَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ : ثَلَاثًا : وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي النَّاءِ ثَلَاثًا۔

[৩৪১৬] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তিন শ্বাসে পানি পান করতেন। আনাস (রা)-এও ধারণা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন শ্বাসে পানি পান করতেন।

৩৪১৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا رِشْدُ بْنُ ابْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ فَنَفَسَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ-

৩৪১৭ হিশাম ইবন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পানি পান করলেন এবং পানের সময় দুইবার শ্বাস নিলেন।

১৭. بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

অনুচ্ছেদ : মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করা

৩৪১৮ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ: أَنْ يَشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا-

৩৪১৮ আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মশকের মুখ উল্টিয়ে, তাতে মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪১৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ وَهْرَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ وَإِنْ رَجُلًا بَعْدَمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ: قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ فَأَخْتَنَتْهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ-

৩৪১৯ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই নিষেধাজ্ঞার পর এক ব্যক্তি রাতের বেলা উঠে মুখ উল্টে পানি পান করতে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তা থেকে একটি সাপ বেরিয়ে আসে।

২. بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ

অনুচ্ছেদ : মশকের মুখ দিয়ে পানি পান করা

৩৪২০ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ-

৩৪২০ বিশর ইবন হিলাল সাওয়াফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪২১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السَّقَاءِ -

৩৪২১ আবু বাকর ইবন খালাফ আবু বিশর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ মশকের মুখ দিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

২১. بَابُ الشَّرْبِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ : দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করা

৩৪২২ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا فَعَلَ قَائِمًا -

৩৪২২ সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী -কে যমযমের পানি পরিবেশন করলাম। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় পান করলেন। (রাবী শাবী বলেন): আমি এ হাদীস ইকরিমার নিকট বর্ণনা করলে তিনি আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ তা করেননি।

৩৪২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ لَهُ (يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ الْأَنْصَارِيَّةِ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ : فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ فَقَطَعَتْ فَمِ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِي بَرَكَةً مَوْضِعَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৪২৩ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)..... কাবশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ তাঁর নিকট এলেন। নিকটই পানির মশক ঝুলানো ছিল। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় তা থেকে পান করলেন। রাসূলুল্লাহ -এর মুখ লাগানো স্থানের বরকত লাভের জন্য কাবশা (রা) মশকের মুখ কেটে সংরক্ষণ করেন।

৩৪২৪ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ سَعْدَةَ ثَنَا بِشْرِ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا -

৩৪২৪ হুমাইদ ইব্ন মাসআদা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

২২. بَابُ إِذَا شَرِبَ أُعْطِيَ الْإِيْمَنُ فَلَا يُعْمَنُ

অনুচ্ছেদ : পানের সময় পর্যায়ক্রমে ডান দিকের ব্যক্তিকে দেবে

৩৪২৫ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بَلْبَنَ قَدْ شَيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ اِعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أُعْطِيَ الْاِعْرَابِيُّ : وَقَالَ وَالْإِيْمَنُ فَلَا يُعْمَنُ

৩৪২৫ হিশাম ইব্ন আন্নার (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য পানি মিশ্রিত দুধ আনা হল। তাঁর ডানপাশে ছিল এক বেদুঈন এবং বাম পাশে ছিলেন আবু বকর (রা) তিনি পান করার পর বেদুঈনকে দেন এবং বলেন : পর্যায়ক্রমে ডানদিকে থেকে।

৩৪২৬ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلْبَنَ وَعَنْ يَمِينِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا بَيْنَ عَبَّاسٍ أَتَاذَنُ لِي أَنْ أَسْقَى خَالِدًا : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا أَحَبُّ أَوْثَرُ بِسْوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ وَشَرِبَ خَالِدٌ-

৩৪২৬ হিশাম ইব্ন আন্নার (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দুধ দেয়া হল। তাঁর ডান দিকে ছিলেন ইব্ন আব্বাস (রা) ও বাম দিকে ছিলেন খালিদ ইব্ন শুয়ালীদ (রা) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, তুমি কী আমাকে আগে খালিদকে দেয়ার অনুমতি দেবে? ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উচ্চিষ্টের ক্ষেত্রে আমার উপর অপর কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়া আমি পছন্দ করি না। অতএব ইব্ন আব্বাস (রা) দুধের পাত্র নিয়ে পান করেন এবং খালিদ (রা)-ও পান করেন।

২২. بَابُ التَّنَفُّسِ فِي الْأَنَاءِ

অনুচ্ছেদ : পানির পাত্রে শ্বাস ফেলা নিষেধ

৩৪২৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْغَزِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَنْجِ الْإِنَاءَ ثُمَّ يَعِدْ أَنْ كَانَ يَرِيدُ۔"

৩৪২৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন পানীয় দ্রব্য পান করে তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে শ্বাস না ফেলে। শ্বাস নেয়ার প্রয়োজন হলে মুখ থেকে পাত্র সরিয়ে নেবে, অতঃপর আরও পান করতে চাইলে পাত্র থেকে পান করবে।

৩৪২৮ আবু বাকর ইবন খালাফ আবু বিশ্বর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **عِكْرَمَةَ** عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ۔"

৩৪২৮ আবু বাকর ইবন খালাফ আবু বিশ্বর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানপাত্রে শ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।

২৪. بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

অনুচ্ছেদ : পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেয়া নিষেধ

৩৪২৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْفُخَ فِي الْإِنَاءِ۔"

৩৪২৯ আবু বাকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানপাত্রে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

৩৪৩০ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُجَارِبِيُّ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ۔"

৩৪৩০ আবু কুরাইব (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দিতেন না।

২৫. بَابُ الشَّرْبِ بِالْأَكْفِ وَالْكَرْعِ

অনুচ্ছেদ : আঙ্গুল ভরে পানি পান করা এবং পানিতে মুখ লাগিয়ে পান করা

৩৪৩১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ : ثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : عَنْ أَبِيهِ عَنْ

جَدَّهُ : قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبُ عَلَى بُطُونِنَا وَهُوَ الْكَرْعُ وَنَهَانَا أَنْ تَعْتَرِفُ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ : وَقَالَ لَا يَلْغُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلْغُ الْكَلْبُ : وَقَالَ يَشْرَبُ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ : وَقَالَ يَشْرَبُ بِاللَّيْلِ فِي أَنْاءٍ حَتَّى يَحْرَكُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَنْاءٌ مُخَمَّرًا : وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْاءٍ : يُرِيدُ التَّوَاضُّعَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ أَنْاءٌ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : إِذَا طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ : أَفْ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا -

৩৪৩১ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসাফফা হিমসী (র)..... আসিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে উপড় হয়ে অর্থাৎ পাত্রের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে এক হাতের আজল ভরে পানি পান করতেও নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন কুকুরের অনুরূপ পানিতে মুখ দিয়ে পান না করে, এক হাতেও যেন পানি পান না করে যেমন একদল লোক পান করে থাকে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট। রাতের বেলা পানপাত্র আন্দোলিত না করে যেন পানি পান না করে। তবে পাত্র আবৃত অবস্থায় থাকলে স্বতন্ত্র কথা। যে ব্যক্তি পাত্র থেকে পান করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাত দিয়ে পানি পান করে এবং এর দ্বারা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ তার উদ্দেশ্যে তবে আল্লাহ তা'আলা তার আংগুলের সম পরিমাণ পুণ্য তার আমল নামায় লিখে দিবেন, কারণ হাত হচ্ছে ঈসা ইব্ন মারিয়ম (আ)-এর পানপাত্র যখন তিনি পানপাত্র ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, আফসোস এটাও পার্থিব উপকরণ।

২৪২২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : وَهُوَ يَحُولُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنْ : فَاسْقِنَا وَالْأَكْرَعُنَا قَالَ : عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنْ فَانْطَلِقْ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى الْغُرَيْشِ فَحَسِبَ لَهُ شَاةٌ عَلَى مَاءٍ بَاتَ فِي شَنْ : فَشَرِبَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ -

৩৪৩২ আহমাদ ইব্ন মানসূর আবু বাকর (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক আনসার ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি নিজের বাগানে পানি দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেনঃ তোমার নিকট যদি মশকের বাসি পানি থাকে, তবে আমাদের পান করাও, অন্যথায় আমরা মুখ লাগিয়ে পান করে নেব। তিনি বলেন, আমার নিকট মশকের বাসী পানি আছে। অতঃপর তিনি কুঁড়ে ঘরের দিকে গেলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে গেলাম। ঐ সাহাবী তাঁর জন্য একটি বকরী দোহন করে তার দুধ মশকের পানিতে ঢাললেন। তিনি তা পান করলেন। অতঃপর তাঁর সাথে যারা ছিল তাদের সাথেও এরূপ করা হল।

৩৪৩৩ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثنا ابْنُ قُضَيْلٍ عَنْ لَيْسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَامِرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْنَا عَلَى بَرَكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكْرَعُوا وَلَكِنْ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبُ مِنَ الْيَدِ-

৩৪৩৩ ওয়াসিল ইবন আবদুল আলা (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি পানির চৌবাচ্চা অতিক্রমকালে তা থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : তোমরা মুখ লাগিয়ে পানি পান কর না, বরং হাত ধৌত করে নাও অতঃপর তাতে পান কর। কারণ হাতের তুলনায় অধিক পবিত্র কোন পাত্র হতে পারে না।

২৬. بَابُ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرَهُمْ شَرِبًا

অনুচ্ছেদ : পরিবেশনকারী সবশেষে পান করবে

৩৪৩৪ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرَهُمْ شَرِبًا-

৩৪৩৪ আহমাদ ইবন আবদাহ ও শু'আইব ইবন সাদিদ (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকদের পানীয় পরিবেশনকারী সবশেষে পান করবে।

২৭. بَابُ الشَّرْبِ فِي الزُّجَاجِ

অনুচ্ছেদ : গ্লাসে পান করা

৩৪৩৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا زَيْدُ بْنُ جُبَابٍ ثنا مَيْمُونُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ : عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدَحٌ قَوَارِيرٌ يَشْرَبُ فِيهِ-

৩৪৩৫ আহমাদ ইবন সিনান..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি কাঁচের গ্লাস ছিল। তিনি তাতে পানীয় পান করতেন।

كِتَابُ الطَّبِّ
অধ্যায় : চিকিৎসা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩১. كِتَابُ الطَّبِّ

অধ্যায় ৪ চিকিৎসা

১. بَابُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

অনুচ্ছেদ : সব রোগেরই আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন

৩৪২৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا ثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ ﷺ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا ؟ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا ؟ فَقَالَ لَهُمْ عِبَادُ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنْ اقْتَرَضَ مِنْ عَرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لَا نَتَدَاوَى ؟ قَالَ تَدَاوَوْا : عِبَادُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرٌ مَا أَعْطَى الْعَبْدُ ؟ قَالَ خَلُقَ حَسَنٌ-

৩৪৩৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা হিশাম ইবন আশ্বার (র)..... উসামাহ ইবন শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বেদুঈনদের প্রশ্ন করতে শুনেছি যে, অমুক কাজে কি আমাদের গুনাহ হবে? অমুক কাজে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বললেন আল্লাহর বান্ধারা! কোন কিছুতেই আল্লাহ গুনাহ রাখেন কি, আপন ভাইদের কোনরূপ মানহানি করবে তাতেই শুধু গুনাহ হবে। তারা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! চিকিৎসা গ্রহণ না করাতে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বললেন : আল্লাহ বান্ধারা! ঔষধ গ্রহণ করো কেননা মহান বার্বক্য ছাড়া এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার সাথে শিক্ষা পাঠাননি। তারা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! বান্দাকে প্রদত্ত সর্বোত্তম বিষয় কী? তিনি বললেন : উত্তম চরিত্র।

৩৪৩৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي خَزَامَةَ عَنْ أَبِي خَزَامَةَ : قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا وَرَقِي نَسْتَرْقِي بِهَا وَتَقَى نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا ؟ قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ -

৩৪৩৭ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)..... আবু খিয়ামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো, যে সকল ঔষধ দ্বারা আমরা চিকিৎসা গ্রহণ করি এবং যে সকল তাবিজ মাদুলি দ্বারা আমরা ঝাঁড় ফুক করি এবং যে সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করি, সে সম্পর্কে আপনার মত কী? সে গুলো কি আল্লাহর তাকদীরকে কিছুমাত্র রদ করতে পারে? তিনি বললেন : সেগুলোও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।

৩৪৩৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً -

৩৪৩৮ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আল্লাহ এমন কোন রোগ দেননি, যার শিফা তিনি পাঠাননি।

৩৪৩৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ : ثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً -

৩৪৩৯ আবু বকর ইবন আবু শায়রা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ এমন কোন রোগ দেননি, যার শিফা তিনি পাঠাননি।

২- بَابُ الْمَرِيضِ يَشْتَهِي الشَّيْءَ

অনুচ্ছেদ : রুগীর কিছু (খোঁস) ইচ্ছা হলে

৩৪৪০ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُيَيْرَةَ : ثَنَا أَبُو مَكِينٍ : عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزٌ بَرٌّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ ثُمَّ أَخِيهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَهَى مَرِيضٌ أَحَدَكُمْ شَيْئًا فَلْيَطْعِمَهُ -

[৩৪৪০] হাসান ইবন আলী খাল্লল (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একজন (অসুস্থ) লোককে দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কী (খেতে) ইচ্ছা করছে ? তখন সে বললো : আমার গমের রুটি খেতে ইচ্ছা করছে, তখন নবী ﷺ বললেন : যার কাছে গমের রুটি আছে সে যেন তার ভাইয়ের কাছে তা পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর নবী ﷺ বললেন : তোমাদের কোন রুগী যখন কিছু খেতে ইচ্ছা করবে তখন সে যেন তাকে তা খেতে দেয়।

[৩৪৪১] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : ثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَانِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيدَ الرُّقَاشِيِّ : " عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَرِيضٍ يَعْزُونَ : قَالَ أَتَشْتَهِي شَيْئًا ؟ قَالَ أَشْتَهِي كَعُكًا : قَالَ نَعَمْ فَطَلَبُوا لَهُ -"

[৩৪৪১] সুফিয়ান ইবন ওয়াকী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী ﷺ একজন অসুস্থ ব্যক্তির সেবার জন্য তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন : তুমি কি কিছু (খেতে) চাও ? সে বললো : আমি কেক খেতে চাই, তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন তারা তার জন্য তা চেয়ে নেয়।

৩. بَابُ الْحَمِيَّةِ

অনুচ্ছেদ : বেছে - গুছে চলা

[৩৪৪২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : ثنا أَبُو عَامِرٍ وَابْنُ دَاوُدَ قَالَا : ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذَرِ بِنْتِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيَّةِ : قَالَتْ : دَخَلَ عَيْنًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلَى نَاقَةٍ مِنْ مَرَضٍ وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةٌ : وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهَا : فَتَنَاولَ عَلَى لِيَأْكُلَ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ بَانَكَ نَاقَهُ قَالَتْ فَصَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ سِلْقًا وَشَعِيرًا : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَلِيُّ ! مِنْ هَذَا : فَاصْبُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ -"

[৩৪৪২] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার..... উম্মে মুনযির বিনতে কায়েস আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। আর তাঁর সাথে ছিলেন আলী ইবন আবু তালিব (রা)। আলী (রা) সদ্য রোগ মুক্তির কারণে দুর্বল ছিলেন। আমাদের এখানে কয়েক খোঁকা খেজুর লটকানো ছিলো। নবী ﷺ তা থেকে খাচ্ছিলেন। আলীও খাওয়ার জন্য নিলেন।

তখন নবী ﷺ বললেন : হে আলী, রাখে। তুমি তো রোগে দুর্বল। তিনি (উম্মুল মুনযীর) বলেনঃ তখন আমি নবী ﷺ-এর জন্য যব ও বীট মিশ্রিত খাবার প্রস্তুত করলাম, তখন নবী ﷺ আলী কে বললেন : এটা থেকে খাও। কেননা এটা তোমার জন্য অধিক উপকারী।

۳۴۴۳ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ مِنْ وَلَدِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُهَيْبٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَذْنُ فَكُلْ - فَأَخَذْتُ أَكُلُ مِنَ التَّمْرِ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَأْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : إِنِّي أَمْضَعُ مِنْ نَاحِيَةِ أُخْرَى فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩৪৪৩ আবদুর রহমান ইবন আবদুল ওয়াহহাব (র)..... মুহায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর সামনে রুটিও খেজুর ছিলো। তখন নবী ﷺ বললেন : কাছে এসে যাও। তখন আমি খেজুর থেকে খেতে লাগলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি খেজুর খাচ্ছে তোমার তো চোখ ওঠেছে। রাবী বলেনঃ তখন আমি বললাম, আমি অন্য দিক থেকে চিবুছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মুচকি হাসলেন।

৪. بَابُ لَا تَكْرَهُوا الْمَرِيضَ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ : অসুস্থকে জোর করে খাওয়ানো

۳۴৪৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا بَكْرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكْرَهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ : فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ -

৩৪৪৪ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... উকবাহ ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের অসুস্থ ব্যক্তিকে পানাহারের ব্যাপারে জোর দস্তি করবে না। কেননা আল্লাহ তাদেরকে পানাহার করান।

৫. بَابُ التَّلْبِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ : তালবীনা (দুধ, মধু ও আটা তৈরী খাবার) খাওয়া

۳৪৪৫ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ بَرْكَه عَنْ أُمِّهِ : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا

أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعَكَ أَمَرَ بِالْحِسَاءِ قَالَتْ : وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّهُ لَيَرْتُو فُوَادَ الْحَزِينِ وَيَسْرُو عَنْ فُوَادِ السَّقِيمِ : كَمَا تَسْرُو أَحَدًا كُنَّ الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهَا بِالْمَاءِ -

[৩৪৪৫] ইব্রাহীম ইবন সাদ্দ জাওহারী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবার পরিজন জুরাক্রান্ত হলে, তিনি হাসা তৈরী করার নির্দেশ দিতেন। তিনি (আয়েশা) বলেন, তিনি বলতেনঃ দুঃখগ্রস্ত হৃদয়ে তা প্রফুল্লতা আনে। এবং অসুস্থের মন থেকে নির্জীবতা এমনভাবে ধুয়ে মুছে ফেলে, যেমন তোমার কেউ পানি দিয়ে তার মুখ থেকে ময়লা ধুয়ে ফেলে।

[৩৪৪৬] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهَا ثُمُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيزِ النَّافِعِ التَّلْبِينَةَ يَعْنِي الْحِسَاءَ : قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلِ الْبِرْمَةَ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَنْتَهَى أَحَدُ طَرَفَيْهِ يَعْنِي يَبْرَأُ أَوْ يَمُوتُ -

[৩৪৪৬] আলী ইবন আবু খাসীব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেঃ নবী ﷺ বলেছেনঃ অপ্রিয় অথচ উপকারী বস্তুটি তোমরা অবশ্যই গ্রহণ করবে, আর তা হলো- তালবীনা অর্থাৎ হাসা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবার পরিজনের কেউ যখন অসুস্থ হতেন, তখন (হাসা এর) ডেগ চুলার উপর থাকতো, দু'দিকের এক দিকে, অর্থাৎ বাঁচা- মরা পর্যন্ত।

৬. بَابُ الْحَبَّةِ السُّودَاءِ

অনুচ্ছেদ : কালজিরা সম্পর্ক

[৩৪৪৭] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَرِثِ الْمِصْرِيُّانِ : قَالَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السُّودَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ -

وَالسَّامُ الْمَوْتُ : وَالْحَبَّةُ السُّودَاءُ الشُّونِيزُ -

[৩৪৪৭] মুহাম্মাদ ইবন মিসরী ও মুহাম্মাদ ইবন হারিদ মিসরী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, কালজিরাতে মৃত্যু ব্যতীত সব রোগের শিফা রয়েছে। 'সাম' অর্থাৎ মৃত্যু। হাব্বাতুস সাওদা- কালজিরা।

৩৪৪৮ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى ابْنُ خَلْفِ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ : قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ : فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ -

৩৪৪৮ আবু সালামা ইয়াহইয়া ইবন খালাফ (র)..... সালিম ইবন আবুদুহা (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ﷺ বলেছেনঃ এই কালোদানা (কালিজিরা) অবশ্যই তোমরা ব্যবহার করবে; কেননা তাতে মৃত্যু ছাড়া আর সব রোগের শিফা রয়েছে।

৩৪৪৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْبَانَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ : عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبَجَرٍ : فَمَرَضَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدَمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ : فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَخَذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَمْعًا : فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ أَقْطَرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطْرَاتٍ زَيْتٍ فِي هَذَا الْجَانِبِ وَفِي هَذَا الْجَانِبِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ السَّامُ قُلْتُ وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ " الْمَوْتُ " -

৩৪৪৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... খালিদ ইবন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমরা বের হলাম এবং আমাদের সাথে ছিলেন গালিব ইবন আবজার। তিনি পথিমধ্যে অসুস্থ হলেন। আমরা তাঁর অসুস্থ অবস্থায় মদীনায় উপনীত হলাম। তখন ইবন আবু আতীক (র) তাঁকে দেখতে এলেন এবং আমাদের বললেন : এই কালোদানাগুলো তোমরা ব্যবহার করবে, তা থেকে পাঁচ কি সাতটি দানা নাও এবং সেগুলো পিষে তেলে মিশিয়ে নাকের এপাশে ওপাশে অর্থাৎ উভয় হ্রদ পথে ফোটা ফোটা দাও। কেননা আয়েশা (রা) তাঁদের হাদীস শুনিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন: এই কালো দানা হলো সব রোগের জন্য শিফা; তবে যদি তা 'সাম' না হয়, আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'সাম' কী? তিনি বললেন: মৃত্যু।

۷. بَابُ الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ : মধু

২৪৫۰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَدَّاشٍ : ثَنَا سَعِيدُ زَكْرِيَاءَ الْقُرَشِيُّ : ثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَالِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ لَعِقِ الْعَسَلِ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ -

৩৪৫০] মাহমুদ ইবন খিদাশ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন সকালে মধু চেটে খায় তাকে বড় ধরনের কোন মুসীবত (রোগ) আক্রান্ত করবে না।

৩৪৫১] حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ بِكْرٍ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ ثَنَا أَبُو حَمْرَةَ الْعَطَّارِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ أَهْدَى النَّبِيِّ ﷺ عَسَلٌ فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعْقَةً لُعْقَةً فَأَخَذْتُ لُعْقَتِي ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزَادَ أُخْرَى ؟ قَالَ نَعَمْ-

৩৪৫১] আবু বিশর বাকর ইবন খালাফ (র)..... জারিফ ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ কে মধু হাদিয়া দেওয়া হলো, তখন তিনি আমাদের মাঝে চেটে খাওয়ার পরিমাণ করে বন্টন করলেন, আমি আমার চাটুনির অংশটুকু নিলাম এবং বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে আরো একটু দিন, তিনি বললেন : আচ্ছা।

৩৪৫২] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْرَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءِ مِنَ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ :

৩৪৫২] আলী ইবন সালামাহ (র)..... আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা দুই আরোগ্য দানকারী মধু ও কুরআনকে অবশ্যই গ্রহণ করবে।

৮. بَابُ الْكَمَاءِ وَالْعَجْوَةِ

অনুচ্ছেদ : কাম'আত (ব্যাঙের ছাতা বা মাসরুম) ও আজওয়া খেজুর

৩৪৫৩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ نَفِيرٍ ثَنَا اسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ : ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَيَّاسٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِّ : وَمَا وَهَّاشِفَاءٌ لِلْعَيْنِ : وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ الْجَنَّةِ-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقْيَانُ : قَالَا ثَنَا سَعِيدُ ابْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَيَّاسٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَضْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ-

৩৪৫৩ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুযায়র (র)..... আবু সাঈদ ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাম'আত হলো মান্না (বনু ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত আসমানী খাবার) এর শ্রেণীভুক্ত এবং তার রস চোখের জন্য শিফা। আর আজওয়া খেজুর হলো জান্নাতের সাথে সম্পর্কিত। তাহলো উম্মাদ রোগের শিফা।

আলী ইবন মায়মুন ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ রাক্কীযান (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৪৫৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ سَمِعَ عُمَرَو بْنَ حَرْثٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ بْنَ عُمَرَو بْنَ نَفِيلٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْكَمَاءَ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ-

৩৪৫৪ মুহাম্মাদ ইবন সাববাহ (র)..... সাঈদ ইবন যায়িদ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, কাম'আত হলো সেই 'মান্না' এর শ্রেণীভুক্ত, যা আদ্বাহ বনু ইসরাঈলের প্রতি নাযিল করেছিলেন। এর রস চোখের জন্য শিফা।

৩৪৫৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ ، ثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا الْكَمَاءَ فَقَالُوا : هُوَ جُدْرِي الْأَرْضِ فَنَمَى الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءُ مِنَ السَّمِّ-

৩৪৫৫ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে আলোচনা করছিলাম। এবং কাম'আত প্রসঙ্গে বললাম। তারা বললো: এটা হচ্ছে ভূমির আবর্জনা। অতঃপর কথটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোচরীভূত হলো। তখন তিনি বললেন: কাম'আত হচ্ছে মান্না এর অন্তর্ভুক্ত এবং আজওয়া হচ্ছে জান্নাতী খাবারের অন্তর্ভুক্ত। আর তা হলো বিষের প্রতিষেধক।

৩৪৫৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا الْمُشْمَعِلُ ابْنُ آيَسٍ الْمَزْنِيُّ : حَدَّثَنِي عُمَرَو بْنَ سُكَيْمٍ : قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عُمَرَو وَالْمَزْنِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْعَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ-

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَفِظْتُ الصَّخْرَةَ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ فِيهِ-

৩৪৫৬ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... রাফি ইবন আমর মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আজওয়া ও সাখরাহ খেজুর জান্নাতী খাবারের অন্তর্ভুক্ত।

৯. بَابُ السُّنَنِ وَالسُّنُوتِ

অনুচ্ছেদ : সানা ও সানূত

৩৪৫৭ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اِبْنُ يُوْسُفَ بْنِ سَرَحٍ الْفَرِيبِيُّ : ثنا عُمَرُو اِبْنُ بَكْرِ السَّكْسَكِيُّ : ثنا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي عُبَيْلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا اَبِي بَنْ اُمِّ حَرَامٍ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَبْلَتَيْنِ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ وَالسُّنُوتِ : فَاِنْ فِيْهِمَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلَّا السَّامُ : قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَمَا السَّامُ : قَالَ الْمَوْتُ -

قَالَ عُمَرُو قَالَ اِبْنُ اَبِي عُبَيْلَةَ السُّنُوتُ الشَّيْبُ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ بَلْ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُوْنُ فِي زِقَاقِ السَّمْنِ : وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ -

هُمُ السَّمْنُ بِالسُّنُوتِ لَا اِنْسَ فِيْهِمْ . وَهُمْ يَمْنَعُوْنَ جَارَهُمْ اَنْ يَفْرَدًا -

৩৪৫৭ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন সারহ ফিরযাবী (র)..... আবু উবাই ইবন উম্মে হারাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উভয় কিবলায় সালাত আদায় করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “তোমরা সানা ও সানূত অবশ্যই ব্যবহার করবে। কেননা তাতে সাম ছাড়া প্রতিটি রোগের শিফা রয়েছে, জিজ্ঞাসা করা হলো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! ‘সাম’ কী? তিনি বললেন: মৃত্যু। রাবী আমর বলেন: ইবন আবু আবলাহ বলেন, সানূত অর্থ এক ধরনের উদ্ভিদ, পক্ষান্তরে অন্যরা বলেছেন চামড়ার পাত্রে রক্ষিত মধু।

১. بَابُ الصَّلَاةِ شِفَاءً

অনুচ্ছেদ : সালাত একটি শিফা

৩৪৫৮ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ : ثنا السَّرِيُّ بْنُ مُسْكِيْنٍ ثنا ذُوَادُ اِبْنُ عُبَيْلَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَهَجَرْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ فَالْتَفَتَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَشْكَمْتَ وَرَدُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ قُمْ فَصَلِّ : فَاِنْ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءٌ -

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْفُطَّانُ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ : ثنا أَبُو سَلَمَةَ : ثنا ذُوَادِ بْنِ عُلْبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ اشْكَمْتُ دَرْدُ يَعْنِي تَشْتَكِي بِطَنِكَ بِالْفَارِسِيَّةِ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ بِهِ رَجُلٌ لَاهِلُهُ فَاسْتَعْدُوا عَلَيْهِ -

৩৪৫৮ জাফর ইবন মুসাফির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ হিজরত করলে আমিও হিজরত করলাম। আমি সালাত আদায় করে তাঁর পাশে বসে পড়লাম। নবী ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমার পেটে কি ব্যথা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন: উঠ এবং সালাত আদায় কর। কেননা সালাতে শিফা রয়েছে।

আবুল হাসান কাত্তান (র)-এর সূত্রে দাউদ ইবন উলবাহ অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন: (রাসূলুল্লাহ বললেন) দারদ-ফারসী যার অর্থ তোমার পেটে কি ব্যথা হচ্ছে?

১১. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ

অনুচ্ছেদ : জীবন বিনাশী ঔষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ

৩৪৫৭ حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ يَعْنِي السَّمَّ -

৩৪৫৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবন বিনাশী ঔষধ অর্থাৎ বিষ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৩৪৬০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ : عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ : خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا -

৩৪৬০ আবু বাকর ইবন আবু শায়ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বিষপান করে নিজেকে হত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনের অনন্ত কালের বাসিন্দা হয়ে বিষপান করতে থাকবে।

১২. بَابُ دَوَاءِ الْمَشْيِ

অনুচ্ছেদ : জুলাব ব্যবহার সম্পর্কে

৩৪৬১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنِ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَنْ مَوْلَى لِمَعْمَرِ التَّيْمِيِّ : عَنْ مَعْمَرِ جَعْفَرٍ : عَنْ

التَّيْمِيَّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاذَا كُنْتُ تَسْتَمِشِينَ قُلْتُ بِالشَّمِّ قَالَ حَارٌّ جَارٌّ : ثُمَّ اسْتَبَشِيتُ بِالسَّنَى فَقَالَ : لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِي مِنَ الْمَوْتِ : كَانَ السَّنَى وَالسَّنَى شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ -

৩৪৬১ আবু বাকর ইবন শায়বা (র)..... আসমা বিনতে উমায়স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কিসের জ্বলাব নিয়ে থাকো? আমি বললাম শুভরূপ দিয়ে। তিনি বললেন : সে তো ভীষণ গরম জিনিস। অতঃপর আমি সানা দ্বারা জ্বলাব নিলাম, তখন তিনি বললেন : কোন ঔষধ যদি মৃত্যু থেকে শিফা দিতো, তাহলে সেটা হতো সানা, আর সানা হলো মৃত্যু থেকে শিফাদানকারী।

১২. بَابُ دَوَاءِ الْعُذْرَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْغَمْرِ

অনুচ্ছেদ : গলার অসুখের ঔষধ এবং দাবানো সম্পর্কে নিষেধ

২৪৬২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ : قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مَحْصَنٍ : قَالَتْ : دَخَلْتُ : بِابْنِ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلَامَ تَدْعُرْنَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذَا الْعَلَاقِ ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ : فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلْدُ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ : أَنْبَأَنَا يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ : عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مَحْصَنٍ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ - قَالَ يُونُسُ أَعْلَقْتُ يَعْنِي غَمَزْتُ !

৩৪৬২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন সাববাহ(র)..... উম্মে ফায়দ বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার একপুত্র কে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম, এবং গলার অসুখের কারণে আমি তার গলা দাবাচ্ছিলাম, তখন তিনি বললেন: কেন তোমরা তোমাদের ছেলের (গলা) এভাবে দাবাও? এই আগর কাঠ তোমাদের ব্যবহার করা উচিত। কেননা তাতে সাত ধরনের শিফা রয়েছে। গলার ব্যথায় নাকের ছিদ্র পথে তা প্রবেশ করানো হবে এবং ফুসফুস বিপ্লির প্রদাহে তা মুখে ঢেলে দিতে হবে।

আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ মিসরী (র)..... উম্মে কায়স বিনতে মিহসান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৪. بَابُ دَوَاءِ عِرْقِ النِّسَا

অনুচ্ছেদ : গঁটে বাতের চিকিৎসা

২৪৬২ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ رَأْسِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الرَّمْلِيِّ : قَالَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شِفَاءَ عِرْقِ النِّسَا إِلَيْهِ شَاةٌ أَعْرَابِيَّةٌ تُذَابُ ثُمَّ تُجْزَأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يَشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ—

৩৪৬৩ হিশাম ইবন আম্মার ও রাশিদ ইবন সাঈদ রামলী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, গঁটে বাতের চিকিৎসা হলো; দুধার নিতম্ব গলিয়ে তিন ভাগ করে নিবে পরে প্রতিদিন বাসি মুখে এক ভাগ পান করবে।

১৫. بَابُ دَوَاءِ الْجَرَّاحَةِ

অনুচ্ছেদ : ক্ষত চিকিৎসা

২৪৬৪ حَدَّثَنَا بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ : قَالَ جُرِحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رِبَاعِيَّتُهُ وَهَشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ : فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَنْهُ وَعَلَى يَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْمِجْزِ فَلَا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَتَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا أَلْزَمَتْهُ الْجَرْحَ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ—

৩৪৬৪ হিশাম ইবন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবন সাববাহ (রা)..... সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আহত হলেন এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল এবং শিরশ্রাণ তাঁর মাথায় ঢুকে গেলো। তখন ফাতিমা তাঁর (চেহারা মুবারক থেকে) রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন, আর আলী (রা) ঢাল দ্বারা তাঁর উপর পানি ঢালছিলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখালেন যে, পানিতে রক্ত বেড়েই চলেছে, তখন তিনি এক খন্ড চাটাই নিলেন, সেটাকে পোড়ালেন, যখন তা ছাই হলো, তখন সেটাকে তিনি ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলেন। ফলে রক্ত বন্ধ হলো।

۳৬৬০ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَاهِيْمٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي قُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمُهِيمَنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : إِنِّي لَأَعْرِفُ يَوْمَ أَحَدٍ مِنْ جَرَحَ وَجْهَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يَرْقَى الْكَلِمَ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَدَاوِيهِ-

وَمَنْ يَحْمِلُ الْمَاءَ فِي الْمِجْنِ وَبِمَا دُوِي بِهِ الْكَلِمَ حَتَّى رَقَا : قَالَ أَمَا مَنْ كَانَ يَحْمِلُ الْمَاءَ فِي الْمِجْنِ فَعَلَى وَأَمَا مَنْ كَانَ يَدَاوِي الْكَلِمَ فَاطْمَئِنَّا لَهُ حِينَ لَمْ يَرْقَا قِطْعَةً حَصِيرٍ خَلَقَ فَوَضَعَتْ رَمَادُهُ عَلَيْهِ فَرَقَا الْكَلِمَ-

৩৪৬৫ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র)..... সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উহুদের দিন যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল জখম করেছিলো আর যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ মণ্ডলের জখম থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করেছিলেন এবং তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন, আর যিনি ঢালে করে পানি এনছিলেন তাদের সবাইকে আমি ভাল করে চিনি। এমন কি কী দিয়ে জখমের চিকিৎসা করা হয়েছিলো যার ফলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছিলো তাও জানি। যিনি ঢালে করে পানি বহন করেছিলেন, তিনি হলেন, আলী (রা) আর যিনি জখমের চিকিৎসা করেছিলেন তিনি হলেন ফাতিমা (রা)। যখন রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না তখন তিনি তাঁর জন্য এক খন্ড পুরানো চাটাই পোড়ালেন এবং তার ছাই যখমের উপর রাখলেন ফলে যখমের রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেলো।

১৬. بَابُ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ

অনুচ্ছেদ : চিকিৎসা জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা করা

৩৬৬১ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ : قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ-

৩৪৬৬ হিশাম ইবন আম্মার ও রাশিদ ইবন সাঈদ রামালী (র)..... শু'আয়েব (রা) -এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে (অন্যের) চিকিৎসা করে, অথচ তার চিকিৎসা জ্ঞান আছে বলে ইতিপূর্বে জানা যায়নি, তাহলে সেই দায়ী হবে।

১৭. بَابُ دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ

অনুচ্ছেদ : ফুসফুস ঝিল্লির প্রদাহের চিকিৎসা

৩৪৬৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ رِيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسًا وَقَسْطًا وَزَيْتًا يُلْدُ بِهِ.

৩৪৬৭ আবদুর রহমান ইবন আবদুল ওয়াহাব (র)..... যায়িদ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফুসফুস ঝিল্লির প্রদাহে ব্যবস্থা পত্র দিয়েছেন এই, ওয়ারদ পাতা (এক ধরনের পাতা যা থেকে জাফরান তৈরী হয়) চন্দন কাঠ ও যায়তুল তেল মিশিয়ে প্রলেপ দেয়া।

৩৪৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَبَانَا يُونُسُ وَابْنُ سَمْعَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مَحْصَنٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . عَلَيْكُمْ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ يَعْنِي بِهِ الْكُسْتُ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ : مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ فِي الْحَدِيثِ : فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعَةِ أَدْوَاءٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ :

৩৪৬৮ আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ মিসরী (র)..... উম্মে কয়েস বিনতে মিসান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা অবশ্যই হিন্দী চন্দন কাঠ ব্যবহার করবে। কেননা তাতে সাতটি রোগের শিফা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো ফুসফুস ঝিল্লির প্রদাহ।

ইবন সাম'আন (র) বর্ণনা বলেছেন : নিশ্চয় সাতটি রোগের শিফা আছে যার একটি হলো ফুসফুস ঝিল্লির প্রদাহ।

১৮. بَابُ الْحُمَى

অনুচ্ছেদ : জ্বর প্রসংগে

৩৪৬৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْشَدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذُكِرَتْ الْحُمَى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسَبَّهَا : فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبِيثَ الْحَدِيدِ -

[৩৪৬৯] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে জ্বরের আলোচনা উঠলো, জনৈক থেকে জ্বর সম্পর্কে কটুক্তি করলো। তখন নবী বললেন : জ্বর সম্পর্কে কটুক্তি করো না, কেননা তাপ পাপসমূহ বিদূরীত করে, যেমন আগুন লোহার মরচে দূর করে।

[২৪৭০] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ عَادَ مَرِيضٌ : وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَنْ وَعَكَ كَانَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبَشِّرْ : فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ هِيَ نَارِي أُسْلِطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لَتَكُونُ حَظَّةً مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ-

[৩৪৭০] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রাকে সাথে নিয়ে জুরাক্রান্ত এক রোগীকে দেখতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন: সুসংবাদ গ্রহণ কর কেননা আল্লাহ বলেন: এটা আমার আগুন যা আমি দুনিয়াতে আমার মু'মিন বান্দার উপর চাপিয়ে দেই, যাতে আখিরাতে তার প্রাপ্য আগুনের বিনিময়ে হয়ে যায়।

১৭. بَابُ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ : জ্বর জাহান্নামের তাপ, সুতরাং তা পানি দিয়ে শীতল কর

[২৪৭১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ-

[৩৪৭১] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: জ্বর জাহান্নামের তাপ বিশেষ, সুতরাং পানি দিয়ে তা শীতল করো।

[২৪৭২] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ-

[৩৪৭২] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : জ্বরের তীব্রতা জাহান্নামের তাপ বিশেষ, সুতরাং পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর।

۳৪৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ثَنَا
إِسْرَائِيلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّيَّةِ ابْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ فَدَخَلَ عَلَى ابْنِ
لَعْمَارٍ فَقَالَ : أَكْشَفَ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ إِلَهَ النَّاسِ -

৩৪৭৩ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... রাফি ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি: জ্বর হলো জাহান্নামের তাপ বিশেষ। সুতরাং পানি দিয়ে তা ঠান্ডা কর। পরে তিনি আমাদের এক পুত্রকে দেখার জন্য উপস্থিত হলেন এবং দো'আ করলেন; “হে মানুষের রব! হে মানবের ইলাহ। আপনি ক্ষতি বিদূরিত করুন”।

৩৪৭৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ
عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْنِي بِالْمَرْأَةِ
الْمَوْعُوَكَةَ فَتَدْعُوهُا بِالْمَاءِ فَتَصْبِيهِ فِي جَيْبِهَا : وَتَقُولُ : أَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
أَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ : وَقَالَ أَنَّهَا مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ -

৩৪৭৪ আবু বকর ইবন আবু শায়রা (র)..... আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, জ্বরাক্রান্ত মহিলাকে তার কাছে আনা হতো, তখন তিনি পানি আনিয়ে তার বুকে ঢালতেন, তারা বলতেন, নবী ﷺ বলেছেন : এটাকে পানি দেয়ে শীতল কর। তিনি আরো বলেছেন : এটা হলো জাহান্নামের তাপ বিশেষ।

৩৪৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى ابْنُ خَلْفٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحُمَّى كَيْرٌ مِنْ كَيْرٍ جَهَنَّمَ
فَنَحْوُهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ -

৩৪৭৫ আবু সালামা ইয়াহইয়া ইবন খালাফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জ্বর হলো জাহান্নামের হাপর বিশেষ, সুতরাং শীতল পানি দ্বারা সেটাকে তোমরা তোমাদের থেকে দূরে রাখো।

২. بَابُ الْحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ : রক্তমোক্ষন

৩৪৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا حَمَّادُ ابْنِ
سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ

أَبَى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَدُنْ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ۔

[৩৪৭৬] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: যে সকল উপায়ে তোমরা চিকিৎসা কর। তার কোনটাতে কল্যাণ থেকে থাকলে তাহলো রক্ত মোক্ষন।

[৩৪৭৭] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْظِيُّ ثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ثَنَا عِبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مَرَرْتُ كَيْلَةَ أُسْرَى بِي بِمَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ بِالْحِجَامَةِ۔

[৩৪৭৭] নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মিরাজের রাতে আমি ফিরিশতাদের যে দলটির পাশ দিয়েই অতিক্রম করেছি, তাদের সবাই আমাকে বলেছেন: হে মুহাম্মাদ! অবশ্যই আপনি রক্তমোক্ষণ চিকিৎসা গ্রহণ করবেন।

[৩৪৭৮] حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ بُكَيْرٍ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا عِبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعَمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالْدَّمَ وَيُخَفِّفُ الصَّلْبَ وَيَجْلُوا الْبَصَرَ۔

[৩৪৭৮] আবু বিশর বাকর ইবন খালাফ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: উত্তম বান্দা হলো রক্তমোক্ষনকারী, সে রক্ত বের করে আনে পিঠকে হাল্কা করে এবং দৃষ্টিকে প্রসার করে।

[৩৪৭৯] حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلَّسِ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي بِمَلَأٍ إِلَّا قَالُوا يَا مُحَمَّدُ مَرُّ أُمَّتِكَ بِالْحِجَامَةِ۔

[৩৪৭৯] জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মিরাজের রাতে আমি ফিরিশতাদের যে দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি, তারাই আমাকে বলেছে হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার উম্মাতকে রক্ত মোক্ষনের নির্দেশ দিন।

[৩৪৮০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجِمَهَا۔

وَقَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ : أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلَمْ

৩৪৮০ মুহাম্মাদ ইবন রুমহ মিসরী (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মীনি উম্মে সালামাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে রক্ত মোক্ষনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন নবী ﷺ আবু তায়বাকে তার রক্তমোক্ষন করার নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন: আমার মনে হয়, আবু তায়বা তার দুধ ভাই ছিলেন, কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন।

২১. بَابُ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ ৪ রক্তমোক্ষন স্থান

৩৪৮১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عُلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عُلْقَمَةَ قَالَ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يَقُولُ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَحْيٍ جَمَلٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ : وَسَطَ رَأْسِهِ-

৩৪৮১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'লাহী জামান' অঞ্চলে ইহরাম অবস্থায় মাথায় মাঝখানে রক্ত মোক্ষন করিয়েছেন।

৩৪৮২ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ الْأَسْكَافِ عَنْ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ نَزَلَ الْجِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِحِجَامَةِ الْأَخْذِ عَيْنَ وَالْكَاهِلِ-

৩৪৮২ সুয়াইদ ইবন সাঈদ (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন জিব্রাইল (আ) ঘাড়ের দুই রণ এবং কাঁধে রক্তমোক্ষন করানো (পরামর্শ নিয়ে) নবী ﷺ -এর খিদমতে নাযিল হলেন।

৩৪৮৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جُرَيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِي الْأَخْذِ عَيْنَ وَعَلَى الْكَاهِلِ-

৩৪৮৩ আলী ইবন আবু কাসীব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, যে নবী ﷺ ঘাড়ের দুই রণে এবং কাঁধে রক্তমোক্ষন করিয়েছেন।

৩৪৮৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحَمَصِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتْفَيْهِ وَيَقُولُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءُ : فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ-

[৩৪৮৪] মুহাম্মাদ ইবন মুসাফফা হিমসী (র)..... আবু কাবাশাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মাথার মাঝখানে এবং দুই কাঁধের মাজে রক্তমোক্ষন করাতেন এবং বলতেন যে, তার শরীরের এ অংশ থেকে রক্তমোক্ষন করাবে, তার কোন রোগের কোন চিকিৎসা না করার ক্ষতি হবে না।

[৩৪৮৫] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ : عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ عَلَى جَذْعٍ فَأَنْفَكَتْ قَدَمُهُ - قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَثءٍ -

[৩৪৮৫] মুহাম্মাদ ইবন তারীফ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তার ঘোড়া থেকে একটি খেঁজুর কাণ্ডের উপর পড়ে গেলেন, ফলে তাঁর পা মচকে গেলো। রাবী ওমাকী (র) বলেন অর্থাৎ ব্যাথার কারণে মচকানো জায়গায় তিনি রক্তমোক্ষন করালেন।

২২. بَابُ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ يَحْتَجَمُ

অনুচ্ছেদ : কোন কোন দিন রক্ত মোক্ষন করা যাবে

[৩৪৮৬] حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ النُّحَاسِ بْنِ قَهْمٍ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ أَحَدَى وَعَشْرِينَ وَلَا يَتَّبِعْ بِأَحَدِكُمْ الدَّمَ فَيَقْتُلْهُ -

[৩৪৮৬] সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে রক্তমোক্ষন করাতো চায়, সে যেন সতের উনিশ বা একুশ তারিখকে বেছে নেয়। তোমাদের কারো রক্তচাপ যেন না তাকে (অর্থাৎ তখন যেন রক্তমোক্ষন না করানো হয়) তাহলে তা তার জীবন নাশ করতে পারে।

[৩৪৮৭] حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ يَنْأَفِعُ! قَدْ تَبَيَّنَ بِي الدَّمُ فَالْتَمَسْتُ فِي حِجَامًا : وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا إِنْ اسْتَطَعْتَ وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيرًا وَلَا صَبِيًّا صَغِيرًا : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ : وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَهَةٌ وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَفِي الْحِفْظِ : فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَهَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ

الْأَحَدَ تَحَرِيًّا وَاجْتَمَحُوا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْلَاءِ ! فَانَّهُ الْيَوْمَ الَّذِي عَافَى اللَّهُ فِيهِ
 أَيُّوبَ مِنَ الْبَلَاءِ وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الْارْبَعَاءِ فَانَّهُ لَا يَبْدُو جَذَامٌ وَلَا بَرَصٌ : الْا
 يَوْمَ الْارْبَعَاءِ أَوَّلِيْلَةُ الْارْبَعَاءِ -"

৩৪৮৭ সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বললেন: হে নাকি! আমার রক্তে উচ্ছাস দেখা দিয়ে দিয়েছে (রক্ত চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে) সুতরাং আমার জন্য একজন রক্তমোক্ষনকারী খুঁজে আন, পারো যদি এমন কাউকে আনবে, যে আমার জন্য সদাশয় হবে। বয়স্ক বা অল্প বয়স্ক এনো না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: বাসি মুখে রক্তমোক্ষন করা উত্তম, কেননা তাতে শিফাও বরকত রয়েছে এবং তা জ্ঞান ও স্মৃতি বৃদ্ধি করে। সুতরাং আমার বরকত লাভের আশায় তোমরা বৃহস্পতিবার রক্তমোক্ষন করাও এবং এ ব্যাপারে বুধ, শুক্র, শনি ও রবিবার বেছে নেওয়া থেকে বিরত থাক। সোম ও মঙ্গলবারে রক্তমোক্ষন করাও, কেননা তা সেই দিন, যেদিন আল্লাহ আইউব (আ)-কে শিফা দান করেন। আর বুধবার তাঁকে রোগাক্রান্ত করেন। আর শুক্র ও শ্বেত রোগ বুধবারের দিনে কিংবা রাতেই শুরু হয়।

৩৪৮৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثنا
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زَائِعٍ : قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَنْتَافِعُ
 تَبْيِغٌ فِي الدَّمِّ فَاتْنِي بِحِجَامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًا وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا -"

قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ امْتَلُ
 وَهِيَ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيدُ فِي الْحِفْظِ تَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا : فَمَنْ كَانَ مُحْتَاجًا :
 فَيَوْمَ الْخَمِيسِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ السَّبْتِ
 وَيَوْمَ الْاَحَدِ وَاجْتَنِبُوا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْلَاءِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْارْبَعَاءِ :
 فَانَّهُ الْيَوْمَ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ أَيُّوبُ بِالْبَلَاءِ وَمَا يَبْدُو جَذَامٌ وَلَا بَرَصٌ الْا فَيَوْمَ
 الْارْبَعَاءِ أَوَّلِيْلَةُ الْارْبَعَاءِ -"

৩৪৮৮ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসাফ্ফা হিমসী (র)..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বললেন হে নাকি! আমার রক্ত চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, সুতরাং আমার জন্য একজন রক্তমোক্ষনকারী আন। যুবক দেখে আনবে, আর সে যেন বৃদ্ধ কিংবা অল্প বয়স্ক না হয়। রাবী বলেন, ইব্ন উমার (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: বাসি মুখে রক্তমোক্ষন করা উত্তম, আর তা জ্ঞান বৃদ্ধি করে, স্মৃতি বৃদ্ধি করে এবং

হাফিযের হিফয শক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং যে রক্তমোক্ষন করাবে সে আল্লাহর নামে বৃহস্পতিবারে তা করাবে। শুক্র, শনিও রোববারে তোমরা রক্তমোক্ষন পরিহার করাবে। বুধবারে তা পরিহার করবে। কেননা সে এমন দিন যে দিনি আইউব (আ)-কে রোগাক্রান্ত করা হয়। আর কুষ্ঠরোগ কিংবা শ্বেত রোগ কেবল বুধবার দিনে বা রাতে শুরু হয়।

২৩: بَابُ الْكِي

অনুচ্ছেদ ৪ লৌহ দ্বারা দন্ধকরণ

৩৪৮৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَفَّارِ بْنِ مَخِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اِكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ-

৩৪৮৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... মুগারা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে তপ্ত লোহার দাগ গ্রহণ করে কিংবা খাড়া ফুকগ্রহণ করে, সে তাওয়াক্কুল থেকে দূরে সরে পড়ে।

৩৪৯০ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هَشِيمٌ عَنْ مَنصُورٍ وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكِي فَاكْتَوَيْتُ فَمَا أَفْلَحْتُ وَلَا أُنْجَحْتُ-

৩৪৯০ আমর ইবন রাফি' (র)..... ইমরান ইবন হোসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তপ্ত লোহা দাগ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি তা গ্রহণ করেছিলাম; এত আমার কোন উপকার তা আমায় না এবং আমি সুস্থ হলাম না।

৩৪৯১ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ثَنَا سَالِمُ الْأَفْطَسُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثِ شَوْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ يَحْجَمٍ وَكِيَّةِ بِنَارٍ وَأَنْتَهَى أُمْتِي عَنِ الْكِي "رَفَعَهُ-

৩৪৯১ আহমাদ ইবন মানী (র)..... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শিফা তিন জিনিসে নিহিত: মধুপানে, রক্তমোক্ষনে এবং আগুনের দাগ গ্রহণে। তবে আমার উম্মাতকে আমি দাগ গ্রহণ থেকে বারণ করছি। ইবন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

২৬. بَابُ مَنْ أَكْتَوَى

অনুচ্ছেদ : দাগ গ্রহণ করা

[২৬৭২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زُرَّارٍ ثَنَا شُعْبَةُ : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ : ثَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ثَنَا شُعْبَةُ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ زُرَّارَةَ الْأَنْصَارِيِّ (سَمِعَهُ عَمِّي يَحْكِي مَا أَدْرَكْتُ رَجُلًا مِنْهَا بِهَ شَبِيهًا) يُحَدِّثُ النَّاسَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَّارَةَ : وَهُوَ جَدُّ مُسَدَّدٍ مِنْ قَبْلِ أُمِّهِ : أَنَّهُ أَخَذَهُ وَجَعَ فِي حَلْقِهِ : يَقَالُهُ الذُّبْحَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُلْفَنَ أَوْ لَا تُلْفَنَ فِي أَبِي أُمَامَةَ عُدْرًا فَكَوَاهُ بِيَدِهِ فَمَاتَ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَيِّتَةُ سُوءٍ لِلْيَهُودِ يَقُولُونَ أَفَلَا دَفَعُ عَنْ صَاحِبِهِ ! وَمَا أَمْلَكَ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي شَيْئًا -

[৩৪৯২] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার ও আহমাদ ইবন সাঈদ দারেমী (র)..... সা'দ ইবন জুরায় আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তার গলায় বিশেষ ধরনের ব্যথা শুরু হলো, যাকে জুরহা বলা হয়। তখন নবী ﷺ বললেন: আবু উসামার চিকিৎসার ব্যাপারে আমি যথা সাধ্য চেষ্টা করব। অতঃপর নিজহাতে তিনি তাকে তণ্ডু লোহার দাগ দিলেন। পরে সে মারা গেল। তখন নবী ﷺ বললেন: ইয়াহুদীদের জন্য এটা খারাপ মৃত্যু। তারা বলবে কই, আপন সাথীর মৃত্যু ঠেকাতে পারলো না? অথচ আমি তার এবং আমার এ ব্যাপারে কোন ক্ষমতা রাখি না।

[২৬৭৩] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عُبَيْدُ الطَّنَافِيسِيِّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ : قَالَ مَرِضَ أَبِي بَنْ كَعْبٍ مَرَضًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَكْحَلَهُ -

[৩৪৯৩] আমর ইবন রাফি (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন উবাই ইবন কা'ব (রা) বেশ অসুস্থ হলেন, তখন নবী ﷺ তার কাছে চিকিৎসক পাঠালেন, সে তার (হাতের) রগের উপর তণ্ডু লোহার দাগ দিল।

[২৬৭৪] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ مَرَّتَيْنِ -

৩৪৯৪ আলী ইবন আবু খাসীব (র)....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবন মু'আযকে তার (হাতের) রগের উপর দু'বার তণ্ডু লোহার দাগ দিয়ে ছিলেন।

২০. بَابُ الْكُلِّ بِالْإِثْمِ

অনুচ্ছেদ : ইসমাদ পাহাড়ের সুরমা

৩৪৯০ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى ابْنُ خَلْفِ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ-

৩৪৯৫ আবু সালামাহ ইয়াহইয়া ইবন খালাফ (র)..... আবদুল্লাহ (ইবন উমার) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা অবশ্য ইনমাদ সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা তা দৃষ্টিকে প্রখর করে এবং চুল গজাতে সাহায্য করে।

৩৪৯৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ جَابِرٍ : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ-

৩৪৯৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা ঘুমানোর সময় অবশ্যই ইসমাদ সুরমা ব্যবহার করবে। কেননা তা দৃষ্টিকে প্রখর করে এবং চুল গজাতে সাহায্য করে।

৩৪৯৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ : عَنْ أَبِي خَثِيمٍ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ-

৩৪৯৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হচ্ছে ইসমাদ, তা দৃষ্টিকে প্রখর করে এবং চুল গজাতে সাহায্য করে।

২৬. بَابُ مَنْ اُكْتَحَلَ وَثَرًا

অনুচ্ছেদ : বিজোড় সংখ্যায় সুরমা ব্যবহার

৩৪৯৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ : ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ

يَزِيدٍ عَنْ حُصَيْنِ الْحُمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْخَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اُكْتَحَلَ نَلْيُوتِرْ : مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرْجَ -

৩৪৯৮ আবদুর রহমান ইবন উমার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন :

যে সুরমা লাগাবে, সে যেন বিজোড় সংখ্যায় লাগায়। এটা যে করলো, সে ভালো কাজ করলো আর যে করলো না, তার কোন দোষ হবে না।

৩৪৯৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عِبَادِ بْنِ

مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ -

৩৪৯৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ

-এর একটি সুরমা দানি ছিলো, তা থেকে তিনি প্রতি চোখে তিনবার সুরমা লাগাতেন।

২৭. بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَتَدَاوَى بِالْحَمْرِ

অনুচ্ছেদ : মদকে ঔষধ রূপে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ

৩৫০০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنبَأَنَا

سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ : قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ بَارَضْنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَتَشْرَبُ مِنْهَا ؟ قَالَ لَا فَرَا جَعْتُهُ قُلْتُ : إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِّلْمَرِيضِ : قَالَ إِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ : وَلَكِنَّهُ دَاءٌ -

৩৫০০ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আলকামা ইবন ওয়াইল হায়রামী (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের এলাকায় আঙ্গুর হয়, যা আমরা নিংড়াই, আমরা কি তা থেকে পান করব? তিনি বললেন: না, (তা করোনা।) আমি পুনরায় বললাম: আমরা রোগীর শিফার জন্য তা গ্রহণ করি। তিনি বললেন: তা শিফা নয়, বরং রোগ।

২৮. بَابُ الْأَسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ : কুরআন দ্বারা শিফা গ্রহণ

[৩৫.১] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ ثَنَا عَلَى بْنُ ثَابِتٍ
ثَنَا سَعَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ ! خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ -

[৩৫০১] মুহাম্মাদ ইবন উবায়হ ইবন আবদুর রহমান কিন্দী (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: উত্তম দাওয়া হলো কুরআন।

২৯. بَابُ الْحِنَاءِ

অনুচ্ছেদ : মেহেদী

[৩৫.২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا فَاثِدُ مَوْلَى
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ حَدَّثَنِي مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَلْمَى أُمُّ رَافِعٍ
مَوْلَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَالَتْ : كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ ﷺ قَوْحَةٌ وَلَا شَوْكَةٌ إِلَّا
وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَاءَ -

[৩৫০২] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আযাদকৃত দাসী সালমা উম্মে রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর যখনই কোন জখম হতো বা কাঁটা বিধতো, তিনি তখনই তাতে মেহেদী লাগাতেন।

৩. بَابُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ : উটের পেশাব

[৩৫.৩] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ
إِنْ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَرَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالَ ﷺ لَوْ
خَرَجْتُمْ إِلَى ذَرْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنَ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا : فَفَعَلُوا -

[৩৫০৩] নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উরায়নাহ গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসে এবং মদীনার আবহাওয়া তাদের প্রতিকূল হয়। তখন নবী ﷺ বললেন: যদি তোমরা আমাদের এক পাল উটের কাছে চলে যেতে এবং সে গুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে (তাহলে ভাল হতে) তখন তারা তাই করলো।

২১. بَابُ يَقَعُ الذُّبَابُ فِي الْإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ : পাত্রে মাছি পড়লে

[৩৫.৪] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ، فِي أَحَدِ جَنَاحِي الذُّبَابِ سُمٌّ ، وَفِي الْآخِرِ شِفَاءٌ ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَاْمَقْلُوهُ فِيهِ : فَإِنَّهُ يَقْدُمُ السَّمَّ وَيُؤْخِرُ الشِّفَاءَ -

[৩৫০৪] আবু বাকর ইবন শায়বা (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাছির দু'টি ডানার একটিতে বিষ আর অন্যটিতে শিফা আছে। তাই খাবারে যখন মাছি পড়ে তখন সেটাকে তাতে ঢুবিয়ে দেও। কেননা তা বিষাক্ত ডানা আগে এবং শিফার ডানা পরে লাগায়।

[৩৫.৫] حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ : ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ : فَإِنْ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخِرَةِ شِفَاءٌ -

[৩৫০৫] সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: তোমাদের পানীতে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে ঢুবিয়ে দিবে, তারপর ফেলে দিবে। কেননা তার একটি ডানায় রোগ এবং অন্যটিতে শিফা রয়েছে।

২২. بَابُ الْعَيْنِ

অনুচ্ছেদ : বদনযর

[৩৫.৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عِيْسَى عَنْ أُمِّیَّةَ بْنِ هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الْعَيْنُ حَقٌّ" -

[৩৫০৬] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ নুমায়র (র)..... আমির ইবন রাবী'আহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : বদনযর হক বা বাস্তব সত্য।

৩৫.৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ مَضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الْعَيْنُ حَقٌّ"۔

৩৫০৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বদনযর হক বা বাস্তব সত্য।

৩৫.৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ ثَنَا رُهَيْبٌ عَنْ أَبِي وَاقِرُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ"۔

৩৫০৮ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও কেননা বদনযর হক বা বাস্তব।

৩৫.৯ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ قَالَ مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ بِسَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ : فَقَالَ لَمْ أُرْكَالِيَوْمَ : وَلَا جِلْدَ مُحَبَّاةٍ فَمَا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ فَاتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقِيلَ لَهُ أَدْرَكَ سَهْلًا صَرِيحًا : قَالَ مَنْ تَتَّهَمُونَ بِهِ : قَالُوا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ : قَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ ؟ إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ : فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَأَمَرَ عَامِرًا أَنْ يَتَوَضَّأَ فغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْفَأَ الْإِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ۔

৩৫০৯ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আবু উসামা ইবন সাহল ইবন হুনায়েফ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমির ইবন রাবী'আহ (র) একদা সাহল ইবন হুনায়েফের (রা) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন : এ সময় তিনি গোসল করছিলেন। আমির বললেন : আমি কোন (পুরুষের এমন) সুন্দর ত্বক, এমনকি কোন কুমারী এমন সুন্দর ত্বক দেখিনি, যেমন আজ দেখলাম। অতঃপর মুহূর্তে না যেতেই সহল বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। তখন তাকে নবী ﷺ-এর কাছে আনা হলো এবং তাঁকে বলা হলো : মরণোন্মুখ সাহলকে রক্ষা করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা এ ব্যাপারে কাকে সন্দেহ করো? তারা বললো : আমির ইবন রাবী'আকে। তিনি বললেন : তোমাদের কেউ তার ভাইকে (বদন যর লাগিয়ে) কেন হত্যা করতে চায়? তোমাদের কেউ

যদি তার ভাইয়ের প্রশংসনীয় কিছু দেখে, তাহলে তার উচিত বরকতের জন্য দু'আ করা। অতঃপর তিনি পানি আনার জন্য বললেন এবং আমিরকে অথু করতে নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি চেহারা, কনুই পর্যন্ত দু'হাত এবং দু'টাধনু ধুলেন এবং লজ্জাস্থানও ধুলেন। অতঃপর তাকে সাহলের উপর তা ঢেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুফিয়ান বলেন, মা'মার যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন : আমিরকে নির্দেশ দিলেন, সাহলের পিছন দিক থেকে বর্তনটি উপুড় করে ঢেলে দিবে।

২২. بَابُ مَنْ اسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ

অনুচ্ছেদ : বদনযর সংক্রান্ত ঝাড়ফুক

৩৫১০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُرْوَةَ : عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرْقِيِّ : قَالَ قَالَتْ : أَسْمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ بَنَى جَعْفَرٌ تَعَيَّبَهُمُ الْعَيْنُ فَاسْتَرْقَى لَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ : فَلَوْلَا كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ -

৩৫১০ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... উবাইদ ইবন রিফা যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! জা'ফরের সন্তানদের বদনযর লেগেছে আপনি তাদের ঝাড়ফুক করে দিন। তিনি বললেন : আচ্ছা। (পরে বললেন :) কোন কিছ যদি তাকদীরকে অতিক্রম করতে পারতো, তাকে অতিক্রম করতে পারতো বদ-নযর।

৩৫১১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَادٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ عَيْنِ الْجَانِ : ثُمَّ أَعْيَنَ الْإِنْسَ فَلَمَّا نَزَلَ الْمُعَوَّذَتَانِ أَخَذَهُمَا وَتَرَكَ مَا سَوَى ذَلِكَ -

৩৫১১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে জিনের বদ-নযর ওপরে মানুষের বদ-নযর থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় চাইতেন। অতঃপর যখন মু'আযান সূরাহয (সূরা ফালাক ও নাস) নাযিল হলো, তখন তিনি এ দু'টো গ্রহণ করলেন এবং অন্য সব ছেড়ে দিলেন।

৩৫১২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْحَصِيبِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَمَسْعَرٍ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ : ثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ يَسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ -

৩৫১২ আলী ইবন আবু খাসীব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বদ-নয়র থেকে ঝাড়ফুক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৩৫. ۳۴. بَابُ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ الرُّقَى

অনুচ্ছেদ : যে সব ঝাড়ফুক সম্পর্কে অনুমতি রয়েছে

৩৫১৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ بَرِيدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ ،

৩৫১৩ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বদ নয়র এবং বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ছাড়া অন্য কিছুতে ঝাড়ফুক দিবে না।

৩৫১৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ خَالِدَةَ بِنْتَ أَنَسٍ أُمُّ بَنِي حَزْمِ السَّاعِدِيَّةِ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَضَتْ عَلَيْهِ وَالرُّقَى فَأَمَرَهَا بِهَا-

৩৫১৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... খালিদাহ বিনতে আনাম উম্মে বনু হাযম সাঈদিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট আসেন এবং ঝাড়ফুক করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন তিনি তাকে তার অনুমতি দেন।

৩৫১৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ : عَنْ أَبِي سَفْيَانَ : عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : يُقَالُ لَهُمْ أُلْ عَمْرُو ابْنُ حَزْمٍ يَرْقُونَ مِنَ الْحُمَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنِ الرُّقَى : فَأَتَوْهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى : وَإِنَّا تُرْقِي مِنَ الْحُمَةِ : فَقَالَ لَهُمْ أَعْرِضُوا عَلَيَّ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِذِهِ هَذِهِ مَرَأَقِيْقُ-

৩৫১৫ আলী ইবন আবু খাসীব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার ইবন সফ্বম নামে পরিচিতি, এক আনসারী পরিবার বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুক করতো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঝাড়ফুক থেকে নিষেধ করতেন। তখন তারা তাঁর নিকট আসে এবং বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো ঝাড়ফুক করতে নিষেধ করেছেন, অথচ আমরা তো বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুক করি। তখন তিনি তাদের বললেন : সেগুলো আমার সামনে পেশ করো। তারা তা তাঁর নিকট পেশ করলো। তিনি বললেন : এগুলোতে কোন ক্ষতি নেই, এগুলো নির্ভরযোগ্য।

[৩০১৬] حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ -

[৩৫১৬] আবদাহ ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বিষাক্ত প্রাণীর দংশন, বদ-নয়র ও পিপড়ার কামড়ে ঝাড়ফুক করার অনুমতি দিয়েছেন।

৩০. بَابُ رُقِيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

অনুচ্ছেদ : সাপ ও বিছুর দংশনে ঝাড়ফুক

[৩০১৭] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ : قَالَا ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ -

[৩৫১৭] উসমান ইবন আবু শায়বা ও হান্নাদ ইবন সারী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাপ ও বিছুর দংশনে ঝাড়ফুক করার অনুমতি দিয়েছেন।

[৩০১৮] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَهْرَامٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَدَغَتْ عَقْرَبٌ رَجُلًا فَلَمْ يَنْمَ لَيْلَتَهُ فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ فُلَانًا لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَلَمْ يَلَمْ لَيْلَتَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ حِينَ أَمْسَى : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مَا ضَرَّهُ لَدَغُ عَقْرَبٍ حَتَّى يُصْبِحَ -

[৩৫১৮] ইসমাইল ইবন বাহরাম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি বিছুর জনৈক ব্যক্তিকে দংশন করলে সে রাতে সে ঘুমাতে পারলো না। তখন নবী ﷺ -কে বলা হলো যে অমুক ব্যক্তিকে বিছুর দংশন করার কারণে সে রাতে ঘুমাতে পারেনি। তখন তিনি বললেন : সন্ধ্যার সময় যদি সে এদু'আ পড়তো : «اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» তাহলে সকাল পর্যন্ত বিছুর দংশনে তার কোন ক্ষতি হতো না।

[৩০১৯] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ : عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ عَرَضْتُ النَّهْشَةَ مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَبَهَا -

[৩৫১৯] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... আমর ইবন হাযম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আমি সর্প দংশনের ঝাড়ফুকের দু'আ পেশ করলাম, তখন তিনি আমাকে এ কাজের অনুমতি দিলেন।

৩৬. بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا عَوَّذَ بِهِ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর ঝাড়ফুকের বিবরণ

[৩৫২০] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ فَدَعَا لَهُ : قَالَ أَذْهَبِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا-

[৩৫২০] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন রোগীর কাছে আসতেন তখন তিনি এই বলে তার জন্য দু'আ করতেন :

أَذْهَبِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا-

“ক্ষতি বিদূরিত করুন আর শিফা দান করুন, কেননা আপনিই শিফা দানকারী, আপনার শিফা ছাড়া আর কোন শিফা নেই। এমন শিফা করুন যা কোন রোগকে বাদ দেয় না।”

[৩৫২১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ : عَنْ عُمَرَ : عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَرِيضِ بِبُرْأَقِهِ بِاصْبِعِهِ بِسْمِ اللَّهِ تَرْبَةً أَرْضَنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا -

[৩৫২১] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আঙ্গুলে থু থু লাগিয়ে রোগীর জন্য এই দু'আ বলতেন :

بِسْمِ اللَّهِ تَرْبَةً أَرْضَنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا-

“আমাদের এ যমীনের মাটি আমাদের কারো থুথুর সাথে আল্লাহর নামে মিশিয়ে দিলাম, যেন এতে আমাদের-রবের নির্দেশে রোগীর শিফা লাভ হয়।”

[৩৫২২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ كُفَيْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ

عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الشَّقْفِيُّ أَنَّهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِى وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُنِي فَقَالَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَيْهِ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ : سَبْعَ مَرَّاتٍ : فَقُلْتُ ذَلِكَ : فَشَفَانِي اللَّهُ -"

৩৫২২ আবু বাকর (র)..... উসমান ইবন আবুল আ'স সাকফী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হই এ সময় আমার এমন ব্যথা দিল যা আমাকে প্রায় অকেজো করে ফেলো। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন : তুমি তোমার ডান হাত ব্যাখার স্থানে রেখে সাতবার বলো :

بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ

আমি তাই বললাম আল্লাহ আমাকে শিফা দান করলেন।

৩৫২৩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرَائِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! اشْتَكَيْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ -"

৩৫২৩ বিশ্ব ইবন হিলাল (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) জিব্রাঈল (আ) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : হে মুহাম্মাদ! আপনি কি ব্যথা অনুভব করছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ! জিব্রাঈল (আ) বললেন :

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

“আল্লাহর নামে সবকিছু থেকে আপনাকে আমি ঝাড়ফুক করছি, প্রতিটি নফসের এবং প্রতিটি চোখের এবং প্রতিটি হিংসুকের অনিষ্টতা থেকে। আল্লাহ আপনাকে শিফা দান করবেন। আল্লাহর নামে আপনাকে আমি ঝাড়ফুক করছি”।

৩৫২৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ : قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ ثُوَيْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي فَقَالَ لِي إِلَّا أَرْقِيكَ بِرَقِيَّةٍ جَاءَنِي بِهَا جِبْرَائِيلُ ؟

قُلْتُ يَا أَبَى وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ : وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

৩৫২৪ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার ও হাকস ইব্ন উমার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে দেখতে এসে বললেন : জিব্রাইল (আ) যে ঝাড়ফুঁক নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন, সে ঝাড়ফুঁক কি আমি তোমাকে করবো না? আমি বললাম : আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তিনি তিনবার বললেন :

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

“আল্লাহর নামে তোমাকে আমি ঝাড়ফুঁক করছি। আল্লাহ তোমাকে শিফা দান করবেন তোমার বিদ্যমান যাবতীয় রোগ থেকে এবং গিঠসমূহে ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্টতা থেকে এবং হিংসুকের হিংসা থেকে যখন সে হিংসা করে।”

২০২০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ بْنِ هِشَامٍ الْبَغْدَادِيُّ : ثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مِنْهَالٍ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُولُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ

قَالَ وَكَانَ أَبُوْنَا إِبْرَاهِيمَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَوْ قَالَ ! إِسْمَاعِيلَ

৩৫২৫ মুহাম্মাদ সুলায়মান ইব্ন হিশাম বাগদাদী ও আবু বাকর ইব্ন খাল্লাদ বাহেলী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাসান ও হুসাইন (রা)-এর ঝাড়ফুঁক দিতেন, বলতেন :

اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

তিনি বলতেন : আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আ) ইসমাইল ও ইসহাক (আ)-কে এই দু'আ দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতেন। অথবা বলেছেন : ইসমাইল ও ইয়াকুব।

২৭. بَابُ مَا يَعُوذُ بِهِ مِنَ الْحُمَى

অনুচ্ছেদ : যে দু'আ দ্বারা জ্বরের ঝাড়ফুক করা হয়

[২৫২৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْلَمُهُمْ مِنَ الْحُمَى وَمِنَ الْوَجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ-

قال أبو عامرٍ : أنا أخالف الناس في هذا : أقول : يعارٍ :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ : وَقَالَ : مِنْ شَرِّ عِرْقٍ يِعَارٍ-

[৩৫২৬] মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (রা).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সাহাবাদেরকে যাবতীয় জ্বর ও ব্যথার জন্য এ দু'আ পড়ার তালীম দিলেন :

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ وَنَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ-

“সকলের বড় আল্লাহর নামে, মহান আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি, রক্তচাপে ফুলে উঠা রগের অনিষ্টতা থেকে এবং অগ্নিতাপের অনিষ্টতা থেকে”।

রাবী আবু আমির বলেন : সবার বিপরীত আমি 'يعارٍ' শব্দটি বলে থাকি।

আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দিমাশকী (রা)..... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে তিনি, يعارٍ বলেছেন।

[২৫২৭] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ابْنُ سَعِيدٍ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ الْحِمَصِيُّ : ثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ غُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ ابْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ أَتَى جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَوْعَكَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ : مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ-

৩৫২৭ আমর ইবন উসমান ইবন সাঈদ ইবন কাসীর ইবন দীনার হিমসী (রা)..... উবাদাহ ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জিব্রাঈল (আ) নবী ﷺ-এর নিকট সে সময় হাযির হলেন, যখন তিনি জুরাক্রান্ত ছিলেন, তখন তিনি (জিব্রাঈল) বললেন :

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ-

“আল্লাহর নামে আপনাকে আমি ঝাড়ফুক করছি সেই সব কিছু থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, হিংসুকের হিংসা থেকে এবং সকল বদ নয়র থেকে, আল্লাহ আপনাকে শিফা দান করবেন”।

২৮. بَابُ الثَّفَثِ فِي الرُّقْيَةِ

অনুচ্ছেদ : কিছু পড়ে দম করা।

৩৫২৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مَيْمُونُ الرُّقْيُ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالُوا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّمَرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ فِي الرُّقْيَةِ-

৩৫২৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা আলী ইবন মায়মুন সাহল ইবন আবু সাহল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিছু পড়ে দম করতেন।

৩৫২৯ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَى ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى : يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا-

৩৫২৯ সাহল ইবন সাহল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন কোন অসুস্থ অনুভব করতেন, তখন মুয়াবিয়াত (সূরা ফালাক ও নাস) পড়ে নিজের উপর দম করতেন। (আয়েশা (রা) বলেন) যখন তাঁর ব্যাথা বেড়ে যায়, তখন আমি তা তাঁর উপর পাঠ করি এবং তাঁর হাতে (তাঁর শরীর) মুছে দেই, তাঁর হাতের বরকতের কথা ভেবে।

২৯. بَابُ تَغْلِيْقِ التُّمَانِ

অনুচ্ছেদ : ভাবীজ খুলানো

৩৫৩০ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّقْيُ ثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ ابْنِ أُخْتِ زَيْنَبِ

امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ قَالَتْ كَانَتْ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِي مِنَ الْحُمْرَةِ وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِمِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ تَنَحَّنَجَ وَصَوَّتَ فَدَخَلَ يَوْمًا فَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْتَهُ اجْتَنَبْتُ مِنْهُ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِي فَمَسْنِي فَوَجَدَ مَسَّ خَيْطٍ فَقَالَ مَا هَذَا ؟ فَقُلْتُ رَقِي لِي فِيهِ مِنَ الْحُمْرَةِ فَجَذَبَهُ وَقَطَعَهُ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ لَقَدْ أَصْبَحُ آلَ عَبْدِ اللَّهِ الْاَغْنِيَاءَ عَنِ الشَّرِكِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : اِنَّ الرُّقْيَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شُرُكَ

قُلْتُ : فَاِنِّي خَرَجْتُ يَوْمًا فَاَبْصَرْتُ فُلَانٍ فَدَمَعَتْ عَيْنِي الَّتِي تَلِيهِ فَاِذَا رَقِيْتُهَا سَكَنَتْ دَمْعُهَا : وَاِذَا تَرَكْتُهَا دَمَعَتْ : قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ ! اِذَا اطْعَمَهُ تَرَكَكَ وَاِذَا عَصَيْتَهُ طَعَنَ بِاصْبَعِهِ فِي عَيْنِكَ : وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ خَيْرًا لَّكَ وَاَجْدَرُ اَنْ تَشْفِيَن : تَنْضَحِيْن فِي عَيْنِكَ الْمَاءَ وَتَقُولِيْن : اِذْهَبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ اَشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا-

৩৫৩০ আইয়ুব ইবন মুহাম্মাদ রাক্বী (র)..... যায়নব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বৃদ্ধা আমাদের এখানে আসতো সে চর্ম প্রদাহ রোগের তাবিজ দিত, আমাদের একটি বড় পায়ার খাট ছিল। আবদুল্লাহ প্রবেশ করার সময় কাশির আওয়াজ দিতেন। একদিন তিনি আমার কাছে আসলেন। সে তার আওয়াজ পেয়ে একটু জড় সড় হলো। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করলেন, এবং তিনি একটি সুতার স্পর্শ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? আমি বললাম, এটা চর্ম প্রদাহ রোগের তাবিজ। তিনি সেটাকে টেনে ছিড়ে ফেললেন এবং ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন: আবদুল্লাহর পরিবার শিরক থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: “মন্ত্র, তাবিজ ও মহব্বতের তাবিজ সব শিরকের অন্তর্ভুক্ত।” আমি বললাম: একদিন আমি বাইরে বের হলাম, তখন অমুক লোক আমাকে দেখে ফেললো: তখন আমার চোখ থেকে পানি পড়া শুরু হলো, এরপর যখন মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেই পানি পড়া বন্ধ হয়। কিন্তু মন্ত্র পড়া ছেড়ে দিলেই আবার পানি পড়া শুরু হয়। তিনি বললেন: এটা শয়তানের কাজ। তুমি যখন শয়তানের মর্জিমত কাজ করে তখন সে তোমাকে রেহাই দেয়, আর যখন তার মর্জির খেলাফ করে তখন সে তোমার চোখে তার আঙুলের গতো দেয়। তার চেয়ে তুমি যদি তাই করতে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন, তাহলে সেটা তোমার জন্য উত্তম হতো এবং শিফা লাভের ক্ষেত্রে ও অধিক সহায়ক হতো। তুমি তোমার চোখে পানি ছিটিয়ে এ দু’আ পড়বে,

اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغار سقما-

“হে মানবের রব! কষ্ট দূর কর। শিফা দান করা। তুমিই শিফা দানকারী তোমার শিফা দান ছাড়া শিফা লাভ করা সম্ভব নয়, এমন শিফা যা কোন রোগ বাদ দেয় না”।

৩৫৩১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَصِينِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَلْقَةٌ مِنْ صُفْرِ : فَقَالَ مَا هَذِهِ الْخَلْقَةُ ؟ قَالَ هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ : قَالَ أَنْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا۔

৩৫৩১ আলী ইবন আবু খাসীব (র)..... ইমরান ইবন হুমায়ুন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জনৈক লোকের হাতে পিতলের কড়া দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কি? লোকটি বললো: এটা তাবিজ। তিনি বললেন: খুলে ফেলো; এটা তো তোমাকে দুর্বল করে ফেলবে।

৪. بَابُ النُّشْرَةِ

অনুচ্ছেদ ৪ আছর-এর চিকিৎসা

৩৫৩২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ : قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي يَوْمَ النَّحْرِ : ثُمَّ انْصَرَفَ : وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمٍ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلَاءٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ائْتُونِي لِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ فَأَتَتْ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَضْمَضَ فَأَهُ ثُمَّ أَعْطَاهَا فَقَالَ : اسْقِيهِ مِنْهُ وَصَبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ وَاسْتَشْفَى اللَّهُ لَهُ قَالَتْ : فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ : لَوْ وَهَبْتُ لِي مِنْهُ ! فَقَالَتْ : إِنَّمَا هُوَ لِهَذَا الْمَبْتَلَى : قَالَتْ : فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحَوْلِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْغُلَامِ فَقَالَتْ : بَرَأَ وَعَقَلَ عَقْلًا لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ۔

৩৫৩২ আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র)..... উম্মে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি, তিনি কুরবানীর দিন বাতনে ওয়াদীর দিক থেকে আকাবার কংকর নিক্ষেপ করলেন, তারপর ফিরে এলেন। তখন বনু খাস আম গোত্রের এক মহিলা তাঁর পিছনে আসতে লাগলো এবং তার কোলে ছিলো তার এক শিশু। তার অসুখ ছিল যে সে কথা বলতে পারতো না। মহিলা বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ আমার পুত্র আমার পরিবারের পরবর্তী বংশধর। কিন্তু তার উপর কিছু আসর দেখা যায় যার ফলে সে কথা বলে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আমার কাছে কিছু পানি নিয়ে এসো। পানি আনা হলে তিনি তিনি দু'হাত ধুলেন এবং মুখে কুলি করলেন। অতঃপর পানিটা মহিলাকে দিয়ে বললেন: এথেকে তাকে পান করাও এবং তার উপর ঢেলে দাও আল্লাহর কাছে তার জন্য শিফা চাও। তিনি (উম্মে জুনদুব)

বলেন: আমি মহিলার সাথে দেখা করে বললাম, আমাকে যদি এ পানির কিছু দিতে। সে বললো: এটাতো এই বিপদ গ্রস্তটার জন্য নিয়েছি। তিনি বলেন: বছর শেষে সে মহিলার সাথে আমার দেখা হলে আমি তাকে শিশুটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললো: সে সুস্থ হয়েছে এবং মেধাবী হয়েছে এবং তা সাধারণ মানুষের মেধার মত নয়।

৪১. بَابُ الْأِسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ : কুরআন দ্বারা শিফা চাওয়া

২৫২২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَابِثٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ -

৩৫৩৩ মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ ইবন উতবা ইবন আবদুর রহমান কিন্দী (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: উত্তম চিকিৎসা হলো কুরআন।

৪২. بَابُ قَتْلِ ذِي الطُّفَيْتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দু'মুখো সাপ মেরে ফেলা

২৫২৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ أَمَرَأُ النَّبِيِّ ﷺ يَقْتُلُ ذِي الطُّفَيْتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبْلَ يَعْنِي حَيَّةً خَبِيشَةً -

৩৫৩৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ দু'মুখো সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা তা দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভপাত ঘটায়। অর্থাৎ খবীস সাপ।

২৫২৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ شَهَابٍ : عَنْ سَالِمٍ : عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ : فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبْلَ -

৩৫৩৫ আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র)..... সালিম (রা) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা সাপ মেরে ফেলবে, বিশেষ করে দু'মুখো সাপ এবং লেজবিহীন সাপ। কেননা, তা দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভপাত ঘটায়।

৪৩. بَابُ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ وَيُكْرَهُ الطَّيْرَةَ

অনুচ্ছেদ : শুভ পসন্দ করা এবং অশুভ অপসন্দ করা

৩৫৩৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ ثُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْفَالُ الْحَسَنُ وَيُكْرَهُ الطَّيْرَةَ -

৩৫৩৬ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শুভ নবী ﷺ কে সন্তুষ্ট করতো এবং অশুভ গ্রহণ করা তিনি অপসন্দ করতেন।

৩৫৩৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةَ وَأَحَبُّ الْفَالِ الصَّالِحُ -

৩৫৩৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: ব্যাধির সংক্রমণ কিছু নেই, অশুভ বলেও কিছু নেই, হ্যাঁ শুভ গ্রহণ করা আমি পসন্দ করি।

৩৫৩৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَيْسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زُرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّيْرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ -

৩৫৩৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অশুভ গ্রহণ শিরক বিশেষ। আমাদের সবারই এটা হয়, তবে তাওয়াক্কুলের কারণে আল্লাহ তা দূর করে দেন।

৩৫৩৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ -

৩৫৩৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সংক্রমণ বলে কিছু নেই, অশুভ বলে কিছু নেই পেঁচাতে উড়ে যাওয়া কিংবা আওয়াজ দেয়া বলে কিছু নেই। তদ্রূপ সফর মাসেও কোন অশুভ নেই।

৩৫৪০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي جَنَابٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ! الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ بِهِ الْإِيلُ : قَالَ ذَلِكَ الْقَدَرُ فَمَنْ أَجَوِبُ الْأَوَّلِ ؟

[৩৫৪০] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা(র).....ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সংক্রমণ বলে কিছু নেই অশুভ বলে কিছু নেই। তখন একজন দাঁড়িয়ে বললো ইয়া রাসূলুল্লাহ! উটের খুজলি হয়, পরে অন্যান্য উট তার সংস্পর্শে খুজলিতে আক্রান্ত হয়। বললেনঃ এ হলো তাকদীর এবং বল প্রথমটিকে কে করেছে?

[৩৫৪১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُوْرَدُ الْمُمْرَضُ عَلَى الْمَصْبَحِ-

[৩৫৪১] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অসুস্থ (উট) কে সুস্থ উটের কাছে নেয়া উচিত নয়।

৪৪. بَابُ الْجَذَامِ

অনুচ্ছেদ : কুষ্ঠরোগ প্রসংগে

[৩৫৪২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِي قَالُوا ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُقْضَلُ بْنُ قُضَالَةَ عَنْ جَيْبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ! أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَحْذُومٍ فَأَرَّخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ : ثُمَّ قَالَ : كُلُّ ثِقَةٍ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلَا عَلَى اللَّهِ-

[৩৫৪২] আবু বাকর, মুজাহিদ ইবন মুসাও মুহাম্মাদ ইবন শালাফ আসকালানী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক লোকের হাত ধরলেন এবং নিজের সাথে খাবার বর্তনে তার হাত প্রবেশ করালেন। অতঃপর বললেন: আল্লাহর উপর ভরসা রেখে খাও এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো।

[৩৫৪৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي هِنْدٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَا تَدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ-

[৩৫৪৩] আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র)....ইবন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন :
কুষ্ঠরোগীদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকো না।

[৩৫৪৪] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَيْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو عَنْ أَبِيهِ : قَالَ كَانَ فِي وَفْدٍ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ -

[৩৫৪৪] আমর ইবন রাফি (র)..... শারীদ গোত্রের আমর তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে জনৈক কুষ্ঠরোগী ছিল। নবী ﷺ লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন: তুমি ফিরে যাও, আমি তোমার বাই'আত করে নিয়েছি।

৬০. بَابُ السَّحَرِ

অনুচ্ছেদ : ৪ যাদু

[৩৫৪৫] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودِيٍّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لُبَيْدُ ابْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَلَا يَفْعَلُهُ قَالَتْ حَتَّى ذَا أَكَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اشْعُرْتِ لَنَ اللَّهِ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفَيْتُهُ فِيهِ ؟

جَاءَنِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلِي أَوِ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا وَجَعَ الرَّجُلُ فَقَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لُبَيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ : قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ : فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ : وَجَفَّ طَلْعَةٌ ذَكَرَ قَالَ : وَآيَنَ هُوَ ؟ قَالَ : فِي بَيْرِ ذِي أَرْوَانَ قَالَتْ : فَأَتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ : ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : وَاللَّهِ ! يَا عَائِشَةُ ! لَكَانَ مَاءُهَا تَقَاعَةُ الْحِنَاءِ : وَلَكَانُ نَخْلُهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ ؟ قَالَ : لَا : أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللَّهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أَثِيرُ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا فَأَمَرْتُهَا فَدُفِنَتْ -

৩৫৪৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন বনী যুরায়ক গোত্রের লাবীদ ইবন আ'সাম নামের জনৈক ইয়াহুদী নবী  কে যাদু করেছিল। এমনকি নবী -এর মনে হতো যে, এ কাজটা তিনি করেছেন অথচ তিনি তা করেন নি। আয়েশা (রা) বলেন: অবশেষে একদিনে কিংবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) এ করাতে রাসূলুল্লাহ  ডাকলেন এরপর আবার ডাকলেন, এরপর পুনরায় ডাকলেন, অতঃপর বললেন: হে আয়েশা। তুমি কি জানতে পেরেছো যে, বিষয়ে আমি আল্লাহর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তিনি সে বিষয়ে আমাকে কী জানিয়ে দিয়েছেন? আমার কাছে দু'জন লোক (ফিরিশতা) আসেন, একজন আমার মাথার কাছে এবং অন্যজন আমার পায়ের কাছে বসেন। মাথার কাছে যিনি ছিলেন, তিনি পায়ের কাছের জনকে বললেন: কিংবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) পায়ের কাছে যিনি ছিলেন, তিনি মাথার কাছের জনকে জিজ্ঞেস করলেন: লোকটির কি কষ্ট? অপরজন বললেন, ইনি যাদুগুস্ত। তিনি বললেন, কে তাকে যাদু করেছে? অপরজন বললেন: লাবীদ ইবন আ'সাম। তিনি বললেন, কিসের যাদু করেছে? অপর জন বললো: চিরুনী এবং চিরনীর সাথে লেপ্টে আসা চুল এবং খেজুর গাছের খোল। তিনি বললেন: সেটা এখন কোথায় আছে? অপরজন বললেন: 'যী আরওয়ান' কূপে আছে। আয়েশা বলেন: তখন নবী  তাঁর সাহাবীদের এক জামাতসহ সেখানে গেলেন (এবং সেগুলো কূপ থেকে বের করা হলো) অতঃপর তিনি ফিরে এসে বললেন: আল্লাহর কসম, হে আয়েশা। কূপের পানি ঠিক যেন মেহদী রংয়ের ছিলো। আর সেখানের খেজুর গাছগুলো ঠিক যেন শয়তানের মাথা। আয়েশা (রা) বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি সেগুলোকে কেন জ্বালিয়ে ফেললেন না? (যাতে ইয়াহুদীদের আচরণ প্রকাশ পেত) তিনি বললেন: না, আমাকে তো আল্লাহ শিফা দান করেছেন সেই দুষ্কৃতিটা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমার অপসন্দ হলো, অতঃপর সেগুলো সম্পর্কে তিনি নির্দেশ দিলেন, আর তা দাফন করে দেয়া হলো।

৩৫৪৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ابْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ الْحِمَصِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْعَنْسِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي جَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمِصْرَتَيْنِ قَالَا : ثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَا يَزَالُ يُعِيبُكَ كُلُّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمُسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتُ : قَالَ مَا أَصَابَتِي شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَى وَادِمٍ فِي طَبْنَتِهِ-

৩৫৪৬ ইয়াহইয়া ইবন উসমান ইবন সারীদ ইবন কাসীর ইবন দীনার হিমসী (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে সালামা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে বিষমিশ্রিত বকরীর গোশত আপনি খেয়ে ছিলেন, তার ফলে, প্রতি বছরই তো আপনি ব্যথা অনুভব করেন। তিনি বললেন : সেই বিষের কারণে আমার যতটুকু ক্ষতি হয়েছে, তা আদম মাটির খামীরে থাকা অবস্থায়ই আমার তাকদীরে লেখা ছিল।

৬৭. بَابُ الْفَزَعِ وَالْأَرْقِ وَمَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ : ভীতি ও নিদ্রাহীনতা থেকে নিষ্কৃতি লাভের দু'আ

৩৫৪৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا وَهْبُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ أَجْدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ۔

৩৫৪৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... খাওলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি কোন স্থানে অবতরণ করে এ দু'আ পড়ে তাহলে সে স্থান থেকে রওয়ানা হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।

৩৫৪৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يُعْرِضُ لِي شَيْئًا فِي صَلَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أَصْلِي فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَاصِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ! يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ مَا جَاءَكَ ؟ فِي صَلَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أَصْلِي : قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ أَذْنَاهُ " فَدَنَوْتُ مِنْهُ : فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُورِ قَدَمِي قَالَ فَضْرَبَ صَدْرِي ! بِيَدِهِ : وَثَقَلَ فِي فَمِي وَقَالَ أَخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ ! فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ " الْحَقُّ بِعَمَلِكَ " قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ فَلَعَمْرِي مَا أَحْبَبَهُ خَالِطُنِي بَعْدُ۔

৩৫৪৮ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... উসমান ইবন আবুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাকে তায়েফের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন, তখন সালাতে আমার এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে লাগলো যে, কত রাক'আত পড়েছি তা মনে থাকতো না। এবাবস্থা দেখে আমি সফর করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম, তখন তিনি বললেন: ইবন আবুল আ'স না কি? আমি বললাম: হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন এসেছো? আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাতে আমার

এমন অবস্থা দৃষ্টি হয় যে, কত রাক'আত পড়েছি তা বলতে পারি না। তিনি বললেন: তা শয়তানের কাজ। কাছে এসো, আমি কাছে এসে দো যানু হয়ে বসলাম। রাবী বলেন: তখন তিনি নিজ হাতে আমার বুকে মৃদু আঘাত করলেন এবং মুখে ধুধু দিয়ে বললেন: হে আব্বাহর শত্রু! বেরিয়ে যা। এটা তিনি তিন বার করলেন, পরে বললেন: যাও নিজের কাজে যোগ দাও। উসমান (রা) বলেন: আব্বাহর কসম! এর পর শয়তান আমার অন্তরে আর কোন ওয়াস ওয়াসা পয়দা করতে পারেনি।

৩৫৬৭ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا أَبُو جَنْبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا جَاءَهُ أَعْرَابِي، فَقَالَ إِنَّ لِي أَخَا وَجَعًا فَقَالَ مَا وَجَعُ أَخِيكَ؟ قَالَ بِهِ لَمْ قَالَ أَذْهَبُ فَأَتِينِي بِهِ قَالَ فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ، فَاجْلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَمِعْتُهُ عَوْدَهُ بِفَتْحَةِ الْكِتَابِ، وَأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ، وَآيَتَيْنِ مَا وَسَطَهَا وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ، وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ خَاتِمَتِهَا وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ (أَحْسِبُهُ قَالَ: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) وَآيَةُ مِنَ الْأَعْرَفِ: إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الْآيَةَ وَآيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، وَآيَةُ مِنَ الْجِنِّ: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَعَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّافَّاتِ، ثَلَاثٌ مِنَ الْخَشَرِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَامَ الْأَعْرَابِيُّ قَدْ بَرَأَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ-

৩৫৪৯ হারুন ইবন হাইয়ান (র) আবু লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট বসছিলাম, এমন সময় এক বেদুঈন তাঁর কাছে এসে বললো: আমার এক ভাই অসুস্থ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার ভাইয়ের কি অসুখ? সে বললো: জ্বরের আছর। তিনি বললেন: তুমি যাও এবং তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আবু লায়লা বলেন: সে গিয়ে তার ভাইকে নিয়ে আসলো। তিনি তাকে নিজের সামনে বসালেন, আমি শুনতে পেলাম তিনি সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত, শেষে দুই আয়াত অর্থাৎ الْهَكْمُ الْوَاحِدُ আয়াতটি এবং আয়াতুল কুরসী এবং বাকারার শেষতিন আয়াত, এবং আল-ইমরানের একটি আয়াত, আমার মনে হয় তিনি لا اله الا هو পড়েছিলেন এবং আল-আরাক্ফের এক আয়াত اللَّهُ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ এবং سُبْحَانَ اللَّهِ এর এক আয়াত جَدُّ رَبِّنَا এবং সূরা জিন এর এক আয়াত وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তাকে দম করলো। তখন বেদুঈন এমন সুস্থ হয়ে দাঁড়ালো যে তাঁর কোন রোগ-ই- নেই।

كِتَابُ اللَّيَّاسِ
অধ্যায় : লেবাস-পোষাক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩২. كِتَابُ اللَّيَاسِ

অধ্যায় : লেবাস-পোষাক

১. بَابُ لِبَاسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লেবাস

[৩৫০] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلَنِي أَعْلَامُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى جَهَنَّمَ وَاسْتَوْنِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ-

[৩৫৫০] আবু বাকর ইবন আবু শায়ব্বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি নকশাদার চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করলেন, তারপর বললেন: এই চাদরের নকশা আমাকে অন্য মনরু করেছে, এটা আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং আমার জন্য একটা মোটা ধরনের নকশাবিহীন চাদর নিয়ে এসো।

[৩৫০১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ لِي إِزَارًا غَلِيظًا مِنَ النَّتِيِّ تَصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَكْسِيَةِ الَّتِي تَذْهِي الْمُلْبَدَةَ وَأَقْسَمَتْ لِي لَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِمَا-

[৩৫৫১] আবু বাকর ইবন আবু শায়ব্বা (র)..... আবু বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট হাযির হলাম, তখন তিনি আমাকে দেখাবার জন্য ইয়ামেনে তৈরী একটি

মোটা লুংগী এবং 'মুলাববাদাহ' নামের এক ধরনের সাধারণ মোটা চাদর বের করলেন। এবং কসম খেয়ে আমাকে বললেন: এ কাপড় দু'টিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয়েছে।

৩৫৫২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَهْدَرِيُّ ثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَخْوَصِ
إِنْ حَكِيمٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي
شَمْلَةٍ قَدْ عَقَدَ عَلَيْهَا.

৩৫৫২ আহমাদ ইবন সাবিত জাহদারী (র)..... উবাদাহ ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি চাদরে সালাত আদায় করেছেন যা তিনি গিট দিয়ে বেধে রেখে ছিলেন।

৩৫৫৩ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ
رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ-

৩৫৫৩ ইউনুস ইবন আবদুল আলা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তাঁর গায়ে তখন মোটা পায়েজের একটা নাজরানী চাদর ছিল।

৩৫৫৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْبُ أَحَدًا ، وَلَا يَطْوِي لَهُ ثَوْبًا-

৩৫৫৪ আবদুল কুদ্দুস ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কাউকে কটু কথা বলতে শুনিনি। এবং তার কাপড় ভাঁজ করে দিতে দেখিনি।

৩৫৫৫ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّعْدِيِّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِرِدَّةٍ قَالَ : الشَّمْلَةُ
يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدَيَّ لَا كُسُوكَهَا - فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فِيهَا ، وَأَنَّهُ لِإِرَارَةَ فَجَاءَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ (رَجُلٌ سَمَاءُ
يَوْمئِذٍ) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْبُرْدَةَ أَكْسَنِيهَا قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلَ
طَوَّهَا وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : وَاللَّهِ مَا أَحْسَنَتْ كُسِيَهَا النَّبِيُّ ﷺ
مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ، ثُمَّ سَأَلَتْهُ آيَاهَا ؟ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فَقَالَ إِنِّي ، وَاللَّهِ !

مَا سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِابْسُهَا ، وَلَكِنْ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِتَكُونَ كَفَنِي ، فَقَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ يَوْمَ مَاتَ-

[৩৫৫৫] হিশাম ইব্ন আদ্রার..... সাহাল ইব্ন সা'দ সাঈদী (র) থেকে বর্ণিত যে জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক খানা চাদর নিয়ে আসে। সে বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে পরতে দেওয়ার জন্য আমি নিজ হাতে এটা বুনেছি। চাদরের দরকার মনে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিলেন, পরে সেটাকে লুংগীর মত পরে আমাদের মাঝে আসলেন। তখন অমূকের দেখে অমুক (রাবী তখন লোকটির নাম বলেছিলেন) এসে বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই চাদরটা কি চমৎকার! এটা আমাকে পরিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা। তিনি ভিতরে গিয়ে চাদরটা ভাজ করে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, লোকেরা তাকে বললো: আল্লাহর কসম, কাজটা ভাল করনি। নবী ﷺ প্রয়োজনের তাগিদেই তা পরে দিলেন, আর সেটা তাঁর কাছ থেকে তুমি চেয়ে নিলে? অথচ তুমি জান যে তিনি কোন প্রার্থীকেই ফিরিয়ে দেন না। তখন সে বললো : আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এটা পরার জন্য তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেইনি। বরং আমি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি, যাতে তা আমার কাফন হতে পারে, সাহল (রা) বলেন : লোকটা যেদিন মারা গেল, সেদিন সেটাই হয়ে ছিলো তার কাফন।

[৩৫৫৬] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ ابْنِ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ الْحِمَصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ نُوحِ بْنِ زَكْوَانَ عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ لَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّوْفَ وَاحْتَذَى الْمَخْصُوفَ وَلَيْسَ ثَوْبًا خَشِنًا خَشِنًا-

[৩৫৫৬] ইয়াহইয়া ইব্ন উসমান ইব্ন সাঈদ ইব্ন কাসীর ইব্ন দীনার হিমসী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ পশমী কাপড় পরে দেন, ছেড়া জুতা পরেছেন এবং মোটা কাপড় ও পরেছেন।

২. بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

অনুচ্ছেদ : নতুন কাপড় পরার দু'আ

[৩৫৫৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ لَيْسَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَأْوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَاتَّجَمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا ، فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَا فِي مَا

أَوَارَى بِهِ عَوْرَتِي وَاتَّجَمَلُ بِهِ فِي جُلُوتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثُّوبِ الَّذِي أَخْلَقَ أَوْ
أَلْقَى ، فَتَصَدَّقَ بِهِ ، كَانَ فِي كَنْفِ اللَّهِ وَفِي حَفِظِ اللَّهِ وَفِي سِتْرِ اللَّهِ حَيًّا
وَمَيِّتًا قَالَهَا ثَلَاثًا-

[৩৫৫৭] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার
ইবন খাত্তাব (রা) নতুন কাপড় পরলেন, অতঃপর বলেন: الحمد لله الذى كسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى
যা দিয়ে আমি আমার লজ্জাহান ঢাকতে পারি এবং যা দিয়ে আমি আমাকে সুসজ্জিত করতে পারি।
অতঃপর তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে নতুন কাপড় পরে এই দু'আ পড়বে
যে, الحمد لله الذى كسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى جلوتى আর পুরানো
হয় গেলে তা রেখে সাদাকা করে দিবে, সে জীবদ্দশায় এবং মৃত অবস্থায় আল্লাহর ছত্রচ্ছায়ায় ও আল্লাহর
হিফাযতে থাকবে। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

[৩৫৫৮] حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُهْدِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ فَقَالَ
ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ ؟ قَالَ لَا بَلْ غَسِيلٌ قَالَ لَيْسَ جَدِيدًا ، وَعِشْ حَمِيدًا ،
وَمِتْ حَمِيدًا-

[৩৫৫৮] হোদায়ন ইবন মাহদী (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমারের গায়ে
একটা সাদা জামা দেখতে পেয়ে বললেন: তোমার এ কাপড় ধোয়া না নতুন? তিনি বললেন: না বরং ধোয়া।
তখন তিনি বলেন: নতুন কাপড় পর, প্রশংসিত জীবন যাপন কর এবং শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ কর।

৩. بَابُ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ اللَّبَاسِ

অনুচ্ছেদ : যে সব পোশাক পরা নিষেধ

[৩৫৫৯] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَزِيدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لِبَاسَتَيْنِ ، فَمَا
لِلْبِسْتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَاءِ وَالْأَعْتَبَاءِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ
شَيْءٌ-

৩৫৫৯ আবু বাকর (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দুধরনের পোষাক পরতে নিষেধ করেছেন। একটি হলো এক বস্ত্র এমনভাবে শরীরে পেচানো যে, সতর খুলে যায়, দ্বিতীয়টি হলো শরীরে এমনভাবে কাপড় পেচানো যে কোন অঙ্গ স্বাভাবিকভাবে সঞ্চালন করা যায় না।

২৫৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبَسَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَالْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْتَ يُفْضَى فَرْجُكَ إِلَى السَّمَاءِ

৩৫৬০ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধরনের পোষাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। প্রথমত: এমনভাবে শরীরে লেপ্টে থাকা যে স্বাভাবিক অঙ্গ সঞ্চালন সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত: এমনভাবে পরা যে, লজ্জাস্থান প্রকাশ পায়।

২৫৬১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ : عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبَسَتَيْنِ : اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَالْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْتَ مُفْضَى فَرْجُكَ إِلَى السَّمَاءِ -

৪৫৬১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা(রা).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধরনের পোষাক পরতে নিষেধ করেছেন। প্রথমত: اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ অর্থাৎ শরীরের সাথে কাপড় এমন ভাবে লেপ্টে পরা, যাতে শরীরের ভাজ দেখা যায়। দ্বিতীয়ত: اِحْتِبَاءِ অর্থাৎ এমনভাবে পড়া যাতে সতর খোলা থাকে।

৪. بَابُ لِبَسِ الصُّوْفِ

অনুচ্ছেদ ৪ পশমী পোষাক পরিধান করা

২৫৬২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ قَالَ لِي : يَا بَنِي لَوْ شَهِدْنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصَابَتَيْنِ السَّمَاءَ لَحَسِبْتُ أَنْ رِيحَنَا رِيحَ الضَّأْنِ -

৩৫৬২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু বুরদাহ (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি আমাকে বললেন: হে প্রিয় বৎস! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমানায় যখন বৃষ্টি হতো, তখন যদি তুমি আমাদের দেখতে, তাহলে ভাবতে আমাদের শরীরের গন্ধগুলি দুয়ার গন্ধের মত।

[৪০৬২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا الْأَخْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ مِنْ صُوفٍ ضَيْقَةٌ الْأَثْمَتَيْنِ فَصَلَّى بِنَا فِيهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهَا -

[৩৫৬৩] মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন কারামাহ (র)..... উবাদাহ ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বেরিয়ে এলেন তখন তার গায়ে ছিল পশমের তৈরি সংকীর্ণ আন্তীন বিশিষ্ট রোমী জুব্বা। সেটা পরে তিনি আমাদের সালাত আদায় করলেন। সেটা ছাড়া আর কিছু তাঁর গায়ে ছিলো না।

[৩০৬৪] حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ السَّمُطِ حَدَّثَنِي الْوُضَيْنُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عُلْقَمَةَ عَنْ سُلْمَانَ الْفَارَسِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَقَلَبُ جُبَّةٌ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ -

[৩৫৬৪] আব্বাস ইবন ওয়ালীদ দিমাশকী ও আহমাদ ইবন আযহার (র)..... সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অযু করলেন, তিনি জুব্বা পরা ছিলেন তা উলটিয়ে তা দিয়ে মুখ মুছলেন।

[২০৬০] حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مُوسَى بْنُ الْفَضْلِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسِمُ غَنَمًا فِي أَذَانِهَا وَرَأْيُهُ مُتَزَرًّا بِكِسَاءٍ -

[৩৫৬৫] সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বকরীর কানে দাগ লাগাতে দেখেছি এবং তাকে একটি চাদর লুংগীর ন্যায় পরিধান রত দেখেছি।

৫. بَابُ الْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ

অনুচ্ছেদ : সাদা পোষাক পরিধান করা

[২০৬৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ ابْنِ حُنَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيْضُ فَالْبَسُوهَا وَكَفُّوا فِيهَا مَوْتَاكُمُ -

৩৫৬৬ মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের জন্য উত্তম পোষাক হলো সাদা পোষাক। সুতরাং সাদা কাপড় পর এবং তাতে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও।

৩৫৬৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَسُوا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ-

৩৫৬৭ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)..... সামুরাহ ইব্ন জুন্দাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাদা পোষাক পরিধান করবে কেননা তা অধিক পবিত্র ও উত্তম।

৩৫৬৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانٍ الْأَزْرَقِ ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ شَرِيحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَحْسَنْتَ مَا زَرْتُمُ اللَّهَ بِهِ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضِ-

৩৫৬৮ মুহাম্মাদ ইব্ন হাসসান আযরাক (রা)..... আবুদারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের কবরে এবং তোমাদের মসজিদে আল্লাহর সাথে সাদা পোষাক সাক্ষাৎ করাই উত্তম।

৬. بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ

অনুচ্ছেদ : অহংকার বশত: কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া

৩৫৬৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ الذِّي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৩৫৬৯ আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি অহংকারবশত: কাপড় (টাংখুর নিচে) ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।

[৩৫৭৬] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَلَقَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بِالْبَلَّاطِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ، وَأَشَارَ إِلَى أُذُنَيْهِ سَمِعْتَهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي-

[৩৫৭৭] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশত: লুংগী ঝুলিয়ে পরে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না।

রাবী বলেন : আমি বালাত নামক স্থানে ইবন উমারের সাক্ষাত পেয়ে, নবী ﷺ থেকে আবু সাঈদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম, তখন তিনি তাঁর দুই কানের দিকে ইশারা করে বললেন: আমার কর্ণদ্বারা তা শ্রবণ করেছে এবং হৃদয় সংরক্ষণ করেছে।

[৩৫৭৮] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَرٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَرَّ يَا أَيُّ هُرَيْرَةَ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّ سَبْلَهُ فَقَالَ يَا بْنَ أَخِي إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

[৩৫৭৯] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু হুরায়রা (রা)-এর পাশ দিয়া এক কোরাইশ যুবক কাপড় ঝুলিয়ে যাচ্ছিলো। তখন তিনি বললেন, হে ভাতিজা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে অহংকারবশত: কাপড় ঝুলিয়ে পরে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।

৭. بَابُ مَوْضِعِ الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ

অনুচ্ছেদ : লুংগীর ঝুলের নিম্ন সীমা

[৩৫৮০] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْحَوْصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَسْفَلِ عِصْلَةِ سَاقِي أَوْسَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أُبَيَّتَ فَاسْفَلْ ، فَإِنْ أُبَيَّتَ فَاسْفَلْ ، فَإِنْ أُبَيَّتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي أَبُو اسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ
نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ-

৩৫৭২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার গোছার কিংবা (রাবীর সন্দেহ) তাঁর গোছার পেশীর নিম্নংশ ধরে বললেন: এটা হলো লুংগীর সীমা। এটা তোমার অপছন্দ হলে, আরো নিচে নামতে পারো; কিন্তু তাও যদি অপছন্দ হয় তবে (বলি শোনো) দু'টাখন্ড হাড় ঢেকে লুংগী পরিধান করার কোন অবকাশ নেই।

আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... হুয়ায়ফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৫৭৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْمَلَاءِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: هَلْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا
فِي الْأَزَادِ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ
سَاقِيهِ لِأَجْنَاخِ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ
يَقُولُ ثَلَاثًا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزْرَهُ بَطْرًا-

৩৫৭৩ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ (রা) থেকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে লুংগী সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে মু'মিন ব্যক্তির লুংগীর সীমা হলো নলার অর্ধেক পর্যন্ত। সেখান থেকে টাখন্ড মাঝের স্থান টুকুতে গোনাহ নেই, তবে টাখন্ড নিচের ঢাকা অংশটুকু জাহান্নামে যাবে। এটা তিনি তিন বার বলেছেন। ঐ ব্যক্তির দিকে আল্লাহ ফিরে তাকাবেন না। যে অহংকার বশত: লুংগী ঝুলিয়ে পরে।

৩৫৭৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شَرِيكَ
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا سُفْيَانُ بْنُ سَهْلٍ! لَا تُسِيلُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُسِيلِينَ-

৩৫৭৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... মুঘীরা ইবন শোবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: হে সুফিয়ান ইবন সাহল! কাপড় ঝুলিয়ে পরো না: কেননা, আল্লাহ কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারীদের পসন্দ করেন না।

৪. بَابُ لُبْسِ الْقَمِيصِ

অনুচ্ছেদ : জামা পরিধান করা

৩৫৭৫ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ ثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْقَمِيصِ -

৩৫৭৫ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম দাওয়ারী (র)..... উম্মে সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জামার চেয়ে প্রিয় কোন পোষাক ছিল না।

৯. بَابُ طَوْلِ الْقَمِيصِ كَمْ هُوَ ؟

অনুচ্ছেদ : জামার দৈর্ঘ্যতা প্রসংগে

৩৫৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَسْبَالُ فِي الْأَزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خِلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا غَرَبَهُ -

৩৫৭৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....সালেমের পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, লুংগী, জামা, ও পাগড়ী ঝুলিয়ে পরা যেতে পারে। যে ব্যক্তি অহংকার বশত; কোন কিছু ঝুলিয়ে পরে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাবেন না,

বাকী আবু বাকর (রা) বলেন হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে গরীব।

১. بَابُ كَمْ الْقَمِيصِ كَمْ يَكُونُ ؟

অনুচ্ছেদ : জামার আস্তিনের দৈর্ঘ্যতা

৩৫৭৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ ثَنَا أَبُو غَسَّانٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ثَنَا أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبِسُ قَمِيصًا قَصِيرَ الْيَدَيْنِ وَالطَّوْلِ -

[৩৫৭৭] আহমাদ ইবন উসমান ইবন হাকীম আওদী ও সুফিয়ান ইবন ওয়াকী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছোট আঙীন ও স্বল্প দৈর্ঘ্য সম্পন্ন জামা পরতেন।

১১. بَابُ حُلِّ الْأَزْرَارِ

অনচ্ছেদ : জামার বোতাম খোলা রাখা

[৩৫৭৮] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ وَإِنْ زَرَ قَمِيصِهِ لَمُطْلَقٌ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ فِي شِئَاءٍ وَلَا صَيْفٍ إِلَّا مُطْلَقَةً أَرْزَارُهُمَا۔

[৩৫৭৮] আবু বাকর (র)..... মুয়াবিয়া ইবন কুররা তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে বায়'আত হলাম, তখন তাঁর জামার বোতামগুলো খোলা ছিল।

রাবী ওরওয়ার বলেন: তাই আমি শীতে ও গরমে সর্বদা মু'আবিয়া ও তাঁর পুত্রকে জামার বোতাম খোলা অবস্থায় দেখেছি।

১২. بَابُ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ

অনচ্ছেদ : পায়জামা পরিধান করা

[৩৫৭৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْبَشَّارِ ثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَتَانَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ۔

[৩৫৭৯] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... সুওয়াইদ ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের এখানে এসে পায়জামা দর করে খরিদ করে ছিলেন।

১৩. بَابُ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ كَمْ يَكُونُ ؟

অনচ্ছেদ : স্ত্রীলোকের পোষাকের আঁচলের দৈর্ঘ্য

[৩৫৮০] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمْ تَجْرُ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ شِبْرًا قُلْتُ: إِذَا يَنْكَشِفُ عَنْهَا- قَالَ ذِرَاعٌ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ۔

[৩৫৮০] আবু বাকর (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: নারী তার পোষাকের আঁচল কি পরিমাণ ঝুলিয়ে পরতে পারে? তিনি বললেন: এক বিঘত পরিমাণ। আমি বললাম: তাহলে তো তার (পো) নিরাবরন থাকবে। তিনি বললেন: তাহলে এক হাত এর চাইতে অধিক নয়।

[৩০৮১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ أَنَسٍ أَنَّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ رُحِّصَ لَهُنَّ فِي النَّيْلِ ذِرَاعًا فَكُنَّ يَأْتِينَ فَنَذَرْنَ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاهًا-

[৩৫৮১] আবু বাকর (র).....ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সহধর্মীনিদের এক হাত লম্বা আঁচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পরে নারীরা আমাদের কাছে আসতো, আর আমরা তাদেরকে কাঠি দ্বারা এক হাত পরিমাণ মেপে দিতাম।

[৩০৮২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهْرَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْفَاطِمَةُ أَوْلَامٌ سَلَمَةُ ذَلِكَ ذِرَاعٌ-

[৩৫৮২] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ফাতিমা কিংবা উম্মে সালামা (রা)-কে বলেছেন, তোমার আঁচল এক হাত পরিমাণ হবে।

[৩০৮৩] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمِ عَنْ أَبِي الْمُهْرَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي ذِيُولِ النِّسَاءِ شِبْرًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا تَخْرُجُ سَوْفَهُنَّ قَالَ فَذِرَاعٌ-

[৩৫৮৩] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নারীদের আঁচল সম্পর্কে এক বিঘত পরিমাণের কথা বলেছিলেন। আয়েশা (রা) বললেন: তাহলে তো তাদের পায়ের নলা বেরিয়ে যাবে। তিনি বললেন: তবে এক হাত পরিমাণ।

١٤. بَابُ الْعِمَامَةِ السُّودَاءِ

অনুচ্ছেদ : কাল রংয়ের পাগড়ী

[৩০৮৪] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَسَاوِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرِيْثٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ-

৩৫৮৪ হিশাম ইবন আশ্বার (র)..... আমর ইবন হুরায়েস তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কে আমি কাল পাগড়ী ধারণ করা অবস্থায় খুত্বা দিতে দেখেছি।

৩৫৮৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কাল পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মকায় প্রবেশ করেন।

৩৫৮৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কায় বিজয়ের দিন কাল পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় (মকায়) প্রবেশ করেন।

১৫. بَابُ إِرْخَاءِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দুই কাঁধের মাঝে পাগড়ীর লেজ ঝুলানো

৩৫৮৭ হাদীস আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আমর ইবন হুরায়েস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখছি যে, তাঁর মাথায় কাল পাগড়ী রয়েছে; আর তার দুই প্রান্ত ঝুঁকুনিয়ের মাঝে ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

১৬. بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ

অনুচ্ছেদ : রেশমী বস্ত্র পরিধানের নিষিদ্ধতা

৩৫৮৮ হাদীস আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আমর ইবন হুরায়েস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখছি যে, তাঁর মাথায় কাল পাগড়ী রয়েছে; আর তার দুই প্রান্ত ঝুঁকুনিয়ের মাঝে ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

৩৫৮৮ আবু বাকর ইবন শায়বা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়াতে যে ব্যক্তিক রেশমী বস্ত্র পরিধান করে, আখিরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।

৩৫৮৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দীবাঞ্জ, হারীর ও ইসতাবরাক জাতীয় রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৩৫৯০ আবু বাকর ইবন শায়বা (র)..... হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: সেটা দুনিয়াতে তাদের জন্য আর আখিরাতে আমাদের জন্য।

৩৫৯১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উমর ইবন খাত্তাব (রা) বাজারে এক সেট রেশমী পোষাক দেখে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাত দান কালে এবং জুমু'আর দিনে ব্যবহারের জন্য এটা যদি আপনি কিনতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা তারাই পরবে, যাদের আখিরাতে কোন অংশ নেই।

১৭. يَابُ مَنْ رُخِصَ لَهُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

অনুচ্ছেদ : যাদের যাদের রেশমী বস্ত্র পরার অনুমতি দেয়া হয়েছিল

৩৫৯২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ نَبَاهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخِصَ لِلزُّبَيْرِ

بْنُ الْعَوَّامِ وَلِعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي قَمِيصَيْنِ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِمَا حِكَّةٌ -

৩৫৯২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাইর ইবন আওয়াম ও আবদুর রহমান ইবন আওয়ামকে রেশমী জামা পরার অনুমতি দিয়েছিলেন; কেননা, তাদের খুজলির কষ্ট ছিলো।

১৮. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعِلْمِ فِي الثُّوبِ

অনুচ্ছেদ : চিহ্ন রূপে (রেশমী) কাপড়ের টুকরা লাগানোর অনুমতি

৩৫৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّكَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالْدِّيْبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا : ثُمَّ إِشَارَ بِأَصْبَعِهِ : ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّلَاثَةَ : ثُمَّ الرَّابِعَةَ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنْهُ -

৩৫৯৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)- উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রেশমী ও রেশম মিশ্রিত বস্ত্র আংশুল এরপর দ্বিতীয়টি এরপর তৃতীয়টি এরপর চতুর্থটি দিয়ে ইশারা করলেন। এবং বললেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (এর অধিক) থেকে নিষেধ করতেন।

৩৫৯৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُفِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ : قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى عِمَامَةً لَهَا عِلْمٌ فَدَعَا بِالْجَلْمَيْنِ فَقَصَّهُ فَدَخَلَتْ عَلَى أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا : فَقَالَتْ بؤْسًا لِعَبْدِ اللَّهِ ! يَا جَارِيَةَ : هَاتِي جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ بِجُبَّةٍ مَكْفُوفَةٍ الْكُمَيْنِ وَالْفُرْجَيْنِ بِالْدِّيْبَاجِ -

৩৫৯৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আসমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন উমারকে দেখতে পেলাম, তিনি রেশমী বস্ত্রের প্রান্ত যুক্তি একটি পাগড়ী খরিদ করলেন, অতঃপর কাঁচি আনিয়ে তা কেটে ফেললেন, আমি আসমার কাছে গিয়ে বিষয়টি তাঁকে বললাম। তিনি বললেন: হে বান্দী ! আবদুল্লাহর জন্য আশ্চর্য! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জুব্বাটা নিয়ে এসো। সে জুব্বাটা আনলো। দেখি; দুই আঙ্গিন কল্লি ও গলায় রেশমের ফিতা লাগানো আছে।

১৭. بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

অনচ্ছেদ : মহিলাদের জন্য রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণ পরিধান

[৩৫৯৫] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ أَبِي الْأَفْلَحِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَفَاقِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِنِسَائِهِمْ-

[৩৫৯৫] আবু বাকর (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা হাতে রেশমী বস্ত্র এবং ডান হাতে স্বর্ণ নিলেন, অতঃপর সেগুলো সহ দু'হাত উর্ধ্বে তুলে বললেন: আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য এ দুটি হারাম এবং তাদের মহিলাদের জন্য হালাল।

[৩৫৯৬] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي فَاخْتَةَ حَدَّثَنِي هُرَيْرَةُ بْنُ يَرِيمٍ عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً مَكْفُوفَةً بِحَرِيرٍ أَمَّا سِدَاهَا وَأَمَّا لَحْمَتُهَا : فَأَرْسَلَ بِهِمَا إِلَيَّ : فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا أَصْنَعُ بِهِمَا ؟ أَلْبَسَهَا ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَجْعَلُهَا خُمْرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ -

[৩৫৯৬] আবু বাকর ইবন আবু শারবা (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে রেশমী প্রান্ত বিশিষ্ট একসেট পোষাক হাদিয়া দেওয়া হলো। হয় তার ডানা রেশমী সুতার ছিলো কিংবা পড়েন। তিনি সেটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, আমি তাঁর নিকট এসে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা দিয়ে আমি কি করবো? আমি কি এটা পরবো? তিনি বললেন: না, তবে ফাতেমাদের উড়না বানিয়ে দাও। (নবী কন্যা- ফাতিমা, আলী জননী ফাতিমা, ও হামযা কন্যা ফাতিমা)।

[৩৫৯৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْأَفْرَيْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِيَّ اخَذَ يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ : وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ فَقَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِنِسَائِهِمْ-

৩৫৯৭ আবু বাকর (র)..... আবদুল্লাহ উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বিড়িয়ে এলেন, তখন তার এক হাতে ছিল রেশমী বস্ত্র এবং অপর হাতে সোনা। তিনি বললেন: এ দু'টি আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম, তাদের মহিলাদের জন্য হালাল।

৩৫৯৮ আবু বাকর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যায়নাবের পরিধানে কাপড়ের জামা দেখেছি।

২. بَابُ لُبْسِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ : পুরুষের লাল রংয়ের কাপড় ব্যবহার

৩৫৯৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, লাল পোষাকে ও পরিপাটি চুলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাইতে অধিক সুন্দর আর কাউকে আমি দেখিনি।

৩৬০০ আবু আমির আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ ইবন ইউসুফ ইবন আবু বারদাহ ইবন আবু মুসা আশ'আরী (র)..... আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্বা দিচ্ছেন এমন সময় হাসান ও হোসায়ন (রা) দু'টি লাল জামা গায়ে তাড়াহুড়া করে এসে দাঁড়ালেন, তখন নবী ﷺ নেমে এসে তাদের উভয়কে ধরে তাঁর কোলে বসালেন এবং বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন: "إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ" "তোমাদের সম্পদও সন্তান সন্ততি নিছক পরীক্ষা", এ দু'জনকে দেখে আমি ধৈর্য ধরতে পারলাম না। অতঃপর তিনি তাঁর খুৎবায় ফিরে গেলেন।

৩৬০১ আবু আমির আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ ইবন ইউসুফ ইবন আবু বারদাহ ইবন আবু মুসা আশ'আরী (র)..... আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্বা দিচ্ছেন এমন সময় হাসান ও হোসায়ন (রা) দু'টি লাল জামা গায়ে তাড়াহুড়া করে এসে দাঁড়ালেন, তখন নবী ﷺ নেমে এসে তাদের উভয়কে ধরে তাঁর কোলে বসালেন এবং বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন: "إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ" "তোমাদের সম্পদও সন্তান সন্ততি নিছক পরীক্ষা", এ দু'জনকে দেখে আমি ধৈর্য ধরতে পারলাম না। অতঃপর তিনি তাঁর খুৎবায় ফিরে গেলেন।

২১. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُعْصِفْرِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ : পুরুষদের জন্য কুসুম রংয়ে রঞ্জিত বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ

৩৬০১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُقَدَّمِ - قَالَ يَزِيدُ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَا الْمُقَدَّمُ ؟ قَالَ : الْمَشْبَعُ بِالْعُصْفَرِ -

৩৬০১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 'মুফাদদাম' পরতে নিষেধ করেছেন। রাবী ইয়াযীদ বলেন; হাসানকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 'মুফাদদাম' কি? তিনি বললেন, কুসুম রং-এ রঞ্জিত বস্ত্র।

৩৬০২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ : قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا : يَقُولُ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَقُولُ : نَهَاكُمْ عَنْ لُبْسِ الْمُعْصِفْرِ -

৩৬০২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন হুনাইন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আলী (রা) কে বলতে শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কুসুম রংয়ে রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

৩৬০৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَزَاةِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةٍ إِذَا خَرَّ فَالتَفْتُ إِلَيَّ وَعَلَى رِيْطَةٍ مُضْرَجَةٍ بِالْعُصْفَرِ فَقَالَ ! مَا هَذِهِ ؟ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَاتَيْتُ أَهْلِيَّ وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُورَهُمْ فَقَذَفْتُ هُمْ فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ! مَا فَعَلْتَ الرِّيْطَةَ ؟ فَأَخْبَرْتَهُ : فَقَالَ : أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضُ أَهْلِكَ ! فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ !

৩৬০৩ আবু বাকর (র)..... আমর ইবন শু'আইব (র)-এর দাদা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সানিয়া আযাখির নামক স্থান থেকে আসছিলাম। এ সময় তিনি আমার দিকে তাকালেন, আমার পরনে তখন কুসুম রংয়ে রঞ্জিত এই তহবন্দ ছিল। তিনি বললেন: এটা কি? আমি তাঁর অপসন্দ অনুভব করলাম। অতঃপর আমি আমার পরিবার পরিজনের কাছে এলাম, আর তখন তারা রং-এর চুলা ধরছিল। আমি তাঁর নিকট হাযির হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবদুল্লাহ! তহবন্দটা কি

করেছ? তখন আমি ঘটনাটা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন : তোমার পরিবারের কোন মেয়েকে কেন দিলে না। কেননা নারীদের এতে কোন অসুবিধা নেই।

২২. بَابُ الصُّفْرَةِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ : পুরুষদের হলুদ রংয়ের কাপড় পরিধান করা

৩৬.৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَجِيلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً يَتَبَرَّدُ بِهِ : فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْوَرَسِ عَلَى عُنُقِهِ-

৩৬০৪ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... কায়দ ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা তাঁর জন্য পানি রাখি, যাতে তিনি (গোসল করে) ঠান্ডা হতে পারেন। তিনি গোসল করলেন, এরপর আমি তার জন্য হলুদ রংয়ের একটি চাদর নিয়ে এলাম, তাঁর পিঠে আমি হলুদ দাগ দেখতে পেয়েছিলাম।

২৩. بَابُ الْبَسِّ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَاكَ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ

অনুচ্ছেদ : অপচয় বা অহংকার পরিহার করে যা ইচ্ছা তাই পর

৩৬.৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا : مَا لَمْ يُخَالِطْهُ اسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ-

৩৬০৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আমর ইবন শু'আয়ের (রা)-এর দাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পানাহার কর, সাদাকাহ কর এবং পরিধান কর যতক্ষণ না তাতে অপচয় বা অহংকারের সংযোগ না ঘটে।

২৪. بَابُ مَنْ لَبَسَ شَهْرَةَ مِنَ الثِّيَابِ

অনুচ্ছেদ : খ্যাতির উদ্দেশ্যে পোষাক পরিধান

৩৬.৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّانِ : قَالَا ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ مُهَاجِرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةِ الْبَسِّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبٌ مُدَّة-

৩৬০৬ মুহাম্মাদ ইবন আবদা ওয়াসেসী ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ওয়াসেসী (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি খ্যাতির উদ্দেশ্যে পোষাক পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অসন্মানের পোষাক পরাবেন।

৩৬.৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا لَبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مِثْلَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ الْهَبَ فِيهِ نَارًا-

৩৬০৭ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতির উদ্দেশ্যে পোষাক পরবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অসন্মানের পোষাক পরাবেন, অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিবেন।

৩৬.৮ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ ثَنَا وَكِيعٌ بْنُ مُخْرَزٍ النَّاجِيُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَهْمٍ عَنْ زُرَيْبِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شَهْرَةٍ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتًى وَضَعَهُ-

৩৬০৮ আব্বাস ইবন ইয়াযীদ বাহারানী (র)..... আবু যার (রা) সূত্র নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি খ্যাতির উদ্দেশ্যে পোষাক পরে, সেটা খুলে না রাখা পর্যন্ত আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন।

২৫. بَابُ لُبْسِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

অনুচ্ছেদ : মৃত পশুর চামড়া শোধন করে ব্যবহার করা

৩৬.৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَرَ-

৩৬০৯ আবু বকর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে কোন চামড়া শোধন করে নিলেই তা পবিত্র হয়ে যায়।

৩৬.১০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةٍ مَيْمُونَةَ مَرَبَّهَا يَعْنِي النَّبِيَّ

ﷺ قَدْ أُعْطِيَهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مِئْتَةً فَقَالَ هَلَّا أَخَذُوا أَهَابَهَا فَدَبَعُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهَا مِئْتَةٌ قَالَ : إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا-

৩৬১০ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... মামুনাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর আযাদকৃত দাসীর একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়ে নবী ﷺ যাচ্ছিলেন, বকরীটা তাকে সাদাকার মাল থেকে দেয়া হয়েছিলো। তিনি বললেন: এরা এর চামড়া কেন নিলো না, তারা এটা শোধন করে উপকৃত হতে পারতো? তারা (সংগীরা) বললো; ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটাতো মৃত। তিনি বললেন: মৃত তো খাওয়া হারাম।

৩৬১১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَاةٌ فَمَاتَتْ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوْ انْتَفَعُوا بِأَهَابِهَا ؟

৩৬১১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীনদের কারো একটি বকরী ছিল, সেটা মরে গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: এই বকরীর মালিকরা তার চামড়াটা কাজে লাগালে তাদের কি কোন ক্ষতি হতো?

৩৬১২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمِئْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

৩৬১২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃতপশুর চামড়া শোধন করে তা দিয়ে উপকৃত হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

২৬. بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَنْتَفِعُ مِنَ الْمِئْتَةِ بِأَهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

অনুচ্ছেদ : মৃত পশুর চামড়া ও রগ পেশী দ্বারা উপকৃত না হতে বলা

৩৬১৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ : ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ : قَالَ أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمِئْتَةِ بِأَهَابٍ وَلَا عَصَبٍ-

৩৬১৩ আবু বাকর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উকায়েম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদের নিকট নবী ﷺ থেকে এই মর্মে নির্দেশ এলো যে, মৃতপশুর চামড়া বা পেশী দ্বারা উপকৃত হয়ো না।

২৭. بَابُ صَفَةِ النَّعَالِ

অনুচ্ছেদ : 'না'লায়ন শরীফের' বিবরণ

৩৬১৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ : كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَانِ مِثْنِي شِرَاكُهُمَا-

৩৬১৪ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ-এর 'না'লায়ন শরীফের' সামনের দিকে দু'টি ফিতা ছিল।

৩৬১৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَانِ-

৩৬১৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ-এর না'লায়েন শরীফের দু'টি ফিতা ছিল।

২৮. بَابُ نُبْسِ النَّعَالِ وَخَلْعِهَا

অনুচ্ছেদ : জুতা পরা ও খোলা প্রসঙ্গে

৩৬১৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُبْدَأْ بِالْيَمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيُبْدَأْ بِالْيُسْرَى-

৩৬১৬ আবু বাকর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন জুতা পরে তখন যেন ডান পা থেকে শুরু করে এবং যখন খোলে তখন বাম পা থেকে যেন করে।

২৯. بَابُ الْمَشْيِ فِي النَّعَالِ الْوَاحِدِ

অনুচ্ছেদ : একপায়ে জুতা পরে চলা

৩৬১৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَدْرِيسٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلَا خَفٍّ وَاحِدٍ لِيَدْخُلَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَمْشِيَ فِيهِمَا جَمِيعًا-

[৩৬১৭] আবু বাকর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে বা এক পায়ে মোজা পরে না চলে।

৩. .بَابُ الْإِنْتِعَالِ قَانِمًا

অনুচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে জুতা পরা

[৩৬১৮] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَانِمًا -

[৩৬১৮] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।

[৩৬১৯] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَانِمًا -

[৩৬১৯] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে তিনি বলেন, নবী ﷺ লোকদের দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।

৩১. .بَابُ الْخَفَافِ السُّودِ

অনুচ্ছেদ : কালো মোজা পরিধান করা

[৩৬২০] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَفَيْنِ سَاذَجَيْنِ أَسْوَدَيْنِ فَلَبِسَهُمَا -

[৩৬২০] আবু বাকর (র)..... বোরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মিশমিশে কালো রংয়ের দু'টি মোজা হাদীয়া স্বরূপ দিয়ে ছিলেন। এবং তিনি তা পরিধান করেছিলেন।

৩২. .بَابُ الْخِصَابِ بِالْحِئَاءِ

অনুচ্ছেদ : মেহদীর খেযাব প্রসংগে

[৩৬২১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ وَسَلِيمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُخْبِرَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالَفُوهُمْ -

[٣٦٢٢] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّلْمِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكُتْمُ -

৩৬২২ আবু বাকর (র)..... আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে সব জিনিস দিয়ে তোমরা বার্বক্য ঢাকতে পার, তার মাঝে মেহদীও নীল হলো সর্বোত্তম।

عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ فَاحْزَجْتُ إِلَى شَعْرٍ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَخْضُوبًا بِالْحَنَاءِ وَالْكَتَمِ -

৩৬২৩ আবু বাকর (র)..... উসমান ইবন মাওহাব (র) তিনি বলেন, (একদা) আমি উম্মে সালামা (রা) এর কাছে গেলাম : রাবী বলেন : তখন তিনি আমার সামনে রাসূলুল্লাহ -এর চুলগুলির একটি চুল বের করলেন, যা মেহেদী ও নীল পাতা দ্বারা রঞ্জিত ছিল।

٣٣. بَابُ الْخَضَابِ بِالسُّوَالِ

অনুচ্ছেদ : কালো খেজাব ব্যবহার করা

٣٦٢٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ شَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جِئْتُ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ رَأْسُهُ ثَغَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتَغَيِّرْهُ وَجَنِّمُوهُ السَّوَادَ

৩৬২৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবু কোহাফাকে নবী ﷺ-এর নিকট আনা হলো এবং তার মাথার চুল ছিল ধবধবে সাদা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তাকে তার কোন এক স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাও, সে যেন তার (চুলের) পরিবর্তন করে দেয়, তবে এতে কালো রং পরিহার করবে।

[৩৬২৫] حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ شَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنِ زَكْرِيَّا الرَّاسِيُّ ثَنَا دَفَاعُ بْنُ دَعْفَلٍ السَّدُوسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صَهْبٍ الْخَيْرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ أَحْسَنْتَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لِهَذَا السَّوَادُ : أَرَغَبَ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبَ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ۔

[৩৬২৫] আবু হুরায়রা ছায়রাফী ও মুহাম্মাদ ইবন ফিরাস (র)..... সুহায়েব খায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যা দিয়ে খেঁষাব কর, তার মধ্যে এই কালো রংটাই সর্বোত্তম। কেননা এতে তোমাদের নারীরা তোমাদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয় এবং তোমাদের শত্রুদের মনে তোমাদের প্রতি অধিক ভীতি সৃষ্টি হয়।

৩৬. بَابُ الْخِضَابِ بِالصُّفْرِ

অনুচ্ছেদ : হলুদ রংয়ের খেঁষাব

[৩৬২৬] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنْ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُكَ تَصْفِرُ لِحْيَتَكَ بِالْوَرْسِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَا تَصْفِيرِي لِحْيَتِي فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصْفِرُ لِحْيَتَهُ۔

[৩৬২৬] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও উবায়দ ইবন জোরায়জ (র)..... ইবন উমর (রা) কে এই মর্মে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনাকে তো জাফরান রং দিয়ে দাঁড়ি রঞ্জিত করতে দেখছি? তখন ইবন উমর (রা) বললেন : আমার দাঁড়ি হলুদ রং এ রঞ্জিত করার কারণে এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর দাঁড়ি হলুদ রংয়ের রঞ্জিত দেখেছি।

[৩৬২৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ابْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا كُلُّهُ۔ قَالَ وَكَانَ طَاوُسٌ يُصْفِرُ۔

[৩৬২৭] আবু বাকর (র)..... ইবন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ; (একদা) মেহদীর খেযাব গ্রহণকারী এক লোকের নিকট যাওয়ার সময় নবী ﷺ বললেন : এটা কতই না উত্তম ! অতঃপর তিনি অন্য একজন মেহদী ও নীল পাতার খেতাব গ্রহণকারী লোকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : এটা ওটার চেয়ে উত্তম। এরপর তিনি অন্য একজন হলুদ খেযাব গ্রহণকারীর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : এটা ঐ সবার চেয়ে উত্তম।

রাবী বলেন, তাউস (র) হলুদ খেযাব ব্যবহার করতেন।

২০. بَابُ مَنْ تَرَكَ الْخَضَابَ

অনুচ্ছেদ : খেযাব বর্জন করা

[৩৬২৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا وَهْبٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ يَعْنِي عَنَفَقَتَهُ.

[৩৬২৮] মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ অংশটা অর্থাৎ তাঁর খুতনির নিচে এবং উপরের কিছু চুল সাদা দেখেছি।

[৩৬২৯] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُثَنَّى ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَخْضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا نَحْوَ سَبْعَةِ عَشَرَ أَوْ عِشْرِينَ شَعْرَةً فِي مَقْدَمِ لِحْيَتِهِ-

[৩৬২৯] মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র)..... হুযায়দ (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আনাস ইবন মালিক (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি খেযাব গ্রহণ করেছেন ? তিনি বললেন : তিনি তো তাঁর দাঁড়ীর সন্মুখভাগে সতের কি দ্বা বিশটিতে শুধু দেখেছেন।

[৩৬৩০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ عِشْرِينَ شَعْرَةً-

[৩৬৩০] মুহাম্মদ ইবন উমার ইবন ওয়ালাদ কিন্দী (র) ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বার্বক্য বলতে ছিল বিশটির মত মুবারক চুল।

৩৬. بَابُ اتِّخَاذِ الْجُمُعَةِ وَالذَّوَانِبِ

অনুচ্ছেদ : বাবরী রাখা ও ঝুঁটি বাঁধা প্রসঙ্গে

৩৬৩১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِيءٍ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَاءٍ رَتَعْنِي هُنَاكَ-

৩৬৩১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মকায় প্রবেশ করলেন, এসময় তাঁর মাথায় চারটি ঝুঁটি ছিলো।

৩৬৩২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ-

৩৬৩২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কিতাবীরা চুল (সিঁথি না করে) পিছনের দিকে ছেড়ে দিত, মুশরিকরা (মাথার মাঝখানে দিয়ে) সিঁথি করতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিতাবীদের সাথে মিল রাখা পছন্দ করতেন। রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনের অংশের চুল পিছনে ছেড়ে দিতেন, পরে (মাথার মাঝখানে) সিঁথি করা শুরু করেছেন।

৩৬৩৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُقُ خَلْفَ يَأْتُوخِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَسْدَلُ نَاصِيَتَهُ-

৩৬৩৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনের চুল সিঁথি করে দিতাম, পরে তাঁর সামনের চুল পিছনে ছেড়ে দিতাম।

৩৬৩৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَعْرَ رَجُلَيْنِ أَذْنِيهِ وَمَنْكِبَيْهِ-

[৩৬৩৪] আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চুল ছিল অল্প কৌকড়ানো, এবং (লম্বায়) দুইকান ও দুই কাঁধের মাঝ বরাবর।

[৩৬৩৫] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْرَاهِيمَ ثَنَا أَبِي قَدِيكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَعْرٌ دُونَ الْجُمَةِ وَفَوْقَ الْوُفْرَةِ -

[৩৬৩৫] আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চুল ছিল 'জুম্মা' এর কম এবং ওয়াফরা থেকে বেশী (অর্থাৎ কাঁধের উপর এবং কানের নিচে)

২৭. بَابُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ : লম্বা চুলের অপসন্দনীয়তা

[৩৬৩৬] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عَقَبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَصَمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَلَى شَعْرٌ طَوِيلٌ فَقَالَ : ذُبَابٌ : فَأَنْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُهُ فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ -

[৩৬৩৬] আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র)..... ওয়াইল ইবন হজর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ কে চুল লম্বা অবস্থায় দেখে বললেন : অশুভ ! অশুভ ! তখন আমি চলে গেলাম এবং তা ছোট করে ফেললাম। পরে নবী ﷺ আমাকে দেখে বললেন : আমি তো তোমাকে বুঝাইনি, তবে এটা উত্তম।

২৮. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَزَعِ

অনুচ্ছেদ : মাথার অর্ধ-ভাগ কামানো নিষেধ

[৩৬৩৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ قَالَ وَمَا الْقَزَعُ ؟ قَالَ : أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ مَكَانٌ وَيُتْرَكَ مَكَانٌ -

[৩৬৩৭] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কাযা থেকে নিষেধ করেছেন। রাবী জিজ্ঞাসা করলেন : 'কাযা' কি? ইবন উমর (রা) বললেন : সেটা হলো বাচ্চার মাথার কিছু অংশ কামানো, আর কিছু অংশ রেখে দেওয়া।

[৩৬৩৮] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ -

[৩৬৩৮] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কাযা থেকে নিষেধ করেছেন।

৩৯. بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ

অনুচ্ছেদ : আংটিতে খোদাই করা

[৩৬৩৯] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ ثُمَّ نَقَشَ فِيهِ : « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ » فَقَالَ لَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى زَقَشٍ خَاتَمِي هَذَا -

[৩৬৩৯] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার একটা আংটি নিলেন, পরে তাতে 'মুহম্মদ রসূলুল্লাহ' খোদাই করালেন। তারপর তিনি বললেন : আমার এ আংটির নকশার মত নকশা যেন অন্য কেউ না করে।

[৩৬৪০] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَصْطَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا فَقَالَ إِنَّا قَدْ أَصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَالْ يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَحَدٌ -

[৩৬৪০] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা আংটি তৈরী করালেন তারপর বললেন : আমি একটা আংটি তৈরী করিয়েছি এবং তাতে কিছু নকশা করিয়েছি। সুতরাং এর অনুরূপ নকশা কেউ যেন না করে।

[৩৬৪১] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَنَسٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ لَهُ فَصَّ حَبَشِيٌّ وَنَقَشَهُ : «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» -

[৩৬৪১] মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার একটি আংটি গ্রহণ করেছিলেন। তাকে একটি হাবশী দেশীয় পাথর ছিল, আর তাতে 'মুহম্মদ সুল লাহ' নকশা করা ছিল।

৪. بَابُ النُّهْيِ عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ : সোনার আংটি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ

[৩৬৪২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ جُبَيْرِ مَوْلَى عَلِيٍّ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَتَمِ بِالذَّهَبِ -

[৩৬৪২] আবু বাকর (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

[৩৬৪৩] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ خَاتِمِ الذَّهَبِ -

[৩৬৪৩] আবু বাকর (র) ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি সম্পর্কে নিষেধ করেছেন।

[৩৬৪৪] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَهْدَى النَّجَاشِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَلَقَةً فِيهَا خَاتَمٌ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُودٍ وَإِنَّهُ لَمُعْرُضٌ عَنْهُ أَوْ يَبْغُضُ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا بِابْنَةِ ابْنَتِهِ - أُمَامَةَ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ : فَقَالَ تَحَلَّى بِهَذَا يَا بِنْتِ -

[৩৬৪৪] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একটি আংটি হাদীয়া স্বরূপ দিয়েছিলেন, তাতে সোনার পাতে একটি হাবশী দেশীয় পাথর বসানো ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা অপছন্দ করে একটি কাঠি দিয়ে

কিংবা হাতের কোন আংগুলের সাহায্যে সেটা নিলেন, অতঃপর তিনি তাঁর কন্যার কন্যা (নাতিন) উমামাহ বিনতে আবুল আ'সকে ডেকে বললেন : প্রিয়া বৎস! এটা তুমি ব্যবহার করো।

৪১. بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصْرَ خَاتِمَةٍ مِمَّا يَلِيْ كَفَّهُ

অনুচ্ছেদ : আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে রাখা

৩৬৪৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ فَصْرَ خَاتِمِهِ مِمَّا يَلِيْ كَفَّهُ-

৩৬৪৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর আংটির পাথরটা হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

৩৬৪৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ الْأَيْلِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ : عَنْ يُونُسَ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيهِ فَصْرٌ حَبَشِيٌّ : كَانَ يَجْعَلُ فَصْمَهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ-

৩৬৪৬ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার একটি আংটি পরে ছিলেন, তাতে হাবশা দেশীয় পাথর ছিল, সেটা তিনি হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

৪২. بَابُ التَّخْتَمِ بِالْيَمِينِ

অনুচ্ছেদ : ডান হাতে আংটি পরা

৩৬৪৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ-

৩৬৪৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র) আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

৪৩. بَابُ الْخَتْمِ فِي الْإِبْهَامِ

অনুচ্ছেদ : বৃদ্ধাংগুলিতে আংটি পরা

[৩৬৪৮] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمٍ : عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ : قَالَ نَهَا فِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ اتَّخِثُمْ فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ يَعْني الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ -

[৩৬৪৮] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এই আংগুলে এবং এই আংগুলে (অর্থাৎ বৃদ্ধাংগুলিতে এবং কনিষ্ঠাতে) আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

৪৪. بَابُ الصُّورِ فِي الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ : ঘরে ছবি রাখা

[৩৬৪৯] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ النُّهْدِيِّ عَنْ بَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلْ مَلَائِكَةُ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ -

[৩৬৪৯] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু তালহার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : যে ঘরে কুকুর এবং ছবি থাকে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না।

[৩৬৫০] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنْ الْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ -

[৩৬৫০] আবু বাকর (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, : এমন ঘরে (রহমতের) ফিরিশতা প্রবেশ করেন না, যেখানে কুকুর এবং ছবি থাকে।

[৩৬৫১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا فَرَأَتْ عَلَيْهِ : فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا هُوَ بِجَبْرِيلَ قَائِمٍ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ ؟ قَالَ : إِنْ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ -

[৩৬৫১] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিব্রাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে একটি বিশেষ সময়ে সাক্ষাতের ওয়াদা ছিল। কিন্তু তাতে বিলম্ব হলো। তখন নবী ﷺ বের হলেন এবং দেখলেন জিব্রাঈল দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন : ভিতরে প্রবেশ করতে কি সে আপনাকে বাঁধা দিয়েছে? তিনি বললেন : এ ঘরে একটি কুকুর আছে, আর আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না যেখানে কুকুর এবং ছবি থাকে।

[২৬৫২] حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ ثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ امْرَأَةً اتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي فَاسْتَأْذَنْتَهُ أَنْ تُصَوِّرَ فِي بَيْتِهَا نَحْلَةً فَمَنْعَهَا أَوْ نَهَاها۔

[৩৬৫২] আব্বাস ইবন উসমান দিমাশ্কী (র) আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাকে জানালো যে তার স্বামী কোন জিহাদে গিয়েছে। অতঃপর সে তাঁর নিকট তার ঘরে একটি খেজুর গাছের ছবি করার অনুমতি চাইলে, তিনি তাঁকে তা করতে মানা করলেন, অথবা নিষেধ করলেন।

৪৫. بَابُ الصُّورِ فِيمَا يُوْطَأُ

অনুচ্ছেদ : যে সব স্থান পদদলিত হয় তাতে ছবি করা

[২৬৫৩] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ سَهْرَةً لِي : تَعْنِي الدَّاهِلَ بِسِتْرِ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ هَكَه : فَجَعَلْتُ مِنْهُ مَنبُذَتَيْنِ : فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَكِنًا عَلَى أَحَدَاهُمَا۔

[৩৬৫৩] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার ঘরের দরজায় একটা পর্দা বুঝালাম, যাতে ছবি ছিল। অতঃপর নবী ﷺ যখন আসলেন, তখন নবী ﷺ তা ফেড়ে ফেললেন। পরে আমি তা দিয়ে দু'টি তাকিয়ার গিলাফ বানালাম। নবী ﷺ কে তার একটি হেলান দিতে আমি দেখেছি।

৪৬. بَابُ الْمَيَاطِرِ الْحُمْرِ

অনুচ্ছেদ : লাল জিনপোষ ব্যবহার

[২৬৫৪] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْمَيْثِرَةِ يَعْنِي الْحُمْرَاءَ۔

৩৬৫৪ আবু বাকর (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি এবং জিনপোষ (অর্থাৎ লাল) রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৪৭. بَابُ رُكُوبِ النُّمُورِ

অনুচ্ছেদ : চিতা বাঘের চামড়ার উপর সাওয়ার হওয়া

৩৬৫৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحُمَيْرِيُّ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ الْحَجَرِيِّ الْهَيْثَمِيُّ عَنْ عَامِرِ الْحَجَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رِيحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ -

৩৬৫৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র) আমের হাজরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাহাবী আবু রায়হানা (রা) কে বলতে শুনেছি : নবী ﷺ চিতাবাঘের চামড়ার উপর সাওয়ার হতে নিষেধ করতেন।

৩৬৫৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ -

৩৬৫৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ চিতা বাঘের চামড়ার উপর সাওয়ার হতে নিষেধ করতেন।

كِتَابُ الْأَدَبِ
অধ্যায় : শিষ্টাচার

To Download various Bangla Islamic Books,
Please Visit <http://IslamiBoi.Wordpress.com>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২৩. كِتَابُ الْأَدَبِ

অধ্যায় : শিষ্টাচার

১. بَابُ بَرِّ الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ : মাতাপিতার সাথে সদাচরণ

৩৬০৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ السَّلَامِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْصِيْ امْرَأً بِأَمِّهِ أَوْصِيْ امْرَأً بِأَمِّهِ (ثَلَاثُ) أَوْصِيْ امْرَأً بِأَبِيهِ أَوْصِيْ امْرَأً بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ : وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ إِذَا يُؤْذِيهِ-

৩৬৫৭ আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র) আবু সালমা সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মানুষকে তার মায়ের সাথে সদাচরণের অসিয়্যাত করছি, মানুষকে তার মায়ের সাথে সদাচরণের অসিয়্যাত করছি। মানুষকে তার মায়ের সাথে সদাচরণের অসিয়্যাত করছি। (এরূপ তিন বার বলেন।) মানুষকে তার বাপের সাথে সদাচরণের অসিয়্যাত করছি। মানুষকে তার আয়ত্তাধীন গোলামের সাথে সদাচরণের অসিয়্যাত করছি, যদিও সে কষ্টদায়ক আচরণ করে।

৩৬০৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ

أَبْرُ ؟ قَالَ أُمُّكَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟
قَالَ الْأَدْنَى فَأَلَادَنِي -

৩৬৫৮ আবু বাকর মুহাম্মদ ইবন মায়মুন মাক্বী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কার সাথে সদাচরণ করবো ? তিনি বললেন : তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবো ? তারা বললো : অতঃপর কার সাথে ? তিনি বললেন : তোমার মায়ের সাথে । তারা বললেন : অতঃপর কার সাথে ? তিনি বললেন : তোমার মায়ের সাথে, তার বললেন : অতঃপর কার সাথে ? তিনি বললেন, তোমার বাপের সাথে তারা বললেন : অতঃপর কার সাথে ? তিনি বললেন : অতঃপর পর্যায়েক্রমে নিকটবর্তীদের সাথে ।

৩৬৫৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يُجِدَّه مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ -

৩৬৫৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন সন্তান তার পিতার হক আদায় করতে পারবে না, তবে যদি সে তাকে কারো দাস রূপে দেখতে পায়, তখন সে তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেয় ।

৩৬৬০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَنِ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقَنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أَوْقِيَّةٍ : كُلُّ أَوْقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرَدَّفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَنِّي هَذَا ؟ فَيُقَالُ : بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ -

৩৬৬০ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : কিন্তার হলো বার হাজার উকিয়ার সমান । আর একেক উকিয়া হলো আসমান যমিনের মাঝে যা কিছু আছে তার চাইতে উত্তম । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অবশ্যই মানুষের মর্যাদা জান্নাতে বুলন্দ করা হবে, তখন বলবে : এটা কিভাবে হলো ? তখন তাকে জানানো হবে : তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইস্তিগফারের কারণে ।

৩৬৬১ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيكَرِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ

يُوصِيكُم بِأَمْهَاتِكُمْ ثَلَاثًا إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُم بِأَبَائِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُم بِالْأَقْرَبِ
قَالَ أَقْرَبُ-

৩৬৬১ হিশাম ইব্ন আন্নার (র)..... মিকদাম ইব্ন মাদীকারব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়াদের সাথে (সদাচরণের) নির্দেশ দিচ্ছেন। (একথা তিনি তিনবার বললেন।) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপদের সাথে (সদাচরণের) নির্দেশ দিচ্ছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে নিকটবর্তী।

৩৬৬২ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدٍ : عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا
حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا ؟ قَالَ : هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ-

৩৬৬২ হিশাম ইব্ন আন্নার (র) আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সন্তানের উপর মাতা পিতার হক কী ? তিনি বললেন : তারা তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।

৩৬৬৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ
الْجَنَّةِ فَاضْعُ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ :

৩৬৬৩ মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ (র) আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন : বাপ হলো জান্নাতের প্রশস্ততম দরজা, তুমি সে দরজা নষ্টও করতে পার। অথবা হিফায়ত করতে পার।

২. بَابُ صِلِ مَنْ كَانَ أَبُوكَ يَصِلُ

অনুচ্ছেদ : তুমি সদাচরণ কর, যার সাথে তোমার পিতা সদাচরণ করতেন

৩৬৬৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ عَنْ أَبِيهِ ابْنِ إِدْرِيسَ ثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أُسَيْدِ
بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ : عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ
قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَبْقَى مِنْ بَرِّ أَبِي شَيْءٍ أَمْرُهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ : نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا
وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِيْفَاءُ مَنْ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقَيْهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا
تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا۔"

৩৬৬৪ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) মালিক ইবন রাবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা
আমরা নবী ﷺ -এর কাছে ছিলাম, এ সময় বনী সালামা গোত্রর এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বললো :
ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এমন কোন সদাচরণ কি অবশিষ্ট আছে, যা তাদের সাথে
আমি করতে পারি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাদের জন্য দু'আও ইস্তিগফার করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের
কৃত প্রতিশ্রুতিগুলো পূর্ণ করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা এবং সেই আত্মীয়তাগুলো রক্ষা করা,
যেগুলো শুধু তাদের বন্ধনের কারণেই রক্ষা করা হয়ে থাকে।

২. بَابُ بَرِّ الْوَالِدِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ

অনুচ্ছেদ : পিতার সদাচরণ ও ইহসান কন্যাদের প্রতি

৩৬৬৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالُوا : اتَّخَبَلُونُ صَبِيَانَكُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ : فَقَالُوا : لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقْبَلُ : فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ : وَأَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ ؟

৩৬৬৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র) আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা
বেদুঈন নবী ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন আপনারা কি আপনাদের সন্তানদের চুমু দেন ?
সাহাবারা বললেন : হ্যাঁ। তারা বললো : আল্লাহর শপথ! আমরা তো চুমু দেই না। তখন নবী ﷺ
বললেন : আমি কি করতে পারি, যদি আল্লাহ তোমাদের হৃদয় থেকে রহমত দূর করে দেন ?

৩৬৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا وَهْبُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ
النَّحْسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَسْعِيَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ! فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ : وَقَالَ : إِنَّ الْوَلَدَ
مَبْخَلَةٌ مَجْبُونَةٌ۔"

৩৬৬৮ আবু বাকর ইবন শায়রা (র) ইয়া'লা আমেরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ও
হুসায়ন (রা) দৌড়ে নবী ﷺ -এর কাছে আসলেন। তখন তিনি তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং
বললেন : সন্তান মানুষের দুর্বলতার কারণ।

۳৬৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ سُرَّاقَةَ بِنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِلَّا أَذْلَكُمُ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ : لَيْسَ لَهَا كَأْسَبٌ غَيْرُكَ -

৩৬৬৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র) সুরাকাহ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম সাদাকার পথ বলে দেব না ? তোমার কন্যা যে তোমার কাছে ফিরে এসেছে, আর তুমি ছাড়া তার অন্য কোন উপার্জনকারী নেই।

۳৬৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ عِمِّ الْأَحْنَفِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ امْرَأَةٍ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَأَهْطَطَتْهَا ثَلَاثَ ثَمَرَاتٍ : فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً صَدَعَتْ الْبَاقِيَةَ بَيْنَهُمَا قَالَتْ : فَآتَى النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ : فَقَالَ : مَا عَجَبُكَ لَقَدْ دَخَلْتُ بِهِ الْجَنَّةَ -

৩৬৬৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র) আহনাফের চাচা সা'সা' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আয়েশা (রা) এর কাছে এক মহিলা এলো, তার সাথে ছিল তার দু'টি কন্যা, তিনি তাকে তিনটি খেজুর দিলেন, মহিলা উভয় মেয়েকে একটি করে খেজুর দিল। অতঃপর তৃতীয়টাকে দু'টুকরো করে উভয়ের মাঝে বন্টন করে দিল। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর নবী ﷺ আসলে আমি তাঁর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি অবাক হচ্ছে ? সে তো এর দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে।

۳৬৬৯ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُرُوزِيُّ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بِنِ عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُرْسَانَ الْمُعَافِرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَّرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ : كُنْ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩৬৬৯ হুসায়ন ইবন হাসান মারওয়যী (র) উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, কারো যদি তিনটি মেয়ে থাকে, আর সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে, সাধ্যমত তাদের পানাহার ও বস্ত্রের সংস্থান করে, এতে তারা তার জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে।

৩৬৭. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ قِطْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ تَذَرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا أَدْخَلْتَاهُ الْجَنَّةَ۔

৩৬৭০ হুমায়ন ইবন (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোকের দু'টি মেয়ে থাকবে, আর সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, যতদিন তারা তার সাথে বাস করে কিংবা (বর্ণনাকারীর সম্ভেদ) সে তাদের সাথে বাস করে, তাহলে মেয়ে দু'টি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবে।

৩৬৭১ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ : أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ۔

৩৬৭১ আব্বাস ইবন ওয়ালীদ দিমাশকী (র) আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা তোমাদের সন্তানদের যত্ন নিবে এবং তাদের উত্তমরূপে আদব-শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে।

৪. بَابُ حَقِّ الْجَوَارِ

অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর হক

৩৬৭২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْخَزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ : فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ : فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ۔

৩৬৭২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা খোযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের (কিয়ামত) প্রতি ইমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নিরবতা অবলম্বন করে।

۳৬৭৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدَةُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ مَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ—

৩৬৭৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কলেছেন, জিব্রাইল (আ) আমাকে সদা-সর্বদা প্রতিবেশীর সাথে (সদাচরণের) উপদেশ দিয়েই যাচ্ছিলেন, এমন কি আমার ধারণা হলো যে, তিনি তাকে উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করবেন।

۳৬৭৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِائِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ—

৩৬৭৪ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জিব্রাইল (আ) আমাকে সদা-সর্বদা প্রতিবেশীর সাথে (সদাচরণ) উপদেশ দিচ্ছিলেন। এমন কি আমার ধারণা হলো যে, হয়ত তাকে তিনি উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করবেন।

৫. بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ

অনুচ্ছেদ : মেহমানের হক

۳৬৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْخَزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوَى عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُخْرِجَهُ الصَّبَاةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ : وَمَا انْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ—

৩৬৭৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু শোরায় খোযাঈ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের (কিয়ামতের) প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সন্মান করে, আর মেহমানের হক হলো-একদিন একরাত। মেহমানের জন্য এত সময়

মেঘবানের ঘরে থাকা বৈধ নয়, যাতে তার কষ্ট হয়। মেহমানদারি হলো তিনদিন, তিনদিনের পরে মেঘবান তার জন্য যা খরচ করবে, তা হবে সাদাকা।

[৩৬৭৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ : قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَا : فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا وَأَنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخَذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ۔

[৩৬৭৬] মুহাম্মাদ ইবন রুমহ্ (র)..... উক্বাহ ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললাম : আপনি আমাদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে থাকেন, তখন আমরা এমন সব লোকের কাছে অবতরণ করি যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। অতএব এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন : যদি তোমরা কোন বস্তিতে অবতরণ কর, আর তারা তোমাদের জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা করে যা মেহমানের উপযোগী, তাহলে তা গ্রহণ করবে। আর যদি তারা তা না করে, তাহলে তাদের কাছ থেকে মেহমানদারীর হক আদায় করে নাও, যা তাদের প্রদান করা উচিত ছিল।

[৩৬৭৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْمُقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفَنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ۔

[৩৬৭৭] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... মিকদাম আবু কারীমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাতের মেহমানদারি বাধ্যতামূলক (অর্থাৎ রাতে কোন মেহমান আসলে তার মেহমানদারি করা আবশ্যিক) মেহমান যদি তার বাড়ীতেই রাত কাটিয়ে ভোর করে, (আর মেহমান তার মেহমানদারী না করে), তাহলে উক্ত মেহমানদারি মেঘবানের উপর মেহমানের পাওনা হলো। সে ইচ্ছা করলে তা উসূল করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে ছেড়েও দিতে পারে।

৬. بَابُ حَقِّ الْيَتِيمِ

অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের হক

[৩৬৭৮] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحْرِجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ۔

৩৬৭৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) তাকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আমি দুই প্রকার দুর্বল লোকের হক (নষ্ট করা) নিষিদ্ধ করেছি, তারা হলো ইয়াতীম এবং মহিলা।

৩৬৭৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَتَّابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسِنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ -

৩৬৭৯ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি মুসলিমদের মাঝে সেই ঘরই সর্বোত্তম যে গরে ইয়াতীম থাকে এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করা হয়। তদ্রূপ মুসলিমদের মাঝে সেই ঘরই নিকৃষ্টতম যে ঘরে ইয়াতীম থাকে এবং তার সাথে অসদাচরণ করা হয়।

৩৬৮০ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَلْبِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَالَ ثَلَاثَةَ مِنْ الْيَتَامَى : كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَاحُ نَهَارِهِ : وَغَدَا وَرَاحُ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ! وَكَانَتْ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَهَاتَيْنِ أَخْتَانِ ، وَالصَّقَاصِقُ إِصْبَعِيهِ السَّبَابَةُ وَالْوُسْطَى -

৩৬৮০ হিশাম ইবন আম্মার (র) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তিনজন ইয়াতীমের ভরণপোষণ করে, সে ঐ ব্যক্তি সমতুল্য গণ্য যে রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকে আর দিনে সিয়াম পালন করে, এবং সকাল সন্ধ্যা তলোওয়ার উচিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। জান্নাতে আমিও সে ব্যক্তি দু'ভায়ের মত এমনভাবে থাকবো, অতঃপর তিনি তজ্জনী ও মধ্যমাকে সংযুক্ত করে দেখালেন।

৭. بَابُ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

অনুচ্ছেদ : রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ দূর করা

৩৬৮১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ عَنْ أَبِي الْوَاظِعِ الرَّاسِبِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعَ بِهِ قَالَ ! اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ -

[৩৬৮১] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু বারযাহ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এমন একটি আমল আমাকে শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি উপকৃত হব। তিনি বললেন : মুসলিমদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করবে।

[৩৬৮২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ غُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤْذِي النَّاسَ فَأَمَاطَهَا رَجُلٌ فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ -

[৩৬৮২] আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাস্তার উপর একটি গাছের ডাল পড়ে ছিল যা মানুষকে কষ্ট দিচ্ছিল, তখন তখন এক ব্যক্তি তা সরিয়ে দিল ফলে, তাকে জান্নাতে দাখিল করা হল।

[৩৬৮৩] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أُمِّتِي بِأَعْمَالِهَا حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا : فَرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُنْحَى عَنِ الطَّرِيقِ وَرَأَيْتُ فِي سَيِّئِ أَعْمَالِهَا النُّجَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تَدْفَنُ -

[৩৬৮৩] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু যার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, উম্মাতের ভাল ও মন্দ আমল আমার সামনে পেশ করা হল, আমি তাদের আমলের মাঝে সর্বোত্তম আমল দেখলাম তা, যা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো হয় এবং তাদের আমলের মাঝে নিকৃষ্ট আমল দেখলাম মসজিদে থুথু ফেলা, যা মুছে ফেলা হয় না।

৪. بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ৪ পানি সাদাকাহ করার ফযীলত

[৩৬৮৪] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ الدُّسْتَوَائِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ سَقَى الْمَاءَ -

[৩৬৮৪] আলী ইবন মুহাম্মদ (র) সা'দ ইবন উবাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন সাদাকা সর্বোত্তম? তিনি বললেন : পানি পান করানো।

[৩৬৮৫] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصِفُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوفًا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : أَهْلُ الْجَنَّةِ : فَيَمُرُّ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : يَا فُلَانُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْتُكَ شَرْبَةً ؟ قَالَ فَيَشْفَعُ لَهُ نُمَيْرُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُورًا ؟ فَيَشْفَعُ لَهُ " قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : وَيَقُولُ : يَا فُلَانُ ! أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ بَعَثْتَنِي فِي حَاجَةٍ كَذَا وَكَذَا : فَذَهَبْتُ لَكَ ؟ فَيَشْفَعُ لَهُ -"

[৩৬৮৬] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ﷺ বলেছেন : লোকেরা কিয়ামতের দিন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। রাবী ইবন নুমায়র (র) বলেন : জান্নাতিরা। তখন জাহান্নামীদের এক ব্যক্তি (জান্নাতী) এক লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে : হে অমুক! তোমার কি সেদিনের কথা মনে পড়ে না, যে দিন তুমি পানি চেয়েছিলে, আর আমি তোমাকে এক ঢোক পানি পান করিয়েছিলাম? তিনি (রাসূল) বলেন : লোকটি তখন তার জন্য সুপারিশ করবে। আর ব্যক্তি খাওয়ার সময় বলবে : তোমার কি সে দিনের কথা স্মরণ নেই, যেদিন তুমি অমুক অমুক প্রয়োজনে আমাকে পাঠিয়ে ছিলে, আর সুফারিশ করবে।

[৩৬৮৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ جُعْشَمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشَمٍ ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ : تَغْشَى حِيَاضِي قَدْ لُدَّتْهَا لِإِبِلِي فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَقَيْتُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ -"

[৩৬৮৮] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) সুরাকাহ ইবন জু'সুম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম করলাম এই পথ ভোলা উট সম্পর্কে যা আমার নিজের উটপালের জন্য তৈরী করা হাউজ থেকে পানি খেয়ে যায়, সেটাকে আমি যদি পানি পান করাই, তাহলে কি সাওয়াব পাবো? তিনি বললেন : হ্যাঁ, প্রতিটি কলজেধারী (প্রাণীর) ক্ষেত্রেই সাওয়াব রয়েছে।

৯. بَابُ الرِّفْقِ

অনুচ্ছেদ : কোমল আচরণ

[৩৬৮৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُحَرِّمِ الرِّفْقَ يَحْرِمِ الْخَيْرَ-

[৩৬৮৭] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) জারীর ইবন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোমলতা গুণ থেকে বঞ্চিত, সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

[৩৬৮৮] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأَيْلِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ وَيُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعُنْفِ-

[৩৬৮৮] ইসমাইল ইবন হাফস আইলী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আল্লাহ কোমল তাই তিনি কোমলতা পছন্দ করেন এবং কোমল আচরণের উপর এত বিনিময় দান করেন, যা কঠোর আচরণের উপর দান করেন না।

[৩৬৮৯] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ-

[৩৬৮৯] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও হিশাম ইবন আম্মার ও আব্দুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আল্লাহ কোমল, তিনি সকল ক্ষেত্রে কোমলতা পছন্দ করেন।

১০. بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَعَالِيكِ

অনুচ্ছেদ : দাস-দাসী ও অধিনস্তদের প্রতি ইহসান

[৩৬৯০] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ

أَيَدِيَكُمْ : فَاطْعُمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تَكْلِفُوهُمْ وَلْيَغْلِبْهُمْ
فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ-

৩৬৯০ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (এরা) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধিনস্ত করে দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা যা খাবে তা তাদেরকে খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরো তা থেকেই তাদের পরাবে। এমন কোন কাজ তাদের উপর চাপিও না, যা তাদের সাধ্যাতীত হয়, যদি তাদের প্রতি তা চাপাও, তবে তাদের সাহায্য করবে।

৩৬৯১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ فَرْقَدِ السَّبْخِيِّ عَنْ مَرْثَةَ الطَّيِّبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَى ؟ قَالَ نَعَمْ ! فَأَكْرَمُوهُمْ كَكْرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ قَالُوا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ : فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ! مَمْلُوكٌ يَكْفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخْوَكُ-

৩৬৯১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চাকরের প্রতি অসদাচরণকারী জাফ্লাতে প্রবশে করবে না। সাহাবারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই উম্মতের গোলাম ইয়াতীমের সংখ্যা অধিক? তিনি বললেন : হ্যাঁ, সুতরাং তাদের তদ্রূপ যত্ন করো, যেদ্রূপ আপন সন্তানদের করে থাকো এবং তোমরা যা আহার করো তা থেকেই তাদের আহার করো। সাহাবারা বললেন : দুনিয়াতে কোন জিনিস আমাদের উপকার করবে? তিনি বললেন : আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করার জন্য যে ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়, যে গোলাম তোমার কাজ আগ্রাম দেয়। আর সে যদি সালাত আদায় করে, তবে সে তোমার ভাই।

১১. بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ : সালামের প্রসার ঘটান

৩৬৯২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا

تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا : وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ-

৩৬৯২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! তোমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না, যতক্ষণ না মু'মিন হবে, আর তোমরা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন এক কাজ বাতলে দেব না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে? তোমরা নিজেরদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাবে।

৩৬৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْنَادٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ أَمَرْنَا نَبِيَّنَا ﷺ أَنْ نَفْشِيَ السَّلَامَ-

৩৬৯৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন সালামের প্রসার ঘটাই।

৩৬৯৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اْعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ-

৩৬৯৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা রাহমানের (দয়ালু আল্লাহর) ইবাদত কর এবং সালামের প্রসার ঘটান।

১২. بَابُ رَدِّ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ : সালামের জবাব দেওয়া

৩৬৯৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبِرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ !

৩৬৯৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক লোক মসজিদে প্রবেশ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন, লোকটি সালাত আদায় করলো, পরে এসে সালাম করলো, তখন তিনি বললেন **وَعَلَيْكَ السَّلَامُ** “তোমার প্রতি ও সালাম”

৩৬৯৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়েশা (রা) বললেন : **جِبْرَائِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ : قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ !**

৩৬৯৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়েশা (রা) বললেন : **جِبْرَائِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ : قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ !**

১২. بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ : যিম্মীদের সালামের জবাব দেওয়া

৩৬৯৭ **حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ !**

৩৬৯৭ আবু বাকর (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আহলে কিতাবদের কেউ যখন তোমাদের সালাম দেয় তখন তোমরা বলবে **وَعَلَيْكُمْ** (অর্থাৎ তোমাদের প্রতিও)।

৩৬৯৮ **حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ : عَنْ مُسْلِمٍ : عَنْ مَسْرُوقٍ : عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ وَعَلَيْكُمْ .**

৩৬৯৮ আবু বাকর (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর নিকট একদল ইয়াহুদী এসে বললো : **وَالسَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ** হে আবুল কাসেম, তোমার মৃত্যু হোক। তিনি উত্তরে বললেন : **وَعَلَيْكُمْ** অর্থাৎ তোমাদের।

৩৬৯৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْشَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى الْيَهُودِ فَلَا تَبْدُؤُوا هُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ-

৩৬৯৯ আবু বাকর (র) আবু আবদুর রহমান জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আগামী কাল আমি ইয়াহুদীদের ওখানে যাচ্ছি। সুতরাং তোমরা আগে বেড়ে তাদের সালাম করবে না, তারা তোমাদেরকে সালাম করে তোমরা শুধু বলবে وَعَلَيْكُمْ।

১৬. بَابُ السَّلَامِ عَلَى الصَّبِيَّانِ وَالنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : অল্প বয়স্ক ও নারীদের প্রতি সালাম করা

৩৭০০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ : قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ صَبِيَّانُ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا -

৩৭০০ আবু বাকর (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এখানে আসলেন, আমরা তখন বালক। তিনি আমাদেরকে সালাম করলেন।

৩৭০১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ سَفْيَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُولُ أَخْبَرْتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدٍ قَالَتْ مَرُّوا عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا -

৩৭০১ আবু বাকর (র) আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদল মেয়ে লোকের সভায়, আমাদের পাশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাবার সময় আমাদেরকে সালাম করলেন।

১৭. بَابُ الْمُصَافَحَةِ

অনুচ্ছেদ : মুসাফাহা প্রসংগে

৩৭০২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حِنْظَلَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّدُوسِيِّ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ !

أَيُنَحْنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ ؟ قَالَ لَا قُلْنَا أَيْعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ تَصَافَحُوا -

[৩৭০২] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি একে অপরের সামনে মাথা নীচু করবো? তিনি বললেন : না, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : আমরা কি একে অপরকে আলিঙ্গন করবো? তিনি বললেন : না, তবে পরস্পর মুসাফাহা করবে।

[২৭.২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ أَمَرْنَا نَبِيَّنَا ﷺ أَنْ نَفْشِيَ السَّلَامَ -

[৩৭০৩] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'জন মুসলমান মিলিত হয়ে মুসাফাহা করলে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই তাদের মাফ করে দেওয়া হয়।

১৬. بَابُ الرَّجُلِ يَقْبَلُ يَدَ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত চুম্বন করা

[২৭.৪] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَبَّلْنَا يَدَ النَّبِيِّ ﷺ -

[৩৭০৪] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর হাত মুবারক চুম্বন করেছি।

[২৭.৫] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَغُنْدَرُ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْيَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجَلَيْنِ -

[৩৭০৫] আবু বাকর (র) সাফওয়ান ইবন আসসালা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদল ইয়াহুদী নবী ﷺ-এর মুবারক হাত ও পদদ্বয় চুম্বন করেছিল।

১৭. بَابُ الاسْتِئْذَانِ

অনুমতি : অনুমতি প্রার্থনা

২৭.৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَنَسِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ : فَانْصَرَفَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ : مَا رَدَّكَ ؟ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ الْاسْتِئْذَانِ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا فَإِنْ أُذِنَ لَنَا دَخَلْنَا وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا : رَجَعْنَا : قَالَ : فَقَالَ : لَتَأْتِيَنِي عَلَى هَذَا بَيِّنَةٌ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ : فَاتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ : فَنَاشَدَهُمْ ، فَشَهِدُوا لَهُ : فَخَلَّى سَبِيلَهُ -

৩৭০৬ আবু বাকর (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু মূসা (রা) তিনবার উমারের নিকট (সাক্ষাতের) অনুমতি চাইলেন, কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হলো না, তাই তিনি ফিরে চললেন। তখন উমার (রা) তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : ফিরে যাচ্ছে কেন ? রাবী বলেন : যে ভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অনুমতি প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আমি সেভাবে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করেছি। অতঃপর অনুমতি দেয়া হলে আমরা প্রবেশ করি, আর অনুমতি না দেয়া হলে ফিরে যাই। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : উমার (রা) তখন বললেন, এ হাদীসের সপক্ষে সাক্ষী পেশ করবে, নইলে তোমাকে সাজা দিব। তিনি তখন আপন লোকদের মজলিসে এসে তাঁদেরকে সাক্ষী দেয়ার অনুরোধ করলেন, তারা তাঁর পক্ষে সাক্ষী দিলে উমার (রা) তাকে ছেড়ে দিলেন।

২৭.৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ : عَنْ أَبِي سُوْرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ : قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذَا السَّلَامُ : فَمَا الْاسْتِئْذَانُ ؟ قَالَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ تَسْبِيْحَةً وَتَكْبِيْرَةً وَتَحْمِيْدَةً وَيَتَنَحَّنُ وَيُؤْذِنُ أَهْلَ الْبَيْتِ -

৩৭০৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই সালামটা তো বুঝলাম, কিন্তু অনুমতি প্রার্থনাটা কি ? তিনি বললেন : আগন্তুক লোক তাসবীহ, তাকবীর তাহমীদে মাধ্যমে কিংবা গলাখাকারি দিয়ে ঘর ওয়ালাদের থেকে অনুমতি প্রার্থনা করবে।

৩৭.৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الْحَرِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدْخَلَانِ مُدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمُدْخَلٌ بِالنَّهَارِ : فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي يَتَنَحَّجُ لِي-

৩৭০৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হওয়ার সময় ছিল দুটো, একটা সময় ছিল রাতে এবং একটা সময় ছিল দিনে। যখন আসার উদ্দেশ্যে করে গলা ঝাকারি দিতেন।

৩৭.৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُكَدَّرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا أَنَا !

৩৭০৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তখন তিনি বললেন কে? আমি বললাম : আমি, তখন নবী ﷺ বললেন : আমি ! আমি ! (নাম বলতে পারো না)।

১৮. بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتُ

অনুচ্ছেদ : কোন লোকের কাউকে জিজ্ঞাসা করা, আপনি কিভাবে রাত প্রভাত করলেন ?

৩৭১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى ابْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْبَحْتُ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ! قَالَ بِخَيْرٍ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَصْبَحْ ضَانِمًا وَلَمْ يَعُدْ سَقِيمًا-

৩৭১০ আবু বাকর (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কিভাবে রাত্রি প্রভাত করলেন? তিনি বললেন : ভালোভাবেই, তবে এমন লোক হিসাবে যে সিয়াম রত অবস্থায় প্রভাত করেনি এবং কোন রুগ্ন ব্যক্তিকেও দেখতে যাইনি।

৩৭১১ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَنِي جَدِّي : أَبُو أُمِّ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ بْنِ

عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ : فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" قَالُوا : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ" قَالَ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ ؟ قَالُوا بِخَيْرٍ نَحْمَدُ اللَّهَ : فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ بَابُنَا وَأَمْنَا : يَارَسُولُ اللَّهِ ! قَالَ أَصْبَحْتُ بِخَيْرٍ : أَحْمَدُ اللَّهَ -

[৩৭১১] আবু ইসহাক হারাবী, ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু হাতিম (র) আবু উসাইদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবদের ওখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ তার উত্তরে বললেন : তোমরা কিভাবে রাত প্রভাত করেছ ? তাঁরা বললেন : ভালোভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কিভাবে রাত প্রভাত করেছ ? তাঁরা বললেন : ভালোভাবেই আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত, আপনি কিভাবে রাত প্রভাত করেছেন ? তিনি বললেন : আমি ভালোভাবেই রাত প্রভাত করেছি, আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি।

১৭. بَابُ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٌ فَأَكْرَمُوهُ

অনুচ্ছেদ : যখন তোমাদের কাছে কোন কাওমের সম্মানিত ব্যক্তি আসেন তখন তোমরা তাঁর সম্মান করবে

[৩৭১২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَتَيْنَا سَعِيدَ بْنَ مَسْلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٌ فَأَكْرَمُوهُ -

[৩৭১২] মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রূলেছেন : যখন তোমাদের কাছে কোন কাওমের সম্মানিত ব্যক্তি আসেন, তখন তোমরা তাঁর সম্মান করবে।

২. بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ : হাঁচির জবাব দেওয়া

[৩৭১৩] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا (أَوْ شَمَّتْ) وَلَمْ يُشْمِيتِ الْآخَرَ : فَقِيلَ : يَارَسُولُ اللَّهِ ! عَطَسَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ : فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ تُشْمِيتِ الْآخَرَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا حَمَدُ اللَّهِ : وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ -

[৩৭১৩] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সামনে দু'জন লোক হাঁচি দিল, তখন তিনি এক ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন, অপর ব্যক্তির হাঁচির জবাব দেননি। তখন তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দু'জন লোক আপনার সামনে হাঁচি দিল আপনি তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন, কিন্তু অপর জনের হাঁচির জবাব দিলেন না? তিনি বললেন : এ লোক আল্লাহর প্রশংসা করেছে, আর ঐ লোক আল্লাহর প্রশংসা করেনি।

[৩৭১৪] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَمَا زَادْفَهُو مَزْكُومٌ!

[৩৭১৪] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাঁচিদাতার হাঁচির উত্তর তিনবার দিতে হবে, এর অধিক হলে সে সন্দেহিত হবে।

[৩৭১৫] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عِيْسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ : فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ ! وَ لِيَزِدَّ عَلَيْهِ مِنْ حَوْلِهِ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلِيَزِدَّ عَلَيْهِمْ : يَهْدِيَكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحَ بِالْكُم-

[৩৭১৫] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয়, তখন সে যেন বলে, 'আল-হামদুলিল্লাহ'। আর তার পাশে যে থাকবে, সে যেন বলে وَيَرْحَمُكَ اللَّهُ উত্তরে তার আবার বলা উচিত يَهْدِيَكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحَ بِالْكُم

২১. بَابُ إِكْرَامِ الرَّجُلِ جَلِيسَهُ

অনুচ্ছেদ : নিজের সাথে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান কর

[৩৭১৬] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي يَحْيَى الطَّوِيلِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ لَمْ يَصْرِفْ وَجْهَهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ وَإِذَا صَافَحَهُ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ (مِنْ يَدِهِ) حَتَّى يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُهَا وَلَمْ يَرْمَتْقَدَمًا بِرُكْبَتَيْهِ جَلِيسًا لَهُ ، قَطُّ!

৩৭১৬ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কথা বলতেন, তখন সে মুখ না ফিরানো পর্যন্ত তিনি তার মুখ ফিরাতেন না এবং যখন কারো সাথে মুসাফাহা করতেন, তখন সে তার হাত টেনে না নেওয়া পর্যন্ত, তিনি তার থেকে নিজের হাত টেনে নিতেন না। আর কোন সাক্ষাতকারীর সামনে তাঁকে কখনো পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতে দেখা যায়নি।

২২. بَابُ مَنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسٍ فَرَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

অনুবাদ : কেউ মজলিস থেকে উঠে আবার ফিরে আসলে, সে-ই উক্ত স্থানের অধিক হকদার

৩৭১৭ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ -

৩৭১৭ আমর ইবন রাফি (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন তার বসার স্থান থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে আসে, তখন সে-ই উক্ত স্থানের অধিক হকদার হবে।

২২. بَابُ الْمَعَاذِيرِ

অনুবাদ : ওয়র পেশ করা

৩৭১৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ مِينَاءَ عَنْ جَوْذَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذَرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (هُوَ ابْنُ مِينَاءَ) عَنْ جَوْذَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৭১৮ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... জাওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের নিকট কোন ওয়র পেশ করে, আর সে তা গ্রহণ না করে, তাহলে খাজনা উসূলকারীর অন্যায়ের যে পরিমাণ গুনাহ তার হবে।

মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল (র)..... জাওয়ান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৬. بَابُ الْعِزَاجِ

অনুচ্ছেদ ৪ পরিহাস করা

[১৭১৭] حَتَّىٰ أَبُو بَكْرٍ ثَنَّا وَكَيْفَ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَّا وَكَيْفَ ثَنَّا زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فِي تِجَارَةٍ إِلَى بَصْرَى قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ بِعَامٍ وَمَعَهُ نُعَيْمَانُ وَسُوَيْبُ بْنُ حَرْمَلَةَ : وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا : وَكَانَ نُعَيْمَانُ عَلَى الزَّادِ ، وَكَانَ سُوَيْبُ بْنُ حَرْمَلَةَ مَزَاحًا : فَقَالَ لِنُعَيْمَانَ أَطْعَمَنِي : قَالَ حَتَّى يَجِيءَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ : فَلَا غِظَنَكَ : قَالَ : فَمَرُّوا بِقَوْمٍ : فَقَالَ لَهُمْ سُوَيْبُ بْنُ حَرْمَلَةَ : تَشْتَرُونَ مِنِّي عَبْدًا لِي ؟ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ كَلَامٌ وَهُوَ قَائِلٌ لَكُمْ إِنِّي حُرٌّ : فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ الْمُقَالَةُ تَرَكْتُمُوهُ : فَلَا تُفْسِدُوا عَلَى عَبْدِي : قَالُوا : لَا : بَلْ نَشْتَرِيهِ مِنْكَ فَاشْتَرَوْهُ مِنْهُ بِعَشْرِ قَلَائِصٍ ثُمَّ أَوْهَ فَوَضَعُوا فِي عُنُقِهِ عِمَامَةً أَوْ حَبْلًا : قَالَ نُعَيْمَانُ : إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ وَإِنِّي حُرٌّ : لَسْتُ بِعَبْدٍ : فَقَالُوا قَدْ أَخْبَرْنَا خَبَرَكَ : فَأَنْطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ قَالَ فَاتَّبَعَ الْقَوْمَ وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْقَلَائِصَ : وَأَخَذَ نُعَيْمَانُ : قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَخْبَرُوهُ : قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَضْحَاهُ مِنْهُ حَوْلًا-

[৩৭১৯] আবু বাকর ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ওফাতের এক বছর পূর্বে আবু বাকর (রা) ব্যবসা উপলক্ষে বাসরা গেলেন, তাঁর সাথে ছিলেন নু'আইমান এবং সুয়াইবিত ইবন হারমালাহ (রা)। তাঁরা উভয়ে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়ে ছিলেন। নু'আইমান বদরের পাথের এর দায়িত্বে ছিলেন এবং সুয়াইবিত ছিলেন কৌতুক প্রিয় লোক। তিনি নু'আইমান (রা)-কে বলেন : আমাকে কিছু খাবার দিন। তিনি বললেন : আবু বাকর (রা) এসে নিক, তারপর তিনি বললেন : আচ্ছা, আমি আপনাকে নাজেহাল করে ছাড়বো। রাবী বলেন : পরে তাঁরা এক বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সুয়া'আবিত তাদের বললেন : তোমরা কি আমার কাছ থেকে আমার একটি গোলাম কিনবে ? তারা বললো : হ্যাঁ, তিনি বললেন : এ এমন একটা গোলাম, যার একটা আঙুলো বুলি আছে। সে তোমাদেরকে বলবে আমি আযাদ, (দাস নই), তার এ কথায় তোমরা তাকে ছেড়ে দেবে আমাকে আমার এ গোলামের ব্যাপারে অসুবিধায় ফেলো না। তারা বললো : না। আমরা বরং তাকে তোমার কাছ থেকে খরিদ করবই।

অতঃপর তারা তাকে তার কাছ থেকে দশ উটের বিনিময়ে খরিদ করলো, পরে তার কাছে এলো, তারা তার গলায় পাগড়ী কিংবা রশি পেঁছিয়ে ধরলো। নু'আইমান (রা) তখন বললো : এ লোক তোমাদের সাথে পরিহাস করছে, সত্যি আমি আযাদ, দাস নই। তারা বললো : তোমার সব খবরই আমাদের বলা হয়েছে তখন তারা তাকে নিয়ে গেল। পরে আবু বকর (রা) আসলে সাথীরা তাঁকে এ বিষয়টি অবহিত করলো। রাবী বলেন : অতঃপর তিনি লোকদের অনুসরণ করলেন এবং তাদের উট ফেরত দিয়ে নু'আইমান (রা)-কে ছাড়িয়ে আনলেন। রাবী বলেন : যখন তাঁরা নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীরা তাঁকে নিয়ে এক বছর যাবত হেসেছিলেন।

[২৭২০] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ : قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولُ أَخْلَى صَغِيرٍ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ الْمُغِيرُ ؟ " قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي طَيْرًا كَانَ يَلْعَبُ بِهِ -

[৩৭২০] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, এমন কি তিনি আমার এক ছোট ভাইকে বলতেন : يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ الْمُغِيرُ (হে আবু উমায়র কি করছে নুগায়র ?) রাবী ওয়াকী বলেন : তিনি এতে সেই পাখিটি উদ্দেশ্যে করেছেন, যেটা আবু উমায়ের খেলতো।

২৫. بَابُ نَتْفِ الشَّيْبِ

অনুচ্ছেদঃ সাদা চুল উপড়ানো

[২৭২১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ : هُوَ نَوْرُ الْمُؤْمِنِ -

[৩৭২১] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ও'আয়েব (র) এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদা চুল উপড়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন এটা হচ্ছে মু'মিনের নূর।

২৬. بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ

অনুচ্ছেদঃ ছায়া ও রোদের মাঝখানে বসা

[২৭২২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّبِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ -

৩৭২২ আবু বাকর ইবন শায়বা (র) ইবন বুরায়দাহ (রা)-র পিতা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ছায়াও রোদের মাঝখানে বসতে নিষেধ করেছেন।

২৭. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَضْطِجَاعِ عَلَى الْوَجْهِ

অনুচ্ছেদ ৪ উপুড়ে হয়ে শোয়া নিষিদ্ধ

৩৭২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَخْفَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ : قَالَ أَصَابَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي فَوَكَّضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ : مَا لَمْ وَلِهَذَا النَّوْمُ ! هَذَا نَوْمَةٌ يَكْرَهُهَا اللَّهُ : أَوْ يَغْبِضُهَا اللَّهُ-

৩৭২৩ মুহাম্মাদ ইবন সাববাহ (র) তিখফা গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তার পা দিয়ে খোঁচা দিয়ে বললেন : তোমার এ ধরনের শোওয়া কিরূপ ! এধরনের শোওয়া তো আল্লাহ অপছন্দ করেন, কিংবা (রাবীর সন্দেহ) তা ঘৃণা করেন।

৩৭২৪ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ابْنِ كَاسِبٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَعِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ عَنْ أَبِيهِ : عَنْ ابْنِ طَخْفَةَ الْغِفَارِيِّ : عَنْ أَبِي ذَرٍّ : قَالَ مَرَّبَى النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي : فَرَكَّضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ : يَا جَنْدَبُ ! إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْجَةٌ أَهْلِ النَّارِ-

৩৭২৪ ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার পাশ দিয়ে গেলেন, তখন আমি উপুড় হয়ে শায়িত ছিলাম, তিনি আমাকে তাঁর পা দ্বারা খোঁচা দিয়ে বললেন : হে জুনায়েব! এটা তো জাহান্নামের শোওয়া।

৩৭২৫ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ابْنِ كَاسِبٍ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رِجَاءٍ عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ جَمِيلٍ الدَّمِشْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ : قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ نَائِمٍ فِي الْمَسْجِدِ : مُتَبَطِّعٍ عَلَى وَجْهِهِ فَضْرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ : قُمْ وَأَقْعُدْ : فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ-

৩৭২৫ ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মসজিদে উপুড় হয়ে শায়িত জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাকে তার পা দ্বারা খোঁচা দিয়ে বললেন, : দাঁড়াও অথবা (রাবীর সন্দেহ) বসো, কেননা, এটা জাহান্নামীদের শোওয়া।

২৮. بَابُ تَعْلَمُ النُّجُومَ

অনুচ্ছেদ : জ্যোতিষ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَيٍّ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ
الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ : زَادَ مَا زَادَ -

৩৭২৬ আবু বাকর (রা)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু শিখলো, সে যেন যাদুরই একটা শাখা শিখলো যত ইচ্ছে সে শিখুক।

২৯. بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ

অনুচ্ছেদ : বাতাসকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَيٍّ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ : عَنْ الزُّهْرِيِّ ثَنَا
ثَابِتُ الزُّرْقَانِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ :
فَإِنَّهَا مِنْ رُوحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ : وَلَكِنْ سَلُّوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا :
وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا -

৩৭২৭ আবু বাকর (রা)..... আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা বাতাসকে গালি দিও না ; কেননা, তা (বান্দাদের প্রতি) আল্লাহর রহমত, তা রহমত ও আযাব নিয়ে এসে থাকে। বরং তোমরা আল্লাহর কাছে তার ভালটুকু প্রার্থনা কর এবং তার মন্দটুকু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

৩. بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ : পসন্দনীয় নাম

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَيٍّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا الْعَمْرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ -

৩৭২৮ আবু বাকর (রা) ইবন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ; মহান আল্লাহর কাছে সব চাইতে পসন্দনীয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।

৩১. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ : অপসন্দনীয় নাম

[৩৭২৭] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ : لَأَنْهَيْنَ أَنْ يُسَمَّى رِبَّاحٌ وَنَجِيعٌ وَأَفْلَحٌ وَنَافِعٌ وَيَسَارٌ -

[৩৭২৯] নাসর ইবন আলী (রা)..... উমার ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : ইনশা আল্লাহ আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে রাবাহ, নাজীহ, আফলাহ, নাকি ও ইয়াসার নাম রাখতে নিষেধ করবো।

[৩৭২৮] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الرُّكَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمَرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَمَّى رَقِيقًا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءَ : أَفْلَحٌ وَنَافِعٌ وَرِبَّاحٌ وَيَسَارٌ -

[৩৭৩০] আবু বাকর (র)..... সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাদের দাসদেরকে চার নামে ডাকতে নিষেধ করেছেন : যথা- আফলাহ, নাকি, রাবাহ, ইয়াসার।

[৩৭২৯] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ -

[৩৭৩১] আবু বাকর (র)..... মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার ইবন খাত্তাবের (রা) এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কে ? আমি বললাম : মাসরুক ইবন আজদা। তখন উমার (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছি : আজদা হচ্ছে শয়তান। (কোন মানুষের এ নাম রাখা উচিত নয়)

৩২. بَابُ تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ : নাম পরিবর্তন করা

[৩৭২২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونٍ قَالَ

سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةً فَقِيلَ لَهَا تَزَكِّيْ نَفْسَهَا : فَسَمَّاَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ -

[৩৭৩২] আবু বাকর (র)..... আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়নাবের নাম প্রথমে বাররাহ (পুণ্যবতী) ছিল। তখন তার সম্পর্কে বলা হলো : সে নিজেই নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম রাখলেন : যায়নাব।

[৩৭৩৩] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَةَ لِعُمَرَ كَانَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَّةٌ سَمَّاَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيلَةً -

[৩৭৩৩] আবু বাকর (রা) ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমারের এক মেয়েকে 'এবাসী' বলে ডাকা হতো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম রাখলেন 'জামীলাহ'।

[৩৭৩৪] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْقَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَلَامٍ قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ اسْمِي عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ سَلَامٍ : فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ سَلَامٍ -

[৩৭৩৪] আবু বাকর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযীর হলাম, তখন আমার নাম আবদুল্লাহ ইবন সালাম ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাম রাখেন আবদুল্লাহ ইবন সালাম।

৩৩. بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتِهِ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর নাম ও তাঁর কুনিয়াত একত্রিত করা

[৩৭৩৫] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُؤْا بِكُنْيَتِي -

[৩৭৩৫] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রেখো, কিন্তু আমার কুনিয়াতে কুনিয়াত রেখো না।

৩৭৩৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَسْمُوا بِاسْمِي وَلَا تَكُونُوا بِكُنْيَتِي»-

৩৭৩৬ আবু বাকর (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনামে উপনাম রেখ না।

৩৭৩৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَقِيعِ فَنَادَى رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَلْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسْمُوا بِاسْمِي وَلَا تَكُونُوا بِكُنْيَتِي»-

৩৭৩৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকী, নামক স্থানে বললো : হে আবুল কাসিম। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন। তখন সে ব্যক্তি বললো : আমি তো আপনাকে ডাকিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার নামে নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনামে উপনাম রেখ না।

২৪. بَابُ الرَّجُلِ يُكْنَى قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ

অনুচ্ছেদ ৪ : কারো সন্তান না হতেই তার কুনিয়াত রাখা

৩৭৩৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَفِيلٍ عَنْ خَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَصُهَيْبٍ: مَا لَكَ تَكْنِي بَابِي يَحْيَى؟ وَلَيْسَ لَكَ الْحَمْدُ: وَلَكُمْ وَلَدُ قَالَ كُنَّا نَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَابِي يَحْيَى»-

৩৭৩৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) হামযাহ ইবন সুহায়েব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমার (রা) সুহায়েবকে বললেন : কি ব্যাপার তুমি আবু ইয়াহইয়া উপনাম কেন গ্রহণ করেছ? অথচ তোমার তো কোন সন্তান নেই। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কুনিয়াত রেখেছেন আবু ইয়াহইয়া।

৩৭৩৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُلُّ أَرْوَاحِكُمْ كُنْيَتُهُ غَيْرِي: قَالَتْ قَالَ فَأَنْتِ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ»-

[৩৭৩৯] আবু বাকর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ কে বললেন : আপনার সব স্ত্রীরই উপনাম আছে, কেবল আমি ব্যতীত। তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি হলে 'উম্মু আবদুল্লাহ'।

[৩৭৪০] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ

[৩৭৪১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينَا فَيَقُولُ لَأَخٍ لِي وَكَانَ صَغِيرًا يَا أَبَا عُمَيْرٍ!

[৩৭৪০] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের এখানে আসতেন, এবং আমার এক ভাইকে যে ছোট ছিল, আবু উমায়র বলতেন।

৩০. بَابُ الْأَلْقَابِ

অনুচ্ছেদ : উপাধি প্রসংগে

[৩৭৪১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُبَيْرَةَ ابْنِ الصِّحَّاحِ قَالَ فِينَا نَزَلَتْ : مَعْشَرِ الْأَنْصَارِيِّ : وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَالرَّجُلُ مِنْ آلِهِ الْأَسْمَانِ وَالْثَلَاثِ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رُبَّمَا دَعَاهُمْ بَعْضُ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ فَيُقَالُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا فَنَزَلَتْ : وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ -

[৩৭৪১] আবু বাকর (র)..... আবু জাহীরা ইবন যিহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না) আয়াতটি আমাদের আনসারদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। নবী ﷺ যখন আমাদের এখানে আসেন, তখন আমাদের মাঝে কারো কারো দুই তিন নাম ছিল, নবী ﷺ তাদের কাউকে সে সব নামের কোন একটি ধরে ডাকতেন। তখন তাকে বলা হতো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ নামে সে চটে যায়, তখন আয়াত بِالْأَلْقَابِ নাযিল হয়।

৩১. بَابُ الْمَذْحِ

অনুচ্ছেদ : প্রশংসা করা

[৩৭৪২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَعْمَرٍ عَنِ الْمُقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَحْتُوا فِي وُجُوهِ الْمَذَاحِينَ التُّرَابَ -

৩৭৪২ আবু বাকর (র)..... মিকদাম ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন (সম্মুখে) প্রশংসাকারীদের মুখের উপর মাটি ছুঁতে মারি।

৩৭৪৩ **৩৭৪২** حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ مَعْبُدِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحُ فَإِنَّهُ الذَّبْعُ

৩৭৪৩ আবু বাকর (রা)..... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি তোমরা অপরের (সম্মুখে) প্রশংসা করা পরিহার করবে। কেননা, তা যবাই করার শামিল।

৩৭৪৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ
أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ وَيْحَكَ ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ
فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُهُ : وَلَا أَزْكِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا -

৩৭৪৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে একজন অন্য একজনের প্রশংসার করলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার জন্য আফসোস ! তুমি তোমার সাথীর গলা কাটলে ! একথা কয়েকবার বললেন, অতঃপর তিনি বললেন : তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রশংসা করতে চায়, তবে সে যেন বলে : আমার একরূপ ধারণা। আমি আল্লাহর কাছে কারো সাফাই গাইতে পারি না।

৩৭. بَابُ الْمُسْتِشَارِ مُؤْتَمِنٍ

অনুচ্ছেদ : পরামর্শ প্রদানে আমানতদারী করা

৩৭৪৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شَيْبَانَ
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْمُسْتِشَارُ مُؤْتَمِنٌ -

৩৭৪৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হবে।

৩৭৪৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكَ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
"الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ"

৩৭৪৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়্বা (র)..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
বলেছেন : যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, তাকে বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হবে।

৩৭৪৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ
عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَشَارَ
أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ-

৩৭৪৭ আবু বাকর (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যখন
তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কাছে পরামর্শ চায়, তখন সে যেন তাকে (সঠিক) পরামর্শ দেয়।

২৮. بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ

অনুচ্ছেদ : হাম্মামখানায় প্রবেশ করা

৩৭৪৮ حَدَّثَنَا شَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ع وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِي
يَعْلَى وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنْعَمِ الْأَفْرِيِّقِيِّ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَفْتَحُ
لَكُمْ أَرْضُ الْأَعَاجِمِ وَتَسْتَجِدُّونَ فِيهَا بَيْوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلُهَا الرِّجَالُ
إِلَّا بِإِزَارٍ وَامْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْنَهَا إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نَفْسَاءَ

৩৭৪৮ আবু বাকর (র) আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
বলেছেন : অনারব ভূমি তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে ; সেখানে তোমরা 'হাম্মাম' নামের কিছু ঘর
পাবে। পুরুষরা যেন ইয়ার পরিতীত সেখানে প্রবেশ না করে, আর নারীদেরকে সেখানে প্রবেশ করা থেকে
নিষেধ করবে। তবে, অসুস্থ কিংবা 'প্রসূতি' হলে ভিন্ন কথা।

৩৭৪৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ :
ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : أَنَّبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي عَدْرَةَ قَالَ :

وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ مِنَ الْحَمَامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ : وَلَمْ يُرَخَّصْ لِلنِّسَاءِ .

[৩৭৪৯] আলী ইবন মুহাম্মাদ ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ পুরুষ ও মহিলাদেরকে হাম্মামখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। পরে পুরুষদেরকে ইয়ার পরিধান করে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে অনুমতি দেননি।

[৩৭৫০] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفَّانٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي الْمَلِيعِ الْهَذَلِيِّ أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ حِمَصَ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ : فَقَالَتْ لَعَلَّكُمْ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَامَاتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا : فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ .

[৩৭৫০] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু মালীহ হুযালী (র) থেকে বর্ণিত যে, ‘হিমস’ অঞ্চলের কিছু মহিলা আয়েশা (রা)-এর সাক্ষাত প্রার্থনা করলো। তখন তিনি বলেন : সম্ভবত তোমরা সেই দলের, যারা হাম্মাম খানায় প্রবেশ করে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে মহিলা স্বামী গৃহ ছাড়া অন্যত্র তার বস্ত্র খুলে রাখলো, সে তো তার ও আল্লাহর মাঝের পর্দা ছিড়ে ফেললো।

৩৭. بَابُ الْأَطْلَاءِ بِالنُّورَةِ

অনুচ্ছেদ : চুনা ব্যবহার করা

[৩৭৫১] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَانِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَطْلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَّاهَا بِالنُّورَةِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ أَهْلُهُ .

[৩৭৫১] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন (লোম নাশক) চুনা ব্যবহার করতেন, তখন লজ্জাহানে নিজেই লাগাতেন, শরীরের অন্যান্য স্থানে স্ত্রীরা লাগিয়ে দিতেন।

৩৭৫২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ كَامِلِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَطْلَى وَلِيَّ عَائِشَةَ بَيْدَهُ.

৩৭৫২ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ লোমনাশক ব্যবহার করেছেন এবং নাভির নিচে নিজ হাতেই লাগিয়েছেন।

৪. بَابُ الْقُصَصِ

অনুচ্ছেদ : কিসসা কাহিনী

৩৭৫৩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْهَقْلُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْصُ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَأٍ.

৩৭৫৩ হিশাম ইবন আম্মার (র) শু'আয়েব এর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের সামনে কথাবার্তা বলে কেবল শাসক, অথবা তার পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কিংবা যে রিয়াকারী লোক।

৩৭৫৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ لَمْ يَكُنِ الْقُصَصُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا زَمَنِ عُمَرَ.

৩৭৫৪ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় এবং আবু বাকর ও উমারের যামানায় কিসসা কাহিনী বর্ণনা করার রীতি ছিল না।

৪. بَابُ الشِّعْرِ

অনুচ্ছেদ : কবিতা

৩৭৫৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ عَبْدِ يَغُوثٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً».

٣٧٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
 ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حَكْمًا.

٣٧٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُهَيْلَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ
 عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا
 الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ «أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ».

وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ

আর উমাইয়া ইব্ন আবু সাল্ত তো মুসলমান হয়ে গিয়েছিল প্রায় ।

٣٧٥٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرِو ابْنِ السَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْشَدْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا ثَلَاثَةٌ قَافِيَةٌ مِنْ شِعْرِ أُمِّيَّةٍ بَنِ أَبِي الصَّلْتِ يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ قَافِيَةٍ «هَيْه» وَقَالَ «كَأَنَّ يُسْلَمَ».

৩৭৫৮ আবু বাকর ইবন আনু শায়বা (র)..... শারীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমাইয়া ইবন আবু সালতের কবিতা থেকে একশটি পংক্তি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আবৃত্তি করে শুনিয়েছি। প্রতিটি পংক্তির মাঝেই তিনি বলতেন : “আরো শুনাও”।

৬২. بَابُ مَآكِرِهِ مِنَ الشَّعْرِ.

অনুচ্ছেদ ৪ : অপসন্দনীয় কবিতা

৩৭৫৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَمْتَلِي جَوْفَا الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِي شِعْرًا إِلَّا أَنْ حَفَصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيهِ!

৩৭৫৯ আবু বাকর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কারো উদর পচনসৃষ্টিকারী পুঁজে পূর্ণ হওয়া, কবিতায় পূর্ণ হওয়ার চেয়ে ঢের ভাল। হাফসা রা শব্দটি বর্ণনা করেন নি।

৩৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِي جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِي شِعْرًا.

৩৭৬০ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)..... সা'আদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো উদর পচনসৃষ্টিকারী পুঁজে পূর্ণ হয়ে যাওয়া, কবিতায় পূর্ণ হওয়ার চেয়ে উত্তম।

৩৭৬১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةٍ عَنْ يُونُسَ ابْنِ مَاهَكٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٍ هَاجَى رَجُلًا فَهَجَا الْقِبْلَةَ بِأَسْرِهَا- وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ وَزَنَى أُمَّهُ.

৩৭৬১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষের নামে অপবাদ রটানর দিক থেকে সব চাইতে ঘৃণ্য হলো সেই ব্যক্তি, যে কোন লোকের বিরুদ্ধে নিন্দা কবিতা বলতে গিয়ে গোটা গোত্রের নিন্দা শুরু করে। আর সেই লোক, যে নিজের বাপকে অস্বীকার করে অন্যকে বাপ বলে নিজের মাকে ব্যাভিচারিনী সাব্যস্ত করে।

৪৩. بَابُ اللَّعِبِ بِالْثَرْدِ.

অনুচ্ছেদ : নরদ খেলা প্রসংগে

৩৭৬২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَابْنُ أَسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَنْ لَعِبَ بِالْثَرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. »

৩৭৬২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে নরদ (দাবাজাতীয়) খেলে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে।

৩৭৬৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ ثُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْثَرْدِ شِيرٍ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ. »

৩৭৬৩ আবু বাকর (র) বুয়ায়দা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি পাশা খেলে, সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তে হাত ডুবিয়ে দেয়।

৪৪. بَابُ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

অনুচ্ছেদ : কবুতর খেলা

৩৭৬৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ ثنا شُرَيْكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى إِنْسَانٍ يَتَّبِعُ طَائِرًا : فَقَالَ : « شَيْطَلٌ نِيَّتَبِعُ شَيْطَانًا. »

৩৭৬৪ আবদুল্লাহ ইবন আমির ইবন যুরারা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ এমন এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে একটি পাখির পিছু নিয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন : এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছু নিয়েছে।

৩৭৬৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا الْأَسْوَدُ ابْنُ عَامِرٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَتَّبِعُ حَمَامَةً فَقَالَ : شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانَةً. »

[৩৭৬৫] আবু বাকর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একজন লোককে একটি কবুতরীর পিছনে ছুটতে দেখে বললেন, এক শয়তান এক শয়তানীর পিছু নিয়েছে।

[৩৭৬৬] حَدَّثَنَا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا وَرَاءَ حِمَامَةٍ فَقَالَ : شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانَةً. «

[৩৭৬৬] হিশাম ইবন আশ্মার (র) উসমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছনে যেত দেখলেন, তখন তিনি বললেন : এক শয়তান এক শয়তানীর পিছু নিয়েছে।

[৩৭৬৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ : ثَنَا أَبُو سَاعِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَتَّبِعُ حِمَامًا فَقَالَ « شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانًا. »

[৩৭৬৭] আবু নাসর, মুহাম্মাদ ইবন খালফ আসকালানী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছনে যেতে দেখে বললেন : এক শয়তান এক শয়তানের পিছু নিয়েছে।

৪৫. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَحْدَةِ

অনুচ্ছেদ : একাকীত্ব অপসন্দনীয়তা

[৩৭৬৮] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ أَحَدٌ بِلَيْلٍ وَحْدَةً. «

[৩৭৬৮] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি জানতো যে, একাকিত্বের বিপদ কত, তাহলে রাতে কেউ একা চলতো না।

৪৬. بَابُ إِطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ الْمَبِيتِ

অনুচ্ছেদ : শয়নকালে বাতি নিভিয়ে দেওয়া

[৩৭৬৯] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « لَا تَتْرَكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ. »

৩৭৬৯ আবু বাকর (র)..... সালেমের পিতা (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন: যখন তোমরা ঘুমাবে তখন তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে না।

৩৭৭০ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: এ আগুন তো তোমাদের শত্রু। সুতরাং যখন তোমরা ঘুমাবে, তখন তোমরা তা নিভিয়ে দিবে।

৩৭৭১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (অনেক বিষয়ে) আদেশ দিয়েছেন, এবং নিষেধও করেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন (নিদ্রা যাওয়ার সময়) আমাদের বাতি নিভিয়ে ফেলি।

৩৭৭২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (অনেক বিষয়ে) আদেশ দিয়েছেন, এবং নিষেধও করেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন (নিদ্রা যাওয়ার সময়) আমাদের বাতি নিভিয়ে ফেলি।

৪৭. بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّزُولِ عَلَى الطَّرِيقِ

অনুচ্ছেদ : রাস্তায় অবস্থান না করা

৩৭৭৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (অনেক বিষয়ে) আদেশ দিয়েছেন, এবং নিষেধও করেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন (নিদ্রা যাওয়ার সময়) আমাদের বাতি নিভিয়ে ফেলি।

৩৭৭৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (অনেক বিষয়ে) আদেশ দিয়েছেন, এবং নিষেধও করেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন (নিদ্রা যাওয়ার সময়) আমাদের বাতি নিভিয়ে ফেলি।

৬৭. بَابُ رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ.

অনুচ্ছেদ : এক বাহনে তিনজনের আরোহন

৩৭৭৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ ثَنَا مُورِقُ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ : قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تَلَقَّى بِنَا قَالَ بِيْ وَيَا الْحَسَنُ أَوْ يَا الْحُسَيْنَ قَالَ : فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ. حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ.

৩৭৭৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাসুল্লাহ যখন কোন সফর থেকে আসতেন আমরা তাঁকে ইসতিকবাল করার জন্য (মদীনার বাইরে) যতাম। রাবী বলেন: একবার আমি এবং হাসান কিংবা হুসায়ন গেলাম। তখন তিনি আমাদের একজনকে গার সামনে এবং অপর জনকে পিছনে বসালেন। এভাবে আমরা মদীনায় উপনীত হলাম।

৬৮. بَابُ تَتْرِيْبِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ : চিঠিপত্রে মাটি লাগানো

৩৭৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَرَبُّوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحَ لَهَا : إِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ.

৩৭৭৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। বাসুল্লাহ বলেছেন: তোমরা তোমাদের চিঠিতে মাটি মিশ্রিত করো, এটা সেগুলোর জন্য অধিক সফলতার কারণ। কেননা মাটি হলো বরকতময়।

৬৯. بَابُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّلَاثِ

অনুচ্ছেদ : তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দু'জনে চুপে চুপে কিছু না বলা

৩৭৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزَنُهُ.

৩৭৭৫ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন তিনজন হবে, তখন দু'জনে তৃতীয় সাথীকে বাদ দিয়ে, চুপেচুপে কিছু বলবে না। কেননা, এটা তাকে চিন্তিত করবে।

৩৭৭৬ হিশাম ইবন আশ্বার (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে চুপে কিছু বলতে নিষেধ করেছেন।

৫। بَابُ مَنْ كَانَ مَعَهُ سِهَامٌ فَلْيَاخُذْ بِنِصَالِهَا

অনুচ্ছেদ : তীরের ফলা হাতে রেখে চলা

৩৭৭৭ হিশাম ইবন আশ্বার (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে তীর সহ আসলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তীরগুলোর 'ফলা' ধরো। সে বললো : জি, আচ্ছা।

৩৭৭৮ হিশাম ইবন আশ্বার (র)..... আবু মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন আমাদের মসজিদে কিংবা আমাদের বাজারে চলাচল করে এবং তার সাথে তীর থাকে, তখন সে যেন তার ফলার অংশটুকু হাতে ধরে রাখে, যাতে কোন মুসলমানের পায়ে না লাগে।

৫২. بَابُ ثَوَابِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ : কুরআনের সাওয়াব

৩৭৭৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرُوهُ يَتَتَعَاعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ : لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ .

৩৭৭৯ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আয়েশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরআন পাঠে অভিজ্ঞ ব্যক্তি লিখন দায়িত্বে নিযুক্ত মর্যাদাবান ও নেক ফিরিশ্বাদের সংগে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট করে ঠেকে পড়ে তার পাওনা হলো দু'টি সাওয়াব।

৩৭৮০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَقْرَأَ وَأَصْعَدُ فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٌ حَتَّى يَقْرَأَ الْخَرِشَى مَعَهُ .

৩৭৮০ আবু বাকর (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাহেবে কুরআন যখন জান্নাতে প্রবেশ করে, তখন তাকে বলা হবে পড়তে থাক এবং আরোহণ করতে থাক। তখন সে পড়তে থাকবে এবং প্রতিটি আয়াতের সাথে একটি স্তর অতিক্রম করবে। এভাবে সে তার সংরক্ষণের শেষ আয়াতটি পর্যন্ত পড়বে।

৩৭৮১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ : أَنَا الَّذِي أَشْهَرْتُ لَيْلَكَ وَأَظْمَأْتُ نَهَارَكَ .

৩৭৮১ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরআন কিয়ামতের দিন ফেঁকাশে লোকের আকৃতিতে আসবে এবং বলবে : আমিই তোমার রাতকে বিন্দ্র করেছি এবং তোমার দিনকে পিপাসার্ত করেছি।

৩৭৮২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ حَبِّ أَحَدِكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خِلْفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ : قَالَ : فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَؤُهُنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ صَلَاتٍ خِلْفَاتٍ سِمَانٍ عِظَامٍ .

৩৭৮২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে যে, সে তার ঘরে ফিরে এসে সেখানে তিনটি বড় নাদুস নুদুস গর্ভবতী উটনী পাবে ? আমরা বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমাদের কেউ তার সালাতে তিনটি আয়াত পড়লে তা বড় নাদুসনুদুস তিনটি গর্ভবতী উটনীর চেয়ে উত্তম হবে।

৩৭৮৩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعْقَلَةِ إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقْلِهَا أَمْسَكَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ أَطْلَقَ عُقْلَهَا ذَهَبَتْ .

৩৭৮৩ আহমাদ ইবন আযহার (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরআনের উদাহরণ হলো বেঁধে রাখা উটের অনুরূপ উটের মালিক যদি তাকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখে, তাহলে তাকে ধরে রাখতে পারবে, আর যদি রশির বাঁধ খুলে দেয়, তাহলে সে চলে যাবে।

৩৭৮৪ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي شَطْرَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأُوا : يَقُولُ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : حَمْدُنِي عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَيَقُولُ : الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : فَيَقُولُ : أَتْنِي عَلَى عَبْدِي : وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ : فَيَقُولُ اللَّهُ : مَجْدُنِي عَبْدِي فَهَذَا لِي وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ : يَقُولُ الْعَبْدُ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ : يَعْنَى فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَسْأَلٌ وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي : يَقُولُ الْعَبْدُ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ : فَهَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَسْأَلٌ .

৩৭৮৪ আবু মারওয়ান মুহাম্মাদ ইবন উসমান আল-উসমানী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : সালাতকে আমি আমার ও বান্দার মাঝে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এর অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আমার বান্দার আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে তাই পাবে। (রাবী) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন তোমরা পড়ো, বান্দা যখন বলে الحمد لله رب العلمين আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন : আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে, তাই সে পাবে। সে যখন বলে : الرحمن الرحيم তখন তিনি বলেন : আমার বান্দা আমার স্তুতি করেছে, আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে, তা সে পাবে। সে যখন বলে : مالك يوم الدين তখন আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা আমার পৌরব বর্ণনা করেছে। এতটুকু হলো আমার জন্য আর এই আয়াতটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক করে। অতঃপর বান্দা যখন বলে : اياك نعبد و اياك نستعين এটা হলো আমার ও আমার বান্দার মাঝে, আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে, তাই সে পাবে। সূরার শেষ অংশটুকু হলো আমার বান্দার জন্য। বান্দা যখন বলে :

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين .

এ অংশটুকু হলো আমার বান্দার জন্য আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে, তাও সে পাবে।

৩৭৮৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَعْلَمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَخْرُجَ : فَادَّكَرْتُه فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ .

৩৭৮৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ ইবন মু'আল্লা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন: আমি কি তোমাকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা শিক্ষা দিব না ? তিনি (আবু সাঈদ) বললেন : অতঃপর নবী ﷺ বের হওয়ার জন্য (দরজার দিকে) গেলেন, তখন আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তখন তিনি বললেন : (সেটা হলো) “আল-হামদুলিল্লাহে রাবিবিল আলামীন” সূরা “এটাই হলো সাব্‌উল মাসানী ও মহান কুরআন”, যা আমাকে দান করা হয়েছে।

৩৭৮৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسِ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ سُورَةَ فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى عُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

৩৭৮৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : কুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা তার তিলাওয়াতকারীর জন্য সুফারিশ করবে, এমন কি তাকে মাফ করে দেওয়া হবে, সূরাটি হলো : تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

৩৭৮৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ.

৩৭৮৭ আবু বাকর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “কুল হুয়াল্লাহু আহাদ” সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

৩৭৮৮ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : تَعْدِلُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ.

৩৭৮৮ হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : تَعْدِلُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ

৩৭৮৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُ أَحَدٌ : الْوَاحِدُ الصَّمَدُ : تَعْدِلُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ.

৩৭৮৯ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : اللَّهُ أَحَدٌ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

৫২. بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ

অনুচ্ছেদ : যিকরের ফযীলত

২৭৭৯. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ابْنُ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيرَةُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ : عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عِيَّاشٍ : عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَلَا أُنبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا : وَمَا ذَلِكَ ؟ يَارَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ . « وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مَا عَمِلَ أَمْرٌ يُعْمَلُ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ . مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ .

৩৭৯০. ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)... আবুদারদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে বলে দেব না, যা তোমাদের আমলগুলোর মাঝে সর্বোত্তম এবং তোমাদের মালিকের কাছে অধিক সন্তোষজনক এবং তোমাদের মর্যাদাকে অধিক উন্নীতকারী এবং তোমাদের সোনারূপা দান করার চেয়ে উত্তম এবং দুশমনের মুখোমুখি হয়ে তোমরা তাদের গলা আর তারা তোমাদের গলা কাটার চেয়েও উত্তম ? তারা (সাহাবীরা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেটা কি ? তিনি বললেন : আল্লাহর যিকর।

মু'আয ইবন জাবাল (রা) বলেন, কোন মানুষ 'যিকরুল্লাহ' চেয়ে উত্তম কোন আমল করে না, যা তাকে আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত দেয়।

২৭৭৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ عَمَّارِ ابْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ يَشْهَدَانِ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ تَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ : وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ .

৩৭৯১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা ও আবু সাদ্দ (রা) এই মর্মে সাক্ষাৎ প্রদান করে বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে কোন জামাত, যে কোন মজলিসে বসে আল্লাহর যিকর করবে ফিরিশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখবেন এবং রহমত তাদেরকে ছেয়ে রাখবে এবং তাদের প্রতি সাকীনাহ ও প্রশান্তি নাযিল হবে, আর আল্লাহ তাদের আলোচনা করবেন তাদের মাঝে যারা তাঁর কাছে আছেন, (অর্থাৎ ফিরিশতাকুল)

৩৭৯২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُصْعَبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَاتُهُ.

৩৭৯২ আবু বাকর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেন : আমি আমার বান্দার সাথে থাকি, যখন সে আমার যিকির করে এবং আমার যিকিরে তার দু'ঠোঁট নড়ে।

৩৭৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَنْبِئْنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ أَتَشَبُّثُ بِهِ : قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ.

৩৭৯৩ আবু বাকর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন বুশর (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বললো : ইসলামের বিধি বিধান আমার প্রতি অনেক হয়ে গেছে, আমাকে তা থেকে কোন একটি বলেদিন, যা আমি আঁকড়ে থাকবো। তিনি বললেন : তোমার জিহ্বা মহান আল্লাহর যিকিরে সর্বদা সজীব রাখবে।

৫৬. بَابُ فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অনুবাদ : “লা ইলাহা ইল্লাহ”-এর ফযীলত

৩৭৯৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَمْزَةَ الزِّيَّاتِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ مُسْلِمٍ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ : قَالَ صَدَقَ عَبْدِي : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا أَكْبَرُ : وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ : قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي : وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا : وَلَا شَرِيكَ لِي : وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ : قَالَ صَدَقَ عَبْدِي : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا : لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ : وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ : قَالَ صَدَقَ عَبْدِي : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي : قَالَ أَبُو

إِسْحَاقَ ثُمَّ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ : مَا قَالَ فَقَالَ مِنْ رَزَقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمْسَهُ النَّارُ.

[৩৭৯৪] আবু বাকর (র)..... আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা যখন “লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্বার” বলে, তখন মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাই নেই এবং আমিই বড়। আর বান্দা যখন বলে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ” তখন আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। যখন সে বলে : “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা শরীকালাহ” তখন তিনি বলেন : আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর আমার কোন শরীক নেই। আর যখন বলে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদু’, তখন তিনি বলেন : আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমারই রাজত্ব এবং আমারই জন্য প্রশংসা। আর যখন সে বলে : “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়া-লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” তখন তিনি বলেন : আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই শক্তি ও ক্ষমতা শুধু আমারই। রাবী আবু ইসহাক (র) বলেন, অতঃপর তিনি ‘আগাররু শাইয়ান’ একটি বাক্য বলেছিলেন, যা আমি বুঝতে পারিনি, রাবী বলেন : তখন আমি আবু জাফরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : মৃত্যুর সময় আল্লাহ যাকে এ কলিমা বলার তাওফিক দিবেন, আগুন তাকে সম্পর্ষ করতে পারবে না।

[৩৭৭৫] حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ سَعْدَى الْمُرِّيَةِ قَالَتْ مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا لَكَ كَتِيبًا ؟ أَسَاءَتْكَ أَمْرَاءُ ابْنِ عَمِّكَ ؟ قَالَ : لَا : وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا لَصَحِيفَتِهِ وَإِنْ جَسَدُهُ وَرُوحُهُ لَيَجِدَ أَنْ لَهَا رُوحًا عِنْدَ الْمَوْتِ : فَلَمْ أَسْأَلْهُ حَتَّى تُوَفِّي قَالَ : أَنَا أَعْلَمُهَا هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَمُّهُ عَلَيْهَا وَلَوْ عَلِمَ أَنْ شَيْئًا انْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ.

[৩৭৯৫] হারুন ইব্ন ইসহাক হামদানী (র)..... ইয়াহুইয়া ইব্ন তালহার মা সু'দা মুরিয়ায়াহ (র) বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর উমার (রা) একবার তালহার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উমার (রা) তাঁকে বললেন : কি হয়েছে, তুমি বিষন্ন কেন ? তোমার চাচাত ভাইয়ের খিলাফত কি তোমার অপছন্দ হচ্ছে ? তালহা বললেন : না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, এমন একটি কালেমা আমি জানি, যা যে কেউ মৃত্যুর সময় বললে তার আমলনামার জন্য সেটা নূর হবে। এবং নিঃসন্দেহে তার দেহ ও আত্মা মৃত্যুর সময় সেটার দ্বারা স্বস্তি লাভ করবে। সেটা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি, এরই মধ্যে

তাঁর ওফাত হয়ে গেছে। উমার (রা) বললেন : আমি সেটা জানি। এটা সেই কালেমা যা তিনি তাঁর চাচার কাছে (গ্রহণ করার) ইরাদা করছিলেন যদি তিনি জানতেন যে, সেই কালেমার চেয়েও অধিক নাজাত দানকারী কিছু আছে, তাহলে অবশ্যই চাচাকে তিনি সেটার কথা বলতেন।

৩৭৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ هِصَّانِ بْنِ الْكَاهِلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبٍ مُوقِنٍ إِلَّا غُفِرَ اللَّهُ لَهَا.

৩৭৯৬ আবদুল হামীদ ইব্ন বায়ান ওয়াসিতী (র)..... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন ব্যক্তি একবার সাক্ষ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করলে যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, আর উক্ত সাক্ষ্য বিশ্বাসী হৃদয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে (অর্থাৎ খালিস দিলে এ সাক্ষ্য দিবে) আল্লাহ অবশ্যই তাকে মাগফিরাত দান করবেন।

৩৭৭৭ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هَيْمٍ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَلَا تَتْرُكُ ذَنْبًا.

৩৭৯৭ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির হিয়ামী (র)..... উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” কে কোন আমল অতিক্রম করতে পারে না। আর কোন গুনাহকে তা মোচন না করে ছাড়ে না।

৩৭৭৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَخْبَرَنِي سَمِيُّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِي عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَ لَهُ حِزْرٌ مِنَ الشَّيْطَانِ سَائِرِ يَوْمِهِ إِلَى اللَّيْلِ : وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا أَتَى بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ أَكْثَرَ.

৩৭৯৮ আবু বাকর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দিনে একশ' বার لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ বলে (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব তাঁরই জন্য

এবং প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।) তাহলে, দশটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য সাওয়াব তার জন্য লেখা হবে, একশটি নেক আমল তার জন্য লেখা হবে এবং তার (আমলনামা) থেকে একশটি বদ আমল মুছে দেওয়া হবে এবং এশদগুলি রাত পর্যন্ত সারাদিন তার জন্য শয়তান থেকে অন্তরায় হয়ে থাকবে এবং তাকে যা দান করা হলো, তার চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে কেউ হাযির হতে পারবে না। তবে যে এ কালেমা তার চেয়ে অধিক পড়বে।

২৭৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا عِيسَى الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَصِيَّةِ الْعَوْفِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ كَعَتَاقٍ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ:-

৩৭৯৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আবু সাদ্দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের সালাতের পর لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بیده الخیر وهو على كل شیء قدير . আযাদ করার সমান সাওয়াব তার হবে।

৫৫. بَابُ فَضْلِ الْحَامِدِينَ

অনুচ্ছেদ : প্রশংসাকারীর ফযীলত

২৮০০ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ بِنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْفَاكِهَ ، قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ حِزَّاشٍ عَنْ عَمِّ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ-

৩৮০০ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দিমাশকী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : শ্রেষ্ঠ যিকির হলো “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” আর শ্রেষ্ঠ দু‘আ হলো “আল-হামদু লিল্লাহ”।

২৮০১ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْمُنْذِرُ الْحِزَامِيُّ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ بَشِيرٍ مَوْلَى الْعُمَرِيِّينَ قَالَ سَمِعْتُ قَدَامَةَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْجُمَحِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ غُلَامٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ : قَالَ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لَجَلَالِ وَجْهِكَ « وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ فَبَعْضَلْتُ بِالْمَلَكَيْنِ فَلَمْ يَذَرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَا : يَا رَبَّنَا ! إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَأَنْدَرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي قَالَا يَا رَبِّ ! إِنَّهُ قَالَ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لَجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ : فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا اكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي : حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا-

৩৮০১ ইব্রাহীম ইবন মুনিযির হিয়ামী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ঘটনা শুনিয়েছেন যে, আল্লাহর কোন প্রশংসা যা আপনার মহিমা ও বিরাট প্রতিপত্তির উপযোগী (আমল লিপিবদ্ধকারী) ফিরিশতাদ্বয়কে তা হয়রান করে ফেললো। তাঁরা বুঝতে পারলো না, কিভাবে তা লিখবে, তাই তাঁরা আসমানে আরোহণ করে আরশ করলো : হে আমাদের রব! আপনার বান্দা এমন কালেমা বলেছে, যা আমরা কিভাবে লিখবো তা বুঝতে পারছি না। মহান আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন : অথচ তাঁর বান্দা যা বলেছে সে সম্পর্কে তিনিই অধিক অবগত, আমার বান্দা কী বলেছে? ফিরিশতাদ্বয় বললেন : হে আমাদের রব! সে বলেছে : يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لَكَ لَجَلَالِ وَجْهِكَ وَتَخْنَا آلِل্লাهِ তা'আলা তাদেরকে বললেন : আমার বান্দা যেমন বলেছে তেমনই লিখে রাখো, এমন কি সে যখন আমার সংগে সাক্ষাৎ করবে, তখন আমি তাকে তার বিনিময় দান করবো।

২৪.২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ذَٰلِكُ قَالَ هَٰذَا ؟ قَالَ الرَّجُلُ : أَنَا : وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا الْخَيْرَ : فَقَالَ لَقَدْ فَتَحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَمَا نَهَتْهُمَا شَيْءٌ دُونَ الْعَرْشِ-

৩৮০২ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি (আরেকবার) নবী ﷺ-এর সংগে সালাত আদায় করলাম। তখন এক ব্যক্তি বললো : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য অনন্ত, উৎকৃষ্ট ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা)। নবী ﷺ সালাত শেষে বললেন : একথাটা যে বলেছে, সে কে? লোকটি বললো : আমি তবে ভালো ছাড়া অন্য কোন নিয়ত করিনি। তখন তিনি বললেন : এই কথাগুলোর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে এবং আরশে উপনীত হওয়ার পথে কোন কিছুই তাকে বাঁধা দেয়নি।

৩৮.৩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقِيُّ أَبُو مَرْوَانَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ -

৩৮০৩ হিশাম ইবন খালিদ আযরাক আবু মারওয়ান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পছন্দনীয় কিছু দেখতেন তখন বলতেন : الحمد لله الذي بنعمته تتم - সেই আল্লাহর প্রশংসা, যার করুণায় নেক কাজসমূহ আঞ্জাম লাভ করে। আর যখন অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন, তখন বলতেন : الحمد لله على كل حال - সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

৩৮.৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، رَبِّ أَعُوذُكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ -

৩৮০৪ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলতেন : الحمد لله على كل حال رب اعوذ بك من حال اهل النار - সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, হে আমার প্রতিপালক! আপনার কাছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি জাহান্নামীদের অবস্থা থেকে।

৩৮.৫ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ شَيْبِ بْنِ بَشْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ -

৩৮০৫ হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখনই আল্লাহ কোন বান্দাকে কোন নিয়ামত দান করেন এবং সে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে, তখন যা সে আল্লাহকে দিল (অর্থাৎ হামদ), আল্লাহর কাছ থেকে নিল (অর্থাৎ নিয়ামত), তার থেকে উত্তম।

৫৬. بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ

অনুচ্ছেদ : তাসবীহ-এর ফযীলত

৩৮.৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَتَانِ

خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ! حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ
اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ !

৩৮০৬ আবু বিশ্ব ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'টি কথা যা জিহ্বায় হালকা, মিযানে (আমল পরিমাপের পাল্লায়) ভারী, এবং রাহমানের (দয়াময় আল্লাহর) কাছে প্রিয়, তা হল سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ الْعَظِيمِ

২৮.৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي
سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّبَهُ وَهُوَ
يُغْرَسُ غَرْسًا : فَقَالَ ! يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الَّذِي تُغْرَسُ ؟ فَقُلْتُ غَرْسًا لِي قَالَ أَلَا
أَدْلُكَ عَلَى غَرْسٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ هَذَا ؟ قَالَ بَلَى : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ قُلْ : سُبْحَانَ
اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ : يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي
الْجَنَّةِ -

৩৮০৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পাশ দিয়ে গেলেন, তিনি তখন একটি চারা রোপন করছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আবু হুরায়রা ! কি রোপন করেছে ? আমি বললাম, আমার নিজস্ব একটি চারা রোপন করছি। তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে এমন এক চারার খোঁজ দিব না, যা তোমার জন্য এর চেয়েও উত্তম হবে? তিনি বললেন : অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : বলো لا اله الا الله সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমার জন্য জান্নাতে প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে একটি করে গাছ লাগানো হবে।

২৮.৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي رَشْدِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ مَرَّبَهَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ صَلَّى الْغَدَاةَ أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّى الْغَدَاةَ وَهِيَ تَذْكُرُ اللَّهُ فَرَجَعَ
حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ : أَوْ قَالَ انْتَصَفَ وَهِيَ كَذَلِكَ : فَقَالَ لَقَدْ قُلْتُ : مَنْذُ قُمْتُ
عَنْكَ : أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ : ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهِيَ أَكْثَرُ وَأَرْجَحُ أَوْ أَوْزَانُ مِمَّا قُلْتُ سُبْحَانَ
اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضًا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زُتَهُ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ
كَلِمَاتِهِ

[৩৯০৮] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জুওয়াইরিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোরের সালাত আদায় শেষে তার পাশ দিয়ে গেলেন তখন তিনি (জুওয়াইরিয়া) আল্লাহর যিকির করছিলেন। পরে দিন বেড়ে উঠার সময় (কিংবা রাবী বলেছেন, দিন অর্ধেক হওয়ার সময়) তিনি ফিরে আসলেন, জুওয়াইরিয়া তখনো সে অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি বললেন : তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর, আমি চারটি কথা তিনবার বলেছি, আর তা তুমি এতক্ষণ যা বলেছ সেগুলোর চেয়ে হারে ওভাবে অধিক কথাগুলো سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدُ خَلْقِهِ (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা বরাবর) سُبْحَانَ اللَّهِ لُضَا نَفْسِهِ (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর সৃষ্টি অনুযায়ী) سُبْحَانَ اللَّهِ زُيْنَهُ عَرْشِهِ (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি, তাঁর আরশের ভার পরিমাণ) سُبْحَانَ اللَّهِ مَدَادَ كَلِمَاتِهِ (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর কালোমা ও কথা সমূহ লেখার কালি পরিমাণ)।

[৩৮৯] حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعْيَةٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي مُوسَى الطَّحَّانِ عَنْ عَوْنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ أَخِيهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ التَّسْبِيحُ وَالتَّحْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ يَنْعُطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ : لَهُنَّ دَوَى كَدَدِي النَّحْلُ تَذْكُرُ بِصَاحِبِهَا : أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ (أَوْ لَا يَزَالُ لَهُ) مَنْ يَذْكُرُ بِهِ ؟

[৩৮০৯] আবু বিশর বাকর ইবন খালফ (র)..... নুমান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাসবীহ তাহলীল ও তাহমীদে মাধ্যমে আল্লাহর যে মহিমা তোমরা আলোচনা কর, তা আরশের চারপাশে ঘুরতে থাকে, মৌমাছির গুঞ্জরনের মত সেগুলোর এক প্রকার গুঞ্জরণ আছে। সেগুলো নিজ নিজ প্রেরকের কথা আলোচনা করে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে না যে তার জন্য এমন কেউ থাকবে (আল্লাহর কাছে) তার আলোচনা করবে ?

[৩৮১] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ : ثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكْرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ ابْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتْ أَتَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَمَلِي عَمَلٌ : فَإِنِّي قَدْ كَبُرْتُ وَضَعُفْتُ وَبَدُنْتُ : فَقَالَ كَبِّرِي اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ : وَاحْمَدِي اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ - وَسَبِّحِي اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ فَرَسٍ مُلْجَمٍ مُسْرَجٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ

[৩৮১০] ইব্রাহীম ইবন মুনিযির হিয়ামী (র)..... উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাকে এমন একটা আমল বলে দিন, কেননা,

এখন আমার বয়স অধিক হয়েছে এবং আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। শরীরও ভারী হয়ে গেছে। তিনি বললেন : একশবার 'আল্লাহু আকবার', একশবার 'আল-হামদুল্লাহ', একশবার 'সুবহানাল্লাহু' পড়, এটা জিন লাগাম সহ একশ' ঘোড়া আল্লাহর পথে (জিহাদে) দান করার চেয়ে উত্তম, এবং একশ' গোলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম।

২৪১১ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَرْبَعٌ : أَفْضَلُ الْكَلَامِ : لَا يَضُرُّكَ بَايِعُهُنَّ بَدَأَتْ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ-

৩৮১১ আবু উমার হাফস ইবন আমর (র)..... সামুরাহ ইবন জুনদুব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : শ্রেষ্ঠ কথা হচ্ছে চারটি এর যে কোনটি দিয়েই শুরু কর তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই, সেগুলো হচ্ছে। سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

২৪১২ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّوَشَّاءُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سُمَيٍّ : عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ-

৩৮১২ নামর ইবন আবদুর রহমান ওয়াসা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি سبحان الله وبحمده একশ' বার বলবে, তার গুনাহরাশী মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হয়।

২৪১৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكَ بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهَا يَغْنَى بِحِطُّنِ الْخَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقُهَا-

৩৮১৩ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আব্দুলদারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন : তুমি سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر বেশী বেশী করে পড়বে। কেননা তা গুনাহকে এমনভাবে ঝেড়ে ফেলে, যেমন গাছ তার পুরান পাতা ঝেড়ে ফেলে।

৫৭. بَابُ الْإِسْتِغْفَارِ

অনুচ্ছেদ : ইস্তিগফার প্রসংগে

৩৮১৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَالْمَحَارَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِفْعُولٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مِائَةَ مَرَّةٍ -

৩৮১৪ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মজলিসে গুনতাম যে, তিনি একশবার তব তব علی انت التواب الرحیم বলতেন।

৩৮১৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ -

৩৮১৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আমি দিনে একশ'বার আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করি এবং তাওবা করি।

৩৮১৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ أَبِي الْحَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُزْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةٍ -

৩৮১৬ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আমি দিনে সত্তরবার আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করি এবং তাওবা করি।

৩৮১৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ أَبِي الْحَرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةٍ -

غَيْرِهِمْ فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ ؟ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً -

৩৮১৭ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পরিবারের প্রতি আমার জিহ্বা অসংযত হতো, তবে সেটা তাদের অতিক্রম করে অন্যদের স্পর্শ করতো না। বিষয়টা আমি নবী ﷺ -এর নিকট উল্লেখ করলাম তিনি বললেন : তুমি তোমার ইস্তিগফার থেকে কোথায় ? দিনে সত্তর বার আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করবে।

২৮১৮ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ سَعِيدٍ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ الْحِمَصِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَسْرِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا -

৩৮১৮ আমর ইবন উসমান ইবন সাঈদ ইবন কাসীর ইবন দীনার হিমসী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন বুশর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : সৌভাগ্য তার জন্য, যে তার নিজের আমলনামায় অধিক ইস্তিগফার পাবে।

২৮১৯ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هِمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

৩৮১৯ হিশাম ইবন আশ্বার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সব সময় ইস্তিগফার করবে, আল্লাহ তার প্রতিটি পেরেশানি থেকে মুক্তির পথ এবং প্রতিটি সংকট থেকে উদ্ধার লাভের পথ তৈরী করে দিবেন, এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিয়ক দান করবেন, যা সে ধারণাও করেনি।

২৮২০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ : يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا -

[৩৮২০] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলতেন, হে আল্লাহ! আমাকে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত কর, যারা উত্তম কাজ করলে সন্তোষ লাভ করে, আর যখন তারা মন্দ কাজ করে, তখন তারা ইস্তিগফার করে।

৫৪. بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ

অনুচ্ছেদ : আমলের ফযীলত

[২৪২১] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ : عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا أَوْ اغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً وَمَنْ لَقِيتِي بِقَرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةٌ ثُمَّ لَا يَشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً۔

[৩৮২১] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : যে ব্যক্তি একটি নেকী নিয়ে আসবে, তাঁর জন্য রয়েছে উক্ত নেকীর দশগুণ বিনিময়, এবং আমি অবশ্য বাড়াতেও পারি, আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ নিয়ে আসবে, তাহলে পাপের শাস্তি হবে পাপ অনুরূপ, অথবা আমি তা ক্ষমা করে দেব। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হয়, আমি তার দিকে একহাত নিকটবর্তী হই। আর যে ব্যক্তি এক হাত আমার নিকটবর্তী হয়, আমি প্রসারিত হস্তদ্বয় পরিমাণ তার নিকটবর্তী হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। যে ব্যক্তি পৃথিবী পূর্ণ পাপ নিয়ে আমার সংগে মিলিত হবে, কিন্তু সে কোন কিছুকে আমার সংগে শরীক করবে না, আমি সেই পরিমাণ মাগফিরাত নিয়ে তার সাথে মিলিত হব।

[২৪২২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي : وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي : وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَاءٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَاءٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شَبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً۔

৩৮২২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি আমার সম্পর্কে আমার বান্দার ধারণা মতাবেক আচরণ করি। আর যখন সে আমার যিকির করে, তখন আমি তার সংগেই থাকি যদি সে মনে মনে আমার যিকির করে, তাহলে আমিও মনে মনে তাকে স্মরণ করি, যদি সে কোন মজলিসে আমার যিকির করে, তাহলে আমি তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে তার আলোচনা করি। যদি সে এক বিষয় আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমি এক হাত তার দিকে এগিয়ে যাই। যদি সে হেঁটে আমার দিকে আসে, আমি দৌড়ে তার দিকে যাই।

৩৮২৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইবন আদমের প্রতি আমলের নেকী তার দশগুণ থেকে সাতশগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তবে সিয়াম ব্যতীত, কেননা তা শুধু আমার ই জন্য এবং আমিই তার বিনিময় দেব।

৩৮২৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ-

৩৮২৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইবন আদমের প্রতি আমলের নেকী তার দশগুণ থেকে সাতশগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তবে সিয়াম ব্যতীত, কেননা তা শুধু আমার ই জন্য এবং আমিই তার বিনিময় দেব।

৫৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

অনুবাদ : ‘লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ’ প্রসঙ্গে

৩৮২৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَقُولُ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ قُلْ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" -

৩৮২৪ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ আমাকে বলেছেন : হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স! আমি কি তোমাকে এমন এক কালিমার শিক্ষা দিব না, যা জান্নাতের ভান্ডার বিশেষ। আমি বললাম : অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি বললেন : বলো : “লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ”।

৩৮২৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ : قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا أَدْلِكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ بَلَى : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ !

৩৮২৫ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : আমি কি তোমাকে জান্নাতের গুপ্তধন সমূহের একটির সন্ধান দিব না ? আমি বললাম অবশ্যই, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি বললেন : (তা হলো :) “লা-হওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ :”

৩৮২৬ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْعَدَنِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ ثَنَا خَالِدُ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زَيْنَبٍ مَوْلَى حَازِمٍ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي : يَا حَازِمُ ! أَكْثَرُ مِنْ قَوْلٍ : "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" فَانْهَافًا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ -

৩৮২৬ ইয়াকুব ইবন হুমায়দ আল-আদানী (র)..... হাযিম ইবন হারমালা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ -এর কাছ দিয়ে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন : হে হাযিম! তুমি বেশী বেশী করে “লা-হওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” এই কালেমাটি পড়বে। কেননা, তা হলো জান্নাতের গুপ্তধন।

کِتَابُ الدُّعَاءِ
অধ্যায় : দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩৪. كِتَابُ الدُّعَاءِ

অধ্যায় : দু'আ

১-بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ : দু'আর ফযীলাত

[৩৮২৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا أَبُو الْمَلِيعِ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ .

[৩৮২৭] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করে না, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন।

[৩৮২৮] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زُرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ سُبَيْعِ الْكِنْدِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ « وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » .

[৩৮২৮] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).....নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'আ হলো ইবাদত। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : তোমাদের রব বলেছেন : الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ « وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।

৩৮২৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ .

৩৮২৯ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহর নিকট দু'আর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আর কিছু নেই।

২. بَابُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আ

৩৮৩০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ سَنَةَ أَحَدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ ثَنَا وَكِيعٌ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ فِي مَجْلِسِ الْأَعْمَشِ مِنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجَمَلِيُّ فِي زَمَنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُكْتَبِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ الْحَنْفِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ رَبِّ اعْنِيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ الْهُدَى لِي وَانصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَارًا لَكَ ذَكَرًا لَكَ رَهَابًا لَكَ مُطِيعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوْاهًا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَاهْدِ قَلْبِي وَسِدِّدْ لِسَانِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَاسْئَلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّنَافِصِيُّ قُلْتُ لَوْ كَيْفَ أَقُولُهُ فِي قُنُوتِ الْوُتْرِ قَالَ نَعَمْ

৩৮৩০ আলী ইবন মুহাম্মদ (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর দু'আয় বলতেন : আমার রব! আমকে সাহায্য করুন এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবেন না। আর আমাকে সাহায্য করুন, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবেন না। আমার পক্ষে কৌশল প্রয়োগ করুন এবং আমার বিপক্ষে যেন আপনার কৌশল প্রয়োগ না হয়। আমাকে হিদায়াত দান করুন এবং হিদায়াতকে আমার জন্য সহজ করে দিন। এবং যে আমার বিরুদ্ধে লেগেছে, তার বিপক্ষে আমাকে সাহায্য করুন رَهَابًا لَكَ مُطِيعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوْاهًا مُنِيبًا -হে আমার রব! আমাকে সদা আপনার প্রতি

কৃতজ্ঞ, সদা আপনাকে স্মরণকারী, সদা আপনাকেই ভয়কারী, আপনারই অনুগত, আপনাতেই পরিতৃপ্ত, আপনাতেই একাগ্র ও আহাজারিকারী, رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي هَے আমার রব! আমার তাওবা কবুল করুন এবং আমার পাপ মুছে দিন। وَاجِبْ دَعْوَتِي এবং আমার ডাকে সাড়া দিন। وَثَبْتَ حَجَّتِي জিহ্বা বিচ্যুতি মুক্ত করুন এবং আমার যুক্তিকে অবিচল করুন وَاسْلِلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي এবং আমার হৃদয়ের বিদেহ দূর করে দিন।

রাবী আবুল হাসান তানফিসী (র) বলেন : আমি ওয়াকীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি আমি বিতরের কুনুতে পড়ব? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

۳۸۳۱ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ فَرَجَعَتْ فَاتَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ الَّذِي سَأَلْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا عَلَى قَوْلِي لَا بَلْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَقَالَتْ فَقَالَ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ أَقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

৩৮৩১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) (থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ফাতিমা (রা) নবী ﷺ-এর নিকট একজন খাদিম চাওয়ার জন্য আসলেন তিনি বললেন : আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা আমি তোমাকে দিতে পারি। এ কথায় তিনি ফিরে গেলেন পরে তিনি (রাসূল) তাঁর কাছে এসে বললেন : যা তুমি চেয়েছ, সেটাই কি তোমার কাছে অধিক প্রিয়, না যা তার চেয়ে উন্নত সেটা (অধিক প্রিয়)? আলী (রা) তখন তাকে বললেন : ফাতিমা! তুমি বলো, বরং সেটাই আমার কাছে অধিক প্রিয়, যা তার চেয়ে উত্তম। তখন ফাতিমা (রা) তাই বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বরো, اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ يَا رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ হে আমাদের রব! এবং রব প্রতিটি জিনিসের এবং তাওরাত, ইঞ্জীল ও মহান কুরআনের অবতারণকারী أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْসَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ আপনিই প্রথম, সূতরাং আপনার পূর্বে কোন কিছু নেই, এবং আপনিই শেষ সূতরাং আপনার পরে কিছুই নেই। আপনিই প্রকাশ্য সূতরাং আপনি ব্যতীত আর কিছুই নেই। আপনিই অপ্রকাশ্য সূতরাং আপনি ছাড়া আর

কিছু নেই **الفقر من الدين** واغنا من الدين আপনি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদেরকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করুন।

২৪২২ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعِفَافَ وَالْغِنَى.

৩৮৩২ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম দাওরাকী ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন : **اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى** হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও মুখাপেক্ষী প্রার্থনা করছি।

২৪২৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

৩৮৩৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ দু'আ করতেন: **اللهم انفعني بما علمتني** হে আল্লাহ! যে ইলম আমাকে দান করেছেন, তার দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন। **وعلمتني ما ينفعني** এবং আমাকে সেই 'ইলম দান করুন, যা আমার উপকার করবে। **علما** এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। **والحمد لك على كل حال** এবং সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আপনার **واعوذ بالله من عذاب النار** এবং আমি জাহান্নামের আশাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

২৪২৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَّاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَخَافُ عَيْنًا وَقَدْ أَمَّنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَقَالَ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يَقْلِبُهَا وَأَشَارَ الْأَعْمَشُ بِأَصْبَعِيهِ.

৩৮৩৪ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'আ বেশী বেশী করতেন : **اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ** (হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন। জনৈক সাহাবী আরয় করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ!

আপনি কি আমাদের ব্যাপারে আশংকা করেন, অথচ আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার আনিত বিষয়কে আমরা সত্য বল স্বীকার করেছি। তখন তিনি বললেন : দেখ অন্তরসমূহ মহাশক্তিশালী রাহমানের দুই আংগুলের মাঝে (অর্থাৎ তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে), তিনি সেগুলোকে উলটপালট করেন। অতঃপর বর্ণনাকারী আমাশ (র) তাঁর আংগুলের সাহায্যে ইশারা করে দেখালেন।

২৮২০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي دُعَاءَ ادْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظَلَمًا کَثِیْرًا وَّلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَاَرْحَمْنِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

৩৮৩৫ মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র)..... আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললেন : আমাকে এমন কোন দু'আ শিখিয়ে দিন, যার দ্বারা আমি আমার সালাতে দু'আ করবো, তিনি বললেন: তুমি বল : اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظَلَمًا کَثِیْرًا وَّلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ হে আল্লাহ! আমার নফসের উপর নিঃসন্দেহে আমি অবিচার করেছি। আর আপনি ছাড়া কেউ পাপ সমূহ ক্ষমা করতে পারে না اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظَلَمًا کَثِیْرًا وَّلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ আপনি আমার প্রতি রহম করুন, আপনি অধিক ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

২৮২১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُتَكِيٌّ عَلَى عَصَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسٍ يَعْظَمَانَهَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ لَنَا قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَرْضْ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتَجِنَّا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ

قَالَ فَكَأَنَّمَا أَحْبَبْنَا أَنْ يَزِيدَنَا فَقَالَ أَوْلَيْسَ قَدْ جَمَعْتُ لَكُمْ الْأَمْرَ

৩৮৩৬ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু উমামা আল-বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। আমরা তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম তখন তিনি বললেন : পারস্যবাসীরা তাদের নেতাদের সাথে যেরূপ করে, তোমরা আমার সংগে সেরূপ করো না। আমরা বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট একটু দু'আ করতেন! তিনি বললেন : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَرْضْ عَنَّا হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি রহম করুন এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। আমাদের কবুল করুন।

এবং আমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করুন এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দিন এবং আমাদের যাবতীয় বিষয় সংশোধন করে দিন”। রাবী (আবু উমামা) বলেন : আমরা তো আরো অধিক আশা করছিলাম, তখন তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের সকল প্রয়োজন একত্র করে ছিলাম না ?

৩৮৩৭ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا الثَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَخِيهِ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْآرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ

৩৮৩৭ ইসা ইবন হাম্মাদ আল-মিসরী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলতেন : اللهم انى اعوذبك من الاربعة من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع- হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চারটি জিনিস থেকে পানাহ চাই : এমন ইল্ম যা উপকার করে না, এমন অন্তর যা ভীত নহয় হয় না, ত এমন নফস যা তৃপ্ত হয় না, এবং এমন দু'আ যা কবুল করা হয় না।

২. بَابُ مَا تَعَوَّذَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : যা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পানাহ চেয়েছেন

৩৮৩৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِؤَلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

৩৮৩৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী

اللهم انى اعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن شرفتنه الغنى وشر فتنة الفقر من شرفتنه المسيح الدجال -

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই জাহান্নামের ফিতনা থেকে এবং জাহান্নামের আযাব থেকে এবং কবরের ফিতনা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে এবং সচ্ছলতার নিকৃষ্ট ফিতনা থেকে এবং দারিদ্রের নিকৃষ্ট ফিতনা থেকে এবং দাজ্জালের নিকৃষ্ট ফিতনা থেকে

اللهم اغسل خطايا بقاء الثلج والبرد ونقى قلبى من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب -

(হে আল্লাহ! আপনি আমার পাপ সমূহ ধুয়ে দিন বরফ ও শীলা স্বচ্ছ পানি দিয়ে এবং পাপসমূহ থেকে আমার হৃদয়কে পরিষ্কার করুন, যেমন সাদা কাপড় কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করেছেন এবং আমারও আমার পাপগুলোর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করুন, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন মাসরিক ও মাগরিবের মাঝে) اللهم انى اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم পানাহ চাই অলসতা থেকে, বার্ধক্য থেকে, গুনাহ থেকে এবং ঋণভার থেকে।

২৪৩৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرَوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ .

৩৮৩৯ আবু বাকর আবু শায়বা (র)..... ফারওয়া ইবন নাওফল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ভাবে দু'আ করতেন সে সম্পর্কে তখন তিনি বললেন : তিনি এভাবে দু'আ করতেন : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ : তিনি এভাবে দু'আ করতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই সে অনিষ্ট হতে যা আমি জেনেছি এবং সে অনিষ্ট হতে যা আমি করিছি।

২৪৪. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَلِيمٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الْخَرَّاطُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

[৩৮৪০] ইব্রাহীম ইবন মুনিযির হিয়ামী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দেওয়ার মত এই দু'আ শিক্ষা দিতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই জাহান্নামের আযাব থেকে এবং আপনার কাছে পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে এবং আপনার কাছে পানাহ চাই মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং আপনার কাছে পানাহ চাই জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

[৩৮৪১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

[৩৮৪১] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর বিছানায় অনুপস্থিত পেলাম, তখন আমি তাঁকে তালাশ করলাম। অতঃপর আমার হাত তাঁর দু'পায়ের পাতার নিচ অংশে লাগলো, এসময় তিনি সিজদারত ছিলেন এবং পায়ের পাতা দু'টো দাঁড়ানো ছিল। তখন তিনি বলছিলেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ -

হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির সাথে সাথে আপনার শাস্তি থেকে পানাহ চাই, আপনার প্রশংসা আমি পরিবেষ্টন করতে পারবো না, আপনি তেমনই যেমন আপনি নিজের প্রশংসা করেছেন।

[৩৮৪২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْنَعِبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ .

[৩৮৪২] আবু বাকর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাও দারিদ্র, অভাব ও অপদস্থতা থেকে এবং অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে।

৩৮৪৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوُّذًا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ .

৩৮৪৩ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহর কাছে উপকারী জ্ঞান প্রার্থনা কর এবং অপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।

৩৮৪৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَرْذَلِ الْعُمَرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي الرَّجُلَ يَمُوتُ عَلَى فِتْنَةٍ لَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا .

৩৮৪৪ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).....উমার (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ ভীকৃত্য, কার্পণ্যতা, বার্ষ্যতা, কবরের আযাব ও সীনার ফিতনা (পথ ভ্রষ্টতা, হিংসা বিদ্বেষ ইত্যাদি) থেকে (আল্লাহর) পানাহ চাইতেন।

রাবী ওয়াকী (র) বলেন : সীনার ফিতনার অর্থ এমন ফিতনা ও গুমরাহীর উপর মৃত্যুবরণ করা, যা থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়নি।

৪. بَابُ الْجَوَامِعِ مِنَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ : সংক্ষিপ্ত ও সর্বাংগীন দু'আ

৩৮৪৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَّنَا أَبُو مَالِكٍ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ .

৩৮৪৫ আবু বাকর (র)..... তারিক তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে শুনেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি বলে আমি আমার রবের কাছে প্রার্থনা করবো ? তিনি বলেন : বলবে : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে আরোগ্য দান করুন এবং আমকে রিমিক দান করুন। অতঃপর তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়া বাকি চার আঙ্গুল একত্রিত করে বললেন : এই (চারটি) প্রার্থনা তোমার দীনও দুনিয়াকে একত্রিত করবে।

৩৮৪৭ ইউসুফ ইবন মুসা কাতান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক লোককে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন: সালাতে তুমি কি বল? সে বললো: তাশাহহুদ পড়ি, অতঃপর আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থেকে তাঁর কাছে পানাহ চাই। তবে আপনার ও মু'আযের দু'আ কত না উত্তম হবে। তিনি বললেন: আমরাও এধরনের দু'আই করে থাকি।

৫. بَابُ الدُّعَاءِ بِالْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ

অনুচ্ছেদ : ক্ষমা ও নিরাপত্তার দু'আ

২৮৪৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ.

৩৮৪৮ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দিমাশকী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন দু'আ সর্বোত্তম? তিনি বললেন: তুমি তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তার প্রার্থনা কর। অতঃপর দ্বিতীয় দিন লোকটি তাঁর কাছে এসে বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন দু'আ সর্বোত্তম? তিনি বললেন: তুমি তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। অতঃপর সে ব্যক্তি তৃতীয় দিন তাঁর কাছে এসে বললো: হে আল্লাহর নবী! কোন দু'আ সর্বোত্তম? তিনি বললেন: তুমি তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। যদি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা দান করা হয়, তাহলে তুমি সফল হলে।

২৮৪৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْجَلِّيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَقَامِي هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ (ثُمَّ بَكَى أَبُو بَكْرٍ) ثُمَّ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ

الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ وَسَلُّوا
اللَّهَ الْمُعَافَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا
تَبَاغُضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا .

[৩৮৪৯] আবু বাকর ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আওসাত ইবন ইসমাইল বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ওফাত হলো, তখন তিনি আবু বাকর (রা) কে বলতে শুনে : বিগত বছর আমার এই স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে ছিলেন, অতঃপর তিনি কেঁদে দিলেন এবং বললেন : সত্যবাদিতাকে তোমরা আঁকড়ে ধর। কেননা, তা পুণ্যের সাথী, আর এ দু'টির অবস্থান জান্নাতে, তদ্রূপ মিথ্যাকে তোমরা পরিহার কর, কেননা, তা পাপাচারের সংগী, আর এ দু'টির অবস্থান হলো জাহান্নামে এবং আল্লাহর কাছে সুমুত্তা প্রার্থনা কর কেননা, ঈমানের পর কাউকে এমন কিছু দান করা হয়নি। যা সুস্থতা থেকে উত্তম হতে পারে, পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ করো না এবং সম্পর্কচ্ছেদ করো না, এবং একে অন্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও।

[৩৮৫০] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا
أَدْعُو قَالَ تَقُولِينَ « اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي » .

[৩৮৫০] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলুন তো, যদি আমি লায়লাতুল কাদর পেয়ে যাই, তাহলে কি দু'আ করবো? তিনি বললেন তুমি বলবে : اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ইয়া আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল ক্ষমাকে ভালোবাসেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন।

[৩৮৫১] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ الدُّسْتَوَانِ عَنْ
قَتَادَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَيْدٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا
مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنَ اللَّهِمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ

[৩৮৫১] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা যত রকম দু'আ করে, اللهم انى اسألك المعافاة فى الدنيا والاخرة (ইয়া আল্লাহ আপনার কাছে আমি দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি) এর চেয়ে উত্তম নয়।

৬. بَابُ إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ : দু'আর ক্ষেত্রে নিজেকে দিয়ে শুরু করা

৩৮৫২ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَأَخَا عَادَ .

৩৮৫২ হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : আল্লাহ আমাদের প্রতি এবং আদ জাতির ভাই (হুদ (আ))—এর প্রতি রহম করুন।

৭. بَابُ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ

অনুচ্ছেদ : তাড়াহুড়া না করলে, দু'আ কবুল হয়

৩৮৫৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ قِيلَ وَكَيْفَ يَعْجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ اللَّهَ فَلَمْ يَسْتَجِبْ اللَّهُ لِي .

৩৮৫৩ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের যে কারো দু'আ কবুল করা হবে যদি সে তাড়াহুড়া না করে। বলা হলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাড়াহুড়া কি ভাবে করে? তিনি বললেন : কেউ এরূপ বলে যে, আমি আল্লাহকে ডাকলাম, কিন্তু তিনি আমার ডাকে সাড়া দিলেন না।

৮. بَابُ لَا يَقُولُ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

অনুচ্ছেদ : “ইয়া আল্লাহ! যদি আপনি চান, তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন”, কারো এরূপ

বলা উচিত নয়

৩৮৫৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعِزَّمْ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مَكْرَهَ لَهُ .

৩৮৫৪ আবু বাকর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, ইয়া আল্লাহ! যদি আপনি চান, তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন। বরং নিশ্চতভাবে নিয়ে প্রার্থনা করবে, কেননা, আল্লাহকে বাধ্যকারী কেউ নেই।

৯. بَابُ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর 'ইসমে আযম'

৩৮৫০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ..

৩৮৫৫ আবু বাকর (র)..... আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর 'ইসমে আযম' এদুটি আয়াতে আছে : হেকম ইলহে ওয়াহিদ লাহে আ-হু : الرحمن الرحيم এবং সূরা আলে ইমরানের প্রথম আয়াত।

৩৮৫৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي سُورَةِ ثَلَاثِ الْبَقَرَةِ وَالِ عِمْرَانَ وَطَهُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِيسَى بْنِ مُوسَى فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ غِيلَانَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩৮৫৬ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দিমাশকী (র)..... কাসিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর 'ইসমে আযম' যা দিয়ে দু'আ করলে তা কবুল করা হয়, তা তিনটি সূরায় রয়েছে : সূরা বাকার, সূরা আলে ইমরান ও সূরা তো-হা।

আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দিমাশকী (র)..... আবু উসামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৮৫৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِفْعُولٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ .

৩৮৫৭ আলী ইবন মুহাম্মদ..... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন :

اللهم انى اسألك بانك انت الله الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد-

ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট এ জন্য প্রার্থনা করছি যে, আপনিই আল্লাহ একক, অমুখাপেক্ষী যার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন, এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর কাছে সে তাঁর 'ইসমে আযমের' সাহায্যে প্রার্থনা করেছে, যার সাহায্যে প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই দান করেন এবং যার মাধ্যমে ডাকলে অবশ্যই তিনি কবুল করেন।

৩৮৫৮ আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন : ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, কেননা আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই; আপনি একক আপনার কোন শরীক নেই, আপনিই মহানদাতা, আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং মহিমা ও সম্মানের অধিকারী। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর কাছে সে তাঁর ইসমে আযমের সাহায্যে প্রার্থনা করেছে, যার সাহায্যে প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন এবং যার মাধ্যমে দু'আ করলে তিনি কবুল করেন।

৩৮৫৮ আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন : ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, কেননা আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই; আপনি একক আপনার কোন শরীক নেই, আপনিই মহানদাতা, আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং মহিমা ও সম্মানের অধিকারী। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর কাছে সে তাঁর ইসমে আযমের সাহায্যে প্রার্থনা করেছে, যার সাহায্যে প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন এবং যার মাধ্যমে দু'আ করলে তিনি কবুল করেন।

৩৮৫৯ আবু যুসুফ আল-শায়খানী মুহাম্মদ ইবন আহমদ الرقى ثنا محمد بن سلمة عن الفزارى عن أبى شيبعة عن عبد الله بن عكيم الجهني عن عائشة قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول اللهم انى أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رجمت وإذا استفرجت به فرجت قالت وقال ذات يوم يا عائشة هل علمت أن الله قد دلننى على الاسم الذى إذا دعى به أجاب قالت فقلت يا رسول الله بآبى أنت وأمى فعلمتنى قال انه لا ينبغى لك يا عائشة قالت

فَتَنَحَّيْتُ وَجَلَسْتُ سَاعَةً ثُمَّ قُمْتُ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ
 قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ يَا عَائِشَةُ أَنْ أَعْلَمَكَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْأَلِينَ بِهِ شَيْئًا
 مِنَ الدُّنْيَا قَالَتْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ
 اللَّهُ وَأَدْعُوكَ الرَّحْمَنَ وَأَدْعُوكَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا
 عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي قَالَتْ فَاسْتَضْحِكْ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَفِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَوْتَ بِهَا .

[৩৮৫৯] আবু ইউসুফ সাইদালালী মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ রাক্বী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনার সেই নামের ওসিলায়, যা পবিত্র উত্তম, বরকতপূর্ণ এবং আপনার অধিক প্রিয় যে নামে ডাকলে আপনি সাড়া দেন এবং যে নাম দিয়ে প্রার্থনা করলে আপনি দান করেন আর যখন সে নাম নিয়ে রহমত চাওয়া হয়, আপনি রহম করেন এবং যখন তা নিয়ে বিপদ মুক্তি চাওয়া হয়, আপনি বিপদ দূর করেন। আয়েশা (রা) বলেন : একদিন তিনি বললেন : হে আয়েশা! তুমি কি জান যে, আল্লাহ আমাকে সেই নামটি বলে দিয়েছেন, যে নামে ডাকলে তিনি সাড়া দেন? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার আকাবা আত্মা আপনার জন্য উৎসর্গিত, সেটা আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন : হে আয়েশা (রা) এটা তোমাকে শিখানো ঠিক হবে না, কেননা সে নাম দ্বারা দুনিয়ার কিছু প্রার্থনা করা তোমার জন্য উচিত হবে না। আয়েশা (রা) বলেন : তখন আমি গিয়ে অযু করলাম দু'রাকাত সালাত আদায় করে বললাম : ইয়া আল্লাহ! আমি আপনাকে আল্লাহ বলে ডাকছি আমি আপনাকে রাহমান বলে ডাকছি, আমি আপনাকে البر الرحيم বলে ডাকছি, আমি আপনাকে আপনার যাবতীয় উত্তম নামে ডাকছি, যা আমি জানি এবং যা জানি না আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। আয়েশা (রা) বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন এবং বললেন : যে সব নামে তুমি ডাকলে, সে নামটি এগুলোর মধ্যেই আছে।

১. بَابُ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর নাম প্রসংগে

[৩৮৬০] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ
 وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

[৩৮৬০] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহর জন্য নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশটি নাম আছে, যে ব্যক্তি এগুলোকে শুনে শুনে পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

قَالَ زُهَيْرٌ "فَبَلَّغْنَا مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أَوَّلَهَا يَفْتَحُ بِقَوْلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ" وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى .

৩৮৬১ হিশাম ইব্ন আশ্বার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশটি নাম আছে, নিশ্চয় তিনি বিজোড় তাই তিনি বিজোড়কে পছন্দ করেন, যে ব্যক্তি এর হিফায়ত করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে সেগুলো এই: اللَّهُ : (আল্লাহ), الظَّاهِرُ (প্রকাশ্য), الْآخِرُ (অন্ত), الْأَوَّلُ (আদি), الصَّمَدُ (অমুখাপেক্ষী), الْوَاحِدُ (একক), الْمَلِكُ (আকৃতিদানকারী), الْمُصَوِّرُ (আকৃতিদানকারী), الْبَارِئُ (অস্থিভূদানকারী), الْخَالِقُ (স্রষ্টা), الْبَاطِنُ (অপ্রকাশ্য), الْمُهَيِّمُ (নিরাপত্তাদানকারী), الْحَقُّ (পরম সত্য), السَّلَامُ (পরম শান্তি), الْعَزِيزُ (হিফায়তকারী), الرَّحْمَنُ (বড়ত্বের অধিকারী), الْجَبَّارُ (পরাক্রমশালী), الْغَنِيُّ (ক্ষমতাবান)।

(দয়ালু), الرَّحِيمُ (পরম দয়ালু), اللَّطِيفُ (করুণাময়, সুস্বতম বিষয়েও অবগত), الْخَبِيرُ (সর্ব বিষয়ে অবগত), السَّمِيعُ (সর্ব বিষয়ে শ্রবণকারী), الْبَصِيرُ (সর্বদর্শী), الْعَلِيمُ (সর্বজ্ঞানী), الْعَظِيمُ (মহান), الْبَارُ (বান্দাদের সাথে কল্যাণমূলক আচরণকারী), الْمُتَعَالُ (সবচেয়ে বড়), الْجَلِيلُ (মহীয়ান), الْجَمِيلُ (পরম সুন্দর), الْحَيُّ (চিরজীব), الْقَيُّومُ (চিরস্থায়ী), الْقَادِرُ (সর্বশক্তিমান), الْقَاهِرُ (সর্বজয়ী), الْعَلِيُّ (সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন), الْحَكِيمُ (মহাপ্রজ্ঞাময়), الْقَرِيبُ (নিকটত্তম), الْمُجِيبُ (সোড়া দানকারী), الْغَنِيُّ (বেনিয়ায়), الْوَهَّابُ (শ্রেষ্ঠদাতা), الْوَدُودُ (প্রেমময়), الشَّكُورُ (বিনিময় দানকারী), الْمَاجِدُ (মহা মর্যাদার অধিকারী), الْوَاجِدُ (সর্ব সম্পদের অধিকারী), الْوَالِيُّ (মহান অভিভাবক), الرَّبُّ (হিদায়েত দানকারী), الْعَفْوُ (অনুকম্পাকারী), التَّوَابُ (তাওবা কবুলকারী), الْكَرِيمُ (মহামহিম), الْكَرِيمُ (মহান ধৈর্যশীল), الْغَفُورُ (ক্ষমাময়), الشَّهِيدُ (বন্ধু), الْوَلِيُّ (মহত্বের আধার), الرَّبُّ (প্রতিপালক), الْمُبِينُ (সকল বিষয় স্পষ্টকারী), الْبُرْهَانُ (সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী), الْمُبْدِيُّ (সকলের সৃষ্টিকর্তা), الرَّحِيمُ (দয়ালু), الْقَوِيُّ (পুনরায় সৃষ্টিকারী), الْبَاعِثُ (পুনরুত্থানকারী), الْوَارِثُ (সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী), الشَّدِيدُ (মহা প্রচণ্ড), الْبَاقِيُّ (চিরস্থায়ী), الْخَافِضُ (অবনতি দানকারী), الرَّافِعُ (উন্নতি দানকারী), الْقَابِضُ (সংকীর্ণকারী), الْبَاسِطُ (প্রশস্তকারী, উন্মোচনকারী), الْمُعِزُّ (ইজ্জত দানকারী), الْمُذِلُّ (খিল্লত দানকারী), الْمُقْسِطُ (ন্যায়বিচারকারী), الرَّزَّاقُ (রিযিক দানকারী), الْقَائِمُ (চিরস্থায়ী), الدَّائِمُ (চিরস্থায়ী), الْحَافِظُ (সৃষ্টিকারী), الْوَكِيلُ (সকলের সর্বকর্ম সমাধাকারী), الْفَاطِرُ (সৃষ্টিকারী), السَّمِيعُ (শ্রবণকারী), الْعَطِيُّ (দানকারী), الْمُحْيِي (জীবন দানকারী), الْمُمِيتُ (মৃত্যুদানকারী), الْكَافِي (তিনিই সবার জন্য যথেষ্ট), الْآبِدُ (অনাদি ও অনন্ত), الْعَالَمُ (মহাজ্ঞানী), الصَّادِقُ (সত্যবাদী), النُّورُ (আলো, জ্যোতি, নূর), الْمُنِيرُ (আলোকিতকারী), التَّامُّ (পরিপূর্ণ), الْقَدِيمُ (চিরনিত্য), الْوَتَرُ (একত্বের অধিকারী), الْأَحَدُ (একক), الصَّمَدُ (অমুখাপেক্ষী), الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (যিনি কাউকে জন্মদান করেননি এবং তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি), وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (এবং যার সমকক্ষ কেউ নয়)

বর্ণনাকারী যুহায়র (র) বলেন : একাধিক ইল্ম চর্চাকারীর মতামত আমাদের কাছে পৌছেছে যে, নামগুলো গুরু করতে হবে এভাবে।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য রাজত্ব তাঁরই জন্য প্রশংসা তাঁরই হাতে যাবতীয় কল্যাণ, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাই নেই, তাঁরই জন্য রয়েছে উত্তম নামসমূহ।

১১. بَابُ دَعْوَةِ الْوَالِدِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

অনুচ্ছেদ : পিতা ও মযলুমের দু'আ

۲৪৬২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لَوْلَدِهِ

৩৮৬২ আবু বাকর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি দু'আ এমন, যা নিঃসন্দেহে কবুল করা হবে : মযলুমের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের জন্য পিতার দু'আ।

২৪৬৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حُبَابَةُ ابْنَةُ عَجْلَانَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ الْخَزَاعِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ دُعَاءُ الْوَالِدِ يُفْضَى إِلَى الْحِجَابِ

৩৮৬৩ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... উম্মে হাকীম বিনতে ওয়াদা খুযাইয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : পিতার দু'আ (আল্লাহর নূরের) অবরণ পর্যন্ত পৌছে দেয়।

১২. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ : দু'আতে বাড়াবাড়ি করা নিষেধ

২৪৬৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَغْفَلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ

إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا فَقَالَ أَيُّ بَنِي سُلَيْمٍ
الْجَنَّةُ وَعَذُّهُ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ
يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ

[৩৮৬৪] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু নু'আমাহ (র) থেকে বর্ণিত, একদা আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) তার ছেলেকে বলতে শুনলেন : ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাতে প্রবেশ করার পর, জান্নাতের ডান দিকের শ্বেত প্রাসাদ প্রার্থনা করি। তখন তিনি বললেন : যে প্রিয় বৎস! আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা কর এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাও, কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : অচিরেই এমন এক সম্প্রদায় হবে, যারা দু'আতে বাড়াবাড়ি করবে।

১২. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

অনুবাদ : দু'আতে দু'হাত তোলা

[৩৮৬৫] حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ بُكَيْرٍ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ
عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيُ مِنْ
عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا أَوْ قَالَ خَائِبَتَيْنِ

[৩৮৬৫] আবু বিশ্ব বাকর ইবন খালাফ (র)..... সালমান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : নিশ্চয় তোমাদের রব চিরজীব, মহাদানশীল, তিনি তাঁর বান্দার ব্যাপারে সংকোচরোধ করেন যে, যে তাঁর কাছে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করবে, আর তিনি তার দু'হাতখালি ফিরিয়ে দিবেন (অথবা রাবী বলেন :) হাত দু'টি নিরাশ করে ফিরিয়ে দেবেন।

[৩৮৬৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ
حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَطْنِ كَفَيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَعْتَ فَاْمْسَحْ
بِهِمَا وَجْهَكَ

[৩৮৬৬] মুহাম্মাদ ইবন সাক্বাহ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি আল্লাহর কাছে দু'আ করবে, তখন দুই হাতের তালু দিয়ে দু'আ করবে, দুই হাতের পিঠ দিয়ে দু'আ করবে না। আর যখন তুমি দু'আ থেকে ফারোগ হবে, তখন দু'হাতের তালু দিয়ে মুখ মডল মুছে নিবে।

১৬. بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى

অনুবাদ : ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় কি দু'আ করবে ?

৩৮৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ مُوسَى ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ الزُّرْقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عَدْلٌ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِذَا أَمْسَى فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرَى النَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا عِيَّاشٍ يَرَوِي عَنْكَ كَذًا وَكَذَا فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عِيَّاشٍ

৩৮৬৭ আবু বাকর (র)..... আবু আইয়াস যুরাকী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - সে ইসমাইলের বংশধর থেকে এক জন গোলাম আযাদ করার সমতুল্য সাওয়াব পাবে। তার দশটি পাপমোচন করে দেওয়া হবে, এবং তার জন্য দশটি দরজা বুলন্দ করা হবে, এবং সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে আর যখন সে (এরূপ বলবে), সে সকাল পর্যন্ত অনুরূপ বিনিময় পাবে।

রাবী বলেন : জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে যোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দর্শন লাভ করলো। তখন সে জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইবন আইয়াশ আপনার পক্ষ থেকে এই ধরনের হাদীস বর্ণনা করে। তিনি বললেন : আবু আইয়াস সত্য বলেছে।

৩৮৬৮ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحْتُمْ فَقُولُوا اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُمْ فَقُولُوا اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

৩৮৬৮ ইয়াকুব ইবন হমায়দ ইবন কাসিব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা প্রভাতে উপনীত হবে, তখন তোমরা বলবে : اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ ইয়া আল্লাহ! আপনারই সাহায্যে আমরা প্রভাতে উপনীত হয়েছি এবং আপনারই সাহায্যে সন্ধ্যায় উপনীত হব, আপনারই সাহায্যে আমরা জীবন যাপন করছি এবং আপনারই সাহায্যে আমরা মারা যাব। আর যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হবে,

তখন বলবে : اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحى وبك نموت واليك المصير : ইয়া আল্লাহ! আপনারই সাহায্যে আমরা সকাল যাপন করেছি, আপনারই সাহায্যে আমরা জীবন যাপন করছি এবং আপনারই সাহায্যে আমরা মারা যাব, আর আপনারই কাছে প্রত্যাবর্তন।

২৮৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا
يُضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ فَيُضَرُّهُ شَيْءٌ قَالَ وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرْفٌ مِنَ الْفَالِجِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ
يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبَانُ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ أَمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا قَدْ حَدَّثْتُكَ وَلَكِنِّي لَمْ
أَقْلَهُ يَوْمَئِذٍ لِيَمْضِيَ اللَّهُ عَلَى قَدَرِهِ .

৩৮৬৯ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... উসমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে কোন বান্দা প্রতিদিন সকালে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় এ দু'আ তিনবার বলে : «بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ : «بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» কোন কিছুই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

রাবী বলেন : আবান অর্ধাংগ রোগে আক্রান্ত হলে একজন লোক তার দিকে (অবাক চোখে) তাকাতে লাগলো, তখন আবান তাকে বললেন : কি দেখছো আমাকে ? শোনা হাদীস তেমনই আছে যেমন তোমাদের শুনিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার এই যে, যে দিন আমি উক্ত দু'আ পড়িনি। আর তা ঘটেছে যেন আল্লাহ আমার উপর তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন।

২৮৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا
أَبُو عَقِيلٍ عَنْ سَابِقٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ خَادِمِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ
مُسْلِمٍ أَوْ إِنْسَانٍ أَوْ عَبْدٍ يَقُولُ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৮৭০ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) নবী ﷺ এর খাদেম আবু সাল্লাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে কোন মুসলমান কিংবা (বর্ণনাকরীর সন্দেহ) মানুষ কিংবা বান্দা সন্ধ্যায় এবং সকালে বলবে : رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا : রব হিসাবে আল্লাহকে এবং দীন হিসাবে ইসলামে এবং নবী রূপে মুহাম্মাদ ﷺ এ আমি সন্তুষ্ট আছি। কিয়ামতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করা আল্লাহ নিজের প্রতি জরুরী করে নেন।

[২৪৭১] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِيسِيُّ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا عَبْدُ بَنٍ مُسْلِمٍ ثَنَا جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتَرْ عَوْرَاتِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي قَالَ وَكِيعٌ يَغْنَى الْخُسْفُ

[৩৮৭১] আলী ইবন মুহাম্মদ তানফিসী (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধ্যায় এবং সকালে এ দু'আগুলো পাঠ করতেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتَرْ عَوْرَاتِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ أَيْدِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَعَنْ قَوْمِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ! আমার দীন, আমার দুনিয়া, আমার পরিবার ও আমার সম্পদ সম্পর্কে আপনার কাছে অনুক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ! আমার লজ্জাস্থানকে ঢেকে দিন এবং আমার ভয়গুলো বিদূরিত করুন এবং আমাকে আমার সামনে থেকে এবং আমার পিছন থেকে এবং আমার ডান দিক থেকে এবং আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং আমার নিচে দিয়ে আমাকে ধসিয়ে দেওয়া থেকে আমি আপনার কাছে পানাহ চাই।

[২৪৭২] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَهَا فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ فَمَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ بَلَدَ اللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

৩৮৭২ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

اللهم انت ربى لاإله الا انت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذبك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت.

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দিনেও রাতে যে এ দু'আ পড়বে এবং সেই দিনে বা রাতে মারা যাবে; ইনশাআল্লাহ সে জান্নাতে দাখিল হবে।

১৫. بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

অনুচ্ছেদ : শয্যা গ্রহণকালের দু'আ

৩৮৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سَهِيلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ أَقْضِ عَنِّي الدِّينَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ.

৩৮৭৩ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, যে, তিনি যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন বলতেন :

اللهم رب السموات والأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أقض عني الدين وأغنني من الفقر-

হে আল্লাহ! আসমানসমূহ ও যমীনের রব এবং প্রত্যেক জিনিসের রব, দানাও আটির বিদীর্ণকারী, তাওরাত, ইঞ্জীল ও মহান কুরআনের অবতীর্ণকারী, আপনার কাছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন সকল প্রাণীর অনিষ্টতা থেকে, যে গুলোর অগ্রভাগের চুল আপনি ধরে আছেন। অর্থাৎ সেগুলো আপনার নিয়ন্ত্রণে

আছে। আপনিই অনাদি সুতরাং আপনার পূর্বে কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই। এবং আপনিই অনন্ত, সুতরাং আপনার পরেও কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই। আপনিই প্রকাশ্য সুতরাং আপনার উপরে কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই এবং আপনিই অপ্রকাশ্য, সুতরাং আপনার অন্তরালে কোন কিছু অস্তিত্ব নেই। আমার ঋণ আপনি পরিশোধ করে দিন এবং আমাকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করুন।

২৮৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْزِعْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ ثُمَّ لِيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلْ رَبِّ بَكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرَفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكَتْ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

৩৮৭৪ আবু বাকর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন শয্যা গ্রহণের মনস্থ করে, তখন সে যেন তার শূঙ্গীর ভিতরের বস্ত্র (জাগিয়া) খুলে ফেলে এবং তা দিয়ে তার বিছানা ঝেড়ে ফেলে। কেননা, সে জানে না যে বিছানায় কি রয়েছে, অতঃপর সে যেন তার কাছে শুয়ে যায়, ডান কাতে এরপর যেন বলে :

رَبِّ بَكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرَفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكَتْ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ-

হে আমার রব! আপনারই সাহায্যে আমি আমার পার্শ্ব স্থাপন করছি এবং আপনারই সাহায্যে তা উঠাবো। এই সময়ে যদি আপনি আমার প্রাণ গ্রহণ করেন, তাহলে তার উপর রহম করবেন। আর যদি তাকে ফেরত পাঠাও তাহলে তাকে হিফায়ত করবেন যেভাবে আপনি আপনার নেকবানদের হিফায়ত করেছেন।

২৮৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ يُونُسَ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدُ بْنُ شَرْحِبِيلَ أَنبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ

৩৮৭৫ আবু বাকর (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন সূরা ফালাক ও সূরা নাম পড়ে, তার দু'হাতে ফুঁক দিয়ে, তা দিয়ে তাঁর সমস্ত শরীর মাসহ করতেন।

২৮৭৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ أَوْ أَوَيْتَ إِلَى

فِرَاشِكَ فَقَوْلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا .

[৩৮৭৬] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জৈনিক লোককে বললেন : যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে, অথবা তুমি তোমার বিছানায় যাবে, তখন বলবে :

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ -

হে আল্লাহ! আমি আমার মুখমন্ডল আপনার কাছে সমর্পণ করছি এবং আমার পিঠ আপনার আশ্রয়ে পেশ করছি, আর আপনার প্রতি ব্যাকুলতা ও শংকার কারণে আপনার হাতেই আমার যাবতীয় বিষয় সোপর্দ করছি। আপনার হাত থেকে বাঁচার ও মুক্তি লাভের আপনি ছাড়া কোন স্থান নেই আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার প্রেরিত নবীর প্রতিও ঈমান এনেছি। তুমি যদি সে রাতে মারা যাও, তাহলে তুমি ফিতুরাতের (ইসলামের) উপর মৃত্যুবরণ করলে। আর যদি তুমি সকালে উপনীত হও, তাহলে এমনভাবে সকালে উপনীত হলে যে, তুমি অনেক কল্যাণ লাভ করলে।

[৩৮৭৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ يَعْغِي الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ .

[৩৮৭৭] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন তিনি তাঁর গন্তদেশের নিচে স্থাপন করতেন, অতঃপর বলতেন : ইয়া আল্লাহ! যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনরুত্থিত করবেন এবং সমবেত করবেন, সে দিন আমাকে আপনার আযাব থেকে রক্ষা করবেন।

১৬. بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : রাতে ঘুম ভেঙে গেলে যে দু'আ পড়বে

[৩৮৭৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ثُمَّ دَعَا رَبَّ اغْفِرْ لِي غُفْرًا لَهُ قَالَ الْوَلِيدُ أَوْ قَالَ دَعَا اسْتَجِيبَ لَهُ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ .

[৩৮৭৮] আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দিমাশ্কা (র)..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাতে জেগে উঠে যে ব্যক্তি এরূপ দু'আ করবে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ -

অতঃপর আপন রবের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলবে : হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন তাকে ক্ষমা করে দিবেন। ওয়ালীদ বলেছেন : কিংবা রাবী বলেছেন যে, এরূপ দু'আ করলে তার দু'আ কবুল করা হয়, এর পর উঠে গিয়ে অযু করে এবং সালাত আদায় করে তার সালাত কবুল করা হয়।

[৩৮৭৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ أَنبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رِبِيعَةَ بْنَ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِنَ اللَّيْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهُوَّى ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ .

[৩৮৭৯] আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র).....রাবীআহ ইব্ন কা'আব আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ দরজার কাছেই গুতেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে রাতের দীর্ঘ সময় সُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ বলতে শুনতেন এর পর তিনি বলতেন।

[৩৮৮০] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

[৩৮৮০] আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখন রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, তখন বলতেন :

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

২৮৮১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَّعِدُ عَلَى طَهْوَرٍ ثُمَّ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَسَأَلَ اللَّهَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا أَوْ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ.

৩৮৮১ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ব বলেছেন : যে কোন বান্দা অযু অবস্থায় ঘুমায়, অতঃপর রাতে ঘুম থেকে জেগে গিয়ে দুনিয়া কিংবা আখিরাতের কোন বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করেন।

১৭. بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

অনুচ্ছেদ : বিপদকালীন দু'আ

২৮৮২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي هَالَلٌ مَوْلَى عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

৩৮৮২ আবু বাকর ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আসমা বিনতে উমায়স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাকে কয়েকটি কালেমা শিখিয়েছেন, যা আমি বিপদকালে বলি, তা হলো : اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

২৮৮৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ الدُّسْتَوَائِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ قَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِيهَا كُلُّهَا.

৩৮৮৩ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী বিপদকালে বলতেন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ একবার হাদীস বর্ণনাকালে ওয়াকী প্রতিটি কালেমার সাথে বলেছিলেন।

১৪. بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

অনুচ্ছেদ : মানুষ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যে দু'আ পড়বে

৩৮৮৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

৩৮৮৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে কিংবা পদস্থলন ঘটনা থেকে কিংবা অত্যাচার করা থেকে, কিংবা অত্যাচারিত হওয়া থেকে, কিংবা আমার উপর অন্যের অজ্ঞতার অপতন থেকে।

৩৮৮৫ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَسْبٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ.

৩৮৮৫ ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন : بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ

৩৮৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ أَوْ مِنْ بَابِ دَارِهِ كَانَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوَكَّلَانِ بِهِ فَإِذَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَا هُدَيْتَ وَإِذَا قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَا وَقِيتَ وَإِذَا قَالَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ قَالَا كُفَيْتَ قَالَ فَيَلْقَاهُ قَرِينَاهُ فَيَقُولَانِ مَاذَا تُرِيدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هَدَى وَكُفِيَ وَوَقِيَ.

[৩৮৮৬] আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দিমাশ্কী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যখন কোন লোক তার ঘরের দরজা থেকে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) তার বাড়ীর দরজা থেকে বের হয়, তখন তার সাথে দু'জন ফিরিশতা থাকে, যাদেরকে তার জন্য নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর যখন সে 'বিস্মিল্লাহ' বলে তখন তাঁরা (ফিরিশতাদ্বয়) বলেন তোমাকে হিদায়ত দান করা হয়েছে আর যখন সে لا حول ولا قوة الا بالله বলে, তখন তাঁরা বলেন তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে। যখন সে توكلت على الله বলে, তখন তারা বলেন : তোমর জন্য (আল্লাহ) যথেষ্ট হয়েছে। অতঃপর তার সাথে দু'জন সাক্ষাৎ করে। তখন ফিরিশতাদ্বয় বলেন এমন লোককে তোমরা কি করতে চাও, যাকে হিদায়ত দান করা হয়েছে, এবং যাকে রক্ষা করা হয়েছে যার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছে।

১৭. بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

অনুচ্ছেদ : ঘরে প্রবেশের দু'আ

[২৪৪৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ خَلْفِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ فَاذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ .

[৩৮৮৭] আবু বিশর বাকর ইবন খালাফ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন, যখন কোন লোক তার ঘরে প্রবেশ করে তখন এবং খাবার গ্রহণ করার সময় আল্লাহর যিকির করে, তখন শয়তান বলে : তোমাদের রাত্রিবাস এবং রাত্রির আহারের কোন ব্যবস্থা নেই। পক্ষান্তরে, ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর যিকির না করলে শয়তান বলে : তুমি রাত্রি বাসের জায়গা পেয়ে গেলে, তদ্রূপ আহারের সময় আল্লাহ যিকির না করলে শয়তান বলে : রাতের আহার ও শয্যা পেয়ে গেলে।

২০. بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

অনুচ্ছেদ : সফরের সময়ের দু'আ

[২৪৪৮] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلْفِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ يَتَعَوَّذُ إِذَا سَافَرَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فَاذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلَهَا .

৩৮৮৮ আবু বাকর (র).....আবদুল্লাহ ইবন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

সফরে যাওয়ার সময় বলতেন : اللهم انى اعوذبك من وعشاء السفر وكابة المنقلب : আবু মু'আবিয়া
অতিরিক্ত বলেছেন, যখন তিনি ফিরে আসতেন তখন তিনি অনুরূপ বলতেন।

২১. بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى السُّحَابَ وَالْمَطَرَ

অনুচ্ছেদ : মেঘ ও বৃষ্টি দেখে যে দু'আ পড়বে

২৮৮৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ
أَبِيهِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَابًا
مُقْبِلًا مِنْ أَفْقٍ مِنَ الْأَفَاقِ تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ
فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ سَيِّبًا نَافِعًا
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ حَمْدُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ .

৩৮৮৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ
যখন আকাশের কোন কোন থেকে মেঘ ভেসে আসতে দেখতেন, তখন তিনি তাঁর হাতের কাজ ছেড়ে
দিতেন, যদিও তিনি সালাতে রত থাকতেন, অতঃপর মেঘের দিকে মুখ করে বলতেন : اللهم انا
اللهم انا : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই যা প্রেরণ করা হয়েছে
তার অনিষ্ট থেকে। অতঃপর তা বৃষ্টি বর্ষণ করলে দু'বার কি তিন বার বলতেন اللهم سيبا نافعا আর
যদি মহান আল্লাহ মেঘ সরিয়ে দিতেন এবং বৃষ্টি না হতো, তাহলেও আল্লাহর প্রশংসা করতেন।

২৮৯০ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْخَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْعَشْرِينَ
ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا هَنِيئًا .

৩৮৯০ হিশাম ইবন আম্মার (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বৃষ্টি দেখতেন,
তখন বলতেন اللهم اجعله صيبا هنيئا

২৮৯১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً تَلَوْنَ وَجْهَهُ وَتَغَيَّرَ
وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا أَمْطَرَتْ سُرِّي عَنْهُ قَالَ فَذَكَرْتُ لَهُ عَائِشَةُ بَعْضَ

مَا رَأَتْ مِنْهُ فَقَالَ وَمَا يَذْرُوكَ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ هُودٍ «فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضُ مُمَطَّرِنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ» الْآيَةُ .

[৩৮৯১] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মেঘ দেখতেন, তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যেতো এবং তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন আবার বেরিয়ে আসতেন, আর সামনে এগুতেন এবং পিছনে ফিরতেন, অতঃপর যখন বৃষ্টি হতো তখন তাঁর এভাবে দূরীভূত হতো। রাবী বলেন : আয়েশা (রা) তাঁর যে অবস্থা দেখেছেন, সে সম্পর্কে তাঁকে কিছু বললেন। তখন তিনি বললেন : তুমি কি জানো, হয়ত তা সেই মেঘের মতই হবে, যে সম্পর্কে হুদের জাতি বলে ছিলো : যখন তারা মেঘকে তাদের ওয়াদীগুলোর দিতে আসতে দেখলো তখন তারা বললো : এ মেঘ আমাদের বর্ষণ করবে, অথচ তা সেই আযাব, যার ব্যাপারে তোমরা তাড়া দিয়েছিলে।

২২. بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ

অনুচ্ছেদ : বিপদগ্রস্তকে দেখে যে দু'আ পড়বে

[৩৮৯২] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْنَبٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَمْرٍو ابْنِ دِينَارٍ (وَلَيْسَ بِصَاحِبِ ابْنِ عِيْنَةَ) مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَجِنَهُ صَاحِبُ بَلَاءٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا عُوْفِي مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ كَانِنًا مَا كَانَ .

[৩৮৯২] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হঠাৎ কোন বিপদগ্রস্তকে যে দেখবে এবং বলবে : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا তাকে সে বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, সেটা যে ধরনেরই হোক না কেন।

كِتَابُ تَغْيِيرِ الرُّؤْيَا
অধ্যায় : স্বপ্নের ব্যাখ্যা

To Download various Bangla Islamic Books,
Please Visit <http://IslamiBoi.Wordpress.com>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩৫. كِتَابُ تَغْيِيرِ الرُّؤْيَا

অধ্যায় ৪ স্বপ্নের ব্যাখ্যা

১. بَابُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ

অনুচ্ছেদ : মুসলিম ব্যক্তি যে ভাল স্বপ্ন দেখে অথবা তাকে যা দেখান হয়

৩৮৯৩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ
الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

৩৮৯৩ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

বলেছেন : সৎলোকের ভাল স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

৩৮৯৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ
وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ .

৩৮৯৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেছেন : মু'মিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

৩৮৯৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ .

৩৮৯৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সৎ মুসলিম ব্যক্তির স্বপ্ন নুওয়াতের সত্তর ভাগের একভাগ।

৩৮৯৬ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَهَبَتِ النَّبُوءَةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ .

৩৮৯৬ হারুন ইবন আবদুল্লাহ আল হাম্মাল (র)..... উম্মু কুরয কা'বিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : নবুওয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু মুবাশশিরাত-সত্তর সংবাদ অবশিষ্ট আছে।

৩৮৯৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ .

৩৮৯৭ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভাল স্বপ্ন নবুওয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ।

৩৮৯৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ .

৩৮৯৮ আলী মুহাম্মাদ (র)..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ বাণী ﷺ "তাদের জন্য রাখছে দুনিয়া ও আখিরাতে সুসংবাদ" সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেনঃ ভাল স্বপ্ন, মুসলিম ব্যক্তি যা দেখে অথবা তাকে যা দেখান হয়।

৩৮৯৭ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَيْلِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
 سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السِّتَارَةَ فِي مَرَضِهِ وَالصَّنْفُوفُ
 خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوءَةِ إِلَّا الرُّؤْيَا
 الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ .

৩৮৯৯ ইসহাক ইবন ইসমাঈল আয়লী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন
 রোগগ্রস্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্দা তুলে দেখলেন যে লোকেরা সারিবদ্ধভাবে আবু বকর (রা)-এর
 পেছনে আছে, তখন তিনি বললেন, হে লোকসকল! মুসলমানগণ যে ভাল স্বপ্ন দেখে অথবা যে স্বপ্ন তাকে
 দেখান হয়, তা ব্যতীত নবুওয়াতের সুসংবাদ প্রদানকারী বিষয়সমূহ আর অবশিষ্ট নেই।

২. بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَنَامِ

অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নবী ﷺ এর দর্শন লাভ

৩৯০০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي
 الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فِي
 الْيَقَظَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُ عَلَى صُورَتِي .

৩৯০০ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে
 ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখন, সে তো আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখল। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ
 করতে পারে না।

৩৯০১ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
 الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ
 رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُ بِي .

৩৯০১ আবু মারওয়ান উসমানী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ
 বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে তো আমাকেই দেখল। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি
 ধারণ করতে পারেন না।

৩৯.২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى أَنَّهُ لَا يَنْفِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي .

৩৯০২ মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র)..... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই দেখেছে। কেননা, আমার আকৃতি ধারণ করা শয়তানের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

৩৯.৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي .

৩৯০৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে সে সত্যিই আমাকে দেখেছে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারেন না।

৩৯.৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ اللَّخْمِيُّ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَكَأَنَّمَا رَأَى فِي الْيَقَظَةِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي .

৩৯০৪ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু জুহায়ফা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছে, সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায়ই দেখেছে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করার সামর্থ্য রাখে না।

৩৯.৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ ثَنَا عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمَارٍ هُوَ الدَّهْنِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي .

৩৯০৫ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে, সে প্রকৃত পক্ষেই আমাকে দেখেছে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

২. بَابُ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ

অনুচ্ছেদ : স্বপ্ন তিন প্রকার

৬৭.৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا هُوْدَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ فَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تَعْجِيبُهُ فَلْيَقْصُصْ إِنْ شَاءَ وَإِنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقْصُصْهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ يُصَلِّيْ

৩৯০৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: স্বপ্ন তিন প্রকার। (১) আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, (২) মনের খেয়াল, আর (৩) শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শন। কাজেই তোমাদের কেউ কোন পসন্দনীয় জিনিস সপ্নে দেখলে তা ইচ্ছা করলে অন্যর কাজে বলতে পারে। আর কেউ কোন অপসন্দনীয় জিনিস স্বপ্নে দেখলে তা কারো কাছে বলবে না, আর সে যেন উঠে সালাত আদায় করে।

৩৭.৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ اللَّهِ مُسْلِمٌ بْنُ مِشْكَمٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ مِنْهَا أَهْوِيلٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهَا ابْنُ آدَمَ وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقْظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৩৯০৭ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আওফ ইবন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: স্বপ্ন তিন প্রকার (এক) শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতিজনক স্বপ্ন যা বনী আদমকে চিন্তাশ্রান্ত করে (দুই) মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা দেখলে চিন্তাশ্রান্ত হয়, স্বপ্নে তা দেখা। (তিন) স্বপ্ন হলো নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগের এক ভাগ। রাবী বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

১. بَابُ مَنْ رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا

অনুচ্ছেদ : কেউ অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে

৩৯.৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ .

৩৯০৮ মুহাম্মাদ ইবন রুমহ আল-মিসরী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, তিনবার আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে পানাহর চায় (“আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম” পড়ে) এবং সে যে পাশে কাং হয়ে শুয়ে ছিল তা যেন পরিবর্তন করে নেয়।

৩৯.৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ .

৩৯০৯ মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। তোমাদের কেউ কোন অপসন্দনীয় কিছু দেখতে পেলে, সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে তিনবার পানাহ চায় এবং যে পাশে শোয়া ছিল তা যেন পরিবর্তন করে।

৩৯১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمِقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ وَلْيَتَفَلَّ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا .

৩৯১০ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ কোন অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তখন সে যে কাঁতে শোয়া ছিল তা যেন

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

পরিবর্তন করে, তার বাম দিকে তিনবার খুখু ফেলে, আল্লাহর কাছে তার কল্যাণ কামনা করে এবং তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চায়।

৫. **بَابُ مَنْ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ**

অনুবাদ : ঘুমের মধ্যে যার সাথে শয়তান খেলা করে, সে যেন তা লোকের
নিকট ব্যক্ত না করে

৩৯১১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَأْسِي ضَرْبَ فَرَأَيْتُهُ يَتَدَهَّدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إِلَى أَحَدِكُمْ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ ثُمَّ يَغْدُو يُخِيرُ النَّاسَ

৩৯১১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার মাথায় প্রহার কথা হচ্ছে, আর প্রহারকারীকে দেখলাম যে, সে ধরধর করে কাঁপছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: শয়তান তোমাদের কারো সাথে তামাশা করে, তাতে সে ভয় পায়। এর পর সে সকাল বেলা লোকদের কাছে তা বলে দেয়।

৩৯১২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَانَ عَنْقِي ضَرْبَتْ وَسَقَطَ رَأْسِي فَاتَّبَعْتُهُ فَأَخَذَتْهُ فَأَعَدَّتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثَنَّ بِهِ النَّاسَ

৩৯১২ আলী ইবন মুহাম্মাদ (রা)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খুত্বা দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নে দেখে, আমিও তেমন গত রাতে এই মর্মে স্বপ্নে দেখলাম, যেন আমার ঘাড়ে আঘাত করা হলো, ফলে আমার মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেল। আমি তার অনুসরণ করে তা ধরে ফেললাম এবং হস্তগত করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যখন শয়তান তোমাদের কারো সাথে ঘুমের মধ্যে খেলা করে, তখন সে যেন তা লোকের কাছে না বলে।

৩৯১৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَّنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ.

৩৯১৩ মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র)..... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখে, তখন সে যেন তা লোকের কাছে না বলে। কেননা এটা হয়ে থাকে ঘুমের মধ্যে শয়তানের খেলা করার কারণে।

৬. بَابُ الرُّؤْيَا إِذَا عُيِّرَتْ وَقَعَتْ فَلَا يَقْصُهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ

অনুচ্ছেদ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হলে তা বাস্তবায়িত হয়। অতএব তা শুভাকাংখী ব্যক্তীত কারো কাছে বলবে না

৩৯১৪ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ كُرَيْبٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعٍ بْنِ عَبْدِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا عَلَى رَجُلٍ طَائِرٌ مَا لَمْ تُعْبَرْ فَإِذَا عُيِّرَتْ وَقَعَتْ قَالَ وَالرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ قَالَ وَآحْسِبُهُ قَالَ لَا يَقْصُهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي رَأْيٍ.

৩৯১৪ আবু বাকর (র)..... আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, স্বপ্নের ভাবীর না করা পর্যন্ত তা উড়ন্ত পাখীর পায়ে বুলন্ত থাকে। যখন তার তা'বীর করা হয়, তখন তা বাস্তব রূপ নেয়। তিনি (আরো) বলেন: স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। রাবী বলেন : আমার ধারণা, তিনি (আরো) বলেছেন: সে যেন বন্ধু অথবা তা'বীর সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তি ব্যক্তীত কারো কাছে তা বর্ণনা না করে।

৭. بَابُ عَلَى مَا تُعْبَرُ بِهِ الرُّؤْيَا

অনুচ্ছেদ : কিতাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হবে?

৩৯১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَّاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اُعْتَبِرُوا بِأَسْمَائِهَا وَكُنُوهَا بِكُنَاهَا وَالرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ.

৩৯১৫ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুযায়র (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাদের নামসমূহ দ্বারা তা'বীর কর, তাদের উপনাম দ্বারা তা'বীর কর এবং প্রথম তাবীরকারীর তা'বীরই সাধারণতঃ বাস্তবায়িত হয়।

৮. بَابُ مَنْ تَحَلَّمَ حُلْمًا كَاذِبًا

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে

৩৯১৬ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَحَلَّمَ حُلْمًا كَاذِبًا كُفِّ أَنْ يَعْقَدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَيُعَذَّبُ عَلَى ذَلِكَ.

৩৯১৬ বিশর ইবন হিলাল সাওয়াফ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, তাকে দু'টো চুলের মধ্যে গিরা দেওয়ার জন্য কষ্ট দেওয়া হবে। আর এভাবেই তাকে আঘাত দেওয়া হবে।

৯. بَابُ أَصْدَقِ النَّاسِ رُؤْيَا أَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا

অনুচ্ছেদ : অধিক সত্যবাদী লোকের স্বপ্ন অধিক পরিমাণে সত্য হয়

৩৯১৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرُبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ.

৩৯১৭ আহম্মাদ ইবন আমর ইবন সারহু মিসরী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে, তখন মু'মিন ব্যক্তির স্বপ্ন খুবই বাস্তব সম্মত হবে। তাদের সত্যবাদীদের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। মু'মিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচক্লিশ ভাগের এক ভাগ।

১০. بَابُ تَغْيِيرِ الرُّؤْيَا

অনুচ্ছেদ : স্বপ্নের তা'বীর প্রসংগে

৩৯১৮ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَمِيدٍ بْنُ كَاسِبٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرُبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ.

مُنْصَرَفَهُ مِنْ أَحَدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ ظِلَّةً تَنْطَفُ سَمْنًا وَعَسَلًا وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثَرُ وَالْمُسْتَقْلُ وَرَأَيْتُ سَبَبًا وَاصِلًا إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَانْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وَصَلَ لَهُ فَعَلَا بِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ دَعْنِي أَعْبُرْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْبُرْهَا قَالَ أَمَا الظِّلَّةُ فَلَا سَلَامَ وَأَمَا مَا يَنْطَفُ مِنْهَا مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَهُوَ الْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ وَلَيْئُهُ وَأَمَا مَا يَتَكَفَّفُ مِنْهُ النَّاسُ فَلَا أَخْذُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا وَقَلِيلًا وَأَمَا السَّبَبُ الْوَاصِلُ عَبَّاسُ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ ظِلَّةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تَنْطَفُ سَمْنًا وَعَسَلًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ .

৩৯১৮ ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব মাদানী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উহুদ পাহাড়ের দিক থেকে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি স্বপ্নে একটি ছায়া থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘি ও মধু পড়তে দেখেছি এবং লোকদেরকে তা থেকে তুলে নিতে দেখেছি, কেউ কম নিচ্ছে এবং কেউ বেশী নিচ্ছে। আর আমি স্বপ্নে একটি দেখেছি রশি দেখেছি, যা আসমানে গিয়ে মিশেছে। আমি দেখেছি, আপনি তা ধরলেন এবং তা ধরে উপরে উঠে গেলেন। আপনার পর আরেকজন তা ধরল এবং তা ধরে সেও উপরে উঠে গেল। তারপর তা আরেকজন ধরল এবং তা ধরে সেও উপরে উঠে গেল। তারপর অন্য একজন তা ধরলো এবং রশিটি ছিঁড়ে গেল। পুনরায় তা জোড়া লেগে গেল। সেও তা ধরে উপরে উঠে গেল। তখন আবু বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এ স্বপ্নের তা'বীর করার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, তুমি এর তা'বীর কর। তিনি আবু বকর (রা) বললেন : ছায়াটি হল ইসলাম। ছায়া থেকে যে ঘি ও মধু ফোঁটায় ফোঁটায় পড়েছে, তা হল কুরআন এবং কুরআনের মাদুর্ষ বা তার কোমলতা। মানুষ তা থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছে। কাজেই গ্রহণকারী কুরআন থেকে কম-বেশী গ্রহণ করছে। আর যে রশিটি আসমানে গিয়ে মিলেছে, তা হলো আপনি যে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আপনি রশিটি ধরলেন এবং তা আপনাকে উপরে উঠিয়ে নিল। আপনার পর তা আরেকজন ধরবে এবং রশিটি তাকে নিয়ে উপরে উঠে যাবে। তারপর আরেকজন ধরবে, সেও তা ধরে উপরে উঠে যাবে। এরপর আরেকজন তা ধরবে এবং রশি ছিঁড়ে যাবে। আবার তা জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হবে। এবং সে তা ধরে উপরে উঠে যাবে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তো কিছু ঠিক বলেছ, আর কিছু ভুল বলেছ। আবু বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে কসম করে বলছি : আপনি আমাকে বলে দিন, আমি যা ঠিক করেছি এবং যা ভুল করেছি। নবী ﷺ বললেন : হে আবু বকর। তুমি কসম করো না। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু হুরায়রা (রা) এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি

আসমান যমীনের মাঝে একটি ছায়া থেকে ঘি ও মধু ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে স্বপ্নে দেখেছি। পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৭১৭ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا شَابًّا عَزَبًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ مَنْ رَأَى مِنَّا رُؤْيَا يَقْصُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي رُؤْيَا يُعْبِرُهَا لِي النَّبِيُّ ﷺ فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكََيْنِ آتِيَانِي فَاَنْطَلَقَا بِي فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لَمْ تُرْعَ فَاَنْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَأَخَذُوا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ .

৩৯১৯ ইব্রাহীম ইবন মুনিযির হিযামী (র)...ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী ﷺ এর যুগে আমি অবিবাহিত যুবক ছিলাম। আমি তখন মসজিদেই রাত কাটাতাম। আমাদের থেকে কেউ কোন স্বপ্ন দেখলে তা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করত। আমি মনে মনে বলতাম, হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার নিকট যদি কোন কল্যাণ থেকে থাকে, তাহলে আমাকে তা স্বপ্নে দেখাও। রাতে নবী ﷺ আমাকে তার তাবির বলে দেন। এর পর আমি ঘুমিয়ে গেলাম। স্বপ্নে আমার নিকট দু'জন ফিরিশ্তাকে আসতে দেখলাম। তাঁরা আমাকে নিয়ে চলল। তারপর অপর একজন ফিরিশ্তা তাঁদের সাথে মিলিত হল। সে বলল, তুমি ভয় পেয়ো না। ফিরিশতাঘর আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চললেন, যার আকৃতি ছিল কূপের ন্যায়। তাতে আমি কিছু লোককে দেখতে পেলাম, যাদের কতককে আমি চিনলাম। তার পর তাঁরা আমাকে ডান দিকে নিয়ে গেল। ভোর হলে আমি হাফসা (রা) কে ঘটনা বললাম। হাফসা (রা) বলেন: আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বললাম। তিনি বললেন: আবদুল্লাহ তো একজন সৎলোক। সে যদি রাতে অধিক সালাত আদায় করত, (তাহলে খুবই ভাল হতো)। রাবী ইমাম যুহরী (র) বলেন: এরপর থেকে আবদুল্লাহ (রা) রাতে বেশী বেশী সালাত আদায় করতেন।

৩৭২০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشَجِبِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحُرِّ

قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى شَيْخَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ شَيْخٌ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَا لَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْجَنَّةُ لِلَّهِ يَدْخُلُهَا مَنْ يَشَاءُ وَإِنِّي رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُؤْيَا رَأَيْتُ كَانَ رَجُلًا أَتَانِي فَقَالَ لِي انْطَلِقْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَلَكَ بِي فِي نَهْجٍ عَظِيمٍ فَعَرَضْتُ عَلَى طَرِيقٍ عَلَى يَسَارِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْلُكَهَا فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ عَرَضْتُ عَلَى طَرِيقٍ عَنْ يَمِينِي فَسَلَكَتُهَا حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى جَبَلٍ زَلَقَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَرَجَّلَ بِي فَإِذَا أَنَا عَلَى ذُرْوَتِهِ فَلَمْ أَتَقَارَّ وَلَمْ أَتَمَسَّكَ وَإِذَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ فِي ذُرْوَتِهِ حَلْقَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَخَذَ بِيَدِي فَرَجَّلَ بِي حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَالَ اسْتَمْسَكَتُ قُلْتُ نَعَمْ فَضَرَبَ الْعَمُودُ بِرِجْلِهِ فَاسْتَمْسَكَتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَالَ قَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتَ خَيْرًا أَمَّا الْمَنْهَجُ الْعَظِيمُ فَالْمَحْشَرُ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضْتُ عَنْ يَسَارِكَ فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّارِ وَلَسْتُ مِنْ أَهْلِهَا وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضْتُ عَنْ يَمِينِكَ فَطَرِيقُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَمَّا الْجَبَلُ الزَّلَقُ فَمَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ الَّتِي اسْتَمْسَكَتُ بِهَا فَعُرْوَةُ الْإِسْلَامِ فَاسْتَمْسَكَتُ بِهَا حَتَّى تَمُوتَ فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ.

৩৯২০ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... খারাসা ইবন হুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি মদীনায় পৌছলাম। মসজিদে নববীতে প্রবীনদের এক মজলিসে বসলাম। এ সময় লাঠিতে ভর করে একজন প্রবীণ লোক আসলেন। লোকেরা বললঃ যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী লোক দেখে খুশী হতে চায়, সে যেন এ ব্যক্তির দিকে তাকায়। তিনি ঝুটির পেছনে দাঁড়িয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং তাঁকে বললাম: লোকেরা এই এই বলেছে। তিনি বললেন: আল্‌হামদু লিল্লাহে জান্নাত আল্লাহর এবং তিনি যাকে চান তাকে তাতে প্রবেশ করাবেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি আমার নিকট এলো। সে আমাকে বলল: চল। আমি তার সাথে গেলাম। সে আমাকে একটি ক্রিট রাস্তায় পৌছে দিল। আমার বামদিকে একটি রাস্তা দেখান হল। আমি সে পথ ধরে অগ্রসর হতে চাইলাম। সে বলল: এ পথে তুমি যেতে পারবে না। এরপর আমার ডানে একটি রাস্তা দেখানো হল। আমি সেই পথে অগ্রসর হলাম। অবশেষে যখন আমি একটি পিচ্ছিল পাহাড়ে

পৌছলাম, তখন সে আমার হাত ধরল এবং আমাকে ধাক্কা দিল, ফলে আমি এর চূড়ায় পৌছে গেলাম কিন্তু আমি সেখানে স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। তখন হঠাৎ দেখলাম লোহার একটি খুঁটি। এর মাথায় রয়েছে একটি সোনার হাতল। সে (ফিরিশতা) আমার হাত আঁকড়ে ধরেছে। আমি বললাম: হাঁ সে তখন খুঁটিতে তার পা দ্বারা আঘাত করল, আর আমি হাতলটি দৃঢ়ভাবে ধরে ফেললাম। সে বলল: আমি ঘটনাটি নবী ﷺ কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বলেন: তুমি উত্তম স্বপ্ন দেখেছ। বিরাট রাস্তাটি হলো হাশরের ময়দান। তোমার বাদ দিকে যে রাস্তাটি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, তা হলো জাহান্নামীদের রাস্তা। তুমি জাহান্নামী নও। তোমার ডান দিকে যে রাস্তা দেখা গিয়েছিল তা হলো জান্নাতীদের রাস্তা। পিছলি পাহাড়টি হলো শহীদদের মনযিল। যে হাতলটি তুমি আঁকড়ে ধরে ছিলে, সেটি হলো ইসলামের হাতল। অতএব তুমি মৃত্যু পর্যন্ত এটি আঁকড়ে ধরে রাখবে।

আশা করি আমি জান্নাতীবাসী হবো। স্বপ্নটি দেখেছিলেন আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)।

۳۹۲۱ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا بُرَيْدَةُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلَى إِلَى أَنَّهَا يَمَامَةٌ أَوْ هَجِرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقْرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمْ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا مَا جَاءَ الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بِهِ يَوْمَ بَدْرٍ .

৩৯২১ মাহমুদ ইবন গায়লান (র)..... আবু মুসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি মক্কা থেকে খেজুর গাছে ভরা একটি ভুখন্ডের দিকে হিজরত করছি। আমার মনে হয়, যে দিকে ইয়ামামা অবস্থিত, সে দিকেই গিয়েছি। কিন্তু দেখা গেল সেটা মদীনা, যার নাম ইয়াসরিব। আমি এ স্বপ্নে আরও দেখলাম যে, আমি তরবারি নাড়াচাড়া করছি। এমন সময় তা মাঝখান থেকে ভেংগে গেল। তার তা'বীর হলো উহুদ যুদ্ধের দিন মু'মিনদের উপর যে মুসীবত আপতিত হয়েছিল। আমি পুনরায় তরবারি নাড়া দিলাম, তখন দেখলাম তা পূর্বাপেক্ষা আরো উত্তম হয়ে গেল। তার তা'বীর হলো আল্লাহ প্রদত্ত পরবর্তী সময়ের বিজয় (মক্কা বিজয়) এবং সম্মিলিত মুসলিম শক্তি। আমি সেখানে আরও দেখতে পেলাম (যবাহকৃত) গাভী। আল্লাহ ভাল করুন। এঁরা ছিলেন উহুদের যুদ্ধের শহীদ মু'মিনগণ। তাও ভাল, যা আল্লাহ গনীমতের মাল হিসেবে পরবর্তীতে আমাদের দান করেছেন এবং তাও ভাল, যা সত্যের বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের বদর যুদ্ধের দিন দান করেছিলেন।

৩৭২২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سَوَارِينَ مِنْ ذَهَبٍ فَتَفَحَّطْتُهُمَا فَأَوْلَتْهُمَا هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ مُسَيْلَمَةَ وَالْعَنْسَى.

৩৯২২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি স্বপ্নে আমার হাতে দু'টি সোনার চুড়ি দেখতে পেলাম। আমি ফুঁ দিতেই ঐগুলো উড়ে গেল। আমি এর তা'বীর করেছি এ দু'জন মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার হলো: মুসায়লামা ও আনসী।

৩৭২৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ قَابُوسٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ كَانَ فِي بَيْتِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ قَالَ خَيْرًا رَأَيْتِ تَلِدُ فَاطِمَةَ غُلَامًا فَتَرْضِعِيهِ فَوَلَدَتْ حُسَيْنًا أَوْ حَسَنًا فَأَرْضَعْتَهُ بِلَبَنٍ قُتْمٍ قَالَتْ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجَرِهِ فَبَالَ فَضْرِبْتُ كَتِفَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْجَعْتُ ابْنِي رَحِمَكَ اللَّهُ.

৩৯২৩ আবু বাকর (র)..... কাবুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল ফাযল (রা) বলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার ঘরে স্বপ্নে আপনার দেহের অঙ্গ সমূহের একটি অঙ্গ দেখেছি। তিনি বললেন: তুমি ভালই দেখেছ। ফাতিমা (রা) একটি সন্তান প্রসব করবে এবং তুমি তাকে দুধ পান করাবে। এরপর ফাতিমা (রা) হাসান অথবা হাসান (রা) কে প্রসব করেন। তিনি তাকে দুধ পান করালেন। তিনি বললেন: আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং তাকে তাঁর কোলে রাখলাম। তখন সে পেশাব করে দিল। আমি তাঁর কাঁধে মৃদু আঘাত করলাম। তখন নবী ﷺ বললেন: তুমি আমার সন্তানকে কষ্ট দিলে, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন।

৩৭২৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِالْمَهْبِغَةِ وَهِيَ الْجُحْفَةُ فَأَوْلَتْهَا وَبَاءَ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَلَّ إِلَى الْجُحْفَةِ.

৩৯২৪ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ এর স্বপ্ন সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি এক কাল বর্ণের এক মহিলাকে স্বপ্নে দেখলাম। তার চুল ছিল এলোমেলো। সে

মদীনা থেকে বের হয়ে মাহুইয়া গিয়ে থামল, যে স্থানকে জুহফা বলা হয়। আমি তার তাবীর করলাম মদীনার মহামারী পরে যা জুহফায় স্থানান্তরিত হয়।

৩৭২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ اسْلَامُهُمَا جَمِيعًا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْآخَرِ فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً ثُمَّ تَوَفَّى قَالَ طَلْحَةُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِهِمَا فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِذَا الَّذِي تَوَفَّى الْآخَرُ مِنْهُمَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا الَّذِي اسْتَشْهَدَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدُ فَاصْبِرْ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ فَعَجِبُوا لِذَلِكَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا ثُمَّ اسْتَشْهَدَ وَدَخَلَ هَذَا الْآخَرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً قَالُوا بَلَى قَالَ وَادْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا بَيْنَهُمَا أَبَعْدَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

৩৯২৫ মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র)..... তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি দূর দূরান্ত থেকে রাসূল্লাহ ﷺ এর নিকট এলো। তারা উভয়ে ছিল খাটি মুসলিম। তাদের একজন ছিল অপরজন অপেক্ষা শক্তিশালী মুজাহিদ। তাদের মধ্যকার মুজাহিদ ব্যক্তি যুদ্ধ করে শহীদ হল। এরপর অন্যজন এক বছর পর ইনতিকাল করল। তালহা (রা) বলেন, আমি রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি জান্নাতের দরজায় উপস্থিত এবং তাদের একজন ও আমার সাথে রয়েছে। জান্নাত থেকে এক ব্যক্তি বেল হল এবং তাদের মধ্যে পরের বছর যে ইনতিকাল করেছিল তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিল। এরপর সে বের হলো এবং শহীদ ব্যক্তিকে জান্নাত প্রবেশের অনুমতি দিল। পরে সে আমার কাছে এসে বলল: তুমি চলে যাও। কেননা, তোমার (জান্নাতে প্রবেশের) সময় এখনও হয়নি, আর পরে হবে তোমার সময়। সকাল বেলা তালহা (রা) উক্ত ঘটনা লোকদের নিকট বর্ণনা করলেন। তারা এতে বিস্মিত হল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছল এবং তাঁরাও তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করল। তখন তিনি বললেন: কি কারণে তোমরা বিস্মিত হলে? তাঁরা বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই ব্যক্তি তাদের দু'জনের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী মুজাহিদ। এর সুনানু ইবনে মাজাহ-৫৭

তাকে শহীদ করা হয়েছে। অথচ অপর লোকটি তাঁর পূর্বেই প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অপর লোকটি কি তার পরে এক বছর জীবিত থাকিনি? তারা বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন : সে রামায়ান পেয়েছে এবং সিয়াম পালন করেছে এবং বছর এই এই সালাত কি আদায় করেনি? তারা বলল: হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আসমান-যমীনের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তাদের দু'জনের মধ্যে রয়েছে তার চাইতে অধিক ব্যবধান।

[৩৭২৬] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْهَذَلِيُّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْرَهُ الْغُلَّ وَأَحَبُّ الْقَيْدِ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ .

[৩৯২৬] আলী ইবন মুহাম্মদ (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বনে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি স্বপ্নে গলায় চাকতি দেখা অপসন্দ করি, কিন্তু আংটা পছন্দ করি। কারণ আংটা অর্থ দীনের উপর অবিচল থাকা।

كِتَابُ الْفِتَنِ
অধ্যায় : ফিত্না

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩৬. كِتَابُ الْفِتَنِ

অধ্যায় : ফিতনা

১. بَابُ الْكُفْرِ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ স্বীকার করে, তার হত্যা থেকে বিরত থা৷

৩৭২৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩৯২৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি লোকদের সাথে ততক্ষণ লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই) এর স্বীকৃতি দিবে। যখন তারা এরূপ বলবে, তখন আমার পক্ষ থেকে তারা তাদের জাণ-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে কোন হকের বদলা-যেমন, হত্যা কিংবা কিসাস (অর্থাৎ শরীয়াতের বিধান অনুসারে কেউ দণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত কোন অপরাধ করলে তার জাণ-মালের দণ্ড হবেই)। তাদের হিসাব মহান আল্লাহর নিকট থাকবে।

৩৭২৮ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

[৩৯২৮] সুওয়েদ ইবন সাসিদ (রা)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি লোকদের সাথে ততক্ষণ লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে। যখন তারা বলবে: “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”, তখন তারা আমার থেকে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে কোন হকের বদলা হলে, তা স্বতন্ত্র এবং তাদের হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

[৩৯২৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ثَنَا حَاتِمُ ابْنِ أَبِي صَغِيرَةَ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْسًا أَخْبَرَهُ قَالَ إِنَّا لَفُعُودٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقْصُرُ عَلَيْنَا وَيَذْكُرُنَا إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبُوا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرَّمَ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

[৩৯২৯] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বসছিলাম। তিনি আমাদেরকে (পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের) কিসসা বর্ণনা করেছিলেন এবং নসীহত করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আসলো। সে তাঁকে নবী ﷺ ছুপি সারে কি যেন বললো। অনন্তর নবী ﷺ বললেন: তোমরা একে নিয়ে যাও এবং কতল কর। লোকটি যখন ফিরে চললো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন: কি হে তুমি কি “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এর সাক্ষ্য দিচ্ছ? সে বললো: জি হ্যাঁ, তিনি বললেন: তোমরা যাও, একে তার পথে ছেড়ে দাও। কেননা, আমি লোকদের সাথে ততক্ষণ লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা ‘লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ’ এর স্বীকৃতি দেয়। যখন তারা এরূপ করবে, তখন তাদের জান-মাল আমার উপর হারাম হয়ে যাবে।

[৩৯৩.] حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ السَّمِيطِ ابْنِ السَّمِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ أَتَى نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ وَأَصْحَابَهُ فَقَالُوا هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ قَالَ مَا هَلَكْتُ قَالُوا بَلَى قَالَ مَا الَّذِي أَهْلَكَنِي قَالُوا قَالَ اللَّهُ «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» قَالَ قَدْ قَاتَلْتَنَاهُمْ حَتَّى تَفْتِنَاهُمْ فَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثَكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

قَالُوا وَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ بَعَثَ جَيْشًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا لَقَوْهُمْ قَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا فَمَنَحُوهُمْ أَكْتَاْفَهُمْ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِي عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّمْحِ فَلَمَّا غَشِيَهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي مُسْلِمٌ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتُ مَا فِي قَلْبِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ قَالَ فَلَا أَنْتَ قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَلَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَلْبِثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ فَدَفَنَاهُ فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَقَالُوا لَعَلَّ عَدُوًّا نَبَشَهُ فَدَفَنَاهُ ثُمَّ أَمَرْنَا غِلْمَانِنَا يَحْرُسُونَهُ فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَقُلْنَا لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوا فَدَفَنَاهُ ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِنَفْسِنَا فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الشُّعَابِ .

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأَيْلِيُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ السَّمِيطِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ فَنَبَذْتُهُ الْأَرْضُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبِلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَحَبُّ أَنْ يُرِيكُمْ تَعْظِيمَ حُرْمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

৩৯৩০ সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র)..... ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাকি ইবন আযরাক (রা) এবং তাঁর সাথীরা (আমার নিকটে) এসে বললো: হে ইমরান! তুমি বরবাদ হয়ে গিয়েছো। তিনি বললেন: আমি ধ্বংস-হইনি। তারা বললেন: হ্যাঁ, (তুমি বরবাদ হয়ে গিয়েছো)। তিনি বললেন, কিসে আমার, ধ্বংস ডেকে আনলো? তারা বললেন: মহান আল্লাহ বলেছেন:

قَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

“ফিতনা দূরীভূত না হওয়া এবং গোটা দীন আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের (কাফিরদের) বিরুদ্ধে লড়াই করবে।” তিনি বললেন: আমরা তাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে লড়াই করেছি যে, আমরা তাদের নির্বাসন করে দিয়েছি এবং গোটা দীন আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদি তোমরা চাও, তাহলে আমি তোমাদের কাছে একখানি হাদীস বর্ণনা করতে পারি, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনেছি। আর বললেন: তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তা শুনেছো? তিনি বললেন: হ্যাঁ। (ইমরান বললেন:) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি মুসলমানদের একটি দলকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। মুসলমানরা তাদের মুখোমুখি হলো, তাদের সংগে কঠিন সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মুশরিকরা পরাজয় বরণ করে তাদের গদর্দন দিয়ে দিল অর্থাৎ পেছনে পালাতে লাগলো। আমরা বন্ধুদের একজন বর্শা দ্বারা এক মুশরিকের উপর হামলা করলেন। যখন তিনি তাকে পাকড়াও করলেন, তখন সে বলতে লাগলো: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنِّي مُسْلِمٌ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলিম)। তিনি তাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল। আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। একথাটি তিনি একবার মতান্তরে দুইবার বললেন। অতঃপর সে ব্যক্তি তাঁর নিকট তা বর্ণনা করলে, যা সে করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন: তুমি তার পেট ছিড়ে দেখলে না কেন? তাহলে তো তার অন্তরের খবর জানতে পারতে? তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল। যদি আমি তার পেট ছিড়ে ফেলতাম, তাহলে কি তার অন্তরের বিষয় আমি জানতে পারতাম? তিনি বললেন: তা হলে তুমি তার উচ্চারিত স্বীকৃতি কেন কবুল করলে না? আর তুমি তো তার অন্তরের খবর জানতে না। ইমরান (রা) বললেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থেকে কিছুক্ষণ নীরবতা অবলম্বন করলেন। অবশেষে লোকটি মারা গেল। আমরা তার দাফন করলাম। প্রত্যুষে উঠে দেখলাম তার লাশ কবরের বাইরে যমীনে পড়ে আছে। তারা ভাবলেন, সম্ভবত: কোন দুষমনের কান্ড যে কবর খুঁড়ে একে বের করে রেখেছেন। অতঃপর আমরা তাকে আবার দাফন করলাম। আর আমাদের যুবকদের নির্দেশ দিলাম যে, তারা যেন তার কবর পাহারা দেয়। পরদিন ভোরবেলা দেখতে পেলাম তার লাশ কবরের বাইরে যমীনে পড়ে আছে। আমরা ভাবলাম, সম্ভবত: প্রহরীরা তন্দ্রাক্ষত হয়ে পড়েছিল (কোন শত্রু এসে তার লাশ বাইরে বের করে রেখেছে)। এরপর আমরা তাকে দাফন করলাম এবং নিজেরাই প্রহরার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। প্রত্যুষে দেখলাম, সে কবরের বাইরে যমীনে পড়ে আছে। অবশেষে আমরা তাকে কোন এক গিরিপথে রেখে দেই।

ইসমাঈল ইবনে হাফস আদিলী (র)..... ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এক সারিয়া হতে (ক্ষুদ্র অভিযাত্রীদলকে সারিয়াহ বলা হয়) পাঠালেন। সেখানে জনৈক মুসলমান ব্যক্তি এক মুশরিকের উপর হামলা করেছিল। অতঃপর তিনি উপরোক্ত হাদীস (কিসসা) উল্লেখ করলেন। তিনি তার বর্ণনায় এতটুকু বাড়িয়ে বললেন: অতঃপর যমীন তাকে উৎক্ষিপ্ত করেছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু ﷺ এ খবর দেওয়া হলো তিনি বললেন: যমীন তো তার চাইতে নিকৃষ্টতর ব্যক্তিকেও কবুল করে (এমনকি কাফির-মুশরিকদেরকেও)। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেখতে চান যে, ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু’-এর মযাদা ও মাহাত্ম্য কত বেশী।

২. بَابُ حُرْمَةِ دَمِ الْمُؤْمِنِ وَمَالِهِ

অনুচ্ছেদ : মু'মিনের জ্ঞান-মালের মর্যাদা

[৩৭৩১] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ لَا أَنْ أَحْرَمَ الْيَّامَ يَوْمَكُمْ هَذَا وَلَا أَنْ أَحْرَمَ الشُّهُورَ شَهْرَكُمْ هَذَا وَلَا أَنْ أَحْرَمَ الْبِلَادَ بِلَدَكُمْ هَذَا وَلَا أَنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بِلَدِكُمْ هَذَا إِلَّا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ أَشْهَدُ

[৩৯৩১] হিশাম ইবন আয্মার (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় বলেছেন: সাবধান! তোমাদের এই দিন সর্বাপেক্ষা সম্মানীত দিন, সাবধান! তোমাদের এই মাস সর্বাপেক্ষা সম্মানীত মাস, সাবধান! তোমাদের এই শহর সর্বাপেক্ষা সম্মানীত শহর! সাবধান! তোমাদের জীবন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের ইয্যত আবরু তোমাদের পরস্পরের কাছে এমন পবিত্র, যেমন এই দিন, এই মাস ও এই শহরে। জেনে রাখ। আমি কি (আল্লাহর পয়গাম) পৌছে দিয়েছি? সমবেত জনমণ্ডলী বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: ইয়া আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

[৩৭৩২] حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي ضَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَمَصِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ النَّصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ مَا أَطْيَبَكَ وَأَطْيَبَ رِيْحَكَ مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لِحُرْمَةِ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَأَنْ نَنْظُرَ بِهِ إِلَّا خَيْرًا

[৩৯৩২] আবুল কাসিম ইবন আবু দামরাহ, নাসর ইবনে মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান হিমসী (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামকে কা'বা গৃহ তাওয়াফ করতে দেখলাম। সে সময় তিনি বলছিলেন: কত উত্তম তোমার খুশবু (হে কা'বা)! কত উচ্চ মর্যাদা তোমার, (হে কা'বা)! কত বড় সম্মান তোমার! সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! মু'মিনের জ্ঞান ও মালের ইয্যত ও সম্মান আল্লাহ কাছে তোমার চাইতেও বেশী। আমরা মু'মিন ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল ধারণাই পোষণ করি।

[৩৭৩৩] حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَيُونُسُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بَن

كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ .

[৩৯৩৩] বাকর ইবনে আবদুল ওহাব (রা)..... আবু হুরায়র (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মুসলমানের জান, মাল ও মান সম্মান অপর মুসলমানের উপর হারাম।

[৩৯৩৪] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ أَنَّ فَضَالََةَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ .

[৩৯৩৪] আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ মিসরী (র)..... ফাযালাহ ইবন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : মু'মিন সেই ব্যক্তি, যার হাতে লোকদের জান-মাল নিরাপদে থাকে এবং মুজাহির সেই ব্যক্তি, যে মন্দ কাজ ও গুনাহ থেকে বিরত থাকে।

١. بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّهْبَةِ

অনুচ্ছেদ : লুটপাটের নিষেধাজ্ঞা

[৩৯৩৫] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ انْتَهَبَ نَهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا .

[৩৯৩৫] মুহাম্মদ ইবন বাশশার ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (রা)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে লুটতরাজ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

[৩৯৩৬] حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

৩৯৩৬ ইসা ইব্ন হাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকে না, এবং চোর যখন চৌর্যবৃত্তিতে মশগুল হয়, তখন সে মু'মিন থাকে না। আর লুটতরাজকারী যখন লুটতরাজ করে এবং লোকেরা তার দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকায়, তখন সে মু'মিন থাকে না।

৩৯৩৭ হুমায়দ ইব্ন মাস'আদাহ (র)..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি ডাকাতির ও লুটতরাজ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

৩৯৩৮ আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (রা)..... সা'লাবা ইব্ন হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা দুশমনের বকরীর পাল পাকড়াও করেছিলাম এবং লুট করেছিলাম। অতঃপর আমরা সেগুলোর গোশত ডেগচীতে করে রান্না করেছিলাম। নবী ﷺ ডেগচীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি ডেগচীগুলোকে উল্টে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন: লুটতরাজ করা বৈধ নয়।

৩৯৩৯ হিশাম ইব্ন আয্মার (রা)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী, তার সাথে লড়াই করা কুফরী।

৩৯৪০ আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।

৪. بَابُ سَبَابِ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

৩৯৩৯ হিশাম ইব্ন আয্মার (রা)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী, তার সাথে লড়াই করা কুফরী।

৩৯৪০ আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।

৩৯৪১ আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।

৩৯৪২ আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।

৩৯৪১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِيَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

৩৯৪১ আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।

৫. بَابُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

অনুবাদ : আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান কেটে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না

৩৯৪২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصَيْتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

৩৯৪২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে বলেন : (স্নাতুল্লাহী)। লোকদের শান্ত করো, (যাতে তারা আমার কথাগুলো পরিকারভাবে গুনতে পায়)। অতঃপর তিনি বললেন, আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দিয়ে, কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

৩৯৪৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيَحْكُمُ أَوْ وَيَلْكُمُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

৩৯৪৩ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের জন্য আফসোস! অথবা বলেছেন, তোমাদের দুর্ভাগ্য। তোমরা আমার পরে একে অপরের গর্দান কেটে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

৩৯৪৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الصَّنَابِيحِ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنِي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمُ فَلَا تَقْتُلَنَّ بَعْدِي

৩৯৪৪ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়ের (র)..... সামাবিহ আহমাসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান। আমি হাউসে কাউসারে তোমাদের আগেই উপস্থিত থাকবো।

আমি তোমাদের নিয়ে অন্যান্য উম্মাতদের উপর, আধিক্য প্রকাশ করবো। সুতরাং তোমরা আমার পরে পরস্পরে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে না।

৬. بَابُ الْمُسْلِمُونَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ : মুসলমানরা মহান আল্লাহর জিম্মায় থাকে

৩৯৬৫ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ الْحَمَصِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الذَّهَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنِ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَابِسِ الْيَمَامِيِّ (الْيَمَانِيِّ) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَكْبَهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ.

৩৯৬৫ আমর ইবন উসমান ইবন সাঈদ ইবন কাসীর ইবন দীনারা হেমসী (র)..... আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করলো, সে আল্লাহর জিম্মায় রইলো। সুতরাং আল্লাহর জিম্মাদারীকে নষ্ট করো না। অতঃপর যে ব্যক্তি তাকে কতল করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন তলব করবেন এবং এমনকি তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

৩৯৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৩৯৬৬ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (রা)..... সামুরাহ ইবন জুনদুর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করে, সে মহান আল্লাহর জিম্মায় থাকে।

৩৯৬৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا أَبُو الْمُهِزَّمِ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِهِ.

৩৯৬৭ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন মহান আল্লাহর নিকট কিছু সংখ্যক ফেরেশতার চেয়েও অধিক মর্যাদাবান।

৭. بَابُ الْعَصْبِيَّةِ

অনুচ্ছেদ : আপন গোত্রের পক্ষপাতিত্ব করা

৩৯৪৮ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ غِيلَانَ ابْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصْبِيَّةٍ أَوْ يَغْضِبُ لِعَصْبِيَّةٍ فَقَتَلَتْهُ جَاهِلِيَّةٌ

৩৯৪৮ বিশ্ব ইবন হিলাল সাওয়াফ (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্ধ বিশ্বাসে পতাকাতে সমবেত হয়ে লড়াই করে এবং লোকদের পক্ষপাতিত্বের দিকে আহ্বান জানায় কিংবা পক্ষপাতিত্বের জন্য গোঁড়া করে, সে যেন জাহিলিয়াতের উপর মারা গেল।

৩৯৪৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ الْيَحْمَدِيُّ عَنْ عَبْدِ ابْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسَيْلَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصْبِيَّةُ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصْبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ

৩৯৪৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)...সিরীয় দেশীয় ফাসীলা নাসী এক মহিলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপন গোত্রের সাথে ভালবাসা রাখা কি পক্ষপাতিত্ব? তিনি বললেন : না, তবে আপন গোত্রকে অন্যের উপর অত্যাচারে সহায়তা করাই হচ্ছে পক্ষপাতিত্ব।

৮. بَابُ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ

অনুচ্ছেদ : বড় জামা'আত

৩৯৫০ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَعَانُ ابْنُ رِفَاعَةَ السَّلَامِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو خَلْفٍ الْأَعْمَى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَاذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

৩৯৫০ আব্বাস ইবন উসমান দিমাশকী (র)...আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছি : আমার উম্মাত গুমরাহীর উপরে একত্রিত হবে না। যখন হুমরা উম্মাতের মাঝে মতপার্থক্য দেখতে পাবে, তখন বড় জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।

৯. بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ

অনুচ্ছেদ : সংঘটিতব্য ফিতনা

৩৯০১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجَاءِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا صَلَاةً فَأَطَالَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا (أَوْ قَالُوا) يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلْتَ الْيَوْمَ الصَّلَاةَ قَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَأُمَتِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَرَدَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكَهُمْ غَرَقًا فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَرَدَّهَا عَلَيَّ .

৩৯০১ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আলী ইবন মুহাম্মদ (রা)....মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন এবং এতে তিনি অধিক সময় লাগালেন। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন, তখন আমরা বললাম, অথবা রাবী বলেন : তারা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনি সালাত দীর্ঘায়িত করেছেন। তিনি বললেন : আজ আমি রোগবত (আগ্রহ) রাহবত (ভয়ের) এর সালাত আদায় করেছি। আমি মহামহিমাম্বিত আল্লাহর কাছে আমার উম্মাতের জন্য তিনটি জিনিস চাইছিলাম। তিনি আমাকে দুইটি মঞ্জুর করলেন। অপরটি মঞ্জুর করলেন না। আমি আল্লাহর কাছে চাইছিলাম যে, আমার উম্মাতের উপরে তাদের শত্রুপক্ষ যেন কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তার না করে। তিনি তা কবুল করলেন। আমি প্রার্থনা জানিয়ে ছিলাম আমার গোটা উম্মাত যেন পানিতে ডুবে মারা না যায়। তিনি এটাও মঞ্জুর করলেন। আমি আল্লাহর কাছে চাইছিলাম যে, আমার উম্মাত যেন পরস্পরে সংঘর্ষে জড়িয়ে না পড়ে। তিনি এটা আমাকে ফেরৎ দিলেন অর্থাৎ কবুল করলেন না।

৩৯০২ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ شَابُورٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الْجَرْمِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ زُوِيْتُ لِي الْأَرْضُ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَصْفَرَ (أَوْ الْأَحْمَرَ) وَالْأَبْيَضَ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَقِيلَ لِي إِنْ مَلَكَكَ إِلَى حَيْثُ زُوِيَ لَكَ وَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيَّ أُمَّتِي جُوعًا فَيَهْلِكَهُمْ بِهِ عَامَةً وَأَنْ لَا يَلِيْسَهُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بِأَسَ بَعْضٍ وَإِنَّهُ قِيلَ لِي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَلَا مَرَدَّ

لَهُ وَإِنِّي لَنْ أَسْلِطَ عَلَى أُمَّتِكَ جُوعًا فَيُهْلِكُهُمْ فِيهِ وَلَنْ أَجْمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ
 أَقْطَارِهَا حَتَّى يُفْنَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَإِذَا وَضِعَ السَّيْفُ فِي
 أُمَّتِي فَلَنْ يُرْفَعَ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ مِمَّا اتَّخَوْفُ عَلَى أُمَّتِي أُنْمَةٌ مُضْلِيْنَ
 وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَإِنْ
 بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ دَجَالَيْنِ كَذَّابَيْنِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَنْ
 تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ
 أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ لَمَّا فَرَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ
 مَا أَهْوَلُهُ

[৩৯৫২] হিশাম ইবন আন্নার (রা)....রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আম্বাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার জন্য যমীন (ভূপৃষ্ঠ) কে সংকোচন করা হলো, এমন কি আমি তার পূর্ব-পশ্চিম গোলাধারের সবকিছু দেখলাম। আমাকে দু'টো কোষাগার (ধন-রত্ন ভান্ডার) দেওয়া হয়েছে-হলুদ (অথবা রাবীর সন্দেহ লাল) এবং সাদা (অর্থাৎ স্বর্ণমুদা এবং রৌপ্যমুদা) আমাকে বলা হলো যে, আপনার রাজত্ব সেই সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, যতদূর পর্যন্ত আপনার জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে সংকোচন করে দেখানো হয়েছে। অতঃপর আমি মহান আল্লাহ সকাশে তিনবার আরণ্য করলাম, যেন আমার উম্মাতকে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস করা না হয় এবং তাদেরকে দল-উপদলে বিভক্ত না করার জন্য আবেদন জানালাম, সর্বোপরি তাদের একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটিও নিবেদন করলাম। কিন্তু আমাকে বলা হলো যে, আমি যখন কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। তবে আমি আপনার উম্মাতকে ক্ষুধা-পিড়িত করে ধ্বংস করবো না, তাদের বিরুদ্ধে সারাবিশ্বের বিরোধী শক্তিকে একত্র করবো না। তবে তারা পরস্পরে সংঘর্ষে মশগুল হয়ে যাবে এবং একে অপরকে হত্যা করবে। আর যখন আমার উম্মাতেরা অস্ত্রধারণ করবে, তখন কিয়ামত পর্যন্ত সে তলোয়ার থামবে না। আমি আমার উম্মাতের উপরে সর্বাধিকার অধিক আশংকা করছি পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দ থেকে। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মাতের কোন কোন শ্রেণী প্রতীমা পূজায় লিপ্ত হবে। অচিরেই আমাদের কতিপয় লোক মুশরিকদের সাথে আঁতাত করবে এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ত্রিশজনের মত মিথ্যাবাদী দাজ্জালের অভ্যুদয় ঘটবে। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। আমার উম্মাতের মধ্যে একটা দল, সর্বক্ষণ সত্যের উপর বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মহান আল্লাহর চূড়ান্ত মীমাংসা (অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত) হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধাবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আবুল হাসান (র) বলেন, অতঃপর আবু আবদুল্লাহ (র) এই হাদীস বর্ণনা শেষে বললেন : কতই না ভয়াবহ এই হাদীস।

৩৯০২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجْهُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ فَتَحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ وَعَقَدَ بِيَدَيْهِ عَشْرَةَ قَالَ زَيْنَبُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

৩৯০৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র)....যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে জাগলেন, তখন তাঁর চেহারা যুবারক ছিল রক্তিমাত। তিনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই), আরবের ধ্বংস অনিবার্য, ঐ মন্দের কারণে, যা নিকটবর্তী হয়েছে। (যুলকারনাইন) নির্মিত প্রাচীর ভেঙ্গে ইয়াজুজও মাজুজ বের হয়ে পড়েছে। এ সময় তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে একটি বৃত্ত সৃষ্টি করলেন।

যায়নাব (রা) বললেন : আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাবো অথচ আমাদের মাঝে সৎলোক রয়েছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, যখন মন্দ কাজের আধিক্য ছড়িয়ে পড়বে।

৩৯০৪ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيِّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَتَكُونُ فِتْنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ.

৩৯০৪ রাশিদ ইবন সাঈদ রামলী (র)..... আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে এমন ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে যে, সকালে মানুষ মু'মিন থাকবে এবং সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাকে ইলমের বদৌলতে জীবিত রাখবেন।

৩৯০৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَآبَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيْكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَقُلْتُ أَنَا قَالَ إِنَّكَ لَجَرِيٌّ قَالَ كَيْفَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تَكْفُرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي

تَمْوُجُ كَمْوُجِ الْبَحْرِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ قَالَ لَا بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يَغْلُقَ قُلْنَا لِحَدِيثَةٍ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مِنَ الْبَابِ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةِ إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعْلَى فَهَبْنَا أَنْ يَسْأَلَهُ مِنَ الْبَابِ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ.

৩৯৫৫ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুযায়র (র)...হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা উমার (রা)-এর নিকট বসছিলাম। তখন তিনি বললেন : তোমাদের কার স্বরণ আছে ফিতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস ও রাবী হুযায়ফা (রা) বললেন, আমার জানা আছে। উমার (রা) বললেন : তুমি তো বেশ বাহাদুর। তিনি বললেন : তা হলে সে হাদীস কি ধরনের ছিল? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : মানুষ ফিতনায় পতিত হবে তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং পাড়া প্রতিবেশী দ্বারা। তবে এ সবের কাফকারা হচ্ছে--সালাত, সিয়াম, সাদাকাহ্ সংকাজের আদেশ ও অসং কাজের নিষেধ। অতঃপর উমার (রা) বললেন : আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি। বরং আমি তো সেই ফিতনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি, যা সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় উদ্বেলিত হবে। হুযায়ফা (রা) বললেন এই ফিতনা দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চান, যে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ও সেই ফিতনার মাঝখানে তো একটা বন্ধ দরজা আছে। উমার (রা) বললেন, সে দরজাটি কি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, না উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে? হুযায়ফা (রা) বললেন : না, বরং তা ভেঙ্গে দেওয়া হবে। তিনি (উমার রা) বললেন, অতঃপর তা বন্ধ করার মত যোগ্য পাত্র থাকবে না। (রাবী শাকীক বলেন :) আমরা হুযায়ফা (রা)-এর (রা)-এর কাছে জানতে চাইলাম উমার (রা) কি এই দরজা সম্পর্কে জানতেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ (তিনি তা এমনভাবে জানতেন) যেমনিভাবে আগামী কালকের দিন গত হওয়ার পর রাত আসবে বলে জানেন। আমি তাকে একখানি হাদীস বর্ণনা করেছি যা ধোঁকা ও প্রতারণামূলক ছিল না। অতঃপর আমরা এই মনে করে হুযায়ফা (রা) কে ভয় পাচ্ছিলাম যে, সে দরজাটি কে যার কারণে ফিতনা বন্ধ ছিল? আমরা মাসরুক (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ। তিনি হুযায়ফা (রা) বললেন, সে দরজাটি ছিল স্বয়ং উমার (রা)।

৩৯৫৬ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُفَيْبَةِ قَالَ اسْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ الْعَاصِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكُفَيْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ إِذْ نَزَلَ مِنْزَلًا فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِيَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جِشْرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِيهِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيَّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ مَا

يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنْ آخِرُهُمْ يُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا ثُمَّ تَجِيءُ فِتْنٌ يُرْفَقُ بِبَعْضِهَا بَعْضًا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزْحَزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْيَتَدْرِكْهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْهِ وَمَنْ بَاعَ أَمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَمِينِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِيعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يَنْزَعِهِ فَاصْطَرِبُوا عَنْقُ الْآخِرِ قَالَ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَقُلْتُ أَنْشُدْكَ اللَّهَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَلأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتَهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي.

৩৯৫৬ আবু কুরায়ব (র)... আবদুর রাহমান ইবন আবদু রাব্বুল কা'বাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আ'স (রা)-এর নিকট গেলাম। এ সময় তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং তার চতুর্দিকে লোকজন সমবেত ছিল। অতঃপর আমি তাকে বলতে শুনলাম যে, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি এক জায়গায় অবতরণ করলেন। আমাদের কতক তাবু স্থাপন করছিলেন এবং কতক তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ রপ্ত করেছিলেন। ইত্যবসরে তাঁর মুযাযযিন সালাতের জন্য আহ্বান জানালেন : সালাতের জন্য একত্রিত হও। তখন আমরা সবাই সমবেত হলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন তিনি বললেন : আমার পূর্বে এমন কোন নবী অতিবাহিত হননি, যিনি তার উম্মাতের জন্য কল্যাণকর কথা বাতলে দেননি এবং সে সব বিষয় থেকে ভয় দেখাননি যা তাদের জন্য মন্দ ও অকল্যাণকর মনে করছেন। আর তোমাদের এই উম্মাতের প্রথম অংশে রয়েছে নিরাপত্তা এবং পরবর্তী অংশে বালা মুসীবত আসতে থাকবে। অতঃপর এমন কার্যকলাপ শুরু হবে যাকে তোমরা মন্দ জ্ঞান কর। তারপর এমনভাবে ফিত্না আসতে থাকবে যে, একটা অপরাটর চাইতে হাল্কা (লঘু) বলে মনে হবে অর্থাৎ প্রথমটার চাইতে পরবর্তীটা আরও ভয়াবহ হবে। মু'মিন ব্যক্তি বলতে থাকবে হায়, আফসোসে এই বিপর্যয়ে আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর সে বিপর্যয় স্থগিত থাকবে এবং আরেকটি বিপর্যয় এসে খাড়া হবে। তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে, হায়, এর মধ্যে আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর এই বিপর্যয়ও দূরীভূত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি ভাল মনে করে যে, সে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে এবং জান্নাতে দাখিল হবে, সে যেন কোশেশ করে যে, মৃত্যুকালে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি তার যেন ঈমান থাকে এবং লোকদের সাথে তদ্রূপ আচরণ করে, যেমনটি সে নিজের জন্য পসন্দ করে। যে ব্যক্তি কোন ইমামের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে এবং অন্তরে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের বায়'আতের হাত দিয়ে দিবে, সে যেন যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় ইমামের আবির্ভাব হলে এবং সে তার (পূর্ববর্তী ইমামের) সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে এবং নিজের বায়'আত গ্রহণের কথা বলে, তাহলে পরবর্তী আগতুক ইমামের গর্দনা উড়িয়ে দাও।

রাবী আবদুর রাহমান (রা) বলেন : আমি (একথ শুনে) লোকদের ভিড় থেকে আমার মাথা বের করলাম এবং আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-কে বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে এই কথা শুনেছেন ? তিনি তার হাত দিয়ে কানের দিকে ইশারা করে বললেন : আমার দুই কান তাঁর নিকট থেকে শুনেছে এবং আমার কালব তা সংরক্ষণ করেছে।

১. بَابُ الثَّبُتِ فِي الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ : ফিতনার যুগে ইমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা

২৭০৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَيْفَ بَكُمْ وَبِزَمَانٍ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ يَغْرِبُلُ النَّاسِ فِيهِ غَرْبَةٌ وَتَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَتُهُمْ فَاخْتَلَفُوا وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالُوا كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَالَ تَأْخُذُونَ بِمَا تَعْرِفُونَ وَتَدْعُونَ مَا تَنْكُرُونَ وَتَقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِكُمْ

৩৯৫৭ হিশাম ইবন আম্মার ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)....আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের অবস্থা তখন কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে, যখন লোকেরা আটার ভূষি নিঃসরণের মত হবে এবং প্রেতাত্মার মত লোকগুলো থেকে যাবে। তাদের অস্বীকার, প্রতিশ্রুতি ও আমানত দূরীভূত হয়ে যাবে। অতঃপর তারা মতপার্থক্যে নিঃপতিত হবে। তিনি এই বলে অঙ্গুলী মুষ্টিবদ্ধ করলেন। (অর্থাৎ মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে)। সাহাবা কিরাম (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! যখন অবস্থা এরূপ হবে, তখন আমরা কি করবো? তিনি বললেন : যে সব জিনিসকে তোমরা ভাল মনে করবে তা ইখতিয়ার করবে এবং যা কিছু মন্দ জ্ঞান করবে তা পরিহার করবে। নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা ফিকির করবে, সাধারণের ভাবধারা বর্জন করবে।

২৭০৮ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ الْمُشَعَّثِ ابْنِ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ وَمَوْتًا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى يَقُومَ الْبَيْتُ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ تَصْبِرُ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ وَجُوعًا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَكَ فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى فِرَاشِكَ وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ مَا خَارَ اللَّهُ لِيْ وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْعِفَّةِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ وَقَتْلًا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تَفْرُقَ حِجَارَةَ الزَّبْتِ بِالدَّمِ قُلْتُ مَا خَارَ اللَّهُ لِيْ وَرَسُولُهُ قَالَ الْحَقُّ بِيَمْنٍ أَنْتَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَخْذُ بِسَيْفِيْ فَأَضْرِبَ بِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذَا وَلَكِنْ ادْخُلْ بَيْتَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ دَخَلَ بَيْتِيْ قَالَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَهْرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَالْقِ طَرْفَ رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ فَيَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمُكَ فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ .

৩৯৫৮ আহমাদ ইবন আবাদা (রা)...আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আবু যার! তখন তোমার কি অবস্থা হবে, যখন লোকদের উপর মৃত্যু পতিত হবে, এমনকি একটা কবরের মূল্য হবে এক গোলামের মূল্য বরাবর। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা পসন্দ করেন (অথবা বলেন : আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ সম্যক জ্ঞাত)। তিনি বললেন : সবর করবে। অতঃপর তিনি বললেন : তখন তোমার কি হাল হবে, যখন লোকেরা দুর্ভিক্ষ তাড়িত হবে? ক্ষুধার তাড়না এত প্রকট রূপ ধারণ করবে যে, তুমি তোমার মসজিদে (সালাত আদায়ের জন্য) আসবে এবং সালাত শেষে নিজের বিছানায় ফিরে আসার শক্তি হারিয়ে ফেলবে। এবং তুমি তোমার বিছানা থেকে উঠে মসজিদে যাওয়ার শক্তিও রাখবে না। তিনি বলেন : আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্যক জ্ঞাত আছেন। (অথবা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমার জন্য যা ভাল মনে করেন।) তিনি বললেন : তখন তুমি হারাম থেকে বেঁচে থাকা নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিবে (যদিও ভূখা, নাংগা থাকতে হয়)। অতঃপর তিনি বললেন : যখন গণহত্যা চলবে, এমনকি মদীনা মুনাওয়ারা রক্তে রঞ্জিত হবে, তখন তোমার কি হাল হবে? واقعة خرة حجارة الزبت দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আমি বললাম : যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পসন্দ করবেন। তিনি বললেন : তুমি যাদের সাথে আছ তারাই সত্য, মিলেমিশে থাকা। আবু যার (রা) বললেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। যারা এরূপ করবে, আমি কি তলোয়ার দ্বারা তাদের হত্যা করবো না? তিনি বললেন : তুমি যদি এরূপ কর, তাহলে বিপর্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, বরং আপন ঘরে প্রবেশ করবে। আমি বললাম : যদি তারা আমার ঘরে ঢুকে পড়ে, (তখন কি করবো)? তিনি বললেন : যদি তোমার তরবারীর ধারালো জ্যোতির ভয় হয়, তাহলে আপন চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে বসে থাকবে (এবং নিহত হয়ে যাবে)। সে হবে হত্যাকারী। সে তারও তোমার গোনাহের ভার বহন করবে এবং জাহান্নামী হয়ে যাবে।

৩৯৫৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ شَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ شَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ شَنَا أَسِيدُ بْنُ الْمُتَشَمِّسِ قَطَالُ شَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَهَرَجًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْهَرَجُ قَالَ الْقَتْلُ فَقَالَ بَعْضُ

الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَذَا
وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَمَعَنَا عُقُولُهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْزِعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ
وَيَخْلَفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لَا عُقُولَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ وَآيَمُ اللَّهِ إِنِّي لَا ظَنُّهَا
مُدْرَكْتِي وَإِيَّاكُمْ وَآيَمُ اللَّهِ مَا لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجٌ إِنْ أَدْرَكْتُنَا فِيمَا عَهْدَ الْيَنَّا
نَبِينًا ﷺ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا

৩৯৫৯ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
আমাদিগকে বললেন, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হারাজ ছড়িয়ে পড়বে। তিনি বলেন, আমি
জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ রাসূল! 'হারাজ' কি জিনিস? তিনি বললেন : হারাজ মানে কতল হত্যা,
খুন-খারাবী। অতঃপর কতক মুসলমান বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো এখনও এক বছরে এত
এত জন মুশরিক মেরে ফেলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা তো মুশরিকদের হত্যা করা নয়;
বরং তোমরা নিজেরা একে অপরকে হত্যা করবে; এমনকি এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশী চাচাতো ভাই এবং
নিকট আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করবে। তখন কাওমের কতিপয় লোক জিজ্ঞাসা করলো : হে আল্লাহর রাসূল!
সে সময় কি আমাদের বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, সেকালের অধিকাংশ
লোক হবে জ্ঞান পাপী ও বিবেক শূন্য। আর অবশিষ্ট থাকবে নির্বোধ ও মুর্থ ব্যক্তিরা, যাদের বিবেক বুদ্ধি ও
প্রজ্ঞা বলতে কিছুই থাকবে না। অতঃপর আবু মূসা আশ'আরী (রা) বললেন-ঃ আল্লাহর শপথ! আমি
ভেবেছিলাম সম্ভবত এই যুগ তোমাদের ও আমাকে স্পর্শ করবে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি এই
যুগ তোমাদের ও আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে না তুমি এর থেকে বাঁচতে পারবে; আর না আমি রক্ষা
পাবো। যেমন আমাদের নবী ﷺ আমাদের নিকট থেকে অস্বীকার নিয়েছেন যে, তোমরা সেখান থেকে
বেরিয়ে আসতে পারবে না যে যেভাবে তথায় প্রবেশ করেছিলে। (অর্থাৎ যুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বে যেমন
তোমরা বে-গোনাহ ছিলে এবং অংশ গ্রহণের পরে গোনাহগার হয়ে গেলে)।

২৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا صفوانُ بْنُ عيسى ثنا عبدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ
مُؤَدَّنُ مَسْجِدِ جُرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُدَيْسَةُ بِنْتُ أَهْبَانَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي
طَالِبٍ هَهُنَا الْبَصْرَةَ دَخَلَ عَلِيُّ أَبِي فَقَالَ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَلَا تُعِينُنِي عَلَى هَؤُلَاءِ
الْقَوْمِ قَالَ بَلَى قَالَ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ أَخْرِجِي سَيْفِي قَالَ فَأَخْرَجَتْهُ
فَمَسَلَتْ مِنْهُ قَدْرَ شِبْرٍ فَإِذَا هُوَ خَشَبٌ فَقَالَ إِنَّ خَلِيلِي وَابْنَ عَمِّكَ ﷺ عَهْدَ إِلَيَّ إِذَا

كَانَتِ الْفِتْنَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَاتَّخَذُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ فَإِنْ شِئْتُ خَرَجْتُ مَعَكَ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ وَلَا فِي سَيْفِكَ .

৩৯৬০ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (রা)..... উদারসা বিনতে উহ্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী ইবন আবী তালিব (রা) বসরায় আসেন, তখন তিনি আমার পিতার কাছে চলে আসেন। অতঃপর তিনি বলেন : হে আবু মুসলিম! তুমি কি এই কাওমের (সিরিয়াবাসীদের) বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করবে না? আবু মুসলিম বললেন : কেন করবো না, নিশ্চয়ই করবো। অতঃপর তিনি তাঁর এক দাসীকে ডাকলেন এবং বললেন : হে দাসী! আমার তরবারটি দাও। আবু মুসলিম বলেন, আমি খাপের মধ্য থেকে সেটা এক বিঘৎ বরাবর বের করলাম। দেখতে পেলাম যে, সেটা একটা কাষ্ঠখণ্ড মাত্র। আবু মুসলিম বললেন : আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তোমার চাচাতো ভাই, রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন : যখন মুসলমানদের মাঝে বিপর্যয়ের ঘনঘটা নেমে আসবে, তখন একটা কাঠের তলোয়ার বানিয়ে নিবে। এখন আপনি যদি চান তাহলে আমি সেই কাঠের তলোয়ারটি নিয়ে আপনার সাথে বের হতে পারি। তিনি (আলী (রা) বললেন : তোমার এবং তোমার তলোয়ারের কোন প্রয়োজন আমার নেই।

৩৭৬১ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُرْوَانَ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرْحَبِيلَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتْنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَكَسِّرُوا قَسِيئَكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ الْحِجَارَةَ فَإِنْ دَخَلَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنِي آدَمَ .

৩৯৬১ ইমরান ইবন মুসা লায়সী (র).... আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এমন ফিতনার সৃষ্টি হবে, যেমন ঘোর অন্ধকার রজনী। সকাল বেলা এক ব্যক্তি মু'মিন থাকবে সন্ধ্যাবেলা কাফির এবং সন্ধ্যাবেলা মু'মিন সকালবেলা কাফির। এই বিপর্যয়ের দিনে উপবেশনকারী দন্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে উত্তম। দন্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চাইতে উত্তম। পদব্রজে চলাচলকারী দ্রুত ধাবমান ব্যক্তির চাইতে উত্তম। সেই বিপর্যয়ের দিনে তীর-ধনুক ভেঙ্গে ফেলবে এবং কামানের রজ্জু কেটে ফেলবে। আর নিজেদের তরবারগুলো পাথরের উপর আঘাত করে ভোতা করে ফেলবে। যদি তোমাদের কারোর নিকট কেউ এসে পড়ে, তাহলে সে যেন আদম (আ)-এর দুইপুত্র হাবীল ও কাবীলের মধ্যে যে ভাল ছিল, সে যা করেছিল তাই করে।

৩৭৬২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ أَوْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ بْنِ جَدْعَانَ شَكَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ ابْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَاتِ بِسَيْفِكَ أَحَدًا فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقُطَعَ ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيكَ يَدُ خَاطِئَةٍ أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ فَقَدْ وَقَعَتْ وَفَعَلْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৩৯৬২ আবু বাকর ইবন আবু শায়রা (র)....আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই একটি ফিতনা-বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদ ছড়িয়ে পড়বে। তখন নিজেদের তরবারীসহ উহুদ পর্বতে আরোহন করবে এবং তার উপরে আঘাত করবে, যাতে তা ভেঙ্গে যায়। অতঃপর নিজের ঘরে বসে থাকবে, যতক্ষণ না কোন বিদ্রোহী কিংবা অনিষ্টকারী তোমাকে হত্যা করে কিংবা স্বাভাবিক পন্থায় তোমার মৃত্যু এসে যায়।

(মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ (রা) বলেন), এই ফিতনা তো এসে গেছে এবং আমি তাই করেছি, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গিয়েছেন।

১১. بَابُ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا

অনুচ্ছেদ : যখন দুইজন মুসলমান পরস্পরে অস্ত্রধারণ করবে

৩৭৬৩ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ التَّقَى بِسَيْفِهِمَا إِلَّا كَانَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ .

৩৯৬৩ সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন দুইজন মুসলমান একে অপরের বিরুদ্ধে তলোয়ার নিয়ে লড়াই করবে, তখন হত্যাকারীও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হবে।

৩৭৬৪ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَسَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِالْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ .

৩৯৬৪ আহমাদ ইবন সিনান (র)..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন দুইজন মুসলমান তলোয়ার নিয়ে পরস্পরে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী হবে। তারা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! এই তো হত্যাকারী, যে জাহান্নামে যাবে, কিন্তু নিহত ব্যক্তির অবস্থা কি? তিনি বললেন, সেও তো তার সাথীকে কতল করার ইচ্ছা করেছিল।

৩৯৬৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السَّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرْفٍ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعًا

৩৯৬৫ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুইজন মুসলমানের একজন তার ভাই এর বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করলে, তারা উভয়ই জাহান্নামের কিনারায় উপনীত হবে। অতঃপর তাদের একজন তার সাথীকে কতল করলে, তারা একত্রে জাহান্নামে দাখিল হবে।

৩৯৬৬ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ السَّدُوسِيِّ ثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ

৩৯৬৬ সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র).... আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিনে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলে সাব্যস্ত হবে, যে তার আখিরাত অপরের দুনিয়ার জন্য নষ্ট করেছে।

১২. بَابُ كَفِّ اللِّسَانِ فِي الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ : ফিতনার দিনে রসনা সংযত রাখা

৩৯৬৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زِيَادِ سَيْمِينَ كُوشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي النَّارِ اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ

৩৯৬৭ আবদুল্লাহ ইবন মু'আবিয়াহ জুমাহী (র).... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন একটা ফিতনা অনিবার্য যা সমগ্র আরবকে পরিবেষ্টন করবে। এই

ফিতনায় যারা মারা যাবে, তারা হবে জাহান্নামী। সে সময় মুখে কথা বলা, তলোয়ার দ্বারা আঘাত করার চাইতেও কঠিনতর হবে।

৩৭৬৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالْفِتْنِ فَإِنَّ اللِّسَانَ فِيهَا مِثْلُ وَقْعِ السِّيفِ .

৩৯৬৮ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ফিতনা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা তাতে রসনা তলোয়ারের আঘাতের সমতুল্য।

৩৭৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عُلُقَمَةَ بِنْتٍ وَقَاصٍ قَالَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ لَهُ شَرَفٌ فَقَالَ لَهُ عُلُقَمَةُ إِنَّ لَكَ رَحِمًا وَإِنَّ لَكَ حَقًّا وَإِنِّي رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَمْراءِ وَتَتَكَلَّمُ عَنْدَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَتَكَلَّمُ بِهِ وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُرْنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَحَدَكُمْ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ أَحَدَكُمْ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطُهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ قَالَ عُلُقَمَةُ فَاَنْظُرْ وَيَحْكُ مَاذَا تَقُولُ وَمَاذَا تَكَلَّمُ بِهِ فَرُبَّ كَلَامٍ قَدْ مَنَعَنِي أَنْ أَتَكَلَّمُ بِهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ بِلَالَ بْنِ الْحَارِثِ .

৩৯৬৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আলকামাহ ইবন ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার নিকট দিয়ে একজন শরীফ লোক যাচ্ছিলেন। আলকামাহ (রা) তাঁকে বললেন : তোমার সাথে আমার আত্মীতার সম্পর্ক আছে এবং অন্যবিধ অধিকারও আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি সে সব আমীর লোকদের কাছে যাতায়াত করছো এবং তাদের সাথে সে সব কথাবর্তা বলে বেড়াও, যা আল্লাহ তা'আলা চান। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী বিলাল ইবন হারিস মুযানী (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি এমন কথা বলে, যাতে আল্লাহর রিয়ামন্দী আছে, অথচ সে জানে না এর পরিণতি কি হবে এবং কতটা (বিনিময়) হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা এই কথার বদৌলতে কিয়ামত পর্যন্ত তার রিয়ামন্দী লিখে দেন। পক্ষান্তরে, তোমাদের কেউ যদি তার মুখ থেকে এমন

কথা বের করে, যাতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে এবং তার জানানেই যে, এই কথার পরিণতি কতদূর গড়াবে মহান আল্লাহ তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অসন্তুষ্টি লিপি বদ্ধ করেন। আলকামাহ্ (রা) বলেন, এবারে ভেবে দেখুন, আপনি কি বলছেন এবং সব কথা মুখ থেকে বের করছেন? আর আমি অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করি, কিন্তু বিলাল ইবন হারিস মুযানী (রা) এর এই হাদীস আমাকে তা থেকে বিরত রেখেছে।

৩৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الصَّنَدَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقْيِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ اسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا فَيَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

৩৯৭০ আবু ইউসুফ সাযদালানী, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ রাক্বী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টিসূচক একটি কথা বলে ফেলে এবং তাতে খারাপ কিছু মনে করে না, অথচ এই কথাটি সত্তর বছর পর্যন্ত সে জাহান্নামের গর্তে পড়তে থাকবে।

৩৭৭১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسَ كُنْتُ.

৩৯৭১ আবু বকর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরবতা অবলম্বন করে।

৩৭৭২ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَامِرِيِّ أَنَّ سَفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْثَقَفِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ قُلْ رَبِّي اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَى فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا.

৩৯৭২ আবু মারওয়ান মুহাম্মাদ ইবন উসমান উসমানী (র)..... সুফইয়ান ইবন আবদুল্লাহ সাকাকী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয় বাতলে দিন, যাকে আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারি। তিনি বললেন: তুমি বল, আল্লাহ আমার রব এবং এর উপরে তুমি প্রতিষ্ঠিত থকো। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপরে কোন জিনিসকে আপনি বেশী ভয় করেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজের জিহবা ধরলেন এবং বললেন: এইটাই।

৩৭৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ مُعَمَّرٍ
عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ
ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخُلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَظِيمًا وَانَّهُ
لَيْسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسِرُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ
وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ
الصَّوْمِ جَنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارَ الْمَاءُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي
جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَرَأَ «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ» حَتَّى بَلَغَ «جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ» ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ
إِلَّا أَخْبِرُكَ بِمَلَكَ ذَلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلَى فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ تَكْفُ عَنْكَ هَذَا قُلْتُ يَا
نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنْ لَمْؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ هَلْ يَكُوبُ النَّاسَ
عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ السِّنْتِهِمْ.

৩৯৭৩ মুহাম্মাদ ইবন আবু উমার আদানী (র) মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কোন এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। একদিন আমি অতি ভোরে তাঁর নিকটে লোম এবং এ সময় আমরা পথ চলছিলাম। তখন আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে দাখিল করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন : তুমি বড় কঠিন প্রশ্ন করলে। এই বিষয়টি তার জন্যই সহজ, যাকে আল্লাহ সহজ লভ্য করে দেন। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক করবে না, সালাত আদায় করবে, যাকাত দিবে, রামায়ান মাসের সিয়াম পালন করবে এবং বায়তুল্লাহর হাজ্জ করবে। অতঃপর তিনি বললেন : আমি তোমাকে কল্যাণের পথসমূহ বলে দিব কি ? (তাহলো :) সিয়াম ঢাল স্বরূপ, সাদাকাহ (দান খয়রাত) পাপরাশি মোচন করে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে ফেলে এবং রাতের মধ্যবর্তী সময়ে মানুষের সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদ। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ
يُنْفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

“তারা শয্যাভ্যাগ করে তাদের রবকে ডাকে আশাও আকাঙ্ক্ষায় এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি, তা থেকে তারা খরচ করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকরকী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।” (৩২ : ১৬-১৭)

অতঃপর তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সার সংক্ষেপ ও শীর্ষস্থানীয় কাজটি বলে দিব ? (তা হচ্ছে) : জিহাদ। তারপর তিনি বললেন : এই সব কাজের ভিত্তি যার উপর রচিত, সেটা কি আমি তোমাকে বলে দিব না ? আমি বললাম, জি হাঁ, (হে আল্লাহর নবী! আমাদের মুখের কথাবার্তা সম্পর্কে কি আমাদের পাকড়াও করা হবে ? তিনি বললেন : হে মু'আয! তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক! (এটা একটা প্রবাদ যা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বলা হয়) মানুষ তো তার অসংযত কথাবার্তার কারণে অধোমুখে জাহান্নামে নিষ্কিপ্ত হবে।

৩৭৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَلَامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৩৯৭৪ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)..... নবী (স) এর সহধর্মীনি উম্মু হাবীবাহ (রা) সূত্রে নবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সংকাজের আদেশ, অসংকাজের নিষেধ এবং মহান আল্লাহর যিকির ব্যতিরেকে মানুষের প্রতিটি কথা তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কোন কোন কথায় তার ফায়দা হবে না।

৩৭৭৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِي يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَمْرَانَا فَنَقُولُ الْقَوْلَ فَاذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَهُ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النِّفَاقَ.

৩৯৭৫ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু শা'সা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমার (রা) কে প্রশ্ন করা হলো যে, আমরা আমাদের শাসকদের কাছে যাতায়াত করি এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলি, (তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য); কিন্তু যখন সেখান থেকে বের হই, তখন উল্টো কথা বলি। (তোমাদের মন্দ দিকগুলো আলোচনা করি। এর পরিণতি কি হতে পারে ?) তিনি বললেন : আমরা তো রাসূলুল্লাহ -এর যামানায় এরূপ আচরণকে নিষাক মনে করতাম।

৩৭৭৬ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ شَابُورٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ.

৩৯৭৬ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ বলেছেন : মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক বাক্যালাপ পরিহার করা।

১২. بَابُ الْعَزَلَةِ

অনুচ্ছেদ : নির্জনতা অবলম্বন

৩৯৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَلَزَمٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ بَعْجَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ إِلَيْهَا يَبْتَغِي الْمَوْتَ أَوْ الْقَتْلَ مِطَانَهُ وَرَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَافِ أَوْ بَطْنٍ وَأَدَمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ يَقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ

৩৯৭৭ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : সেই ব্যক্তির জীবন ও জীবিকা উত্তম, যে তার ঘোড়ার লাগাম আল্লাহর রাস্তায় মযবুত করে আঁকড়ে ধরে এবং তার পিঠে আরোহণ করে দৌড়ায় যখন দুশমনের হুকুম শুনে অথবা মুকাবিলা করার সময় উপস্থিত হয়, তখন সেদিকে ধাবিত হয়। সর্বোপরি মৃত্যু অথবা হত্যা (শাহাদাতের) স্থান তালাশ করে। সেই ব্যক্তির জীবন ও জীবিকা ও উত্তম, যে, তার কতক ছাগল বকরী নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে, কিংবা এই উপত্যাকাসমূহের যে কোন একটি উপত্যাকায় বকরী চরায়, সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত তার রবের ইবাদত করতে থাকে, সে কেবল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা করা।

৩৯৭৮ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ رَجُلٌ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ امْرُؤٌ فِي شَعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

৩৯৭৮ হিশাম ইবন আম্মার (রা)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো : উত্তম ব্যক্তিকে ? তিনি বললেন : জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারী। সে বললো : তাপর কে ? তিনি বললেন : তারপর সে ব্যক্তি যে কোন উপত্যাকায় বসে আল্লাহর ইবাদত করে এবং মানুষকে নিজের মন্দ থেকে রক্ষা করে।

৩৯৭৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي بَسْرُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ

حُذِيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ دُعَاءُ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمُ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِالسِّنْتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَدْرِكُنِي ذَلِكَ قَالَ فَالْزَمِ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعُضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَذْرُكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ.

৩৯৭৯ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... হযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : জাহান্নামের দরজাসমূহে অনেক ঘোষক থাকবে, যারা তাদের ঘোষণায় সাড়া দিবে, তার ওদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ সব লোকদের সম্পর্কে আমাদের অবহিত করুন। তিনি বললেন : সে সব লোক আমাদের মধ্য থেকেই হবে এবং আমাদের ভাষায় কথাবার্তা কলবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আমাকে কি নির্দেশ দিবেন, যদি তারা আমাকে পায়। তিনি বললেন : তুমি মুসলমানদের জামা'আতকে অপরিহার্য করে নিবে এবং তাদের ইমামকেও। যদি জামা'আতও ইমাম কোনটাই না থাকে, যদিও তুমি বিজ্ঞ বনে স্কধার তাড়নায় বক্ষের মল খেয়ে থাক, আজীবন সেই অবস্থানেই থাকবে।

৩৯৮০ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفْرُ بَدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

৩৯৮০ আবু কুরায়ব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : অচিরেই মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা উত্তম ধেনুগর্ষ হবে কতক বকরী। তারা ফিতনা ফাসাদ থেকে তাদের দীন ও জীবন বাঁচানো খাতিরে সেগুলো নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে কিংবা বৃষ্টিপাত বর্ষিত চারণ ভূমিতে পলায়ন করবে।

৩৯৮১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمَقْدُمِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ حُذِيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَكُونُ فِتْنٌ عَلَى أَبْوَابِهَا دُعَاءُ إِلَى النَّارِ فَإِنْ تَمَوَّتْ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَذَلِ شَجَرَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ.

৩৯৮১ মুহাম্মাদ ইবন উমার ইবন আলী মুকাদ্দাসী (র).... হযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ বলেছেন : অচিরেই এমন কতক ফিতনার আবির্ভাব হবে, যার দরজার উপর

জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী থাকবে। এহেন অবস্থায় তুমি যদি কোন বৃক্ষের মূল চর্বন করতে করতে মৃত্যুবরণ করবে, তাহলে তা তোমার জন্য সে আহ্বানকারীদের ডাকে সাড়া দেওয়া থেকে শ্রেয়।

৩৭৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ .

৩৭৮২ মুহাম্মদ ইবন হারিস মিস্রী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমানদার ব্যক্তি একই সাপের গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না।

৩৭৮৩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ .

৩৭৮৩ উসমান ইবন আবু শায়বাহ (রা)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিন বান্দা একই গর্তের থেকে দুইবার দংশিত হয় না।

১৬. بَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ

অনুচ্ছেদ : সন্দেহের ক্ষেত্রে বিরত থাকা

৩৭৮৪ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى الْمَنِيرِ وَأَهْوَى بِإَصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَوْ أَنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَوْ أَنْ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَوْ أَنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَوْ هِيَ الْقَلْبُ .

৩৭৮৪ আমর ইবন রাফি' (র)..... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবন বাশীর (রা) কে মিন্ধারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি। সে সময় তিনি তার দুই আংগুল দ্বারা উভয় কানের দিকে ইশারা করে বলছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : হালাল সুস্পষ্ট, হারাম ও সুস্পষ্ট। এই দুই

এর মধ্যবর্তী কতিপয় বিষয় আছে যা সন্দেহযুক্ত। অধিকাংশ লোক এই গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান রাখে না। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বক্তুরাজি থেকে বিরত থাকলে, সে যেন তার দীন ও ইয়্যত আদরকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজ করলো সে হারামের মধ্যে পতিত হলো। যেমন রাখাল সরকারী সংরক্ষিত চারণভূমির আশে-পাশে তার পশুগুলো চরানো সময়, সেগুলো তাতে ঢুকে পড়ার আশংকা থাকে। জেনে রাখ! প্রত্যেক বাদশাহের একটি সংরক্ষিত চারণভূমি আছে। এও জেনে রাখ যে, আল্লাহর চারণভূমির পরিসীমা হচ্ছে হারাম জিনিসগুলো। সাবধান! শরীরে এক খণ্ড মাংসপিণ্ড রয়েছে। যখন সেটা ঠিক হয়ে যায়, তখন সারা শরীর ঠিক হয়ে যায়। আর যখন তা নষ্ট হয়, তখন সারা শরীর নষ্ট হয়ে যা। জেনে রাখ! তা হচ্ছে কাল্ব (দিল)।

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِبَادَةُ فِي النَّهْرِ كَهَجْرَةِ إِلَى

৩৯৮৫ হুমায়দ ইবন মাস'আদাহ (র)... মালিক ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফিতনার সময়ের ইবাদত আমার নিকট হিজরত সমতুল্য।

১০. بَابُ بَدَأِ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا

অনুচ্ছেদ : ইসলামের সূচনা অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَيُطَوَّبُ لِلْغُرَبَاءِ

৩৯৮৬ আবদুর রাহমান ইবন ইবরাহীম, ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব ও সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা ই ইসলামের সূচনা হয়েছে। অচিরেই তা অল্প সংখ্যকের মাঝে ফিরে যাবে। সুতরাং এ অল্প সংখ্যকদের জন্যই শুভ সংবাদ।

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَأَبْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ الْإِسْلَامُ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَيُطَوَّبُ لِلْغُرَبَاءِ

৩৯৮৭ হারমালাহ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয় ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছে অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা এবং অচিরেই তা অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে ফিরে যাবে। আর এ অল্প সংখ্যকদের জন্যই শুভ সংবাদ।

৩৯৮৮ সুফইয়ান ইবন ওয়াকী' (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় ইসলামের সূচনা হয়েছে অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা। অচিরেই তা ফিরে যাবে অল্প সংখ্য লোকের মাঝে। আর এ অল্প সংখ্যকদের জন্যই সুসংবাদ।

রাবী বলেন, প্রশ্ন করা হলো : এ অল্প সংখ্যক কারা ? তিনি বললেন : যাদেরকে তাদের গোত্র থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রবাসী মুসাফির ও মুহাজির সম্প্রদায়।

১৬. بَابُ مَنْ تَرْجَى لَهُ السَّلَامَةُ مِنَ الْفِتَنِ

অনুচ্ছেদ : যার জন্য ফিতনা থেকে নিরাপদে থাকা কামনা করা হয়

৩৯৮৯ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ عِيْسَى ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ قَالَ يَبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شَرُّكَ وَإِنَّ مَنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُعْرِفُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءٍ مُظْلِمَةٍ

৩৯৮৯ হারমালাহ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... উমার ইবন খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি মসজিদে নববীতে যান। সেখানে তিনি নবী ﷺ -এর রওযা মুবারকের পার্শ্বে মু'আয ইবন জাবাল (রা) কে কান্নারত অবস্থায় বসা দেখতে পান। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : কোন জিনিস তোমাকে কান্নাচ্ছে? তিনি বললেন : আমাকে এমন এক জিনিস কান্নাচ্ছে যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : সামান্যতম রিয়াও শিরক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন ওলীর সাথে দূশমনী করে

সে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন নেককার, পরহেযগার এবং গোপন বান্দাদের, যারা অদৃশ্য হয়ে গেলে কেউ তাদের তালাশ করে না। যদি তারা কোথাও উপস্থিত হয়ে, তাহলে তাদের ডাকা হয় না এবং তাদের পরিচয়ও নেওয়া হয় না। তাদের অন্তরকরণগুলো হিদায়েতের আলোক বর্তিকা সদৃশ। তারা সব ধরনের কদর্য ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে।

৩৯৯. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَّاورِدِيُّ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسُ كَابِلِ مِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً .

৩৯৯০ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের উপমা একশত উটের মত, যার মধ্যে তুমি সাওয়ারীর যোগ্য একটিও পাবে না।

১৭. بَابُ افْتِرَاقِ الْأُمَمِ

অনুচ্ছেদ : উম্মাতের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া

৩৯৯১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَتَّرَقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً .

৩৯৯১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী জাতি একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত তেহত্তরটি দলে বিভক্ত হবে।

৩৯৯২ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ الْحَمَصِيُّ ثَنَا عَبْدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَاحِدٌ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ .

৩৯৯২ আমর ইবন উসমান ইবন সাঈদ ইবন কাসীর ইবন দীনার হিমসী (র)... আউফ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী জাতি একান্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছিল তন্মধ্যে একান্তরটি দল জাহান্নামী এবং একটি দল জান্নাতী আর খ্রিস্টান জাতি বাহান্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে একান্তর দল জাহান্নামী এবং একটি দল মাত্র জান্নাতী। সেই মহান সন্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, অবশ্যই আমার উম্মত তেহান্তরটি দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি দল হবে জান্নাতী এবং বাহান্তরটি হবে জাহান্নামী। আরয করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দলটি জান্নাতী? তিনি বললেন : জামা'আত (অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত)।

৩৯৯৩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا أَبُو عَمْرٍو ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِنْ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

৩৯৯৩ হিসাব ইবন আম্মার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বানু ইসরাঈল একান্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত বাহান্তরটি দলে বিভক্ত হবে। সবাই হবে জাহান্নামী। তবে একটি দল ব্যতীত, সেটি হচ্ছে জামা'আত।

৩৯৯৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَتَتَّبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَشِبْرًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ حَبٍ لَدَخَلْتُمْ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ إِذَا

৩৯৯৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের তরীকা অনুকরণ করবে হাত বহাত এবং বিষৎ, অবশেষে তা গুঁই সাপের গর্তে ঢুকে পড়বে, তোমরাও তাতে ঢুকে পড়বে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্ববর্তীদের বুঝাতে কি ইয়াহুদী ও নাসারাদের বুঝাবে? তিনি বললেন : তবে আর কারা?

১৪. بَابُ فِتْنَةِ الْمَالِ

অনুচ্ছেদ : ধন-সম্পদের ফিতনা

৩৯৯৫ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَاتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ أَوْ خَيْرٌ هُوَ أَوْ كُلُّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبْطًا أَوْ يُلِمُّ الْأَكْلَةَ الْخَضِرَ أَكَلْتُ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ (امْتَدَّتْ) خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ فَثَلْطَبَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَكَأَلْتُ فَمَنْ يَأْخُذُ مَا لَا بِحَقِّهِ يُبَارِكْ لَهُ وَمَنْ يَأْخُذُ مَا لَا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمِثْلُهُ كَمِثْلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ .

৩৯৯৫ ইসা ইবন হাম্মাদ মিসরী (রা)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে লোকদের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ! হে লোক সকল! আমি তোমাদের উপর কোন কিছু আশংকা করি না, তবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার মোহনীয় ধন-সম্পদ থেকে যা উৎপন্ন করেন (তাতে শংকাবোধ করছি)। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো। ইয়া রাসূলুল্লাহ! উত্তম কি অধম ডেকে আনে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। অতঃপর তিনি বললেন : তুমি কি বলেছিলে? সে বললো : আমি বলেছিলাম : উত্তমের সাথে অধম থাকতে পারে কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : নিশ্চয় উত্তম উত্তমই নিয়ে আসে। অথবা তা উত্তম। নিশ্চয় বর্ষাকাল যা কিছু উৎপন্ন করে, তা পেট ভর্তি করে খেলে পশুকে মেরে ফেলে অথবা বদ হযমী সৃষ্টি করে, কিংবা মৃত্যুর কোলে পৌছায় (যখন পশু তা অধিক পরিমাণে খায়)। কিন্তু যে সব পশু খিয়ার (এক ধরনের তৃণ যা উপাদেয় নয় এবং পশুরা পেট পুরো খায় না) খায় এবং যখন তার পেটের। উভয় প্রান্ত পূর্তি হয়ে যায়, তখন সূর্যের আলোতে গমণ করে এবং রোমথন করে। যখন তা হযম হয়ে যায়, তখন আমার এসে খায়। এমনভাবে যে কেউ তার অধিকার মাফিক ধন-সম্পদ গ্রহণ করবে, তাতে তার বরকত ও কল্যাণ আসবে এবং যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মাল অর্জন করে। তার উপমা হচ্ছে সেই ব্যক্তির মত, যে খায় অথচ পরিভূক্ত হয় না।

৩৯৯৬ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رِبَاحٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷻ أَنَّهُ قَالَ إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ خَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّومِ أَوْ قَوْمٍ أَنْتُمْ قَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تَتَنَافَسُونَ ثُمَّ تَتَحَاسِدُونَ ثُمَّ تَتَدَابِرُونَ ثُمَّ تَتَبَاغِضُونَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ فَتَجْعَلُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ .

৩৯৯৬ আমর ইবন সাওয়াদ মিসুরী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আ'স (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের ধন-ভান্ডার তোমাদের করতলগত হবে, তোমরা তখন কিরূপ হবে? আবদুর রাহমান ইবন আউফ (রা) বললেন, আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা সে ভাবেই বলবো। রাসূলুল্লাহ বললেন : এ ছাড়া অন্য কিছু? তবে তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদে আপত্তি প্রকাশ করবে, পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে, একে অপরের পিছে লেগে থাকবে, পরিশেষে একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে অথবা এর অনুরূপ কাজ করবে। অতঃপর তোমরা মিস্কীন মুহাজিরদের কাছে যাবে। তাদের কতককে কতকের গর্দান মারার কাজে লাগিয়ে দিবে।

৩৯৯৭ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤْيٍ وَكَانَ شَهِيدَ يَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجَزَيْتِهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ صَالِحُ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءُ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافُوا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَاهُمْ ثُمَّ قَالَ أَظَنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ قَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْبَشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسِطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بَسِطْتُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ

৩৯৯৭ ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা মিসুরী (র)..... বানু আমির ইবন লুই-এর মিত্র ও বাদরী সাহাবী আমর ইবন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আবু উবায়দাহ ইবন জাররাহ (রা) কে বাহরাইন শহরে জিযিয়া আদায় করার জন্য পাঠান। আর নবী বাহরাইন বাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং আলা ইবন হাদরামী (রা) কে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। আবু উবায়দাহ (রা) বাহরাইনের রাজস্ব বাবদ আদায়কৃত ধন-সম্পদ নিয়ে মদীনাতে আসেন। আনসারগণ তার আগমনের কথা শুনেতে পেলেন। তারা রাসূলুল্লাহ -এর সাথে সালাতুল ফজর আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ সালাত থেকে ফারোগ হয়ে ফিরছিলেন, তখন লোকেরা তাঁর সামনে হাযির হলো। রাসূলুল্লাহ তাদের দেখে মুচকী হাসলেন। অতঃপর তিনি বললেন : আমি বুঝতে পারছি, তোমরা শুনেছো যে, আবু উবায়দাহ (রা) বাইরাইন থেকে কিছু নিয়ে এসেছেন। তারা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! জি হাঁ। তিনি বললেন :

তোমরা খোশ-খবর গ্রহণ কর এবং আশাবাদী হও সে জিনিসের প্রতি যা তোমাদের খুশী করেছে। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্রকে ভয় করি না। কিন্তু আমি আশংকা করছি যে, দুনিয়া তোমাদের জন্য প্রশস্ত হয়ে যাওয়ার, যেমন পূর্ববর্তীদের জন্য প্রশস্ত হয়েছিল। পরিশেষে, তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ করতে থাকবে যেমন তারা ঈর্ষাকাতর হয়েছিল পরস্পরে। আর তোমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে যেমন পূর্ববর্তীদের ধ্বংস ডেকে এমেছিল।

১৭. بَابُ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : নারী জাতির ফিতনা

[৩৭৭৮] حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هَلَالٍ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ التَّهْدِي عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَدْعُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

[৩৯৯৮] বিশ্ব ইবন হিলাল সাওয়াফ (র)..... উসামাহ ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি আমার ওফাতের পরে পুরুষদের জন্য নারী জাতির চাইতে অধিক ফিতনার কষ্ট আর কিছুই নয়।

[৩৭৭৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ خَارِجَةَ ابْنِ مُصْعَبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ .

[৩৯৯৯] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন সকাল হয়, তখন দুইজন ফিরিশতা ঘোষণা দেন : নারীদের কারণে পুরুষদের ধ্বংস অনিবার্য এবং পুরুষদের কারণে নারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

[৪০০০] حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا جَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ابْنِ جَدْعَانَ عَنْ أَبِي تَضَرَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ خَطِيبًا فَكَانَ فِيمَا قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلَفُكُمْ فِيهَا فَنَظِرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ .

৪০০০ ইমরান ইবন মুসা লায়সী (র)..... আবু সাঈদ (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ খুৎবার জন্য দাঁড়িয়ে যান। তিনি তাঁর খুৎবার বলেন, নিচ্ছয় দুনিয়া চির সবুজ ও সুমধুর (বনে হয়)। আর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে তোমাদেরকে খলীফা বানিয়েছেন। আর তিনি দেখছেন তোমরা কি করছো। সাবধান! দুনিয়া থাক এবং নারী জাতি থেকেও হুশিয়ার থাক।

৪০০১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مَدْرِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ مَزِينَةَ تَرْفُلُ فِي زِينَةٍ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُوَ نِسَاءكُمْ عَنْ لُبْسِ الزَّيْنَةِ وَالتَّبَخُّثِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَمْ يَلْعَنُوا حَتَّى لَبَسَ نِسَاؤُهُمُ الزَّيْنَةَ وَتَبَخَّثَرْنَ فِي الْمَسَاجِدِ

৪০০১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে বসা ছিলেন। ইত্যবসরে মুয়ায়নাহ গোত্রের একজন মহিলা তাঁর খিদমতে আসলো। সে অত্যন্ত সুসজ্জিতা ও অলংকার পরিহিতা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলো। তখন নবী ﷺ বললেন : হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের জীদের জৌলুসপূর্ণ ও শোভাবর্ধক পোশাক পরিধান করে মসজিদে আসতে নিষেধ কর। কেননা, বনী ইসরাঈলের নারীরা অলংকার ভূষিতা ও সুসজ্জিতা হয়ে মসজিদে আসার পূর্বে তাদের প্রতি লানত বর্ষিত হয়নি।

৪০০২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مَوْلَى أَبِي رَهْمٍ وَاسْمُهُ عُبَيْدُ أَنْ أبا هُرَيْرَةَ لَقِيَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ يَا أُمَّةَ الْجَبَّارِ أَيْنَ تُرِيدِينَ قَالَتْ الْمَسْجِدَ قَالَ وَلَكِ تَطْيِيبٌ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطْيِيبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ

৪০০২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার এক মহিলাকে সুগন্ধি মেখে মসজিদে আসতে দেখলেন তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহর বান্দী! তুমি কোথায় যাওয়ার মনস্থ করছো? সে বললো : মসজিদে। আবু হুরায়রা (রা) বললেন : তুমি কি সুগন্ধি ব্যবহার করছো? সে বললো : জ্বি হাঁ। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে মহিলা আতর মেখে মসজিদে গমন করে, তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ সে গোসল করে।

[৪.৩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تَكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالْدِّينِ قَالَ أَمَّا نَقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا مِنْ نَقْصَانِ الْعَقْلِ وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا مِنْ نَقْصَانِ الدِّينِ .

[৪০০৩] মুহাম্মাদ ইবন (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : হে নারী সমাজ! তেমনরা অধিক সাদাকাহ দিবে এবং অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করবে। কেননা, আমি তোমাদের অধিকাংশকে জাহান্নামের কীট হিসাবে দেখছি। তখন তাদের থেকে জনৈকা জ্ঞানী মহিলা বললো; হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কি কসূর যে, আমরা জাহান্নামে বেশী সংখ্যক হবো? তিনি বললেন : তোমরা অধিক অভিশাপ দিয়ে থাকো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। আমি তো বিবেক বুদ্ধি ও দীনের লোকসানের সাথে সাথে জ্ঞানদীও পুরুষের জ্ঞান লোপকারী হিসেবে তোমাদের চাইতে অধিকতর পটু কাউকে দেখছি না। সে মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল। বিবেক বুদ্ধি ও দীনের লোকসান কি করে হয়? তিনি বললেন : জ্ঞানের দৈন্যতার পরিচয় হচ্ছে এই যে, দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর তোমাদের দীনের ক্ষেত্রে কমতির চিহ্ন হচ্ছে এই যে, তোমরা কয়েক দিনরাত্র পর্যন্ত সালাত থেকে বিরত থাকো এবং রমযান মাসের বেশ কয়েকদিন সিয়াম পালন থেকে বঞ্চিত থাকো। এই হচ্ছে তোমাদের দীন সম্পর্কিত লোকসান।

২. بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

অনুচ্ছেদ ; ভালকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ প্রসঙ্গে

[৪.৪] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَرُّوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ .

৪০০৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : তোমরা ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে ঐ সময় আসার আগ পর্যন্ত যে, তোমরা দু'আ করলে তা কবুল করা হবে না। মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে ঐ সময় আসার আগ পর্যন্ত যে, তোমরা দু'আ করলে তা কবুল করা হবে না।

৪.০৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ» وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعْصِيَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ مَرَّةً أُخْرَى فَانْتَبَهْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

৪০০৫ আবু বাকর ইবন শায়বা (র)..... কায়স ইবন আবু হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আবু বাকর (রা) দাঁড়ালেন, তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর তায়ীফ করলেন। অতঃপর বললেন : হে লোক সকল। তোমরা তো, এই আয়াত তিলাওয়াত করে থাক :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

“ওহে বিশ্বাসীগণ। তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করো। যে ব্যক্তি গুমরাহ হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যখন তোমরা হিদায়েতের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।”

(তিনি বলেন :) এবং আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : মানুষ যখন কোন মন্দ কাজ হতে দেখে তা পরিবর্তন করার চেষ্টা না করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর ব্যাপক হারে শাস্তি অবতীর্ণ করেন।

আবু উসামাহ (র) তাঁর সনদে পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি।

৪.০৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَزِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا وَقَعَ فِيهِمُ التَّقْصُ كَانَ الرَّجُلُ يَرَى أَخَاهُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ الْغَدُ لَمْ يَمْنَعْهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَكْبَلَهُ وَشَرَّيْبَهُ وَخَلِيطَهُ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ فَقَالَ «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَتَّى بَلَغَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ، قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَكِنًا فَجَلَسَ وَقَالَ لَا حَتَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ فَنَطْرُوهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَمْلَاهُ عَلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَدِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

[৪০০৬] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু উবায়দাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যখন বানু ইসরাঈলের উপর বিপদ আসলো, তখন তাদের অবস্থা ছিল এই যে, এক ব্যক্তি তার ভাইকে পাপাচারে লিপ্ত দেখলে তাকে নিষেধ করতো। কিন্তু পরদিন তার সাথে একত্রে পানাহার করতো, মেলামেশা করতো এবং তাকে পাপকার্য থেকে বিরত রাখতো না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের একের অন্তর দ্বারা অপরকে আঘাত করেন এবং তাদের শানে এই আয়াত নাযিল হয় :

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ -

“বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা দাউদ ও মারয়াম তনয় ঈসা কর্তৃক অতিশপ্ত হয়েছিল এর কারণ ছিল এই যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যে সব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করতো না। তারা যা করতো, তা কতই না নিকৃষ্ট। তাদের অনেকেকে তুমি কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম যে কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধাবিত হয়েছেন। তাদের শাস্তি ভোগ স্থায়ী হবে। তারা আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি এবং যা তার প্রতি নাযিল হয়েছে, তাতে বিশ্বাসী হলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের অনেকেই ফাসিক।” (৫ : ৭৮-৮১)

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলান দিয়ে বসছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন : তোমরা যালিমের হাত পাকড়াও করে তাকে ইনসাফ কায়ম করতে বাধ্য না করা পর্যন্ত শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৪০০৭] حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى أَنبَانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ خَطِيبًا

فَكَانَ فِيمَا قَالَ إِلَّا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ قَالَ فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهَبْنَا .

[৪০০৭] ইমরান ইবন মূসা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন । তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : জেনে রাখ । কোন মানুষের পক্ষে সত্য কথা বলার ব্যাপারে ভয় করা উচিত নয়, যখন সে নিশ্চিতভাবে সত্যকে জানে ।

তিনি (রাবী) বলেন, এই হাদীস বর্ণনাকালে আবু সাঈদ খুদরী (রা) ত্রন্দন করেন এবং বলেন : আল্লাহর শপথ । আমরা তো কয়েকটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি ।

[৪০০৮] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ قَالَ يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ ثُمَّ لَا يَقُولُ فِيهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ النَّاسُ فَيَقُولُ فَيَأْتِي كُنْتُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى .

[৪০০৮] আবু কুরায়ব (র).... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন নিজকে হয় জ্ঞান না করে । তারা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কেউ নিজকে কি ভাবে হয় জ্ঞান করবে? তিনি বললেন : সে কোন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে অবহিত থাকবে, অথচ সত্য কথা প্রকাশ করবে না । অতঃপর কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন : অমুক ব্যাপারে এই, এই কথা বলতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিয়েছিল । সে বলবে, লোকের ভয়ভীতি । অতঃপর আল্লাহ বলবেন : তোমাকে তো আমার ব্যাপারে অধিকতর ভয় করা উচিত ছিল ।

[৪০০৯] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ لَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ .

[৪০০৯] আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে পাপকার্য সংঘটিত হয় এবং তাদের নেককার ব্যক্তির তাদের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী ও সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও তারা পাপকার্য থেকে তাদের ফিরিয়ে রাখে না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ব্যাপক শাস্তি অবতীর্ণ করেন ।

৪.১০ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَهَاجِرَةِ الْبَحْرِ قَالَ أَلَا تَحْدِثُونِي بِأَعَجِيبٍ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فَتِيَةٌ مِنْهُمْ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بَيْنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِيْنِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ فَمَرَّتْ بِفَتًى مِنْهُمْ فَجَعَلَ أَحَدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ التَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غَدْرُ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ الْكُرْسَى وَجَمَعَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَتَكَلَّمَتِ الْأَيْدَى وَالْأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقْتَ صَدَقْتَ كَيْفَ يَقْدِسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُوْخَذُ لُضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ .

৪০১০ সাঈদ ইবন সুওয়ায়েদ (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সমুদ্র-প্রথের মুহাজিরবৃন্দ (জাফর ইবন আবু তালিব ও তাঁর সফর সঙ্গীরা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এলেন, তখন তিনি বললেন : তোমরা কি আমার কাছে সেসব আশ্চর্যজনক ঘটনা ব্যক্ত করবে না, যা তোমরা হাবশার দেশে প্রত্যক্ষ করেছো? তাদের মধ্য হতে কতিপয় নওজোয়ান বললেন, জ্বি হ্যাঁ। হে আল্লাহর রাসূল! একবার আমরা সেখানে বসছিলাম, হঠাৎ তাদের পাদ্রীদের স্ত্রীদের মধ্য হতে এক বৃদ্ধ রমনী আমাদের কাছে ছিলে যাচ্ছিলেন। সে তার মাথায় এক কলসী পানি বহন করছিল। সে হাবসার এক যুবকের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিল। সেই যুবকটি তার একটি হা ত বৃদ্ধা মহিলার উভয় কাঁধের মাঝখানে রাখলো অতঃপর তাকে ধাক্কা দিল। মহিলাটি তার উভয় হাঁটুর উপর পড়ে গেল এবং তার পানির কলসীটা ভেঙ্গে গেল। সে পতিত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যুবকটির দিকে তাকাচ্ছিল। সে বললো : হে ধোঁকাবাজ। তোমার (এ কাজের পরিণতি) তুমি অচিরেই জানতে পারবে। যখন আল্লাহ তা'আলা ইনসাফের আসনে উপবিষ্ট হবেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত লোককে একত্রিত করবেন, হাত-পা (যাবতীয় অংগ প্রতংগ) তাদের দ্বারা কৃতকর্মের ফিরিস্তি পেশ করবে, তখন তুমি জানতে পারবে তোমার ও আমার অবস্থা আল্লাহর নিকট কি হবে।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বৃদ্ধা মহিলা সত্যিই বলেছে, বৃদ্ধা মহিলা সত্যিই বলেছে। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতকে কি ভাবে গোনাহ থেকে পবিত্র করবেন, যাদের সবলদের থেকে দুর্বলদের পাওনা চুকিয়ে দেওয়া না হবে?

৪.১১ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْنَبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ أَنْبَأَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

[৪০১১] কাসিম ইবন যাকারিয়া ইবন দীনার (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যালিম শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা বলাই উত্তম জিহাদ।

[৪.১২] حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ عِنْدَ الْجُمُرَةِ الْأُولَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَى الْجُمُرَةَ الثَّانِيَةَ سَأَلَهُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَمَى جُمُرَةَ الْعَقَبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِيَرْكَبَ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

[৪০১২] রাশিদ ইবন সাঈদ রামলী (র)... আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। বলেন, জামরায়ে উলা (মিনা প্রান্তরে অবস্থিত) নামক স্থানে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলো। সে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! উত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি কতক্ষণ নীরব থাকলেন। যখন তিনি দ্বিতীয় জামরায়ে কংকর নিক্ষেপ করলেন, তখন সেই ব্যক্তি একই প্রশ্ন করলো। তিনি এবারও নীরবতা অবলম্বন করলেন। যখন তিনি 'জামরায়ে আকাবাহ'-এর কংকর নিক্ষেপ করলেন এবং সাওয়ার হওয়ার জন্য কদম মুবারক রেকাবে রাখলেন, তখন বললেন : প্রশ্নকারী কোথায়? সে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাযির। তিনি বললেন : যালিম শাসকের সামনে, সত্যকথা বলাই (উত্তম জিহাদ)।

[৪.১৩] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمُنْبِرَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمُنْبِرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ وَبَدَأَتْ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ وَذَلِكَ أَوْفَى الْأَيْمَانِ.

[৪০১৩] আবু কুরাইব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খলীফা মারওয়ান ঈদের দিনে মিষ্কার সরিয়ে ফেললেন। তিনি সালাতুল ঈদের পূর্বেই খুৎবা শুরু করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বললো : হে মারওয়ান! তুমি সুন্নাহের খেলাফ করছো, একে তো তুমি আজকের দিনে মিষ্কার সরিয়ে দিয়েছো, অথচ এই দিনে তা বের করা হতো না। আর তুমি সালাতের পূর্বেই খুৎবা শুরু করে দিয়েছো, অথচ (সালাতের পূর্বে) তা শুরু করা হতো না। তখন আবু সাঈদ (রা) বললেন : এই ব্যক্তি তো তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করলো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি শরীয়াত বিরোধী কাজ হতে দেখে এবং সে তার হাত দিয়ে বদলে দিতে সক্ষম হয়, তাহলে সে যেন তা হাত দিয়ে বদলে দেয়। যদি সে এতে সক্ষম না হয়; তাহলে মুখের কথা দিয়ে (প্রতিবাদ করবে)। এতেও যদি সে সক্ষম না হয়, তাহলে সে যেন অন্তর দিয়ে তা অপসন্দ করে। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের দর্বলতর স্তর।

২১. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! আত্ম-সংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য

[৪.১৬] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ عَمْرٍو بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ آيَةُ آيَةٍ قُلْتُ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ» قَالَ سَأَلْتُ عَنْهَا خَبِيرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَلْ اتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شَحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْتَرَةً وَأَعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَارِكُ لَكَ بِهِ فَعْلَيْكَ خُوصَّةً نَفْسِكَ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرِ فَيَنْهَنُ عَلَى مِثْلِ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ .

[৪০১৪] হিশাম ইবন আম্মার (র)..... উবু উমায়্যাহ শা'বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আবু সালাবাহ খুশানী (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াত সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন : কোন আয়াত? আমি বললাম : এই আয়াত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ .

“হে মু'মিনগণ! আত্ম- সংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। যদি সংস্খ পরিচালিত হও, তবে যে পথ-ভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (৫ : ১০৫)

রাবী বলেন : আমি এ আয়াত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে। তখন তিনি বললেন : এই আয়াতের শাস্তিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে ‘আমর বিল মারুফ’ (‘ভাল কাজের আদেশ’) এর প্রয়োজন নেই মনে করে ধোঁকা খেয়ে না। বরং ‘আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার’ (‘ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ’) করতে থাকো যে পর্যন্ত না এমন যুগ আসে, যখন লোকেরা কৃপণতা অনুসরণ করবে, প্রবৃত্তির তাড়নার শিকার হবে, দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিবে এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার মতামতকে পসন্দ করবে। আর তুমি এমন কাজ হতে দেখবে যা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তোমার থাকবে না। এমন অবস্থায় বিশেষভাবে নিজের ব্যাপারে চিন্তা করবে এবং (সাধারণের চিন্তা ছেড়ে দিবে)। তোমাদের পরবর্তীতে এমন যুগ আসবে, যা হবে ধৈর্যের যুগ। সে সময় ধৈর্যধারণ করা মানে অগ্নিস্কুলিংশ হাতের মুঠোয় রাখা। যে কেউ সে সময় নেক আমল করবে, তার অনুরূপ আমলকারী পঞ্চাশ জনের সওয়াব তাকে দান করা হবে।

৪:১৫ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْخَزَاعِيِّ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غِيْلَانَ الرَّعِينِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى نَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ظَهَرَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَنَا قَالَ الْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ وَالْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ وَالْعِلْمُ فِي رَذَالَتِكُمْ قَالَ زَيْدٌ تَفْسِيرُ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعِلْمُ فِي رَذَالَتِكُمْ إِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي الْفُسَاقِ

৪০১৫ আব্বাস ইবন ওয়ালীদ দিমাশ্কী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা “আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার” (সংকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ) কখন ছেড়ে দিব? তিনি বললেন: যখন তোমাদের মাঝে সেসব বিষয় প্রকাশ পাবে, যা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের মাঝে প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পূর্বকার। উম্মত সময়ের উপর কি কি বিষয় প্রকাশ পেয়েছিল? তিনি বললেন : তোমাদের নিকৃষ্টদের হাতে রাজ ক্ষমতা চলে যাবে, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অশীল কার্যকলাপে লিপ্ত হবে এবং নরাধমদের হাতে ইলম চলে যাবে।

রাবী যারিফ বলেন : নবী ﷺ -এর বাণী والعلم فى رذالتكم اذا كان العلم فى الفساق -এর ব্যাখ্যা হলো : অর্থাৎ নরাধমদের আলিম হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে, ফাসিক ও আল্লাহদ্রোহীদের হাতে ইলম চলে যাওয়া।

৪.১৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُهُ .

৪০১৬ মুহাম্মাদ বাশ্শার (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন বান্দার নিজকে অপদস্ত করা সমীচীন নয়। লোকেরা বললো : কি ভাবে সে নিজেকে অপদস্ত করবে? তিনি বললেন: সে যে সব বাল্য-মুসীবিত সহ্য করার ক্ষমতা রাখেন না, তাতে পতিত হবে।

৪.১৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو طَوَالَةَ ثَنَا تَهَارُ الْعَبْدِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُولَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ فَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ وَفَرَّقْتُ مِنَ النَّاسِ .

৪০১৭ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, এমনকি বললেন: তুমি শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ হতে দেখে প্রতিরোধ করনি কেন? (যখন সে উত্তর দানে অসমর্থ হবে), তখন আল্লাহ তাকে তার যথাযথ উত্তর শিখিয়ে দিবেন। সে বলবে, হে আমার রব। আমি তোমার (রহমতের) প্রত্যাশী ছিলাম এবং লোকদের থেকে আলাদা থাকতাম।

২২. بَابُ الْعُقُوبَاتِ

অনুচ্ছেদ : শাস্তি প্রদান

৪.১৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ بُرَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَقْلِبْهُ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ .

৪০১৮ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। আর যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন, তখন তাকে আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন -

وَلِذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ

অর্থাৎ 'এরূপই রবের পাকড়াও, তিনি যখন কোন জনবসতিকে পাকড়াও করেন, এমতাবস্থায় যে তারা হয় অত্যাচারী'। (১১ : ১০২)

৪.১৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسُ إِذَا ابْتَلَيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تَدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَنَشَأَ فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمَكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكَمْ أَمَّتْهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ .

৪০১৯ মাহমুদ ইবন খালিদ দিমাশ্কী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে এগিয়ে আসলেন, অতঃপর তিনি বললেন: হে মুহাজিরগণ। তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তবে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি যেন তোমরা তাতে পতিত না হও। (সেই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে)ঃ যখন কোন জাতির মাঝে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে (যেমন সুদ, ঘুষ, মিনা ইত্যাদি) তখন সেখানে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিবে। তাছাড়া এমন সব ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে, যা পূর্বকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোন জাতি ওয়ন ও পরিমাপে কারচুপি করবে, তখন তাদের উপর নেমে আসবে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বাল্য- মুসীবত, যালিম শাসক গোষ্ঠি তাদের উপর নিঃপীড়ন করবে। যখন কোন জাতি তাদের ধন- সম্পদের যাকাত আদায় করে না, তখন আসমানের বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হবে। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু (গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর ঘোড়া ইত্যাদি) না থাকতো, তাহলে আর বৃষ্টিপাত হতো না। আর যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অংগীকার ভংগ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর এক দুষমনকে ক্ষততাসীন করেন, যে তাদের বংশোদ্ভূত নয় এবং সে তাদের

হাতে যা আছে, তা থেকে কেড়ে নিবে। আর যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব অনুসারে মীমাংসা করবে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে ইখতিয়ার করবে না তখন আল্লাহ তাদের পরম্পরে যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়ে দিবেন।

৪.২০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمِ ابْنِ حُرَيْثٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَارِزِ وَالْمُغْنِيَّاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ .

৪০২০ আবদুল্লাহ ইবন সাদ্দ (র) আবু মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মাতের কিছু লোক মদপান করবে এবং এর নাম রাখবে অন্য কিছু। তাদের মাথার উপরে (সামনে) বাজনা বাজানো হবে এবং গায়িকা নারীরা গান পরিবেশন করবে। আল্লাহ তা'আলা এদেরকে যমীনে ধসিয়ে দিবেন। তাদের মধ্য থেকে কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন।

৪.২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْمُنْهَالِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ قَالَ دَوَابُّ الْأَرْضِ .

৪০২১ মুহাম্মাদ ইবন সায়বাহ (র)... বারী ইবন আসিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

“আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেন এবং অভিশাপকারীরা তাদের লানত করে থাকে”-। (২ : ১৫৯)।

রাবী বলেন: অভিশম্পাতকারীদের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের জীব জানোয়ারের কথা বুঝানো হয়েছে।

৪.২২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقُ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

৪০২২ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কোন জিনিস আয় বাড়াতে পারে না, তবে নেকী অর্থাৎ সদ্‌ব্যবহার আর কোন জিনিসে তাকদীর রদ

হয় না। কিন্তু দু'আ (দু'আ তাকদীর পাশে দিতে পারে)। কখনো কখনো এক ব্যক্তি তার একটি মাত্র গুনাহের দরুন রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।

২২. بَابُ الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ

অনুচ্ছেদ : বিপদে সবর করা

৪.২২ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ وَيَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْنَعِبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا مَثَلُ يَبْتَغِي الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَافٌ أَشَدُّ بَلَاءً وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتَغَى عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ

৪০২৩ ইউসুফ ইবন হাম্মাদ আল-মানী ও ইয়াহইয়া ইবন দুরুস্তা (র)... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! কোন মানুষের পরীক্ষা সর্বপেক্ষা কঠিন? তিনি বললেন: নবীগণের। অতঃপর মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের পরবর্তীদের উপর, পরে তাদের পরবর্তীগণের উপর। বান্দাকে তার দীনের প্রকৃতি অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে তার দীনের প্রতি কঠোর হয়, তবে পরীক্ষাও ততটা কঠিন হয়। আর যদি সে তার দীনের প্রতি হালকা হয়, তাহলে সেই অনুপাতেই তাকে পরীক্ষা করা হয়। বান্দা বিপদ-আপদ দ্বারা সব সময় পরিবেষ্টিত থাকে না (অর্থাৎ মুসীবতের দরুণ তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়)।

৪.২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَاهِمٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ حَرَهُ بَيْنَ يَدَيَّ فَوْقَ اللَّحَافِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَشَدُّهَا عَلَيْكَ قَالَ إِنَّا كَذَلِكَ يَضْعَفُ لَنَا الْبَلَاءُ وَيُضْعَفُ لَنَا الْأَجْرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ الصَّالِحُونَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَبْتَغِي بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدَهُمْ إِلَّا الْعِبَاءَةَ يُحَوِّيْهَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ

৪০২৪ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র).... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম, এ সময় তিনি জুরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর দেহ মূবারকের উপর আমার হাত রাখলাম এবং গায়ের চাদরের উপর থেকেই আমার হাতে প্রচণ্ড তাপ অনুভব করলাম। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! কত কঠিন জুর আপনার। তিনি বললেন: আমাদের (নবী-রাসূলগণের) অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। আমাদেরকে দ্বিগুণ মুসীবত দেওয়া হয় এবং দ্বিগুণ পুরস্কার ও দেওয়া হয়। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোকের উপর সর্বাপেক্ষা কঠিন মুসীবত পতিত হয়? তিনি বললেন: নবীগণের উপর। আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারপর কারা? তিনি বললেন: এর পর নেককার বান্দাদের উপর। তাদের কেউ কেউ এমনভাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয় যে, শেষ পর্যন্ত তার কাছে একটি কম্বল ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাদের কেউ বালা-মুসীবতের শিকার হয়ে এত উৎফুল্ল থাকেন, যেমন তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ প্রাপ্তিতে খুশী হয়ে থাকেন।

৪.২০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

৪০২৫ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নবীদের থেকে একজন নবীর কিসসা বর্ণনা করছেন। তাঁর জাতি তাঁকে বেদম প্রহার করেছিল। তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন: হে আমার রব! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, কেননা তারা জানে না।

৪.২৬ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشُّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي وَيَرْحَمَ اللَّهُ لَوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طَوْلَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ

৪০২৬ হারমালাহ ইব্ন ইয়াহইয়া ও ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ইব্রাহীম (আ)-এর তুলনায় আমরাই অধিকতর সংশয়ের উপযুক্ত, যখন তিনি বলেছিলেন হে আমার রব। আমাকে একটু দেখান, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। তিনি (আল্লাহ) বললেন: তবে কি তুমি বিশ্বাস করো না? তিনি বললেন: ইয়া, “নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস

করি, তবে আমার হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য।” আল্লাহ লূত (আ)-এর উপর রহমাত বর্ষণ করুন। “তিনি বড় শক্তিশালী লোকের সাহায্য কামনা করছিলেন” (আপন মেহমানদের নিরাপত্তার জন্যেই তিনি এমন কি করেছিলেন)। (তিনি রাসূলুল্লাহ বলেছেন): যদি আমি ততদিন জেলখানায় থাকতাম, যতদিন ইউসুফ (আ) ছিলেন, তাহলে অবশ্যই আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম।

৪.২৭ حَدَّثَنَا ثَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمٌ أُحْدِ كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشُجَّ فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ وَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضِبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ".

৪০২৭ নাসর ইবন আলী জাহযামী ও মুহাম্মদ ও ইবন মুসান্না (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উহদের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখের সম্মুখ ভাগের চারটি দাঁতের একটি ভেঙে গিয়েছিল এবং তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছিল, তখন তাঁর চেহারার উপর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন: সেই জাতি কিভাবে মুক্তি পাবে, যারা তাদের নবীর চেহারাকে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে, অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করছিলেন। তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন: "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ"

“এই ব্যাপারে আপনার করণীয় কিছু নেই”। (৩ : ১২৮)।

৪.২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيقٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ قَدْ خَضِبَ بِالدِّمَاءِ قَدْ ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ فَعَلَ بِي هَؤُلَاءِ وَفَعَلُوا قَالَ أَتُحِبُّ أَنْ أُرِيكَ آيَةً قَالَ نَعَمْ أَرِنِي فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي قَالَ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ فَدَعَاَهَا فَجَاءَتْ تَمْشِي حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتَرْجِعْ فَقَالَ لَهَا فَرَجَعَتْ حَتَّى عَادَتْ إِلَى مَكَانِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَسْبِيَ

৪০২৮ মুহাম্মাদ ইবন তারীফ (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট আসেন, এ সময় তিনি চিন্তাযুক্ত অবস্থায় বসেছিলেন। তাঁকে রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছিল। মক্কার জনৈক অধিবাসী তাঁকে আঘাত করেছিল। জিবরাঈল (আ) বললেন: আপনার কি হয়েছে? তখন তিনি বললেন: এরা আমার সাথে এই এই আচরণ করেছেন। জিবরাঈল (আ) বললেন: আপনি কি চান

যে, আমি আপনাকে একটা নিদর্শন দেখাই? তিনি বললেন: জি হাঁ, আমাকে দেখান। অতঃপর তিনি (জিবরাঈল (আ)) উপত্যকার একটি গাছের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি বললেন: আপনি এই গাছটিকে আহবান করুন। তিনি গাছটিকে আহবান জানালেন, তখন গাছটি চলে আসলো, এমনকি তা তাঁর সামনে এসে খাড়া হলো। জিবরাঈল (আ) বললেন: একে ফিরে যেতে বলুন। তিনি তাকে বললেন: ফিরে যাও, তখন তা ফিরে গিল, এমন কি আপন জায়গায় গিয়ে তা খাড়া হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: এটাই আমার জন্য যথেষ্ট।

৪.২৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْصُوا لِي كُلُّ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّ مِائَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِائَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تَبْتَلُوا قَالَ فَاَبْتَلِينَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا مَا يُصَلِّي الْأَسْرَأَ

৪০২৯ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যারা ইসলামের কালেমার স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের সংখ্যা আমাকে জানাও। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের উপর কি আপনার সংশয় আছে? আমাদের সংখ্যা ছয়শত থেকে সাতশতের মাঝামাঝি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের জানা নেই যে, অচিরেই তোমরা বিপদ- আপদের সম্মুখীন হবে।

রাবী বলেন, অতঃপর আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম, এমনকি আমাদের কেউ কেউ গোপনে সালাত আদায় করতেন।

৪.২. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ وَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً فَقَالَ يَا جَبْرِيلُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ قَالَ هَذِهِ رِيحُ قَبْرِ الْمَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجَهَا قَالَ وَكَانَ بَدْءُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَ مَمْرُهُ بِرَاهِبٍ فِي صَوْمَعَتِهِ فَيَطْلُعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ فَيُعَلِّمُهُ الْإِسْلَامَ فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوْجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً فَعَلِمَهَا الْخَضِرُ وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعَلِّمَهُ أَحَدًا وَكَانَ لَا يَقْرُبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ زَوْجَهُ أُخْرَى فَعَلِمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعَلِّمَهُ أَحَدًا فَكَتَمَتْ أَحَدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى فَاَنْطَلَقَ هَارِبًا

حَتَّى أَتَى جَزِيرَةَ فِي الْبَحْرِ فَأَقْبَلَ رَجُلَانِ يَحْتَطِبَانِ فَرَأَاهُ فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى
الْآخَرُ وَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ فَقِيلَ وَمَنْ رَأَاهُ مَعَكَ قَالَ فَلَانُ فَسُئِلَ فَكَتَمَ وَكَانَ
فِي دِينِهِمْ أَنْ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ قَالَ فَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ الْكَاتِمَةَ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي ابْنَةً
فِرْعَوْنَ إِذْ سَقَطَ الْمَشْطُ فَقَالَتْ تَغْسِ فِرْعَوْنُ فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ
وَزَوْجٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوَّجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينِهِمَا فَأَيُّهَا فَقَالَ إِنِّي
فَاتِلُكُمَا فَقَالَ أَحْسَانًا مِنْكَ إِلَيْنَا أَنْ قَتَلْتُنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ فَفَعَلَ فَلَمَّا أُسْرِيَ
بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً فَسَالَ جَبْرِيلُ فَأَخْبَرَهُ .

৪০৩০ হিশাম ইবন আশ্বার (র)..... উবাই ইবন কা'ব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত।
তিনি মিরাজের রাতে উত্তম খোশবু পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিবরাঈল! এই পবিত্র সুগন্ধি
কিসের? তিনি বললেন: এই সুগন্ধি সেই মহিলার কবরের, (যে ফির'আউন তনয়ার) কেশ বিন্যাসকারিনী
ছিল এবং তার দুই পুত্র ও স্বামী। রাবী বলেন: তিনি কিসসাটি এভাবে শুরু করলেন: খিযির বনী ইসরাঈল
সম্প্রদায়ের অভিজাত লোকদের অন্যতম ছিলেন। তিনি এক পাদ্রীর গীর্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পাদ্রী তার
চোখের পর্দা খুলে দিলেন এবং তাখে ইসলাম সম্পর্কে তালীম দিলেন। খিযির যৌবনে পদার্পণ করলে, তার
পিতা তাঁকে এক মহিলার সাথে সাদী করিয়ে দেন। খিযির এই মহিলাকে দীনের তালীম দিলেন। তিনি তাঁর
নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছিলেন যেন কারোর কাছে তাঁর পরিচয় ফাঁস করে না দেয়। তিনি স্ত্রী লোকদের
সাহচর্যে থাকা পসন্দ করতেন না। পরিশেষে তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন। তার পিতা অন্য এক মহিলার
সাথে তাঁর শাদী করিয়ে দেন। তিনি তাঁকেও দীন শিক্ষা দিলেন। তাঁর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে,
কারোর নিকট তাঁর কথা প্রকাশ করবে না। অতঃপর এক মহিলা এই ভেদ গোপন রাখলো এবং অপরজন
প্রকাশ করে দিল। (ফির'আউন তাঁকে গ্রেফতারের পরোয়ানা জারি করলো)। তিনি দেশত্যাগ করলেন, এমন
কি শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের একটি দ্বীপে উপনীত হলেন। সেখানে দুইজন কাঠ সংগ্রহের জন্য আসলো। তারা
দুইজনে খিযিরকে দেখতে পেলো। একজন তাদের পরিচয় গোপন রাখলো, পক্ষান্তরে অন্যজন প্রকাশ করে
দিল। সে বললো, আমি খিযির (আ)-কে দেখেছি। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: তোমার সাথে তাকে
আরকে দেখেছে? বললো: অমুক। তখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে বিষয়টি গোপনই রাখলো। তাদের
দীনের বিধানে এই ছিল যে, যে মিথ্যা বলবে তাঁকে কতল করা হবে। রাবী বলেন, অতঃপর সে
গোপনকারিনী মহিলাকে বিবাহ করলো। সেই মহিলা ফির'আউন তনয়ার কেশ বিন্যাস করছিল। ইত্যবসরে
তার হাত থেকে চিরুনীটা পড়ে যায় এবং তার মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে বেরিয়ে আসে, ফির'আউনও
নিপাত যাক। ফির'আউন তনয়া এই ব্যাপারটি তার পিতাকে অবহিত করে। এই মহিলার ছিল দুই পুত্র এবং
এক স্বামী। ফির'আউন তাদের সবাইকে ডেকে পাঠালো এবং মহিলাও তার স্বামীকে তাদের দীন ছেড়ে
দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করলো। তারা উভয়ে তা অস্বীকার করলো। তখন ফির'আউন বললো: আমি

তোমাদের দুইজনকে একই কবরে দাফন করবেন। সে তাই করলো। অতঃপর যে রাতে নবী ﷺ-এর মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হলো, সে সময় তিনি খোশবু পেয়েছিলেন। অতঃপর তিনি জিব্রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে এই বিষয়ে অবহিত করেন।

৪.৩১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ عَظُمَ الْجَزَاءُ مَعَ عَظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

৪০৩১ মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: মুসীবত যতবড় হবে, প্রতিদানও তত বড় পাওয়া যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তাদের পরীক্ষা করে থাকেন। যে কেউ এতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহও তার প্রতি খুশী থাকেন। আর যে কেউ এতে নাখোশ থাকে, আল্লাহ ও তার প্রতি নাখোশ থাকেন।

৪.৩২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَوْسُفَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى إِذَاهُمْ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى إِذَاهُمْ.

৪০৩২ আলী ইবন মায়মুন রাক্বী (র)..... ইবন উমার (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'যে মু'মিন, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের নির্যাতনের উপর ধৈর্যধারণ করে। সে ঐ মু'মিন ব্যক্তির তুলনায় অধিকতার সাওয়াবের অধিকারী, যে লোকদের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের নির্যাতনের উপর সবর করে না।

৪.৩৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَقَالَ بِلْدَارٌ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ يَحِبُّ الْمَرْءَ لَا يَحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ.

৪০৩৩ মুহাম্মাদ ইবন মুসান্নাও মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তিনটি জিনিস যার মধ্যে আছে সেই ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে।

বিনদার বলেন: ঈমানের মিষ্ট স্বাদ পেয়েছে। (১) যে ব্যক্তি কারোর সাথে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই বন্ধুত্ব স্থাপন করে, (২) যে ব্যক্তির কাছে সব কিছুর চাইতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক প্রিয়। (৩) যে ব্যক্তি ঈমান আনার পরে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়ার চাইতে, অগ্নির মাঝে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিকতর প্রিয় মনে করে। যখন আল্লাহ তাকে তা থেকে রক্ষা করেন।

৪.৩৪ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَا ثَنَا رَاشِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعَتْ وَحُرِقَتْ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذُّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

৪০৩৪ হুসাইন ইবন হাসান মারওয়যী (র)..... আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আমাকে অসীম্যত করেছেন যে, আল্লাহর সংগে কিছু শরীক করবে না, যদিও তোমাকে টুকরো টুকরো করা হয়, কিংবা আগুনে ভস্মীভূত করা হয়। আর ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয সালাত ছেড়ে দিবে না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তা ছেড়ে দেয়, তার থেকে (আল্লাহর) জিন্মা উঠে যায়। আর মদ পান করবে না। কেননা, তা সমস্ত পাপ কাজের (উৎস)।

২৫. بَابُ شِدَّةِ الزَّمَانِ

অনুচ্ছেদ : যামানার কঠোরতা

৪.৩৫ حَدَّثَنَا غِيَاثُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّحْبِيُّ أَتَانَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ رَبِّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ

৪০৩৫ গিয়াস ইবন জাফর রাহবী (র)..... মু'আবিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি: দুনিয়াতে বাল্য-মুসীবত ও ফিতনা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

৪.৩৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَّامَةَ الْجُمَحِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْفَرَاتِ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ يُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ

وَيَكْذِبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيَخُونُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا
الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّفَافُهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ .

৪০৩৬ আবু বাকর ইবন শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই লোকদের উপর ধোকাবাজির বছরগুলি আসবে। সে সময় মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে এবং সত্যবাদীর উপর মিথ্যারোপ করা হবে। আমানতের খিয়ানতকারীকে আমানতদার বলা হবে এবং আমানতদার তাতে খিয়ানত করবে। বদলোকেরা নেতৃত্ব করবে। (জিজ্ঞাসা করা হলো : الرويبضة কি? তিনি বললেন : সাবধান যে লোকের দৃষ্টিতে নীচ প্রকৃতির লোক)।

৪.৩৭ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي
كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ .

৪০৩৭ ওয়াসিল ইবন আবদুল আলা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জ্ঞান। দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না এক ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে হায়! আমি যদি কবরবাসীর স্থানে থাকতে পারতাম! তার কোন দীন নেই, বালা মুসবিত ছাড়া।

৪.৩৮ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ يَغْنَى مَوْلَى مُسَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ لَتَنْتَفُونَ كَمَا يَنْتَقَى الثَّمَرُ مِنْ أَغْفَالِهِ فَلْيَذْهَبِنْ خِيَارُكُمْ وَلْيَبْقَيْنِ
شِرَارُكُمْ فَمَوْتُوا إِنْ اسْتَطَعْتُمْ .

৪০৩৮ উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের বাছাই করা হবে, যেমনিভাবে ভাল খেজুর মন্দ খেজুর থেকে আলাদা করা হয়। তোমাদের মধ্যকার ভাললোকগুলো চলে যাবে এবং মন্দলোকগুলো অবশ্যই থেকে যাবে অবশিষ্ট। যদি মরতে পার, তাহলে মরে যেতে চেষ্টা করো।

৪.৩৯ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْجَنْدِيُّ عَنْ أَبِيانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا الدُّنْيَا إِلَّا ادْبَارًا وَلَا النَّاسُ إِلَّا
شَحًّا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ .

৪০৩৯ ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র).....আনান ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দিনে দিনে কঠোরতা বেড়েই চলেবে। দুনিয়াতে অভাব-অস্টন ও দুর্ভিক্ষের আধিক্য দেখা দিবে। কৃপণ লোকদের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাবে। মন্দ প্রকৃতির লোকদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। ইসা ইবন মারযাম (আ) ব্যতিরেকে কোন মাহদী নেই।

২৫. بَابُ إِشْرَاطِ السَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ ৪ : কিয়ামাতের আলামত

৪.৪০ حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو هِشَامٍ الرَّقَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَا ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ثنا أَبُو حَاصِبٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ اصْبَعَيْهِ .

৪০৪০ হানাদ ইবন সারী ও আবু হিশাম রিফাঈ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এবং কিয়ামত এমনিভাবে প্রেরিত হয়েছি- এই বলে তিনি তাঁর দুইট আংগুলকে মিলালেন।

৪.৪১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ اطَّلَعَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَبْتَذَكُرُ السَّاعَةَ فَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتِ الدَّجَالِ وَالْدُّخَانُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .

৪০৪১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... হুযায়ফা ইবন আসীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর হজরা শরীফ থেকে আমাদের পানে উঁকি দিয়ে তাকালেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পরে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বললেন: দশটি আলামত প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না: দাঙ্জালের অভ্যুদয়, ধূয়া, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া।

৪.৪২ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي بِسْرُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو أَدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي خِيَاءٍ مِنْ أَدَمٍ فَجَلَسْتُ بِفَنَاءِ الْخِيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اُدْخُلْ يَا عَوْفُ فَقُلْتُ بِكَلِّىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكَكَ ثُمَّ قَالَ يَا عَوْفُ احْفَظْ خِلَالَ سِتَا بَيْنِ يَدَيِ السَّاعَةِ أَحَدَاهُنْ مَوْتِي قَالَ قَوِّمْتُ عَنْدَهَا وَجَمَّةٌ شَدِيدَةٌ فَقَالَ قُلْ أَحَدَى ثُمَّ فَتَحَ بَيْتَ

الْمُقَدِّسِ ثُمَّ دَاءٌ يَظْهَرُ فِيكُمْ يَسْتَشْهَدُ اللَّهُ بِهِ ذَرَارِيَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ وَيُزَكِّي بِهِ أَعْمَالَكُمْ ثُمَّ تَكُونُ الْأَمْوَالُ فِيكُمْ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيُظَلُّ سَاخِطًا وَفِتْنَةً تَكُونُ بَيْنَكُمْ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مُسْلِمٍ إِلَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ هُدْنَةٌ فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا .

[৪০৪২] আবদুর রাহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আউফ ইব্ন আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি গুথওয়ায়ে তাবুকের ময়দানে একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আমি তাবুর এক কোনায় গিয়ে বসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আউফ! ভেতরে চলে এসো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি প্রাপ্তিভাবে প্রবেশ করবো? তিনি বললেন : হাঁ, তুমি সশরীরে এসো। অতঃপর তিনি বললেন, হে আউফ! কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি আলামত প্রকাশ পাবে এগুলো স্মরণে রেখো। একটি হচ্ছে আমার ওফাত। আউফ (রা) বললেন : আমি একথা শুনে খুবই মর্মান্বিত হলাম। অতঃপর তিনি বললেন : এরপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় এরপর তোমাদের মধ্যে এমন এক মহামারী ছড়িয়ে পড়বে, যার দ্বারা আল্লাহ সমূহ পরিশুদ্ধ করবেন। এরপর তোমাদের হাতে অগাধ ধন- সম্পদ পুঞ্জীভূত হবে, এমনকি জনপ্রতি একশ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পাবে, এতও সে নাখোশ হবে। আর তোমাদের মাঝে এমন একটি ফিতনা পয়দা হবে, যা থেকে কোন মুসলমানের ঘর রেহাই পাবে না। আর তোমাদের মাঝে এমন একটি ফিতনা পয়দা হবে, যা থেকে কোন মুসলমানের ঘর রেহাই পাবে না। এর পর বানু আসফার অর্থাৎ রোমক খ্রিস্টানদের সাথে তোমাদের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। অতঃপর তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকাতলে সমবেত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। প্রত্যেক পতাকার অধীনে বার হাজার সৈন্য থাকবে।

[৪.৪২] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ثَنَا عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ .

[৪০৪৩] হিশাম ইব্ন আম্মার (র)..... হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কয়েম হবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ইমাম (নেতা) -কে হত্যা করবে, (ইমাম দ্বারা উসমান, আলী, হাসান ও হুসাইনকে বুঝানো হয়েছে)। এবং নিজেদের তরবারী দ্বারা লড়ে মরবে এবং তোমাদের মন্দ ব্যক্তির দূনিয়ার ওয়ারিস (কর্তৃত্বের মালিক) হবে।

৪.৪৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَبَانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَارِئًا لِلنَّاسِ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتِ الْحُقَاةُ الْعُرَاةُ رُءُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِجَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبَنِيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ فَتَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ الْآيَةَ .

৪০৪৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের সাথে বসা ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো: হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তিনি বললেন: জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি এর কতিপয় আলামত সম্পর্কে খবর দেব: যখন দাসী তার প্রভুকে প্রসব করবে- তখন কিয়ামতের একটি আলামত। যখন নগ্নপদ ও নগ্নদেহ বিশিষ্ট লোকেরা সমাজের নেতা হবে, তখন এটা ও কিয়ামতের আলামত। আর যখন বকরী পালের রাখালেরা সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করবে, তখন এটা ও এর একটি আলামত। (তিনি বললেন:) পাঁচটি বিষয় যা আল্লাহর ছাড়া আর কেউ-ই অবহিত নন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

“কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে। তিনি বৃষ্টিবর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেহ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কোন প্রাণী জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ে অবহিত।” (৩১ : ৩৪)।

৪.৪৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِلَّا أَحَدِيكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُو الزِّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَيَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قِيمٌ وَاحِدٌ .

৪০৪৫ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার ও মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করনো না, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি: আমার পরে সেই হাদীসখানি তোমাদের কাছে কেই বর্ণনা করবে না; আমি তারা থেকে

শুনেছি: কিয়ামতের আলামত হচ্ছে: ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে, যিনা ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, মদপান করা হবে, পুরুষদের মৃত্যু হবে এবং নারীরা জীবিত থাকবে। এমনকি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণকারী হবে একজন পুরুষ।

৪০৪৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيُقْتَلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ تِسْعَةٌ.

৪০৪৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন: ফুরাত নদীতে সোনার পাহাড় না জাগা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না এবং লোকেরা সেখানে যুদ্ধ বিগ্রহ করবে। তাদের প্রতি দশজনে নয়জন মারা যাবে।

৪০৪৭ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفِيضَ الْمَالُ وَتَظْهَرَ الْفِتْنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ثَلَاثًا.

৪০৪৭ আবু মারওয়ান উসমানী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন: ধন-সম্পদের প্রচুর্য, ফিতনা- ফাসাদ প্রকাশ ও হারাজ (حرج) এর আধিক্যতা না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। সাহাবা কিরাম (রা) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! 'হারাজ' কি? তিনি তিনবার বললেন: হত্যা, হত্যা।

২৬. بَابُ ذَهَابِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ : কুরআন ও ইল্ম উঠে যাওয়া

৪০৪৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ أَوَانٍ ذَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَتَحْنُ نَقْرًا الْقُرْآنَ وَنُقْرُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ تَكَلَّتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ أَنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقِهِ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ أَوْ لَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرُونَ التَّوْرَةَ وَالْأَنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا.

808৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... যিয়াদ ইবন লাবীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোন এক বিষয়ে আলোচনা করলেন। তারপর তিনি বললেন: এটা সে সময়কার কথা, যখন ইল্ম উঠে যাবে। আমি বললাম: হো আল্লাহর রাসূল! কিভাবে ইল্ম উঠে যাবে? অথচ আমরা কুরআন পড়ছি, তা আমাদের সন্তান সন্ততিদের পড়াচ্ছি এবং তারাও তা আমাদের ও তাদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা দিবে কিয়ামত পর্যন্ত। তিনি বললেন: হে যিয়াদ! তোমার মা তোমার জন্য বিলাপ করুক! (এ আরবদের পরিভাষা, বদ দু'আ নয়)। আমি তোমাকে মদীনার অধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানতাম। এই ইয়াহুদী ও নাসারারা কি তাড়াতাড়ি ও ইনজীল পড়ে না, কিন্তু তারা তো এ দু'টি গ্রন্থে যা আছে, তা আমল করে না?

৪.৬৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشَى الثُّوبُ حَتَّى لَا يَدْرِيَ مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيْسَرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا فَقَالَ لَهُ صَلَاةٌ مَا تَغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَعْزِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّلَاثَةِ فَقَالَ يَا صَلَاةٌ تَنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا .

808৯ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমনিভাবে কাপড়ের উপর বুনট করা ফুল পাতা পুরাতন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না, সিয়াম কি, সালাত কি, কুরবানী কি এবং সাদাকা (যাকাত) কি জিনিস? আর মহান আল্লাহর কিতাব কতিপয় দল অবশিষ্ট থাকবে তাদের মধ্যকার বৃদ্ধ- বৃদ্ধারা এই কথা বলে বেড়াবে, আমরা আমাদের প্রিতপুরুষের এই কথার উপরে পেয়েছি তারা বলতেন لا اله الا الله (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই)। সুতরাং আমরাও সেই কথা বলতে থাকবো। তখন তাকে সিলাহ বললেন: لا اله الا الله (বললে তাদের কি ফায়দা হবে? অথচ তারা জানে না সালাত কি, সিয়াম কি, কুরবানী কি, এবং সাদাকা কি? হুযায়ফা (রা) তার দিক থেকে তিন বার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সিলাহ ইবন যুফার (র) কথাটি হুযায়ফা (রা)-এর কাছে তিনবার বললেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: হে সিলাহ। এই কলিমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবে- এই কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

৪.৫০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامٌ يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزَلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرَجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ.

৪০৫০ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের পূর্বক্ষণে এমন একটা বাল আসবে, যখন ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, এবং অজ্ঞতা প্রসারিত হবে, হারাজ বৃদ্ধি পাবে। আর হারাজ হলো: হত্যা।

৪.৫১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنْزَلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرَجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ.

৪০৫১ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র).... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের পরে এমন যুগ আসবে, যখন অজ্ঞতা ছেয়ে যাবে এবং ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, আর 'হারজ' বৃদ্ধি পাবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'হারজ' কি? তিনি বললেন : 'হারজ' হলো: হত্যা আর হত্যা।

৪.৫২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ يَتَقَارَبُ الزُّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيَلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ.

৪০৫২ আবু বাকর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মারফু সনদে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যামানার সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে (বিলাস ব্যসনের দরুণ)। 'ইল্ম' হ্রাস পাবে এবং কুপণতা বিস্তৃত হবে, ফিত্না প্রকাশ পাবে, এবং হারাজ বৃদ্ধি পাবে। তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! 'হারজ' কি? তিনি বললেন: কতল বা হত্যা।

২৭. بَابُ زَهَابِ الْأَمَانَةِ

অনুচ্ছেদ : আমানত উঠে যাওয়া

৪.৫৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا

أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ قَالَ الطَّنَافِيسِيُّ يَعْنِي وَسَطَ قُلُوبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمْنَا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمْنَا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتَرْفَعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا كَأَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَنْزِعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا كَأَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجْتُهُ عَلَى رَجُلِكَ فَتَنْفِظُ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَذِيفَةَ كَفَا مِنْ حَصَى فَدَحْرَجَهُ عَلَى سَاقِهِ قَالَ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَّبَاعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يَقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فَلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا وَحَتَّى يَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَأَجْلَدَهُ وَأَظْرَفَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَى زَمَانٍ وَلَسْتُ أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ لِنَنْ كَانَ مُسْلِمًا لِيَرُدَّنِي عَلَى إِسْلَامِهِ وَلَنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لِيَرُدَّنِي عَلَى سَاعِيهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ إِلَّا فَلَانًا وَفُلَانًا .

[৪০৫৩] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করলেন, যার একটা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি এবং আমি অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি বলেছেন : আমানত লোকদের অন্তঃকরণ থেকে উঠে যাবে। তানাফেসী (র) বলেন : অর্থাৎ মানুষের অন্তরের মধ্যস্থল। অতঃপর কুরআন নাযিল হলো এবং শিক্ষা করলাম এবং সুন্নাহ থেকে ও শিক্ষা গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি আমাদের নিকট আমানত উঠে যাওয়ার অবস্থা বর্ণনা করেন। তখন তিনি বলেন: মানুষ গভীর নিদ্রায় থাকবে, তখন তার কাল্ব থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। অবশ্য তার একটা চিহ্ন বিন্দুর আকারে তার কলবে থেকে যাবে। অতঃপর সে নিদ্রায় বিভোর থাকবে, তখন তার অন্তর থেকে আমানতকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। তবে তার নিদর্শন ফোঁসকা উঠার মত রয়ে যাবে। যেমনিভাবে একটি আগুনের প্রজ্জ্বলিত শিখা পায়ে লাগিয়ে দিলে ফোঁসকা পড়ে যায়। তখন তুমি তা ফোঁসা অবস্থায় দেখতে পাবে, কিন্তু তার কিছুই নেই। অতঃপর হযায়ফা (রা) হাতের মুটি ভরে মাটি নিলেন এবং নিজের হাটুর নিচে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি বলেন : লোকেরা সকাল বেলা বায়'আত গ্রহণ করবে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই আমানতদার থাকবে না, শেষ পর্যন্ত বলা হবে যে, অমুক গোত্রে একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে: সে কতবড় জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, ভদ্র ও শরীফ, কিন্তু তার অন্তরে সরিষার দানা বরাবর ঈমানও থাকবে না। আমার উপরেই একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে। তবে তোমাদের মধ্য থেকে কারও কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণে আমার কোন পরোয়া ছিল না। যদি সে মুসলমান হয়, তাহলে তার ইসলামই তাকে অন্যায় পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। কিন্তু যদি সে ইয়াহুদী কিংবা নাসারা হয়, তাহলে তাদের চেষ্টা আরও বৃদ্ধি পাবে। তবে আজকের দিনে অমুক, অমুক ব্যক্তি ব্যতিরেকে আমি কারোর কাছে বায়'আত গ্রহণ করতে পারছি না।

৪.৫৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ أَبِي شَجْرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيئًا مُمَقَّتًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيئًا مُمَقَّتًا نَزَعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةَ فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِبًا مُخَوَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلْعَنًا فَإِذَا نَزَعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلْعَنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلْعَنًا نَزَعَتْ مِنْهُ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ .

৪০৫৪ মুহাম্মাদ ইবন মুসাফফা (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ধ্বংস করতে চান, তখন তার থেকে লজ্জা শরম কেড়ে নেন। আর যখন তিনি তার থেকে লজ্জা শরম ছিনিয়ে নেন, তখন তিনি তার উপর সর্বদা ক্রোধান্বিত থাকেন। সর্বক্ষণ তার উপরে আল্লাহর গণ্য থাকার কারণে তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হয়। আর যখন তার আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে, তখন তুমি তাকে চরম বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিত্ব আর কিছুই পাবে না। আর যখন তুমি তাকে বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছুই পাবে না, তখন তার থেকে রহমত উঠিয়ে নেওয়া হবে। আর যখন তার থেকে রহমত উঠিয়ে নেওয়া হবে, তখন তুমি তাকে একটা বিতাড়িত (শয়তান) পাবে। আর যখন তুমি তাকে অভিশপ্ত, বিতাড়িত (শয়তান) হিসাবে পাবে, তখন ইসলামের রজ্জু তার কাঁধ থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে।

২৮. بَابُ الْآيَاتِ

অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের আলামত

৪.৫৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ الْكِنَانِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ أَطَّلَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ السَّامَةَ فَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالْجَّالُ وَالْدُّخَانُ وَالْدَّابَّةُ وَيَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَخُرُوجُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَثَلَاثُ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنٍ أَبِينِ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ تَبَيَّتْ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا

৪০৫৫ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).... হযায়ফা ইবন আসীদ আবু সারীহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হজরা শরীফ থেকে বের হলেন, আর এ সময় আমরা কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পরে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বললেন: দশটি আলামত (পর্বলক্ষণ) প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, মাসীহ দাজ্জালের আবির্ভাব, ধূয়া হওয়া, দাব্বাতুল ও ইয়াজ্জ মা'জুজের আবির্ভাব। (নুহ (আ)-এর পুত্র ইয়াকুস এর বংশধরদের থেকে এই দু'টো সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে)। ইসা ইবন মারযাম (আ)-এর অবতরণ, তিনটি ভূমিধস: পূর্বাংশে ভূমিধস পাওয়া, পশ্চিম দেশে ভূমিধস হওয়া আর জাহীরাতুল আরবে ভূমিধস হওয়া। এডেনের নিম্নভূমি 'আবইয়ান' নামক স্থান থেকে এক আগুন ছড়িয়ে পড়বে, তা মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে। এই আগুন তাদের সাথে রাত্রিবাস করবে, যখন তারা (মানুষেরা) রাতে অবস্থান করবে এবং তা তাদের সাথে দ্বিপ্রহরে আরাম করবে। যখন তারা কায়লুল্লাহ করবে।

৪.৫৬ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ النَّحَارِثِ وَابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدُّخَانُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَالدَّجَالُ وَخَوِصَّةُ أَحَدِكُمْ وَأَمْرُ الْعَامَّةِ .

৪০৫৬ হারমালাহ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছয়টি জিনিস প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই নেক আমল সম্পাদনে জলদি কর: পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, ধূয়া হওয়া, দাব্বাতুল আরদা এর প্রকাশ পাওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া এবং তোমাদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ বিপদ (মৃত্যু) আসা। আর পৃথিবী কাজের ব্যস্ততা নেককাজ থেকে বিরত থাকা।

৪.৫৭ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا مَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنُ ثُمَامَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْآيَاتُ بَعْدَ الْمَائَتَيْنِ .

৪০৫৭ হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের (ছোট) আলামতসমূহ দুইশত বছর পরে প্রকাশ পাবে।

৪.৫৮ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَغْفَلٍ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَّاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمَّتِي عَلَى

خَمْسَ طَبَقَاتٍ فَرَبْعُونَ سَنَةً أَهْلُ بَرٍّ وَتَقْوَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً سَنَةً أَهْلُ تَرَاحُمٍ وَتَوَاصُلٍ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إِلَى سِتِّينَ وَمِائَةً سَنَةً أَهْلُ تَدَابُرٍ وَتَقَاطُعٍ ثُمَّ الْهَرَجُ الْهَرَجُ النَّجَا النَّجَا .

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا خَازِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَنْزِيُّ ثَنَا الْمِسْوَورُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مَعْنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمْتُي عَلَى خَمْسِ طَبَقَاتٍ كُلُّ طَبَقَةٍ أَرْبَعُونَ عَامًا فَأَمَّا طَبَقَتِي وَطَبَقَةُ أَصْحَابِي فَأَهْلُ عِلْمٍ وَإِيمَانٍ وَأَمَّا الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ فَأَهْلُ بَرٍّ وَتَقْوَى ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪০৫৮ নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উম্মাত পাঁচটি স্তরে বিভক্ত হবে: চল্লিশ বছর পর্যন্ত নেক ও মুত্তাকীরা থাকবেন। পরবর্তী একশত বিশ বছর থাকবেন সে সব লোক, যারা পারস্পরিক সহানুভূতি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখবেন। তৎপরবর্তী একশত ষাট বছর পর্যন্ত সে সব লোক অবস্থান করবে, যারা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করবে। একে অন্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। তৎপরবর্তীকালে শুধুমাত্র কতল, আর কতল বাকী থাকবে। এর থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।

নাসর ইবন আলী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মাত পাঁচটি স্তরে বিভক্ত হবে: প্রত্যেকটি স্তর চল্লিশ বছর স্থায়ী হবে। তবে আমার ও আমার সাহাবীদের দলটি (স্তরটি) হবে জ্ঞানী-গুণী ও ঈমানদারদের (দল)। আর দ্বিতীয় স্তর চল্লিশ থেকে আশি বছর পর্যন্ত নেককার ও মুত্তাকীদের যামান। অতঃপর তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনূদিত কর্তব্য করেন।

২৭. بَابُ الْخُسُوفِ

অনুচ্ছেদ : ভূমি ধস

৪.৫৭ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا بَشِيرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَسْخٌ وَخُسْفٌ وَقَذْفٌ .

৪০৫৯ নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বে মাস্খ (চেহারা বিকৃতি) খাসফ (ভূমিধস) এবং কাযফ (শিলাবৃষ্টি) হবে।

৪.৬০. حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خُسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ.

৪০৬০ আবু মুস'আব (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন: আমার শেষ যামানার উম্মাতের মাঝে ভূমিধস হবে, চেহারা বিকৃতি ঘটবে এবং শিলাবৃষ্টি হবে।

৪.৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ ثَنَا أَبُو صَخْرٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُكَ السَّلَامَ قَالَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تَقْرَأْهُ مِنِّي السَّلَامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي (فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ) مَسْخٌ وَخُسْفٌ وَقَذْفٌ وَذَلِكَ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ.

৪০৬১ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার ও মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র)..... নাকি (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবন উমার (রা)-এর কাছে এসে বলেন, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম জানিয়েছে। তিনি বললেন: আমার কাছে খবর এসেছে যে, সে দীনের মাঝে নতুন জিনিস (বিদ্'আত) উদ্ভাবন করেছে। যদি সে সত্যিই দীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে থাকে, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম দিও না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাতের মাঝে অথবা এই উম্মাতের মধ্যে চেহারা বিকৃতি, ভূমিধস ও শিলাবৃষ্টি হবে। আর তা 'আহলুল কাদর' (কাদেরিয়া-তাকদীর অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের) এর মাঝেই সংঘটিত হবে।

৪.৬২. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي أُمَّتِي خُسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ.

৪০৬২ আবু কুরায়ব (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মাতের মাঝে ঋসফ, মাসখ ও কায়ফ (চেহারা বিকৃতি, ভূমিধস ও শিলাবৃষ্টি) প্রকাশ পাবে।

৩. بَابُ جَيْشِ الْبَيْدَاءِ

অনুচ্ছেদ : 'বায়দা'-এর সেনাবাহিনী

৪.৬৩. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أُمِّیَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُولُ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّهَا

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِيَوْمُنْ هَذَا الْبَيْتِ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ وَيَتَنَادَى أَوْلَهُمْ آخِرُهُمْ فَيُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَ جَيْشُ الْحَجَّاجِ ظَنَنَّا أَنَّهُمْ هُمْ فَقَالَ رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ وَأَنَّ حَفْصَةَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৪০৬৩ হিশাম ইব্ন আশ্মার (র)..... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন: এই কা'বা ঘরের উদ্দেশ্যে একটি সেনাদল মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্যত হবে, তারা 'বায়দা' অঞ্চলে অবস্থান করবে। (যুল-হুলায়ফার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম 'বায়দা')। (তারা বায়দা প্রান্তরে আসলে) তাদের মধ্যভাগ যমীনে ধসে যাবে এবং ভূমি ধসের সময় যারা সামনে যেতে থাকবে, তারা পেছনের লোকদের আওয়াজ দিতে থাকবে, তাদেরও যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তাদের কেহ অবশিষ্ট থাকবে না। তবে একজন দূত রক্ষা পাবে, যে তাদের সম্পর্কিত সংবাদ দিবে। অতঃপর যখন হাজ্জাজের বাহিনী (আবদুল্লাহ ইব্ন যুযায়র (রা)-এর সাথে লড়াই এর নিমিত্তে মক্কা মুয়াযযামায়) আসে, তখন আম রা ধারণা করলাম, নিশ্চয় এরাই হলো তারা। তখন এক ব্যক্তি বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা হাফসা (রা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করো নি এবং হাফসা (রা) ও নবী ﷺ-এর প্রতি মিথ্যারোপ করেননি।

৪.৬৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ثنا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كَهِيلٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْمُرْهَبِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزَوْهُ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ (أَوْ بَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ) خُسِفَ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُكْرَهُ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ

৪০৬৪ আবু বাকর ইব্ন শায়বা (র)..... সাক্ষিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: লোকেরা এই কা'বা ঘরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত হবে না। এমনকি একটি সেনাদল লড়াইয়া অবতীর্ণ হবে, যারা 'বায়দা' অঞ্চল (অথবা বায়দার অন্য কোন এলাকায় উপস্থিত হবে)। তাদের অগ্রবর্তী বাহিনী এবং পশ্চাদবর্তী বাহিনী ভূমিধসে পতিত হবে। আর তাদের অধ্যবর্তী বাহিনীও রেহাই পাবে না।

আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ বল প্রয়োগের কারণে এই বাহিনীতে शामिल হয়? তিনি বললেন : কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের স্ব-স্ব নিয়্যাত অনুসারে উঠাবেন।

৪.৬৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ قَالُوا ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ

يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْجَيْشَ الَّذِي يُخَسَفُ بِهِمْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَعَلَّ فِيهِمُ الْمَكْرَهُ قَالَ إِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَاتِهِمْ .

৪০৬৫ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ, নাসর ইবন আলী আবদুল্লাহ ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ হাম্মাল (র).....

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সেই বাহিনীর কথা উল্লেখ করলেন, যাদের যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তখন উম্মে সালামা (রা) বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! সম্ভবত : সে বাহিনীতে এমন লোক ও থাকে, যাদেরকে জবরদস্তি আনা হবে? তিনি বললেন: তাদেরকে তাদের নিয়্যাত অনুসারে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে।

২১. بَابُ دَابَّةِ الْأَرْضِ

অনুচ্ছেদ : দাব্বাতুল আরদ

٤.٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَعَصَا مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعَصَا وَتَخْطِمُ أَنْفَ الْكَافِرِينَ بِالْخَاتَمِ حَتَّى أَنْ أَهْلَ الْحَوَاءِ لِيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ مَرَّةً فَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَهَذَا يَا كَافِرُ .

৪০৬৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেছেন: দাব্বাতুল আরদ-বের হবে, এবং এদের সাথে সুলায়মান ইবন দাউদের আংটি এবং মুসা ইবন ইমরান (আ)-এর লাঠি থাকবে। তারা লাঠি দিয়ে মু'মিনের চেহারা আলোকিত করবে এবং সিল মোহর দিয়ে কাফিরদের নাকে দাগ বসিয়ে দিবে। পরিশেষে, এক মহাদ্বাবাসী একত্রে জমায়েত হবে। সে বলবে: হে মু'মিন। সে বলবে: হে কাফির।

আবুল হাসান কাত্তান, ইব্রাহীম ইবন ইয়াহুইয়া মুসা ইবন ইসমাইল ও হাম্মাদ ইবন সালামা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবুল হাসান (র)এ বর্ণনা প্রসঙ্গে একবার বলেন : সে বলবে : হে মু'মিন। সে বলবে : হে কাফির।

৪.৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُنَيْجٌ ثَنَا أَبُو ثَمِيلَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَوْضِعٍ بِالْبَادِيَةِ قَرِيبٍ مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا أَرْضٌ يَابِسَةٌ حَوْلَهَا رَمْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِذَا فِئْرٌ فِي شِبْرِ قَالَ ابْنُ بُرَيْدَةَ فَجَجَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَيْنٍ فَأَرَانَا عَصًا لَهُ فَإِذَا هُوَ بِعَصَايَ هَذِهِ هَكَذَا وَهَكَذَا .

৪০৬৭ আবু গাসসান, মুহাম্মাদ ইবন আমর যুনাইজ (র)..... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মক্কার অদূরে একটি জংগলে নিয়ে গেলেন। স্থানটি ছিল শুষ্ক এবং এর চারিদিকে ছিল বালু। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এ স্থান থেকে ‘দাব্বাতুল আরদ’ বের হবে। আমি সেখানে এক বিষৎ পরিমাণ একটি চিহ্ন দেখতে পেলাম।

ইবন যুরায়দাহ (র) বললেন: এরপর আমি কয়েক বছর হায্জ পালন করি। সে সময় তিনি আমাদের একখানা লাঠি দেখান, আর লাঠিটি ছিল- এরূপ এরূপ।

৩২. بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

অনুচ্ছেদ : পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়

৪.৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ بِنْتِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ أَمِنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ .

৪০৬৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে শুনেছি: পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আর যখন তা উদ্ভূত হবে এবং লোকেরা তা দেখবে, তখন যারা যমীনের উপর থাকবে তারা ঈমান আনবে। তবে সে ঈমান আনায় কারো উপকারো আসবে না। যদি এর আগে ঈমান না এনে থাকে।

৪.৬৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَيَّانِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ الْآيَاتِ خُرُوجُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ

ضَحَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِيتَهُمَا مَا خَرَجَتْ قَبْلَ الْأُخْرَىٰ فَلَا أُخْرَىٰ مِنْهَا قَرِيبٌ قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ وَلَا أَظُنُّهَا إِلَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .

[৪০৬৯] আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের আলামত হিসাবে সর্বপ্রথম যা প্রকাশ পাবে, তা হলো- পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া এবং দিনের প্রথম ভাগে মানুষের সামনে 'দাব্বাতুল আরদ'-এর বের হওয়া।

আবদুল্লাহ (রা) বলেন: এই দুইয়ের যেটাই প্রথম প্রকাশ পাবে, দ্বিতীয়টি তার নিকটবর্তী হবে।

আবদুল্লাহ (রা) আরও বলেন: আমরা ধারণা মতে, সর্বপ্রথম পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হবে।

[৪.৭.] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ
عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرَّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ قَبْلِ
مَغْرِبِ الشَّمْسِ بَابًا مَفْتُوحًا عَرْضُهُ سَبْعُونَ سَنَةً فَلَا يَزَالُ ذَلِكَ الْبَابُ مَفْتُوحًا
لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَنْفَعِ نَفْسًا إِيْمَانُهَا
لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكْسِبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا .

[৪০৭০] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... সাফওয়ান ইবন আস্‌সাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পশ্চিম দিকে একটা খোলা দরজা রয়েছে, যার প্রস্থ সত্তর বছরের পথ। এই দরজাটি সর্বক্ষণ তাওবা করুলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, যতক্ষণ না এই দিক থেকে (পশ্চিম দিক হতে) সূর্যোদয় হবে, তখন কোন ব্যক্তির জন্যই ঈমান আনা ফলপ্রসূ হবে না, যদি সে ইতিপূর্বে ঈমান না আনে কিংবা ঈমানের সাথে নেক আমল না করে।

২২. بَابُ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَخُرُوجِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَخُرُوجِ يَاجُوجَ
وَمَاجُوجَ

অনুবাদ : দাজ্জালের ফিতনা, ইসা ইবন মারিয়ামের অবতরণ ও ইয়াজ্জ- মাজ্জের বের হওয়া

[৪.৭১.] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثنا أَبُو
مُعَاوِيَةَ ثنا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَالُ أَعْوَرُ
عَيْنِ الْيُسْرَى جُفَا الشَّعْرَ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارُ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ .

[৪০৭১] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... ছায়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাঙ্জালের ডান চোখ কানা হবে, কৌকড়ানো চুল হবে, তার সাথে জ্ঞানাত ও জাহান্নাম থাকবে। তার জাহান্নাম হবে জ্ঞানাত এবং জ্ঞানাত হবে জাহান্নাম।

[৪.৭২] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ سُبَيْعٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ حَرْيْثٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الدَّجَالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالشَّرْقِ يَقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتَّبِعُهُ أَقْوَامٌ كَانُوا وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمَطْرَقَةُ .

[৪০৭২] নাসর ইবন জাহযামী (র)..... আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, দাঙ্জাল প্রাচ্যের খোরাসান অঞ্চল থেকে বের হবে। তাদের সাথে এমন লোকজন থাকবে, যাদের মুখাবয়ব হবে ভাঁজযুক্ত। (গোল চেহারা, মাংসল কপোল যেমন তুর্কী জাতি)

[৪.৭২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ أَشَدُّ سَوْأًا مِنِّي فَقَالَ لِي مَا تَسْأَلُ عَنْهُ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ .

[৪০৭৩] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... মুঘীরাহ ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে দাঙ্জাল সম্পর্কে আমার চাইতে বেশী প্রশ্ন আর কেউ করেনি। (ইবন নুমায়র (র) এর রিওয়ায়েত অর্থাৎ 'আমার চাইতে কঠিনতর প্রশ্ন আর কেউ করেনি' উল্লেখ আছে)। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন: তুমি তার সম্পর্কে কি জানতে চাচ্ছ? আমি বললাম: লোকেরা বলাবলী করছে যে, তার সাথে না কি পানাহার সামগ্রী থাকে। তিনি বললেন: আল্লাহর পক্ষে তো তা এর চাইতে অধিক সহজ।

[৪.৭২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَصَّعِدَ الْمِنْبَرِ وَكَانَ لَا يَصْعَدُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ

عَلَى النَّاسِ فَمِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَجَالِسٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ اقْعُدُوا فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا قُمْتُ مَقَامِي هَذَا لَأَمْرٍ يَنْفَعُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ تَمِيمًا الدَّارِيَّ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي خَبْرًا مَنَعَنِي الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَرَجِ وَقَرَّةَ الْعَيْنِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَجَ نَبِيِّكُمْ إِلَّا إِنْ ابْنُ عَمٍّ لَتَمِيمٍ الدَّارِيَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ الرِّيحَ أَلْجَأَتْهُمْ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا فَقَعَدُوا فِي قَوَارِبِ السَّفِينَةِ فَخَرَجُوا فِيهَا فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ أَهْدَبَ أَسْوَدَ قَالُوا لَهُ مَا أَنْتَ قَالَ أَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوا أَخْبَرِينَا قَالَتْ مَا أَنَا بِمُخْبِرِكُمْ شَيْئًا وَلَا سَائِلَتِكُمْ وَلَكِنْ هَذَا الدَّيْرُ قَدَرُ مَقْتُمُوهُ فَاتَوْهُ فَإِنْ فِيهِ رَجُلًا بِالْأَشْوَاقِ إِلَى أَنْ تُخْبِرُوهُ وَيُخْبِرَكُمْ فَاتَوْهُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَإِذَا هُمْ بِشَيْخٍ مُوثِقٍ شَدِيدِ الْوَثَاقِ يُظْهِرُ الْحُزْنَ شَدِيدَ التَّشَكُّيِّ فَقَالَ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ قَالُوا مِنَ الشَّامِ قَالَ مَا فَعَلْتَ الْعَرَبُ قَالُوا نَحْنُ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ عَمَّ تَسْأَلُ قَالَ مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَ فَبَيْنَكُمْ قَالُوا خَيْرًا نَأْوَى قَوْمًا فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمَرَهُمُ الْيَوْمَ جَمِيعَ الْهُمَمِ وَاحِدٍ وَدَيْنَهُمْ وَاحِدٍ قَالَ مَا فَعَلْتَ عَيْنُ زُغَرٍ قَالُوا خَيْرًا يَسْقُونَ مِنْهَا زُرُوعَهُمْ وَيَسْقُونَ مِنْهَا لِسَقْيِهِمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَحْلُ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ قَالُوا يُطْعِمُ ثَمَرَهُ كُلَّ عَامٍ قَالَ فَمَا فَعَلْتَ بِحَيْرَةِ الطَّبْرِيقَةِ قَالُوا تَدْفُقُ جَنَابَتَهَا مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ قَالَ فَزَفَرَ ثَلَاثَ زَفَرَاتٍ ثُمَّ قَالَ لَوْ انْفَلَتُ مِنْ وَثَاقِي هَذَا لَمْ أَدْعُ أَرْضًا إِلَّا وَطِئْتُهَا بِرِجْلِي هَاتَيْنِ إِلَّا طَيْبَةً لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سَبِيلٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هَذَا يَنْتَهَى فَرَحِي هَذِهِ طَيْبَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا فِيهَا طَرِيقٌ ضَيِّقٌ وَلَا وَاسِعٌ وَلَا سَهْلٌ وَلَا جَبَلٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ سَيْفَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

[৪০৭৪] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করে মিস্বারে উটলেন, অথচ জুমু'আর দিন ব্যতিরেকে এর পূর্বে তিনি মিস্বারে আরোহন করতেন না। ব্যাপারটি সাহাবা কিরামের নিকট কঠিন মনে হয়। তাদের

মাঝে কেউ দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং কেউ বসে ছিলেন। তিনি নিজের হাত দিয়ে তাদের ইশারা করলেন যে, তোমরা বসে পড়ো। (তারপর বললেন:) আল্লাহর শপথ! আমি আমার এ স্থানে তোমাদের কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করা অথবা ভয় দেখাবার জন্য দাড়াইনি। তবে তামীম দারী (রা) আমার কাছে এসেছেন। তিনি আমাকে এমন একটি খবর দিয়েছেন, যার আনন্দ ও প্রশান্তি আমাকে দুপুরের কাঁয়লুলা থেকে বিরত রেখেছে। আমি তোমাদের নবীর এ খুশীর কথা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করতে পছন্দ করেছি। জেনে রাখ। তামীম দারী (রা) -এর এক চাচাতো ভাই আমাকে এ খবর দিয়েছে যে, প্রবল বায়ু তাদেরকে এমন এক দ্বীপে নেয়ে গেল, যা তারা চিনতো না। তারা জাহাজের ছোট নৌকাগুলোতে বসলো, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। হঠাৎ তারা সেখানে ঘন কৃষকেশধারী একটা কিছু দেখতে গেলো। তখন তারা তাকে প্রশ্ন করলো : তুমি কে? সে বললো: আমি গুপ্তচর, (আমি দাজ্জালের গোয়েন্দা)। তারা বললো : আমাদেরকে তার সম্পর্কে কিছু তথ্য দাও। সে বললো : আমি তোমাদের নিকট কোন খবর সরবরাহ করবো না এবং তোমাদের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞেস করবো না। তবে তোমরা ঐ দূরে ইবাদতখানায় যেতে পেরো, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছে। তারপর তারা সেখানে গেল। কেননা সেখানে এক ব্যক্তি রয়েছে, যে তোমাদের সাথে কথা বলতে খুবই আগ্রহী আর্থীং তোমাদের কাছে প্রশ্ন করতে এবং তোমাদের তথ্য সরবরাহ করতে অত্যন্ত আগ্রহী। তারপর তারা সেখানে গেল এবং তার নিকট উপস্থিত হলো। তারা সেখানে অতি বৃদ্ধ জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পেলো। সে বয়সের ভারে কাঁপছিল। সে তার দৃষ্ণ -দুর্দশাও চিন্তার প্রকাশ করলো, সে তাদেরকে বললো: তোমরা কোথা থেকে এসেছো? তারা বললো : শাম সিরিয়া থেকে। সে বললো : আরবেরা কি করছে? তারা বললো : আমরা তো আর লোক, যাদের কাছে তুমি প্রশ্ন করছো? সে বললো : এই ব্যক্তি কি করেছে যে তোমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছে? (অর্থীং সর্বশেষ নবী সা)। তারা বললো: ভাল কাজ করেছে। তিনি কাণ্ডমের অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাদের উপরে সাহায্য করেছেন। আজ তারা একই মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের ইলাহ এক এবং দীনও এক। সে বললো: যুগার নহরের খবর কি? (শাম দেশের একটি গ্রামের নাম।) তারা বললো: ভালই আছে। লোকেরা সেখানে থেকে খেত খামারে পানি সিঞ্চন করে এবং সেখান থেকে খাবার পানিও সংগ্রহ করে। সে বললো: আশ্মান ও বায়সানের (সিরিয়ার দু'টি শহর) মধ্যবর্তী খেজুর বাগানের কি অবস্থা? তারা বললো: প্রতি বছর সেই বাগানে প্রচুর ফল ধরে। অতঃপর সে তাবরিয়্যার জলাশয়ের অবস্থা কি? তারা বললো, তার উভয় তীর বেয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। রাবী বলেন : এতে সে তিনটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর বললো : যদি আমি আমার এই বন্ধীদশা থেকে মুক্তি পাই, তাহলে তাইয়োবাহ (মদীনা মুনাওয়রা) ব্যতিরেকে সর্বত্র আমার এ দু'পায়ে বিচরণ করতাম; কিন্তু সেখানে প্রবেশ করার ক্ষমতা আমার নেই। নবী ﷺ বললেন : এই কারণেই আমি অধিক আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়েছি। সেই সন্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, এই সেই পবিত্র শহর। মদীনার গলিপথ হোক, কিংবা রাজপথ, নরম স্থান হোক কিংবা কংকরময় স্থান সর্বত্রই একজন ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত উলংগ তলোয়ার হাতে মোতায়ন রয়েছে।

৪.৭৫ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
 يَزِيدَ ابْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ نَفِيرٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ
 النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَالَ الْغَدَاةَ فَخَفَضَ
 فِيهِ وَرَفَعَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رَحْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَرَفَ
 ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَالَ الْغَدَاةَ فَحَقَّقْتَ
 فِيهِ ثُمَّ رَفَعْتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَالِ أَخَوْفُنِي عَلَيْكُمْ
 أَنْ يُخْرَجَ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَاجِبُهُ دُونَكُمْ وَأَنْ يُخْرَجَ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَاْمُرُوا حَاجِبَ
 نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَائِمَةٌ كَأَنِّي أَشَبُّهُ
 بَعْبِدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ فَمَنْ رَأَاهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ يُخْرَجُ
 مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا ، يَا عِبَادَ اللَّهِ اثْبُتُوا قُلْنَا
 يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لُبُّهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمُ كَسَنَةِ وَيَوْمُ كَشْهَرِ
 وَيَوْمُ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةُ
 تَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةَ يَوْمٍ قَالَ فَاقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ قَالَ قُلْنَا فَمَا اسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ
 قَالَ كَالْفَيْثِ اسْتَدْبَرْتَهُ الرِّيحُ قَالَ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ
 وَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَيَسْمُطِرُ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَنْ تُنْثِبَ فَتَنْثِبُ
 وَتَرْوَحَ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرَى وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ
 يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرْضَوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمَحِلِينَ مَا
 بَأْيَدِيهِمْ شَيْءٌ ثُمَّ يَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكَ فَيَنْطَلِقُ فَتَتَّبِعُهُ
 كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيْبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً
 فَيَقْطَعُهُ جَزَلَتَيْنِ رَمِيَةِ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيَقْبِلُ يَتَهَلَّلُ وَجْهَهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُمْ
 كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ
 بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَأَضِعَا كَفِيَّهُ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَلَكَيْنِ إِذَا طَاطَا رَأْسَهُ قَطَرٌ وَإِذَا رَفَعَهُ
 يَنْحَدِرُ مِنْهُ جَمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ وَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي

حَيْثُ يَنْتَهَى طَرَفُهُ فَيَنْطَلِقُ حَتَّى يَدْرِكَهُ عِنْدَ بَابٍ لَدِيٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى قَوْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ فَيَمْسَحُ وُجُوهُهُمْ وَيَحْدِثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ وَأَخْرَجْتُ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ "مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ" فَيَمْرُؤُا وَأَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ الطَّبْرِيةِ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا ثُمَّ يَمْرُؤُا آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ فِي هَذَا مَاءٌ مَرَّةً وَيَحْضَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ التَّغْفَافَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْنِصِحُونَ فَرَسَى كَمَوْتَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَيَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُونَ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا قَدْ مَلَأَهُ زَهْمُهُمْ وَنَقْنَقُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ فَيَرْغَبُونَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا لَا يَكُنُ مِنْهُ بَيْتٌ مَدْرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُهُ حَتَّى يَتْرُكَهُ كَالزَّلَاقَةِ ثُمَّ يَقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْبِئِي ثَمْرَتَكَ وَرَدِّئِي بَرَكَتَكَ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَانَةِ فَتُشْبِعُهُمْ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْقِهَا وَيُبَارِكُ اللَّهُ فِي الرُّسُلِ حَتَّى إِنَّ اللَّفْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ تَكْفِي الْفَيْئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّفْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ تَكْفِي الْقَبِيلَةَ وَاللَّفْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ تَكْفِي الْفَخْذَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُ تَحْتَ أِبْطَاهِمُ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَا تَتَهَارَجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهِمْ تَقَوْمُ السَّاعَةِ .

৪০৭৫ হিশাম ইব্ন আশ্বার (র)..... নাওয়াস ইব্ন সাম'আন কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা সকাল বেলা দাজ্জালের প্রসংগ আলোচনা করেন। তিনি কণ্ঠস্বর উচ্চ-নীচ করে তার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, সে এই খেজুর বাগানেই আছে। অতঃপর আমরা যখন সন্ধ্যায় তাঁর নিকট উপস্থিত হই, তখন তিনি আমাদের মাঝে দাজ্জালের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। তিনি বললেন : তোমাদের অবস্থা কি? আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সকালে আমাদের সামনে দাজ্জালের ঘটনা উল্লেখ করেছেন, আর আপনি সেখানে আপনার কণ্ঠস্বর উচ্চ-নীচ করে তার

বর্ণনা দিয়েছেন। এমন কি আমরা ধারণা করলাম যে, সে এই খেজুর বাগানের আড়ালেই অবস্থান করছে। তিনি বললেন : দাজ্জাল ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও আমি তোমাদের নিয়ে শংকিত। যদি সে বের হয় এমতাবস্থায় যে, আমি তোমাদের মাঝে অবস্থান করি, তাহলে আমি তোমাদের পক্ষে তার বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করবো। আর যদি সে এমন সময় বের হয়, যখন আমি তোমাদের মাঝে থাকবো না, তখন প্রত্যেককে নিজের পক্ষ হতে যুক্তি পেশ করতে হবে। আমার অবর্তমানে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ নেগাহবান। নিশ্চয় সে (দাজ্জাল) হবে নওজোয়ান, তার কেশদাম হবে ঘন কৃষ্ণবর্ণের, তার চক্ষু হবে খাড়া। আমি যেন তাকে আবদুল উয্য়া ইবন কাতানের সাদৃশ্য মনে করছি। তোমাদের যে কেউ তাকে দেখবে, সে যেন তার বিরুদ্ধে সূরা কাহফের প্রথম দিকের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। নিশ্চয় সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী 'খাল্লাফ' নামক রাস্তা থেকে বের হবে। অতঃপর সে ডানে- বামে বিপর্যয় ছড়িয়ে দিবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ঈমানের উপরে দৃঢ়ভাবে কায়ম থাকবে। আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! সে কতদিন পর্যন্ত যমীনে অবস্থান করবে? তিনি বললেন : চল্লিশ দিন। তবে এই দিনগুলোর কোনটি হবে এক বছরের সমান, কোনটি হবে এক মাসের সমান, কোনটি হবে এক সপ্তাহের সমান। অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তোমাদের দিনগুলোর মতই। আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! যে দিনটি হবে এক বছরের সমান, সেদিন কি আমাদের এক দিনের সালাত যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন : অনুমান করে সালাত আদায় করতে হবে। রাবী বলেন : আমরা বললাম : (হে আল্লাহর রাসূল!) সে যমীনে কতটা দ্রুততার সাথে বিচরণ করবে? তিনি বললেন : মেঘমালার মত, বাতাস তার পেছনে থাকবে। রাবী বলেন : সে এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদের ডাকবে। তারা তার ডাকে সাড়া দিবে এবং তার উপরে ঈমান আনবে। অতঃপর সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ করবে, তখন আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করবে। সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের আদেশ দিবে এবং যমীন তা উৎপাদন করবে। তাদের বাহনগুলি সন্ধ্যাবেলা তাদের নিকট এ অবস্থায় ফিরে আসবে যে, সেগুলোর ঝুটি হবে খুবই উঁচু, এবং স্তন থাকবে দুধে পরিপূর্ণ, এবং দেহের দু'পাশ হবে মাংসল। এরপর সে অপর এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদেরকে আহ্বান জানাবে। কিন্তু তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করবে। তখন সে তাদের কাছ থেকে ফিরে আসবে। তাদের দেশ দূর্ভিক্ষ কবলিত হবে এবং তাদের হাতে কিছুই থাকবে না। এরপর সে এক বিধস্ত স্থানের নিকট দিয়ে গমন করবে এবং তাকে বলবে, তোমার গুপ্তধন বের করে দাও। তখন সে চলতে থাকবে এবং গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার ও অনুসরণ করবে, যেমন মধুমক্ষিকা মৌচাকের সাথে থাকে। অতঃপর সে এক হুট-পুট যুবককে ডাক দিবে এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে জোরে আঘাত করবে এবং তাকে দুই টুকরো করে ফেলবে। প্রত্যেকটি টুকরো দুই ধনুকের ব্যবধানে চলে যাবে। অতঃপর তাকে ডাকবে। ডাকামাত্র সে জীবিত হয়ে তার কাছে আসবে। তার চেহারা হবে উজ্জ্বল ও চমকপ্রদ সর্বোপরি হাস্যময়। যা হোক, দাজ্জাল ও অন্যান্য লোকেরা এই অস্থিরতার মধ্যে থাকবে। এ সময় আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবন মারইয়াম (আ)-কে পাঠাবেন। তিনি জর্দা রং এর দু'টো কাপড় পরিধান করে দামেশকের পূর্বপ্রান্তে দুইজন ফেরেশতার কাঁধে দু'হাত রেখে গুড মিনারে অবতরণ করবেন। যখন তিনি তাঁর মাথা নিচের দিকে ঝুঁকাবেন, তখন (তাঁর চেহারা থেকে) ঘাম বের হবে, এবং যখন তিনি তাঁর মাথা উচু করবে, তখন মুক্তাদানার মত ঘামের বিন্দুগুলো ঝরতে থাকবে। আর যে সব কাফির তাঁর নিঃশ্বাসের গন্ধ পাবে, তারা তৎক্ষণাৎ মরে যাবে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রভাব তাঁর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত

হবে। অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হতে থাকবেন, এমন কি তিনি 'লুদ' নামক ফটকের নিকট দাঙ্গালকে পাবেন। (লুদ সিরিয়ার একটি পাহাড়ের নাম। কেউ কেউ বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি গ্রামের নাম)। তখন তিনি তাকে কতল করবেন। এরপর আল্লাহর নবী ঈসা (আ) এমন কাওমের কাছে যাবেন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা (দাঙ্গালের অনিষ্ট ও ফিতনা থেকে) রক্ষা করেছেন। তিনি তাদের চেহারা হাত বুলালেন এবং তিনি জান্নাতে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করবেন। লোকেরা যখন এ অবস্থায় থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট ওহী পাঠাবেন, হে ঈসা! আমি আমার এমন বান্দাদের বের করেছি, যাদের সাথে কেউ লড়াই করতে সক্ষম হবে না। তুমি আমার বান্দাদের তুর পাহাড়ে একত্রিত কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজ্জ ও মাজ্জদের পাঠাবেন। তারা হবে এমন, যেমন ... আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "তারা প্রত্যেক উঁচু জমি থেকে ছুটে আসবে।" এদের প্রথম দল তারাবিয়া নামক ছোট সাগরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তার সমুদয় পানি পান করে ফেলবে। এর পর তাদের পরবর্তী দল অতিক্রম করবে, তখন তারা বলবে : কোন কালে এতে পানি ছিল।

আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সংগীগণ উপস্থিত হবেন। শেষ পর্যন্ত একটি বলদের মাথা তাদের একজনের জন্য তোমাদের আজকের দিনের একশত স্বর্ণ মুদ্রার চাইতেও দামী বলে বিবেচিত হবে। তারপর আল্লাহর নবী ঈসা (আ) এবং তাঁর সাথীগণ আল্লাহর নিকট দু'আ করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের (ইয়াজ্জ-মাজ্জ-এর) গর্দানে ফোঁড়া সৃষ্টি করবেন যাতে পোকা-মাকড় থাকবে। তারা পরদিন সকালে সবাই মরে যাবে, যেমন কোন এক ব্যক্তি মারা যায়। তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আ) এবং তাঁর সংগীগণ অবতরণ করবেন এবং অর্ধ হাত স্থান ও তারা খালি পাবে না, বরং তা পরিপূর্ণ থাকবে ওদের চর্বি, গন্ধ ও রক্তে। এরপর তারা মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করবেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কতিপয় পাখি পাঠাবেন, যাদের ঘাড় হবে বুখ্ত এলাকার উটের মত। ওরা তাদের মৃতদেহগুলো উঠিয়ে নিয়ে যাবে এবং আল্লাহ যেখানে চাইবেন সেখানে নিক্ষেপ করবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। মাটি কিংবা বালু নির্মিত কোন ঘরই এই পানি হতে রক্ষা পাবে না। এই পানি ওদের সকলকে ধুয়ে মুছে আয়নার মত সফ করে দেবে। এরপর যমীনকে বলা হবে : এবার তুমি তোমার ফলমূল উৎপন্ন কর এবং তোমার বরকত ফিরিয়ে দাও। সে সময় কতিপয় লোকেরা তৃপ্তিভরে ডালিম ভক্ষণ করবে এবং এর খোসা দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করবে। আল্লাহ তা'আলা দুধে বরকত দিবেন, এমনকি একটি দুধেল উষ্ট্রী কয়েক জামা'আত লোকের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুধেল গাভী একটি গোত্রের লোকদের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুধেল বকরী একটি ক্ষুদ্র গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। তারা যখন এ অবস্থায় থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি নির্মল বায়ু পাঠাবেন। এই বাতাস তাদের বগলের নিচে প্রভাব ফেলবে এবং প্রত্যেক মুসলিমের জান-কবয় করে নিবে। তখন অবশিষ্ট নর-নারী গাধার মত প্রকাশ্যে সংগমে লিপ্ত হবে। তাদের উপর কিয়ামত সংগটিত হবে।

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَى ٤.٧٦

بْنِ جَابِرٍ الطَّائِي حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ

النَّوَّاسُ بْنُ سَمْعَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيُوقَدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيٍّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَنَشَابِهِمْ وَاتْرَسَتْهُمْ سَبْعَ سِنِينَ .

[৪০৭৬] হিশাম ইবন আয্মার (র)..... নাওয়াস ইবন সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানেরা ইয়াযুয ও মাজুজ-এর সামান তীর ধনুক বর্শাফলক এবং ঢালসমূহ সাত বছর ব্যাপী ভক্ষীভূত করতে থাকবে।

[৪.৭৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الشَّيْبَانِيِّ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّثَنَا عَنْ الدَّجَالِ وَحَدَّثَنَا عَنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ مِنْذُ ذَرَأَ اللَّهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ اعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ وَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَتَيْكُمْ فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنْ يَخْرُجُ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجٌ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَيَعِثُ يَمِينًا وَيَعِثُ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّبِعُوا فَإِنِّي سَأَصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا إِلَّا هُ نَبِيٌّ قَبْلِي إِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُولُ أَنَا نَبِيٌّ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي ثُمَّ يَنْتَنِي فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ وَلَا تَرَوْنِ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا وَإِنَّهُ أَعُورٌ وَإِنْ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرُؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ وَإِنْ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ فَمَنْ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَعِثْ بِاللَّهِ وَلْيَقْرَأْ قَوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُونُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتْ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِنْ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِأَعْرَابِيٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَتِمَّمُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَقُولَانِ يَا بَنِيَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ وَإِنْ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يُسَلِّطَ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَيَقْتُلَهَا وَيَنْشُرَهَا بِالْمِنْشَارِ حَتَّى يُلْقَى شِقَّتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا فَإِنِّي أَبْعَثُهُ الْآنَ

ثُمَّ يَزْعُمُ أَنْ لَهُ رَبًّا غَيْرِي فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ وَأَنْتَ عَدُوُّ اللَّهِ أَنْتَ الدَّجَالُ وَاللَّهُ مَا كُنْتُ بَعْدَ أَشَدِّ بَصِيرَةٍ بِكَ مِنْنِي الْيَوْمَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّنَافِيسِيُّ فَحَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ .

قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَاللَّهُ مَا كُنَّا نَرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ قَالَ الْمُحَارِبِيُّ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ وَأَنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فْتُمْطِرُ وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فتنبت وَأَنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْحَيِّ فَيَكْذِبُونَهُ فَلَا تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ إِلَّا هَلَكَتْ وَأَنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْحَيِّ فَيَصْدَقُونَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فْتُمْطِرُ وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فتنبت حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيَهُمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنُ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمُهُ وَأَمَدُهُ خَوَاصِرُ وَأَدْرَهُ ضُرُوعًا وَأَنَّهُ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا وَطْنُهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَا يَأْتِيهِمَا مِنْ نَقَبٍ مِنْ نِقَابِهِمَا إِلَّا لَقِيَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّيُوفِ صَلَتهُ حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الظُّرَيْبِ الْأَحْمَرِ عِنْدَ مُنْقَطَعِ السَّبْخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَتَنْفِي الْخَبِيثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبِيثَ الْحَدِيدِ وَيَدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْخَلَاصِ .

فَقَالَتْ أُمُّ شَرِيكِ بِنْتُ أَبِي الْعَكْرِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ الْعَرَبَ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ وَجُلَّهُمْ بَبْنِتِ الْمَقْدِسِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّيُ بِهِمُ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدَّمَ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أَقِيمَتْ فَيُصَلِّيُ بِهِمْ إِمَامُهُمْ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ افْتَحُوا الْبَابَ فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَالُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُودِيٍّ كُلُّهُمْ دُوٌّ سَيْفٌ مُحَلَّى وَسَاجٍ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ

فِي الْمَاءِ وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا وَيَقُولُ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ الْبَلَدِ الشَّرْقِيِّ فَيَقْتُلُهُ فَيَهْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِي إِلَّا انْطَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ لَا حَجَرَ وَلَا شَجَرَ وَلَا حَائِطَ وَلَا دَابَّةَ إِلَّا الْغَرَقَدَةُ فَاتَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لَا تَنْطِقُ إِلَّا قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُلْهُ .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً السَّنَةُ كَنَصْفِ السَّنَةِ وَالسَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَّةِ يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ فَلَا يَبْلُغُ بَابَهَا الْآخِرَ حَتَّى يُمْسِيَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الْقَصَارِ قَالَ تَقْدُرُونَ فِيهَا الصَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الطُّوَالِ ثُمَّ صَلُّوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَكُونُ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أُمْتِي حَكَمًا عَدْلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا يَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَذْبَحُ الْخَنَزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَتْرَكَ الصَّدَقَةَ فَلَا يُسْعَى عَلَى شَاةٍ وَلَا بَعِيرٍ وَتَرْفَعُ الشُّحُنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَتَنْزَعُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ حَتَّى يَدْخُلَ الْوَلِيدُ يَدُهُ فِي الْحَيَّةِ فَلَا تَضُرُّهُ وَتَفِرُّ الْوَلِيدَةُ الْأَسَدَ فَلَا يَضُرُّهَا وَيَكُونُ الذُّبُّ فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا وَتَمْلَأُ الْأَرْضُ مِنَ السَّلَامِ كَمَا يَمْلَأُ الْإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَتَسْلُبُ قُرَيْشُ مُلْكَهَا وَتَكُونُ الْأَرْضُ كَفَاتُورِ الْفِضَّةِ تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ آدَمَ حَتَّى يَجْتَمَعَ النَّفَرُ عَلَى الْقُطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعُهُمْ وَيَجْتَمِعَ الذَّقَرُ عَلَى الرُّمَانَةِ فَتُشْبِعُهُمْ وَيَكُونُ الثَّوَرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ وَتَكُونُ الْفَرَسُ بِالدَّرِيهِمَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسُ قَالَ لَا تُرْكَبُ لِحَرْبٍ أَبَدًا قِيلَ لَهُ فَمَا يُغْلَى الثَّوَرُ قَالَ تُحْرَثُ الْأَرْضُ كُلُّهَا وَإِنْ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَالِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ شَدَادٍ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جَوْعٌ شَدِيدٌ يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسَ ثُلُثَ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فِي الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسَ ثُلُثِي مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسَ ثُلُثِي نَبَاتِهَا ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ

فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحَبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلَا تَقْطُرُ قَطْرَةً وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ خَضِرَاءَ فَلَا تَبْقَى ذَاتُ ظَلْفٍ إِلَّا هَلَكَتْ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ قِيلَ فَمَا يُعِيشُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ قَالَ التَّهْلِيلُ وَالتَّكْيِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَيَجْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطَّعَامِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيَّ يَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَى الْمُؤَدِّبِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الصَّبِيَّانِ فِي الْكُتَابِ .

৪০৭৭ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)..... আবু উমামাহ বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর অধিকাংশ ভাষণে যা তিনি আমাদের সামনে দিলেন, তা ছিল দাজ্জালের প্রসংগে। তিনি আমাদের সঙ্গকে তার সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করলেন। এ পর্যায়ে তিনি বললেন : যখন থেকে আল্লাহ আদম সন্তানকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে দাজ্জালের ফিতনার চাইতে আর কোন বড় ফিতনা যমীনে সংঘটিত হয়নি। নিশ্চয় আল্লাহ কোন নবী পাঠাননি, যিনি তার উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখাননি। আর আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সবশেষ উম্মাত। সে অবশ্যই তোমাদের মাঝে প্রকাশ পাবে। আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান থাকাকালীন সময়ে যদি সে বের হয়, তাহলে আমি প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করবো। আর যদি সে আমার পরে বের হয়, তাহলে প্রত্যেককে নিজের পক্ষে দলীল পেশ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমের উপর নেগাহবান। নিশ্চয় সিরিয়া ও ইরাকের 'খুল্লাহ' নামক স্থান থেকে বের হবে। আর সে তার ডান ও বামে সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ঈমানের উপর দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেননা, আমি তোমাদের নিকট তার এমন সব অবস্থা বর্ণনা করবো, যা আমার পূর্বে কোন নবী তার উম্মাতের কাছে বলেননি। প্রথমে সে বলবে যে, আমি নবী এবং আমার পরে কোন নবী নেই। এরপর সে দাবী করে বলবে, আমি তোমাদের রব! অথবা তোমরা তোমাদের প্রভুকে মরার পূর্বে দেখবে না। সে হবে কানা। আর তোমাদের রব তো কানা নন! আর তার দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) লেখা থাকবে 'কাফির'। এই লেখাটি প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিই পড়তে পারবে, সে লেখা পড়া জানুক বা নিরক্ষর হোক। তার ফিতনা হবে এই যে, তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তবে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত, এবং তার জান্নাত হবে জাহান্নাম। সুতরাং যে কেউ তার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, সে যেন আল্লাহর কাছে পানাহ চায় এবং সূরা কাহফ-এর প্রথমার্শ তিলাওয়াত করে। তখন সেই জাহান্নাম তার জন্য ঠান্ডা-শান্তিময় স্থানে পরিণত হবে। যে হয়েছিল আগুন ইব্রাহীম (আ)-এর উপর।

দাজ্জালের অন্যতম এক ফিতনা হবে এই যে, সে এক বেদুইনকে বলবে : যদি আমি তোমার জন্য তোমার পিতামাতাকে জীবিত করতে পারি, তবে কি তুমি এরূপ সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় আমি তোমার রব! তখন সে বলবে : হ্যাঁ, তখন তার জন্য (দাজ্জালের নির্দেশে) দুইটি শয়তান তার পিতা ও মাতার আকৃতি ধারণ করবে। তারা বলবে : হে বৎস! তার অনুগত্য কর। নিশ্চয় সে তোমার রব।

দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হবে এই যে, সে জনৈক ব্যক্তিকে পরাভূত করে তাকে হত্যা করবে, এমন কি তাকে করাতে দিয়ে দু'টুকরো করে নিক্ষেপ করবে। এরপর সে বলবে : তোমরা আমার এই বান্দার দিকে লক্ষ্য কর, আমি একে এখনই জীবিত করছি। এরপরও কি কেউ বলবে যে, আমি ব্যতীত অন্য কেউ তার রব আছেন? এরপর আল্লাহ তা'আলা সে লোকটিকে জীবিত করবেন। তখন (দাজ্জাল) খবিস তাকে বলবে : তোমার রব কে? সে বলবে : আমার রব আল্লাহ। আর তুই তো আল্লাহর দুষমন। তুই তো দাজ্জাল! আল্লাহর শপথ! আজ আমি তোমার সম্পর্কে ভাল করে বুঝতে পারছি যে, (তুই-ই দাজ্জাল)

আবুল হাসান তানফিসী (র).... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই ব্যক্তির মর্যাদা জান্নাতে আমার উম্মাতের মধ্যে বুলন্দ হবে।

রাবী বলেন, আবু সাঈদ (রা) বলেছেন : আল্লাহ শপথ! আমরা ধারণা করছি যে, এই ব্যক্তি উম্মার ইবন খাত্তাব (রা)-ই হবে। এমন কি তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

মুহারিবী (র) বলেন, এরপর আমরা আবু রা'ফি (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস আলোচনা করবো। তিনি বলেন, দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হবে এই যে, সে আসমানকে বৃষ্টিপাতের জন্য নির্দেশ দিবে, তখনই বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হবে। সে যমীনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিবে, তখন সেও ফসলাদি উদগত করবে। দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হবে এই যে, সে একটি গোত্রের কাছে যাবে। তখন তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে। ফলে তাদের গৃহপালিত পশু ধ্বংস হয়ে যাবে। দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হবে এই যে, আরেকটি গোত্রের কাছে যাবে। তারা তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। তখন সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দিবে, তখন বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতপর সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের নির্দেশ দিবে, তখন যমীন তা উদগত করবে। যমীন এমনভাবে ফসলাদি ও ঘাস তৃণ লতাপাতা উদগত করবে যে, এমনকি তাদের গৃহ-পালিত পশুগুলো সেদিন সন্ধ্যায় অত্যন্ত মোটা-তাজা, এবং উদরপূর্তি করে দুধে স্তন ফুলিয়ে ফিরে আসবে। অবস্থা এই হবে যে, দুনিয়ার কোন ভূখণ্ড বাকী থাকবে না, যেখানে দাজ্জাল গমন না করবে এবং তা তার পদানত হচ্ছে। তবে মক্কা মোয়াযযমা ও মদীনা মুনাওয়ারা ব্যতীত (অর্থাৎ এই দুই শহরে সে প্রবেশ করতে পারবে না)। এই দুই শহরের প্রবেশ দ্বারে উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে ফেরেশতা মোতায়েন থাকবেন। এমন কি সে একটি ছোট লাল পাহাড়ের কিনট অবতরণ করবে, যা হবে তৃণলতা শূন্য স্থানের শেষ ভাগ। এরপর মদীনা তার অধিবাসীদের সহ তিনবার প্রকম্পিত হবে। ফলে মুনাফিক পুরুষ ও মহিলারা মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে মিলিত হবে। এরূপে মদীনা তার ভেতরকার ময়লা বিদূরীত করবে, যেমন নিভাবে লোহার মরিচা হাপর দূর করে। সে দিনের নাম হবে 'নাজাত দিবস'।

অতঃপর উম্মু শারীক বিনতে আবুল আকর (রা) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আরবের লোকেরা সেদিন কোথায় থাকবে? তিনি বলেন : সেদিন তাদের সংখ্যা হবে খুবই নগন্য। তাদের অধিকাংশ (সিমানদার) বান্দা সে সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করবেন। তাদের ইমাম হবেন একজন নেককার ব্যক্তি। এমতাবস্থায় একদিন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করবেন। সে সময় ঈসা ইবন মারইয়াম (আ) সকাল বেলা (আকাশ থেকে) অবতরণ করবেন। তখন উক্ত ইমাম (তাকে দেখে) পেছন

দিকে হটবেন, যাতে ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) সামনে অগ্রসর হয়ে লোকদের সালাতে ইমামতি করতে পারেন। তখন ঈসা (আ) তাঁর হাতে উক্ত ইমামের দু'কাধের উপর রাখবেন এবং তাঁকে বলবেন : আপনি সামনে যান এবং সালাতে ইমামতি করুন। কেননা, এই সালাত আপনার জন্যই কায়েম হয়েছিল। (অর্থাৎ আপনার ইমামতির নিয়্যাত করা হয়েছিল)।

তখন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে সালাত আদায় করবেন। যখন তিনি সালাত শেষ করবেন, তখন ঈসা (আ) বলবেন : দরজা খুলে দাও। তখন দরজা খুলে দেয়া হবে। আর দরজার পেছনে থাকবে দাজ্জাল। তার সাথে থাকবে সত্তর হাজার ইয়াহুদী। এদের প্রত্যেকের কাছে তলোয়ার থাকবে, যা হবে কারুকার্যখচিত এবং থাকবে চাদরে আবৃত। যখন দাজ্জাল তাঁকে (ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) কে) দেখবে, তখনই সে বিগলিত হয়ে যাবে, যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। সে পালাতে থাকবে। তখন ঈসা (আ) বলবেন : তোর প্রতি আমার একটি আঘাত আছে। এর থেকে বাঁচবার তোর কোন উপায় নেই। পরিশেষে তিনি তাঁকে 'বাবে লুদের' পূর্ব দিকে পাবেন এবং তাকে কতল করে ফেলবেন। আর আল্লাহ ইয়াহুদীদের পরাভূত করবেন। তখন ইয়াহুদীরা আল্লাহর সৃষ্ট যে কোন জিনিষের আড়ালে আশ্রয়গোপন করে থাকুক না কেন, সে বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা বাকশক্তি দান করবেন, চাই তা পাথর হোক, গাছপালা হোক, প্রাচীন হোক অথবা জানোয়ার। তবে একটি গাছ হবে ভিন্নতর, যার নাম হবে (গারকাদাহ) এটা এক ধরনের কাটায়ুক্ত বৃক্ষ। একে ইয়াহুদীদের গাছ বলা হয়, সে কথা বলবে না); তবে সে বলবে : হে আল্লাহর মুসলিম বান্দা। এই তো ইয়াহুদী। তুমি এসো এবং একে হত্যা কর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাজ্জালের সময় হবে চল্লিশ বছর। তবে তার এক বছর হবে অর্ধ বছরের সমান। আরেক বছর হবে- এক মাসের সমান এবং এক মাস এক সপ্তাহের বরাবর হবে। তার শেষ দিনগুলো এমন ভয়াবহ হবে, যেমন অগ্নিস্কুলিং বায়ুমণ্ডলে উড়ে বেড়ায়। তোমাদের কেউ মদীনার এক ঘটকে সকাল যাপন করলে, অন্য ফটকে যেতে না যেতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! এত ছোট দিনে আমরা সালাত কিভাবে আদায় করবো? তিনি বললেন : তোমরা অনুমান করে সালাতের সময় নির্ধারণ করবে, যেমন তোমরা লম্বা দিনে অনুমান করে সালাতের সময় নির্ধারণ করে থাকে এবং এভাবে সালাত আদায় করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) আমার উম্মাতের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফগার ইমাম হবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। শূকর হত্যা করবেন, (শূকর ভক্ষণ করা হারাম করবেন এবং এমনভাবে হত্যা করবেন যে, তা একটাও অবশিষ্ট থাকবে না)। তিনি জিযিয়া মাওকুফ করবেন, সাদাকা উসূল করা বন্ধ করবেন, না বকরীর উপর যাকাত ধার্য করা হবে, আর না উটের উপর। লোকদের মাঝে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান হবে। প্রত্যেক বিষাক্ত জন্তু-জানোয়ারের বিষ দূরীভূত হয়ে যাবে। এমন কি দুষ্কপোষ্য শিশু তার হাত সাপের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিবে, কিন্তু সে তার কোন ক্ষতি করবে না। একজন ক্ষুদ্র মানব শিশু সিংহকে তাড়া করবে। সেও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নেকড়ে বাঘ বকরীর পালে এমনভাবে থাকবে, যেন তা তার কুকুর অর্থাৎ রক্ষক। পৃথিবী শান্তিপূর্ণ হয়ে যাবে, যেমন পানিতে বরতন পরিপূর্ণ হয়। সকলের কলমে এক হয়ে যাবে। আল্লাহ ব্যতীত কারোর ইবাদত

করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ তার সাজ সরঞ্জাম রেখে দিবে। কুরায়শদের রাজত্বের অবসান হবে। যমীন রৌপ্য নির্মিত তশতরীর মত হয়ে যাবে। সে এমন সব ফলমূল উৎপন্ন করবে, যেমনিভাবে আদম (আ)-এর যামানায় উদ্গত হতো। এমনকি কয়েকজন লোক একটি আংগুরের খোসার মধ্যে একত্র হতে পারবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। অনেক লোক একটি ডালিমের জন্য একত্র হবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। তাদের বলদ গরু হবে এই, এই মূল্যের এবং ঘোড়া স্বল্প মূল্যে বিক্রি হবে। তারা বললো : হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়া শস্তা হবে কেন? তিনি বললেন : কারণ লড়াই এর জন্য কেউ অশ্বারোহী হবে না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : গরু অতি মূল্যবান হবে কেন? তিনি বললেন : সারা ভূ-খণ্ডে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হবে।

দাজ্জালের আবির্ভাবের তিন বছর পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। যাতে মানুষে চরমভাবে ক্ষুধায় কষ্ট পাবে। প্রথম বছর আল্লাহ তা'আলা আসমানকে তিনভাগের এক ভাগ বৃষ্টি আটকে রাখার নির্দেশ দিবেন এবং যমীনকে নির্দেশ দিবেন, তখন তা এক তৃতীয়াংশ ফসল কম উৎপাদন করবে। এরপর তিনি আসমানকে দ্বিতীয় বছর একই নির্দেশ দিবেন, তখন তা দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে এবং যমীনকে হুকুম করবেন, তখন তাও দুই তৃতীয়াংশ ফসলাদি কম উৎপন্ন করবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা আকাশকে তৃতীয় বছরে একই নির্দেশ দিবেন, তখন তা সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিবে। ফলে, এক ফোঁটা বৃষ্টি ও বর্ষিত হবে না। আর তিনি যমীনকে নির্দেশ দিবেন, তখন সে সম্পূর্ণভাবে শস্য উৎপাদন বন্ধ করবে। ফলে যমীনে কোন ঘাস জন্মাবে না, আর কোন সব্জি অবশিষ্ট থাকবে না, বরং তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যা চাইবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো : এ সময় লোকেরা কিরূপে বেঁচে থাকবে? তিনি বললেন : যারা তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাক্বীর (আল্লাহ আকবর) তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) তাহমীদ (আলহামদুল্লাহ) বলতে থাকে, এসব তাদের খাদ্য নালিতে প্রবাহিত করে দেওয়া হবে।

আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন : আমি আবুল হাসান তানাকিসী (র) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আমি আবদুর রহমান মুহারবি (র)-কে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসখানি মক্তবের উস্তাদের কাছে পৌছানো প্রয়োজন, যাতে তারা বাচ্চাদের এটা শিক্ষা দিতে পারেন।

৪৭৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزَلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا وَإِمَامًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنَازِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.

৪০৭৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : ঈসা ইবন মারইয়াম (আ) ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফগার ইমাম হিসাবে অতবরণ না করার পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তিনি ক্রুশ ভেঙে চুরমার করবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিহিয়া মাণ্ডুক্য করবেন, ধন-সম্পদ অধিক হবে এমনকি তা কেউ গ্রহণ করবে না।

৪.৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي
 عَاصِمُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ قَالَ تَفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «وَهُمْ مِنْ كُلِّ
 حَدَبٍ يَنْسِلُونَ» فَيَعْمُونَ الْأَرْضَ وَيَنْحَازُ مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ
 الْمُسْلِمِينَ فِي مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَمْرُونَ
 بِالنَّهْرِ فَيَشْرَبُونَهُ حَتَّى مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْئًا فَيَمْرُ آخِرُهُمْ عَلَى آثَرِهِمْ فَيَقُولُ
 قَائِلُهُمْ لَقَدْ كَانَ بِهَذَا الْمَكَانِ مَرَّةً مَاءٌ وَيَظْهَرُونَ عَلَى الْأَرْضِ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ هَؤُلَاءِ
 أَهْلُ الْأَرْضِ قَدْ فَرَعْنَا مِنْهُمْ وَلَنَنْزِلَنَّ أَهْلُ السَّمَاءِ حَتَّى إِنْ أَحَدَهُمْ لَيَهْزُ حَرَبَتُهُ
 إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ فَيَقُولُونَ قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ فَبَيْنَمَا هُمْ
 كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ دَوَابَّ كَنَغَفِ الْجَرَادِ فَتَأْخُذُ بِأَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ الْجَرَادِ
 يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُصْبِحُ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ حِسًا فَيَقُولُونَ مَنْ رَجُلٌ
 يَشْرِي نَفْسَهُ وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ
 فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى فَيُنَادِيهِمْ أَلَا أَبْشَرُوا فَقَدْ هَلَكَ عَدُوْكُمْ فَيَخْرُجُ النَّاسُ وَيَخْلُونَ
 سَبِيلَ مَوَاشِيِهِمْ فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَعْيٌ إِلَّا لِحُومِهِمْ فَتَشْكُرُ عَلَيْهَا كَأَحْسَنِ مَا
 شَكَرَتْ مِنْ نَبَاتٍ أَصَابَتْهُ قَطْرٌ

৪০৭৯ আবু কুরায়ব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
 ইয়াজুজ মাজুজকে ছেড়ে দেয়া হবে; (অর্থাৎ যে প্রাচীর বেষ্টিত আছে, তা খুলে দেওয়া হবে)। অতঃপর তারা
 বের হবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ

“এবং তার সব উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে।” (২১ : ৯৬)। এবং তারা যমীনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে
 মুসলমানেরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে, অবশিষ্ট মুসলমানরা তাদের শহর ও দুর্গে আশ্রয় নিবে।
 সেখানে তারা তাদের গৃহপালিত পশুগুলো সাথে করে নিয়ে যাবে। ইয়াজুজ ও মাজুজের অবস্থা হবে এই
 যে, তাদের লোকগুলো একটি নহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তার সমুদয় পানি পান করে
 ফেলবে, এমন কি এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর তাদের দলের অবশিষ্টরা তাদের অনুসরণ
 করবে। তখন তাদের মধ্য হতে একজন বলবে, এখানে কি কখনো পানি ছিল। যমীনে তারা বিজয়ী
 সুনানু ইবনে মাজাহ-৬৮

শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। শেষ পর্যন্ত তাদের একজন বলবে, এখন তো আমরা পৃথিবী বাসীদের থেকে স্বত্তি পেয়েছি, আমাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এবারে আসমান বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই। পরিশেষে তাদের একজন নিজ হাতে আকাশের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করবে। তা রক্তে রঞ্জিত হয়ে ফিরে আসবে। অতঃপর তারা বলবে : আমরা আসমানবাসীদেরও নিপাত করেছি। তারা এই অবস্থায় থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা টিডিড (এক প্রকার ফড়িং বা ফসলের ক্ষতি করে এরূপ পোকা) বাহিনী পাঠাবেন। এই টিডিডগুলো ওদের ঘাড় ভেঙে দিবে অথবা ঘাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়বে। ফলে ওরাও তাদের মত মারা যাবে। তারপর একের উপর অপরটি পড়ে থাকবে। মুসলমানেরা সকাল বেলা তাদের শহর ও দুর্গ থেকে উঠবেন। তখন তারা ওদের বীভৎস চীৎকার শুনতে পাবেন এবং বলবেন আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার নিজের জানের উপর তামাশা করবে? সে যেন ইয়াজ্জ মাজ্জের কি কাণ্ড ঘটেছে তা দেখে নেয়। অতঃপর তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বের হবে এই বলে যে, তারা অবশ্যই তাকে হত্যা করবে। সে তাদের সবাইকে মৃত দেখতে পাবে। অতঃপর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অন্যান্য মুসলমানদের ডাকতে থাকবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের দুশমন ধ্বংস হয়েছে। তখন লোকেরা বেনিয়ে আসবে এবং তাদের গৃহপালিত পশুগুলো চারণভূমিতে ছেড়ে দিবে। তাদের চারণভূমিতে ইয়াজ্জ মাজ্জের গোশত ব্যতিরেকে কিছুই থাকবে না, ওরা তাদের মাংস ভক্ষণ করে বেশ মোটাতাজা হবে, যেমন কখনো কেউ ঘাস তৃণ লতা খেয়েও মোটাতাজা হতে পারেনি।

৪.৮. حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ يَحْفِرُونَ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ أَرْجِعُوا فَسَنَحْفِرُهُ غَدًا فَيُعِيدُهُ اللَّهُ أَشَدَّ مَا كَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مَدَّتُهُمْ وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ أَرْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتَتْنُوا فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ فَيَحْفِرُونَهُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ فَيَنْشِفُونَ الْمَاءَ وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا الدَّمُ الَّذِي أَحْفَظُ فَيَقُولُونَ قَهْرَنَا أَهْلُ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ نَعْفًا فِي أَقْفَانِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ دَوَّابُّ الْأَرْضِ لَتَسْمَنَ وَتَشْكُرُ شُكْرًا مِنْ لَحُومِهِمْ

৪০৮০ আযহার ইবন মারওয়ান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

দেখার মত অবস্থায় পৌছে (অর্থাৎ গর্ত এতটা পাতলা হয় যেন সূর্য রশ্মি দেখা যায়) এরপর তাদের নেতা বলে : তোমরা ফিরে চলো, আগামীকাল এসে আমরা খুঁড়ার কাজ শেষ করবো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (রাতের মধ্যে) সেই প্রাচীরকে আগের চাইতে মঘবুত করে দেন। যখন তাদের আবির্ভাবের সময় পৌছে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের মানুষের নিকট পাঠাতে চাইবেন, তখন তারা (অভ্যাস অনুযায়ী) প্রাচীর খুঁড়তে থাকবে, এমন কি যখন তারা সূর্যের আলোক রশ্মি দেখার মত অবস্থায় পৌছবে, তখন তাদের নেতা বলবে : এবার ফিরে চলো, ইনশা আল্লাহ আগামীকাল বাকী খুঁড়ার কাজ শেষ করবে। তারা 'ইনশাআল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করবে। সেদিন তারা ফিরে যাবে এবং প্রাচীর ঐ অবস্থায় থাকবে, যে অবস্থায় তারা রেখে যাবে। অবশেষে তারা খুঁড়ার কাজ শেষ করবে এবং লোকের নিকট বেরিয়ে আসবে এবং সমুদয় পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে। মানুষ তাদের ভয়ে পালিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিবে। তারা আকাশের পানে তাদের বর্ষা নিষ্ক্ষেপ করবে। রঞ্জে রঞ্জিত হয়ে তীর তাদের দিকে ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে : আমরা যমীন বাসীদের উপর বিজয়ী হয়েছি এবং আসমান বাসীদের উপরও বিজয়ী হয়েছি। এরপর আল্লাহ তাদের গর্দানে এক ধরনের কীট পয়দা করবেন। কীটগুলো ওদের কতল করে ফেলবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! ভূ-পৃষ্ঠের চতুস্পদ গৃহপালিত জন্তুগুলো মোটাতাজা হয়ে যাবে এবং থলথলে মাংসল হয়ে যাবে ওদের গোশত ভক্ষণ করে।

৪.৮১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ مُؤْتِرِ بْنِ عَفَاةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى فَتَذَاكُرُوا السَّاعَةَ فَبَدَأُوا بِإِبْرَاهِيمَ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ثُمَّ سَأَلُوا مُوسَى فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ فَرَدَّ الْحَدِيثُ إِلَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيمَا دُونَ وَجِبَّتِهَا فَأَمَّا وَجِبَّتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ فَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَالِ قَالَ فَأَنْزَلَ فَأَقْتَلَهُ فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمْ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَلَا يَمْرُونَ بِمَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ وَلَا بِشَيْءٍ إِلَّا أَفْسَدُوهُ فَيَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ فَأَدْعُوا اللَّهَ أَنْ يُمِيتَهُمْ فَتَنْتَنُ الْأَرْضُ مِنْ رِيحِهِمْ فَيَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ فَأَدْعُوا اللَّهَ فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُهُمْ فَيُلْقِيَهُمْ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمدُّ الْأَرْضُ مَدَّ الْأَدِيمِ فَعُهِدَ إِلَى مَتَى كَانَ ذَلِكَ كَانَتْ السَّاعَةُ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الَّتِي لَا يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَفْجُوهُمْ بِلَوْلَاتِهَا قَالَ الْعَوَّامُ وَوَجِدَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى "حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ"

৪০৮১ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল তিনি সেই রাতে ইব্রাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর সাথে মূল্যাকাত করেন। তারা পরস্পরে কিয়ামত সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করছিলেন। সবাই প্রথমে ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। কিন্তু কিয়ামতের কোন ইল্ম তাঁর ছিল না। এরপর বিষয়টি ঈসা ইবন মারইয়াম (আ)-এর কাছে সোপর্দ করা হলো। তখন তিনি বললেন : আমার থেকে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিয়ামতের সঠিক ইল্ম আল্লাহ ব্যতীত কারোর কাছে নেই। এরপর তিনি দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন : আমি দুনিয়াতে অবতরণ করবো এবং দাজ্জালকে কতল করবো। এরপর লোকেরা তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে। ইত্যবসরে তাদের নিকট ইয়াজুজ মাজুজের প্রাদুর্ভাব হবে। তারা প্রতি উঁচু ভূমি থেকে ছুটে আসবে। তারা যে পানির নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, তা পান করে ফেলবে, এরা যে বস্তুর কাছ দিয়ে যাবে, তা নষ্ট করে ফেলবে। তখন লোকেরা উচ্চস্বরে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে এবং আমিও আল্লাহর কাছে দু'আ করবো, যাতে তিনি ওদের মেরে ফেলেন। (ফলে তারা মরে যাবে) এবং যমীন তাদের (গলিত ল্যাশের) গন্ধে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। লোকেরা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে এবং আমিও দু'আ করবো। তখন তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যা তাদের ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর পাহাড়-পর্বত উৎপাটিত করা হবে, যমীন প্রশস্ত করা হবে, যেমন চামড়া প্রশস্ত করা হয়। তারপর আমাকে বলা হলো : যখন এই সব বিষয় প্রকাশিত হবে, তখন কিয়ামত মানুষের এতটা নিকটবর্তী হবে, যেমন গর্ভবতী মহিলা তার পরিবারের লোকজন জানে না যে, কখন সে সন্তান প্রসব করবে। তখন তাদের সন্তান প্রসবের ব্যাপারটি ব্যস্ততায় রাখবে। আওয়াম (র) বলেন, এই ঘটনার সত্যতার আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যায় : **حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ**

“এমনকি যখন ইয়াজুজ মাজুজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং ওরা প্রতি উঁচুভূমি থেকে ছুটে আসবে।

(২১ : ৯৬)

২৪. بَابُ خُرُوجِ الْمَهْدِيِّ

অনুচ্ছেদ : মাহদী (আ)-এর আবির্ভাব

২.৮২ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ فَتِيَّةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَمَّا رَأَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ قَالَ فَقُلْتُ مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلَاءً وَتَشْرِيدًا وَتَطْرِيدًا حَتَّى يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتُ سُودٍ فَيَسْأَلُونَ

الْخَيْرَ فَلَا يُعْطُونَهُ فَيَقَاتِلُونَ فَيَنْصَرُونَ فَيُعْطُونَ مَا سَأَلُوا فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَنْفَعُوَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلُؤُهَا قِسْطًا كَمَا مَلَأُوهَا جَوْرًا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى التَّلَجِّ .

80৮২ উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম, তখন বানু হাশিম গোত্রের কতিপয় যুবক তাঁর নিকট হাযির হলো। নবী ﷺ যখন তাদের দেখলেন, তখন তাঁর চোখ মুবারক অশ্রুসিক্ত হলো এবং তাঁর চেহারার রং পাল্টে গেল। রাবী বলেন, আমি বললাম : আমরা সব সময় আপনার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পাই। তিনি বললেন : আমরা সেই পরিবারের লোক, আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার উপর আশিরাতকে পছন্দ করেছেন। আমার পরিবার পরিজন আমার পরে অচিরেই কঠিন বিপদের সন্মুখীন হবে, সর্বোপরি দেশান্তরিত হবে, এমন কি প্রাচ্যদেশ থেকে কিছু লোক তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে, তাদের সাথে থাকবে কালো পতাকাসমূহ। তারা কল্যাণ (গুণধন) চাইবে, কিন্তু তা তাদের দেওয়া হবে না। তারা লড়াই করবে এবং বিজয়ী হবে। অবশেষে তাদের তা দেওয়া হবে, যা তারা চেয়েছিল, কিন্তু তারা তা কবুল করবে না। অবশেষে আমার পরিবারের একজন লোকের নিকট তা সোপর্দ করা হবে। সে পৃথিবীকে ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ করে দিবে, যেমনিভাবে লোকেরা একে যুলুম নির্যাতন দ্বারা জর্জরিত করেছিল। তোমাদের মাঝে যারা সেই যুগ পাবে, তারা যেন তাদের নিকট যায়, যদিও তাদের হামাগুড়ি দিয়ে বরফের উপর দিয়ে চলতে হয়।

৪.৮২ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي صَدِيقٍ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قَصِرَ فَسَبْعٌ وَإِلَّا فَتَسَعٌ فَتَنْعَمَ فِيهِ أُمَّتِي نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ تُوْتَى أَكْلَهَا وَلَا تَدْخِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا وَالْمَالُ يَوْمَنْذِ كُدُوسٌ فَيَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيْ أَعْطِنِيْ فَيَقُولُ خُذْ .

80৮৩ নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মাঝেই মাহদী পয়দা হবেন। তিনি কমপক্ষে সাত বছর অন্যথায় নয় বছর (দুনিয়াতে) অবস্থানে করবেন। তাঁর সময়কালে আমার উম্মাত এতবেশী আনন্দ ও খুশীতে থাকবে যত খুশী ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। (ভূ-পৃষ্ঠের হাল এই হবে যে), সে সব ধরনের ফলমূল উৎপন্ন করবে এবং তাদের থেকে কিছুই আটকিয়ে রাখবে না। ধন-সম্পদ স্তূপকৃত হবে। লোকে দাঁড়িয়ে বলবে : হে মাহদী! আমাকে দিন। তিনি বলবেন : যতটা প্রয়োজন নিয়ে যাও।

৪.৮৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَرْبَى أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ

ثُوبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيفَةٍ ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُعُ الرِّيَّاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلَجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ.

80৮৪ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ও আহমাদ ইবন ইউসুফ (র)..... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের একটি ধনাগারের (আশ্রাগার) নিকট তিন জন নিহত হবেন। তাদের প্রত্যেকই হবেন খলীফার পুত্র। এরপর সেই ধনাগার তাদের কেউ পাবেন না। প্রাচ্য দেশ থেকে কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে। তারা তোমাদের এমনভাবে হত্যা করবে, যেমনটি ইতিপূর্বে কোন জাতি করেনি। অতঃপর তিনি আরও কিছু উল্লেখ করেছিলেন, যা আমার স্মরণে নেই। আর তিনি এও বললেন : যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে, তখন তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করবে, যদিও তোমাদের হামাগুড়ি দিয়ে বরফের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। কেননা তিনি আল্লাহর খলীফা আল-মাহদী।

৪.৮০ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ثَنَا يَاسِينَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَهْدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ.

80৮৫ উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাহদী আমাদের আহলে বায়তদের মাঝ থেকে হবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এক রাতে খিলাফতের যোগ্য করে দিবেন।

৪.৮১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ نَفِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَتَذَكَّرْنَا الْمَهْدِيَّ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ.

80৮৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন আমরা পরস্পরে মাহদী সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : মাহদী (নবী দুলালী) ফাতিমা (রা)-এর বংশধর থেকে হবেন।

৪.৮৭ حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْجَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ الْيَمَامِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَحْنُ وَلَدُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَا وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمُهْدِيُّ

৪০৮৭ হাদিয়াহ ইবন আবদুল ওহাব (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : আমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশধর এবং জান্নাত বাসীর সরদার। এই সব লোক : আমি হামযাহ (রা), আলী (রা) জাফর (রা), হাসান (রা), হুসাইন (রা) ও মাহদী (আ)।

৪.৮৮ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ وَأَبِرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَمْرٍو بْنِ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَيُوطِنُونَ لِلْمُهْدِيِّ يَعْنِي سُلْطَانَهُ.

৪০৮৮ হারমালাহ ইবন ইয়াহইয়া মিসরী ও ইবরাহীম ইবন সাঈদ জাওহারী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন হারিস ইবন যাবীদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্বদেশ থেকে কিছু লোক বের হবে এবং তারা মাহদী (আ)-এর সালতানাত প্রতিষ্ঠা করবে।

৩০. بَابُ الْمَلَاخِمِ

অনুচ্ছেদ ৪ : বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহ

৪.৮৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانِ ابْنِ عَطِيَّةٍ قَالَ قَالَ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي زَكْرِيَّا إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمَا فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ قَالَ قَالَ لِي جُبَيْرٌ أَنْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْمَرٍ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَسَأَلَهُ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ سَتُصَالِحُكُمْ الرُّومُ صَلَاحًا آمِنًا ثُمَّ تَغْرُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا فَتَنْتَصِرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجِ ذِي تَلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصَّلِيبِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضِبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدْفَعُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانِ ابْنِ عَطِيَّةٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ فَيَأْتُونَ حِينَئِذٍ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا .

[৪০৮৯] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জুবায়ের ইবন নুফায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে জুবায়র (রা) বললেন : তুমি আমাদের সংগে যু-মিখসারের কাছে চল এবং তিনি ছিলেন নবী ﷺ এর একজন সাহাবী। আমিও তাদের দুইজনের সাথে গেলাম। তিনি তাঁকে সন্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন তিনি বললেন : আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি : অদূর ভবিষ্যতে রোমকরা তোমাদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে। অতঃপর তোমরা (তাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করবে। তোমরা এবং তারা (পরস্পরের) দুশমন হবে। এরপর তোমরা বিজয়ী হবে এবং গনীমতের মাল লাভ করবে। আর তোমরা নিরাপদে থাকবে এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে) ফিরে আসবে, এমনকি তোমরা সবুজ শ্যামল উট্টু স্থানে অবতরণ করবে। তখন যোদ্ধাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ক্রশ উত্তোলন করবে এবং কলবে : সলীব বিজয়ী হয়েছে। সে সময় একজন মুসলমান ক্রোধান্বিত হবেন এবং ক্রশের নিকট গিয়ে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবেন। তখন রোমকরা অঙ্গীকার ভংগ করবে এবং তারা সবাই যুদ্ধের জন্য একত্রিত হবে।

আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দিমাশ্কী (র)..... হাসসান ইবন আতিয়া (রা) তাঁর সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তার বর্ণনায় অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন : তখন তারা যুদ্ধের জন্য একত্রিত হবে। তখন তারা আশিটি পতাকার অধীনে উপস্থিত হবে। প্রত্যেক পতাকার অধীনে বার হাজার সৈন্য থাকবে।

[৪.৯.] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَتِ الْمَلَاحِمُ بَعَثَ اللَّهُ بَعْثًا مِّنَ الْمَوَالِي هُمْ أَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا وَأَجْوَدُهُ سِلَاحًا يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ .

[৪০৯০] হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা মাওয়ালীদের অনারব থেকে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করবেন। তারা সারা আরবে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ অশ্বারোহী হবে এবং উন্নততর যুদ্ধাস্ত্রের অধিকারী হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বারা দীনের সাহায্য করবেন।

[৪.৯১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عَمِيرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عْتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَتُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ قَالَ جَابِرٌ فَمَا يَخْرُجُ الدَّجَالُ حَتَّى تَفْتَحَ الرُّومَ

[৪০৯১] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... নাফি ইবন উত্বা ইবন আবু ওয়াহ্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা জাযিরাতুল আরব^১ অর্থাৎ আরব উপদ্বীপের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আল্লাহ একে তোমাদের আয়ত্তে এনে দিবেন। অতঃপর তোমরা রোমকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আল্লাহ সেখানেও তোমাদের বিজয়ী করবেন। তারপর তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে। আল্লাহ তার আপরেও তোমাদের জয়যুক্ত করবেন।

জাবির (রা) বলেন : দাজ্জাল আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই রোম সাম্রাজ্য বিজিত হবে।

[৪.৭২] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَا ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَفْيَانَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ قُطَيْبٍ السَّكُونِيِّ (وَقَالَ الْوَلِيدُ يَزِيدُ بْنُ قُطَيْبَةَ) عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةٍ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ

[৪০৯২] হিশাম ইবন আশ্বার (রা).... মু'আয ইবন জাবাল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঘোরতর যুদ্ধ কনষ্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব এই তিনটি (ঘটনা) সাত মাসের মধ্যেই সংঘটিত হবে।

[৪.৭৩] حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَيَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي السَّابِعَةِ

[৪০৯৩] সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (রা)..... আবদুল্লাহ ইবন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঘোরতর যুদ্ধ ও মদীনা (কনষ্টান্টিনোপল) বিজয়ের মাঝখানে ছয় বছরের ব্যবধান হবে এবং সপ্তম বর্ষে দাজ্জালের প্রাদুর্ভাব ঘটবে।

১. আরব দেশ তিন দিক দিয়ে সমুদ্র বেষ্টিত, এক দিকে স্থলভাগ। তাই একে 'উপদ্বীপ' বলা হয়।

৬. ৯৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرُّقِّيُّ ثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْحَنِينِيُّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ أَدْنَى مَسَالِحِ الْمُسْلِمِينَ بَيَولَاءَ ثُمَّ قَالَ ﷺ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ قَالَ يَا أَبَى وَأُمِّى قَالَ أَنْكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الْأَصْفَرِ وَيُقَاتِلُهُمُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ رُوقَةُ الْإِسْلَامِ أَهْلُ الْحِجَازِ الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَئِيمَ فَيَفْتَتِحُونَ الْقُسْطَ طُيْنِيَّةً بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلَهَا حَتَّى يَقْتَسِمُوا بِالْأَتْرَسَةِ وَيَأْتِيَ أَتٌ فَيَقُولُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَرَجَ فِي بِلَادِكُمْ إِلَّا وَهِيَ كَذِبَةٌ فَالْأَخْذُ نَادِمٌ وَالتَّارِكُ نَادِمٌ.

৪০৯৪ আলী ইবন মায়মুন রাক্বী (রা)..... আবু ইবন আউফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিকটবর্তী বাওলা (একটি স্থানের নাম) মুসলমানদের করতলগত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত কয়েম হবে না। অতঃপর তিনি ﷺ বললেন : হে আলী, হে আলী! হে আলী! তিনি (আলী রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তিনি (রাসূল সা) বললেন : অচিরেই তোমরা বনু আসফারদের (রোমকদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আর তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পরবর্তী হিজায়ের মুসলমানরা, যারা আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিম্নকের কথায় কর্ণপাত করে না লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে, যতক্ষণ না তাদের কাছে ইসলামের চিরন্তন বিধান বিকশিত হয়। অতঃপর তারা তাসবীহ ও তাক্বীর ধ্বনি দিয়ে কনষ্টান্টিনোপল জয় করবে। ফলে তাদের হাতে এত অধিক পরিমাণে গণীমতের মাল আসবে, যে পরিমাণ ইতিপূর্বে কখনো হস্তাগত হয়নি। এমনকি তারা খাঞ্চা ভর্তি করে নিজেদের মধ্যে বন্টন করবে। অতঃপর জনৈক আগন্তুক আসবে এবং বলবে : তোমাদের শহরে মাসীহ (দাজ্জাল) এর অভ্যুদয় ঘটেছে। সাবধান, সে খবরটি হবে মিথ্যা। সুতরাং (এই মিথ্যা খবরের) গৃহীতা লজ্জিত হবে এবং অগ্রাহ্যকারী ও শরনিন্দা হবে।

৬. ৯৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي بَسْرُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو أَدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ

১. বাওলা একটি ক্ষুদ্র জায়গার নাম। এটা ছিল একটা লুটপাটের আড্ডাখানা। বেদুইনরা হিজায়ীদের মালামাল লুণ্ঠন করতো এখান থেকেই। এখানে একটা সীমান্ত চৌকি আছে। এখানকার জনগণ যোদ্ধা ও সামরিক কৌশলে পারদর্শী। তাই তাদেরকে (অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত) বলা হয়। - নিহায়াহ।

هُدْنَةُ فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ
الْفَأ-

[৪০৯৫] আবদুর রাহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আউফ ইব্ন মালিক আশজাজী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই তোমাদের ও বানু আসফার (রোমকদের) মাঝে ছুঁকি সম্পদিত হবে। অতঃপর তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই এর জন্য) আশিটি পতাকাতলে সমবেত হবে, প্রত্যেকটি পতাকার অধীনে বার হাজার সৈন্য থাকবে।

৩৬. بَابُ التُّزَكِ

অনুচ্ছেদ : তুর্কী^১ জাতি

[৪.৯৬] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ
حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْمًا صِفَارَ
الْأَعْيُنِ-

[৪০৯৬] আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের পাদুকা হবে পশমের তৈরী। কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যারা ক্ষুদ্র চোখ বিশিষ্ট হবে। (অর্থাৎ তুর্কী জাতির বিরুদ্ধে লড়বে, এদের চোখ খুবই ছোট ছোট)।

[৪.৯৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى
تَقَاتِلُوا قَوْمًا صِفَارَ الْأَعْيُنِ ذُلْفَ الْأَنْوَفِ كَانَ وُجُوهُهُمْ الْمَجَانُ الْمَطْرَقَةُ وَلَا تَقُومُ
السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالُهُمُ الشَّعْرُ-

[৪০৯৭] আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ক্ষুদ্র চোখ এবং উঁচু চোপ্টা নাক বিশিষ্ট জাতির বিরুদ্ধে লড়াই না করা

১. ইয়াফেস ইব্ন নুহ (আ) এর বংশধর। এদের মধ্যে অনেক গোত্রও শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যেমন চাগতান, কিরঘিজ, কাথাক, কুলমাক, আরনাউত, খোজক, উযবেক, সারকাম, কাসাখ ইত্যাদি। এদের আদিবাস হচ্ছে বোখারা, সমরকন্দ, তাশখন্দ, কাশগড়, তাদার, উযবেকিস্তান ও কাযাকিস্তান।

পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তাদের চেহারাগুলো হবে রক্তিম। সর্বোপরি এমন জাতির সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাদের পাদুকা হবে পশমযুক্ত।

৪০৭৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عَرَاضَ الْوُجُوهِ كَانَ وَجُوهُهُمُ الْمَجَانُ الْمَطْرَقَةُ وَإِنْ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ.

৪০৭৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আমর ইবন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে এই যে, তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যাদের চেহারা হবে চওড়া, যেন তাদের চেহারা রক্তিম। কিয়ামতের অপর নিদর্শন এই যে, তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমের তৈরী পাদুকা পরিধান করবে।

৪০৭৯ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِفَارِ الْأَعْيُنِ عَرَاضَ الْوُجُوهِ كَانَ أَعْيُنُهُمْ حَذَقُ الْجَرَادِ كَانَ وَجُوهُهُمُ الْمَجَانُ الْمَطْرَقَةُ يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ وَيَتَّخِذُونَ الدَّرَقَ يَرْبِطُونَ خِيْلَهُمْ بِالنَّخْلِ.

৪০৭৯ হাসান ইবন আরাফা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কালেম হবে না, যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির সাথে লড়াই করবে, যাদের চক্ষুগুলো হবে ছোট ছোট এবং চেহারা হবে চওড়া। তাদের চোখ হবে ফড়িং-এর চোখের ন্যায়, যেন তাদের চেহারাগুলো হবে রক্তিম। তারা পশমের তৈরী পাদুকা পরিধান করবে এবং আত্মরক্ষার্থে চামড়ার ঢাল ব্যবহার করবে। তারা তাদের ঘোড়াগুলো সাথে বেঁধে রাখবে।

كِتَابُ الزُّهْدِ

অধ্যায় : পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৩৭. كِتَابُ الزُّهْدِ

অধ্যায় : পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি

১. بَابُ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

[৬১০.] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ الْقُرَشِيُّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الزُّهَادُ فِي الدُّنْيَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الزُّهَادَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْ تَقْ مِمَّا فِي يَدِ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَصَبَتْ بِهَا أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أَبْقَيْتَ لَكَ قَالَ هِشَامٌ قَالَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ يَقُولُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْأَحَادِيثِ كَمِثْلِ الْأَبْرِيْزِ فِي الدَّهَبِ .

[৪১০০] হিশাম ইব্ন আয্মার (র)..... আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : দুনিয়াতে হালাল বস্তুকে হারাম করা এবং নিজের ধন সম্পদ নষ্ট করা, যুহদ নয়, বরং দুনিয়াতে যুহদ হচ্ছে : তোমার হাতে যা আছে, তা যেন তোমার জন্য অধিক নির্ভরতার কারণ না হয়, যা আল্লাহর হাতে আছে তার চাইতে। যখন তুমি (দুনিয়াতে) কোন বিপদ আপদে পতিত হবে, তখন তুমি তার প্রতিদানের জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল থাকবে, এই ভেবে যে, (সে মুসীবতের পুরস্কার) তোমার জন্য আখিরাতে মওজুদ রাখা হয়েছে।

হিশাম বলেন : আবু ইদ্রীস খাওলানী (র) বলেছেন, অন্যান্য হাদীসের তুলনায়, এই হাদীসখানি হচ্ছে স্বর্ণখনির খাঁটি স্বর্ণের মত অর্থাৎ অত্যন্ত বিশুদ্ধ হাদীস।

৪১.১ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي فَرُوةَ عَنْ أَبِي خَلَادٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقَلَّةَ مَنَطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَةَ.

৪১০১ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আবু খাল্লাদ (রা), তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুহবত প্রাপ্ত ছিলেন, থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা দেখতে পাবে যে, এক ব্যক্তিকে দুনিয়াতে যুহদ এবং কম কথা বলার অভ্যাস দেওয়া হয়েছে, তখন তোমরা তার নিকটবর্তী হবে। কেননা, তাকে হিকমত দেওয়া হয়েছে।

৪১.২ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبْدِ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يَحِبُّوكَ.

৪১০২ আবু উবায়দা ইবন আবু সাফার (র)..... সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হলো, এবং বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যখন আমি তা আমল করব, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ভালবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালবাসবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি দুনিয়ার প্রতি যুহদ ইখতিয়ার করো, আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষের হাতে যা আছে, তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারা তোমাকে ভালবাসবে।

৪১.৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ سَهْمٍ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ نَزَلَتْ عَلَى أَبِي هَاشِمٍ بْنُ عُسْبَةَ وَهُوَ طَعِينٌ فَاتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُوذُهُ فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا يُبْكِيكَ أَيُّ خَالٍ أَوْجَعُ يُشْنَزُكَ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ زَهَبَ صَفْوُهَا قَالَ عَلَى كُلِّ لَأَوْ لَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَهْدَ إِلَىٰ عَهْدًا وَبَدَتْ أَنَّىٰ كُنْتَ تَبِعْتَهُ قَالَ إِنَّكَ لَعَلَّكَ تَذَرُكَ أَمْوَالًا تَقْسِمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَذَرَكْتَ فَجَمَعْتُ

[৪১০৩] মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)..... সামুরা ইবন সাহম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবু হাশিম ইবন উব্বাহ (রা) এর কাছে গেলাম। সে সময় তিনি বর্ষার আঘাতে আহত ছিলেন। তখন মু'আবিয়া (রা) তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্য আসেন। আবু হাশিম কেঁদে ফেললেন। তখন মু'আবিয়া (রা) জিজ্ঞাসা করেন : হে মামাজান! কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? আঘাতের কঠিন যন্ত্রণা না দুনিয়ার কোন কিছু? এর উৎকৃষ্ট অংশ তো অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বললেন : এর কোনটার জন্যই নয়। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন : এখন আমার শুধুমাত্র আকাঙ্ক্ষাই রয়ে গেল। হায়! আমি যদি তা অনুসরণ করতাম! তিনি বলে ছিলেন : সম্ভবতঃ তুমি অনেক মালের অধিকারী হবে, যা লোকদের মাঝে বন্টিত হবে, সে সময় তোমার পরিচর্যার জন্য এর থেকে একজন খাদিম এবং আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য একটি সাওয়ারী যথেষ্ট হবে। আমি তা (দুনিয়ার সম্পদ) পেয়েছি এবং সঞ্চয় করেছি।

[৪১.৪] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ اشْتَكَى سَلْمَانُ فَعَادَهُ سَعْدٌ فَرَأَاهُ يَبْكِي فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا يُبْكِيكَ يَا أَخِي أَلَيْسَ قَدْ صَحَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلَيْسَ أَلَيْسَ؟ قَالَ سَلْمَانُ مَا أَبْكِي وَاحِدَةً مِنْ اثْنَتَيْنِ مَا أَبْكِي ضِنًّا لِلدُّنْيَا وَلَا كَرَاهِيَةً لِلْآخِرَةِ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَهْدَ إِلَىٰ عَهْدًا فَمَا أَرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ قَالَ وَمَا عَهْدُ إِلَيْكَ قَالَ عَهْدَ إِلَىٰ أَنَّهُ يَكْفِي أَحَدَكُمْ مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ وَلَا أَرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ وَأَمَّا أَنْتَ يَا سَعْدُ فَاتَّقِ اللَّهَ عِنْدَ حُكْمِكَ إِذَا حُكِمْتَ وَعِنْدَ قَسْمِكَ إِذَا قَسِمْتَ وَعِنْدَ هَمِّكَ إِذَا هَمَمْتَ قَالَ ثَابِتٌ فَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَا تَرَكَ إِلَّا بَضْعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا مِنْ نَفَقَةٍ كَانَتْ عِنْدَهُ

[৪১০৪] হাসান ইবন আবু রাবী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে, সা'দ (রা) তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেন। তিনি তাঁকে কাঁদতে দেখেন। তখন সা'দ (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে আমার ভাই! কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুহবত পাওনি? তুমি কি এই, এই (ভাল কাজ) করনি? তখন সালমান (রা) বললেন : আমি এই দুই বিষয়ের কোনটির জন্যই কাঁদছি না। আমি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার আক্ষেপে এবং আখিরাতের আশংকায় কাঁদছি না। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছিলেন অথচ আমি নিজের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম যে, আমি তাতে সীমালংঘন করেছি। সা'দ (রা) বললেন : তিনি তোমার থেকে কি প্রতিশ্রুতি

নিয়েছিলেন? সালমান (রা) বললেন : তিনি ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, একজন মুসাফিরের জন্য যতটুকু পাথেয় প্রয়োজন তোমাদের কারুর জন্য ততটুকুই যথেষ্ট। আর আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমি সীমালংঘন করেছি। হে ভাই সা'দ! যখন তুমি বিচার করবে, যখন সম্পদ ভাগ-বন্টন করবে এবং যখন কোন কাজ করার সংকল্প করবে, তখন আল্লাহকেই ভয় করবে। সাবিত (রা) বলেন : আমার কাছে তথ্য এসেছে যে, সালমান (রা) মাত্র বিশ থেকে কিছু অধিক দিরহাম রেখে যান, যা তার দৈনন্দিন ব্যয়বার বহনের জন্য তাঁর কাছে ছিল।

২. بَابُ الْهَمِّ بِالدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ : দুনিয়ার সংকল্প করা

৪১০৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ قُلْتُ مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَأَلْنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فِقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ.

৪১০৫ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবান ইবন উসমান ইব আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যায়িদ ইবন সাবিত (রা) দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট থেকে বের হন। আমি মনে করলাম : এই সময় তিনি যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয় কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য ডেকে থাকবেন। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, (ডাকার কারণ কি) ? তখন তিনি (যায়িদ রা) বললেন : মারওয়ান আমাদের নিকট কতিপয় বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, যা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তিকে দুনিয়া মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে পেরেশানী পয়দা করবেন। আর করবেন তার দারিদ্র তার দুই চোখের সামনে। অথচ পার্থিব সম্পদ সে ততটাই লাভ করতে পারবে, যতটা তার তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হবে আখিরাত, আল্লাহ তা'আলা তার সবকিছু সঠিক করে দিবেন, তার অন্তরে মুখাপেক্ষীহীনতা ঢেলে দিবেন। দুনিয়া বিনাশ্রমে তার কাছে আসবে অর্থাৎ হাসিল হবে।

৪১০৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ نَهْشَلٍ عَنْ الضُّحَّاكِ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمٌّ

الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمُّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ
اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَّتِهِ هَلَكَ .

[৪১০৬] আলী ইবন মুহাম্মাদ ও হুসাইন ইবন আবদুর রাহমান (র)..... আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন যে, আমি তোমাদের নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি সব চিন্তা ফিকির বাদ দিয়ে এর একটি ফিকির করবে, (পরকালের চিন্তা-ভাবনায় বিভোর থাকবে) আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনার বিম্বাদারী আপন হাতে তুলে নিবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনায় মোহগ্ৰস্ত হয়ে পড়বে, সে কোন উপত্যকায় ধ্বংস হয়ে গেলে এতে আল্লাহর কোন পরোয়া নেই।

[৪১.৭] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَّا صَدْرُكَ غِنَى وَأَسَدٌ فَفَرَّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَفَرَّكَ .

[৪১০৭] নাসর ইবন আলী জাহযমী (র) বলেন, (আমার জানামতে তিনি আবু হুরায়রা) থেকে বর্ণিত। রাবী আবু খালিদ ওয়ালেবী (র) বলেন, আমার জানামতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ সুবহানাহ তা'আলা বলেন : হে আদম সন্তান! একান্ত নিষ্ঠার সাথে আমার ইবাদতে লিপ্ত হলে, আমি অমুখাপেক্ষীতা দ্বারা তোমার অন্তর পূর্ণ করে দেব এবং তোমার দারিদ্র বিমোচন করবো। আর যদি তুমি তা না করো, তাহলে আমি তোমার অন্তর পেরেশানী দিয়ে পূর্ণ করে দেব এবং তোমার দারিদ্র বিমোচন করবো না।

৩. بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ : দুনিয়ার উপমা

[৪১.৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِي فَهْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ اصْبِعَهُ فِي النَّيْمِ فَلْيَنْظُرْ بِمِ يَرْجِعُ .

[৪১০৮] মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ নুমায়র (র) ... কায়স ইবন আবু হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বানু ফিহিরের ভাই মুস্তাওরিদ (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : দুনিয়ার উপমা আখিরাতের তুলনায় এমন, যেমন তোমাদের কেউ তার আংগুল দরিয়ার রাখে, অতঃপর দেখে নেয়, কতটা (পানি) নিয়ে তার আংগুল ফিরে আসে।

৪১০৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اضْطَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ فَأَثَرُ فِي جِلْدِهِ فَقُلْتُ يَا أَبَى وَأُمِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كُنْتُ أَذْنَتْنَا فَفَرَشْنَا لَكَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَقِيكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنَا وَالْدُّنْيَا إِنَّمَا أَنَا وَالْدُّنْيَا كَرَائِبٍ اسْتَظَلْتُ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .

৪১০৯ ইয়াহুইয়া ইবন হাকীম (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তাঁর দেহ মুবারকে মাদুরের দাগ পড়ে যায়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি যদি আমাদিগকে অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা আপনার জন্য এর উপর কিছু বিছিয়ে দিতাম, যা আপনাকে দাগ লাগা থেকে বাঁচিয়ে রাখতো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি এবং দুনিয়া, বস্তুত এর উপমা হচ্ছে একজন আরোহীর মত, যে একটি বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থান করে, এরপর সে তা ছেড়ে চলে যায়।

৪১১. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَمُحَمَّدُ الصَّبَّاحُ قَالُوا ثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنظُورٍ ثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مِثَّةٍ شَائِلَةٍ يَرْجُلُهَا فَقَالَ أَتَرُونَ هَذِهِ هَيْئَةً عَلَى صَاحِبِهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا .

৪১১০ হিশাম ইবন আম্মার, ইব্রাহীম ইবন মুনিযির হিয়ামী এবং মুহাম্মাদ ইবন সাববাহ (র).... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুল-হোলায়ফা নামক স্থানে ছিলাম। হঠাৎ একটি মৃত বকরী দেখতে পেলাম, যার পা উপরে দিকে ছিল। তখন তিনি বললেন : তোমাদের কি ধারণা এই বকরীটা তার মালিকের কাছে তাচ্ছিল্যের বস্তু কি? সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই দুনিয়া আল্লাহর কাছে, এই বকরীর মালিকের নিকট মৃত বকরীটা যত তাচ্ছিল্য, এর চাইতে অধিক তাচ্ছিল্যের বস্তু। যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে একটা মশার ডানা বরাবরও হতো, তাহলে তিনি কাফিরকে কখনো এক ফোঁটা পানি পান করতে দিতো না।

৪১১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ ثَنَا الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَّادٍ

قَالَ اِنِّى لَفِى الرُّكْبِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ اَتٰى عَلَى سَخْلَةٍ مِّنْ بُؤْذَةٍ قَالَ فَقَالَ
اَتْرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى اَهْلِهَا قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ هَوَانِهَا الْقُوْهَا اَوْ كَمَا
قَالَ قَالَ فَوَالَّذِى نَفْسِىْ بِيْدهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى اَهْلِهَا .

৪১১১ ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (রা)..... মুসতাওরিদ ইবন শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি কতিপয় আরোহীর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সংগে ছিলাম। ইঠাৎ তিনি একটি মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট এসে পড়লেন, যা পথে ফেলে রাখা হয়েছিল। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর তিনি বললেন : তোমরা কি জান, এই বকরীর মৃত বাচ্চাটি তার মালিকের কাছে কতটা তুচ্ছ? তিনি বলেন, বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! হাঁ, নিতান্ত তাচ্ছিল্যের বস্তু। কেননা, সে এটা ছুড়ে ফেলেছে, অথবা তিনি এরূপ কিছু বলেছেন। অতঃপর তিনি বললেন : সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এই বকরীর মৃত বাচ্চাটির মূল্য তার মালিকের কাছে যতটা রয়েছে, দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে তার চাইতেও কম।

৪১১২ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرُّقِئِيُّ ثَنَا أَبُو خَلِيدٍ عْتَبَةُ بْنُ حَمَّادٍ الدِّمَشْقِيُّ
عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ قَرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ ثَنَا أَبُو
هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَّلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلَّا
ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَاِلَآهُ اَوْ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا .

৪১১২ আলী ইবন মায়মুন রাক্বী (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : দুনিয়া অতিশুণ্ড, যা কিছু দুনিয়াতে রয়েছে তাও অতিশুণ্ড, তবে আল্লাহর বিকির, যা তিনি পছন্দ করেন, অথবা আলিম ব্যক্তি এবং ইল্ম শিক্ষায় রত ব্যক্তি নয় অর্থাৎ এ তিনটি অতিশুণ্ড নয়।

৪১১৩ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ .

৪১১৩ আবু মারওয়ান মুহাম্মাদ ইবন উসমান উমসানী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়া মু'মিনের জন্য কয়েদখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত তুল্য।

৪১১৪ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِىْ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ
كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ اَوْ كَأَنَّكَ غَائِرٌ سَبِيْلٌ وَعَدُّ نَفْسِكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ .

৪১১৪ ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র)..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার শরীরের কিছু অংশ ধরলেন এবং বললেন : “হে আবদুল্লাহ! দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করবে, যেন তুমি অপরিচিত অথবা তুমি যেন একজন পথচারী। আর তুমি নিজেকে কবরবাসীর মত মনে করবে।

৬. بَابُ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ

অনুচ্ছেদ : লোকে যাকে গুরুত্ব দেয় না

৪১১৫ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَخْبِرُكُمْ عَنْ مَلُوكِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ رَجُلٌ ضَعِيفٌ مُسْتَضْعَفٌ ذُو طَمَرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابْرَهُ.

৪১১৫ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)..... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাকে জান্নাতের বাদশাহদের সম্পর্কে অবহিত করবো না। আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : দুর্বল লোকদের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের এবং দু'টো ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তি, যাকে হিসাবে গণ্য করা হয় না। সে যদি আল্লাহর নামে কোন বিষয়ে শপথ করে, তা অবশ্যই তিনি সত্যে পরিণত করেন, (সে হবে জান্নাতের বাদশাহ)।

৪১১৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عَتَلٍ جَوَاطٍ مُسْتَكْبِرٍ.

৪১১৬ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... হারিসা ইব্ন ওহব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি জান্নাতের অধিবাসীদের কথা তোমাদের জানিয়ে দিব না? তারা হবে প্রত্যেক দুর্বল লোকদের দৃষ্টিতে নিম্নস্তরের ব্যক্তি। (অতঃপর বললেন:) আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করবে না? তারা হবে : প্রত্যেক পাষণ্ড হৃদয়, কৃপণ, বিত্তশালী ও অহংকারী ব্যক্তি।

৪১১৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَغْبَطَ النَّاسَ عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ غَامِضٍ فِي

النَّاسِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ كَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَصَبَرَ عَلَيْهِ عَجَلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تَرَاثُهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ .

[৪১১৭] মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু উমামাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদের মাঝে আমার নিকট অধিক প্রিয় সেই মু'মিন, যার অবস্থা হালকা ধরনের (পার্বির সম্পদের মোহশূন্য)। তবে সালাতেই সে প্রশান্তি পেয়ে থাকে। লোক চক্ষুর অন্তরালে সে বসবাস করে। তার কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। তার জীবিকা হচ্ছে প্রয়োজন পরিমাণ এবং এর উপর সে সবর করে। তার মৃত্যু হয় অতি সহজে এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদ থাকে যৎসামান্য। তার জন্য বিলাপকারীর সংখ্যাও কম।

[৪১১৮] حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ الْحِمَصِيُّ ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ الْبَذَاذَةُ الْقَشَافَةُ يَعْنِي التَّقَشُّفُ .

[৪১১৮] কাসীর ইব্ন উবায়দ হিমসী (র)..... আবু উমামাহ হারিসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অনাড়ম্বর জীবন যাপনই ঈমান। তিনি (রাবী) বলেন, 'বাযাযাহ' এর অর্থ 'কাশাফাহ' মানে বিলাস ব্যাসন পরিত্যাগ করা, সাধাসিধে জীবন নির্বাহ করা।

[৪১১৯] حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

[৪১১৯] সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)..... আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন : আমি কি তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা জানিয়ে দিব না ? তারা বললেন : হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : তোমাদের মাঝে তারাই শ্রেষ্ঠ, যাদের দেখলে মহান আল্লাহর স্মরণ হয়।

৫. بَابُ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদ : গরীবদের ফযীলত

[৪১২০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا الرَّجُلِ قَالُوا رَأَيْكَ فِي هَذَا نَقُولُ هَذَا مِنْ أَشْرَفِ النَّاسِ هَذَا حَرِيٌّ أَنْ يُخْطَبَ وَأَنْ شَفَعَ وَأَنْ يُشْفَعَ وَأَنْ قَالَ أَنْ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَسَكَتَ

النَّبِيُّ ﷺ وَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا نَقُولُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مِنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيٌّ أَنْ خُطِبَ لَمْ يُنْكَحْ وَإِنْ شَفَعَ لَا يَشْفَعُ وَإِنْ قَالَ لَا يُسْمَعُ لِقَوْلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلَّةِ الْأَرْضِ مِثْلُ هَذَا.

৪১২০ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)..... সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তখন নবী ﷺ বললেন : তোমরা এই লোকটি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করো? তারা (সাহাবা-কিরাম রা) বললেন : এর ব্যাপারে আপনার যা অভিমত (আমাদের ও ভাই)। আমরা মনে করি, এই লোকটি লোকদের মাঝে অভিজাত শ্রেণীর, এই ব্যক্তি এরূপ যোগ্য যে, সে যদি বিবাহের পয়গাম পাঠায় তা গৃহীত হয়। যদি সে সুপারিশ করে, তা গ্রহণ করা হয়। যদি সে কিছু বলে, তবে তা শ্রবণ করা হয়। নবী ﷺ চুপ থাকলেন। এরপর অন্য এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করলো। তখন নবী ﷺ এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কি ধারণা পোষণ করো? তার (সাহাবা কিরাম রা) বললেন : আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মনে করি এই ব্যক্তি তো ফকীর মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যক্তি তো এরূপ যে, সে বিবাহের পয়গাম পাঠালে তা গৃহীত হয় না, যদি সে সুপারিশ করে, তা কবুল করা হয় না। এবং যদি কিছু বলে, তা শোনা হয় না। তখন নবী ﷺ বললেন : এ ব্যক্তি দুনিয়ার সমস্ত ব্যক্তির তুলনায় উত্তম।

৪১২১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ

৪১২১ উবায়দুল্লাহ ইবন ইউসুফ জুবায়রী (র)..... ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহব্বত করেন তাঁর সেই অভাবী মু'মিন বান্দাকে, যে অধিক সন্তানের পিতা হওয়া সত্ত্বেও অন্যের দ্বারস্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে।

১. بَابُ مَنْزِلَةِ الْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদ : দরিদ্র ব্যক্তিদের মর্যাদা

৪১২২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ فَقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ

৪১২২ আবু বাকর ইবন শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দরিদ্র ঈমানদার ব্যক্তির ধনীদের দি-অর্ধ দিবস আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থ

দিবসের পরিমাণ হবে-পাঁচশ' বছর। (কেননা আখিরাতের একদিন আল্লাহর কাছে এক হাজার বছরের সমান।

৪১২৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا عَيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَانِهِمْ بِمِقْدَارِ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ.

৪১২৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি (রাসূল) ﷺ বলেছেন : দরিদ্র মুহাজির মুসলমানেরা, বিত্তবান মুসলমানদের পাঁচশ বছর আগে জান্নাতে দাখিল হবে।

৪১২৪ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنبَانَا أَبُو غَسَّانَ بِهِلُولُ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكَى فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ أَغْنِيَانَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ لَا أَبْشِرُكُمْ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَانِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ ثُمَّ تَلَا مُوسَى هَذِهِ الْآيَةُ «وَأَنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ».

৪১২৪ ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্র মুহাজির রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সে ব্যাপারে অভিযোগ করলেন, যে মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বিত্তবানদের দিয়েছেন। তিনি বললেন : হে দরিদ্র (মুহাজির) সমাজ। আমি কি তোমাদিগকে সুসংবাদ দিব না যে, দরিদ্র মু'মিন সম্প্রদায় ধনীদের চাইতে অর্ধদিবস অর্থাৎ পাঁচশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে? অতঃপর মুসা (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন :

وَأَنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ-

“এবং তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান” (২২ : ৪৭।)

৭. بَابُ مُجَالَسَةِ الْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদ : দরিদ্রদের সাথে উঠা-বসা

৪১২৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَبُو يَحْيَى ثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يُحِبُّ الْمَسَاكِينَ وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْنِيهِ أَبَا الْمَسَاكِينِ.

৪১২৫ আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ আল-কিন্দী (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জা'ফর ইবন আবু তালিব (রা) মিসকীনদের ভালবাসতেন, তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন এবং তারাও তাঁর সাথে আলাপ করতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে 'আবুল মাসাকীন' অর্থাৎ 'দরিদ্রদের পিতা' উপনামে ভূষিত করেন।

৪১২৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْمُبَارَكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَحِبُّوا الْمَسَاكِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اَحْنِنِيْ مِسْكِيْناً وَّامْتِنِيْ مِسْكِيْناً وَاَحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ.

৪১২৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বাও আবদুল্লাহ ইবন সাঈদী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমারা মিসকীনদের ভালবাসবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর দু'আয় বলতে শুনেছি : “হে আল্লাহ্ ! আমাকে মিসকীন হিসেবে জীবিত রেখো, মিসকীন হিসেবে আমার মৃত্যু দান করো এবং মিসকীনদের দলভুক্ত করে আমাকে হাশরের ময়দানে উঠিয়ে।”

৪১২৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَرِيُّ ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْأَزْدِيِّ وَكَانَ قَارِئُ الْأَزْدِ عَنْ أَبِي الْكَنُودِ عَنْ خُبَّابٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى «وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ» قَالَ جَاءَ الْأَقْرَعُ بْنُ جَابِسٍ التَّمِيمِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْقَزَارِيُّ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ صُهَيْبٍ وَبِلَالٍ وَعَمَّارٍ وَخُبَّابٍ قَاعِدًا فِيْ نَاسٍ مِّنَ الضُّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ حَقَرُوهُمْ فَاتَّوَهُ فَخَلَوْا بِهِ وَقَالُوا إِنَّا نُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ مَجْلِسًا نَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضَلَّنَا فَإِنْ وَفَّوَدَ الْعَرَبُ تَأْتِيكَ فَتَسْتَحْيِيْ أَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُدِ فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَأَقِمَّهُمْ عَنْكَ فَإِذَا نَحْنُ فَرَعْنَا فَأَقْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ قَالَ نَعَمْ قَالُوا فَاكْتُبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا قَالَ قَدَعَا بِصَحِيفَةٍ وَدَعَا عَلِيًّا لِيَكْتُبَ وَنَحْنُ قُعُودُ فِيْ نَاحِيَةٍ فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ «وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ» ثُمَّ ذَكَرَ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ فَقَالَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ثُمَّ قَالَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ قَالَ فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكْبَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَامَ وَتَرَكْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ «وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ (وَلَا تَجَالِسِ الْأَشْرَافَ) تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا (يَعْنِي عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ) وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (قَالَ هَلَاكًا) قَالَ أَمْرُ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَمَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ خَبَّابٌ فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حَتَّى يَقُومَ

[৪১২৭] আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ কান্তান (র)..... খাব্বার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী এ আয়াত সম্পর্কে বলেন :

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ-

“যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ডাকে, তাদের তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের উপর ন্যস্ত নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে। যদি তাড়িয়ে দাও, তাহলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” (৬ : ৫২)

রাবী বলেন, আকরা ইবন হাবিস তামিমী ও উয়ায়নাহ ইবন হিসন (এরা উভয়ে গোত্র প্রধান ও বিত্তবান ছিলেন) তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সুহাইব (রা), বিলাল (রা), আশ্মার (রা) খাব্বার (রা) প্রমুখ দরিদ্র অসহায় মু'মিনদের সাথে বসা পেলেন। তারা নবী ﷺ এর চার পাশে এঁদের বসা দেখেতে পেয়ে, তাদের হেয় জ্ঞান করলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটকে এলেন এবং নির্জনে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করলেন। তারা বললেন যে, আমরা চাই, আপনি আমাদের

জন্য স্বতন্ত্রভাবে বসার ব্যবস্থা করবেন, যাতে আরবরা আমাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। কেননা, আপনার কাছে আরবের প্রতিনিধিদল আসে। সুতরাং এই দাসদের সাথে আরবরা আমাদেরকে বসা দেখলে এতে আমরা লজ্জাবোধ করি। তাই আমরা যখন আপনার কাছে আসি তখন আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে উঠিয়ে দিবেন। আমরা আপনার কাছ থেকে বিদায় দিলে, আপনি ইচ্ছা করলে, তাদের সাথে বসতে পারেন। তিনি বললেন : ঠিক আছে। (নেতা গোছের লোকগুলোর চিন্তাকর্ষণের জন্য ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে সম্মতি দান করলেন) তারা বললেন : আপনি আমাদের জন্য এই মর্মে একটি চুক্তি লিখে দিন। রাবী বলেন : তখন তিনি কাগজ আনালেন এবং আলী (রা) কে লেখার জন্য ডাকলেন। আর আমরা এক পাশে বসা ছিলাম। তখন জিবরাঈল (আ) নাযিল হলেন এবং বললেন :

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ-

“যারা তাদের রবকে সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তাদের আপনি তাড়িয়ে দিবেন না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার কর্মের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে, আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন। যদি আপনি তাদের সরিয়ে দিন, তাহলে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন”। (সূরা আনআম, ৬ : ৫২)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আকরা ইবন হাবিস ও উয়ায়নাহ্ ইবন হিস্ন এর কথা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন :

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ-

“এইভাবে আমি তাদের একদলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যেন তারা বলে : আমাদিগের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত নন?” (সূরা আনআম, ৬:৫৩)

এর পর আল্লাহ তা‘আলা বললেন :

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ-

“যারা আমার আয়াত সমূহের প্রতি ঈমান এনেছে, তারা যখন আপনার নিকটে আসে, তখন আপনি বলবে ‘তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক’ তোমাদের রব (তোমাদের জন্য) রহমত বর্ষণ করা তার উপর হ্রি করেছেন”। (সূরা আনআম, ৬ : ৫৪)

রাবী বলেন, তখন আমরা তাঁর নিকটবর্তী হলাম, এমনকি আমাদের জানু তাঁর জানুর সাথে লাগিয়ে বসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে বসতেন এবং যখন উঠার ইচ্ছা করতেন, তখন আমাদের ছেড়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ-

“আপনি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখবেন তাদেরই সংগে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁদের সমুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আপনি পার্বি জীবনের শোভা কামান করে তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না।”- (কাহুফ, ১৮ঃ২৮)

আর আপনি অভিজাতদের সাথে বসবে না। “আপনি তার অনুগত্য করো না, যার চিন্তকে আমি আমার স্রণে অমনোযোগী করে দিয়েছিল (অর্থাৎ উয়ায়নাহ ও আকরা ইবনে হাবিস-এর কথায় কান দিবেন না), যে তার খেয়াল-খুলীর অনুসরণ করেও যার কাজ কর্ম সীমা অতিক্রম করে। (রাবী বলেন : সে ধ্বংস হয়েছে)। তিনি বলেন : উয়ায়নাহ ও আকরা ইবন হারিস-এর কর্মকাণ্ড বরবাদ হয়েছে। অতঃপর তিনি তাদের সামনে দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পার্থক্য জীবনের উপমা পেশ করলেন (সূরা কাহুফের ৩২ নং ও ৪৫ নং আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে)। খাব্বাব (রা) বলেন, অতঃপর এমন অবস্থা হয়ে গেল যে, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে উঠা-বাস করতাম। যখন তাঁর উঠার সময় হতো, তখন আমরা উঠে দাঁড়াইতাম এবং তাঁকে উঠার জন্য সুযোগ করে দিতাম।

৪১২৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنِ الْمُقْدَامِ ابْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا سِتَّةٌ فِي وَفَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَصَهْبٍ وَعَمَّارٍ وَالْمُقْدَامِ وَبِلَالٍ قَالَ قَالَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَا نَرْضَى أَنْ نَكُونَ أَتْبَاعًا لَهُمْ فَاطْرُدَّهُمْ عَنْكَ قَالَ قَدْ خَلَّ قَلْبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْخُلَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ الْآيَةُ

৪১২৮ ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াত আমাদের ছয়জনের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে : আমি, ইবন মাসউদ, সুহাইব, আখ্বার, মিকদাদ ও বিলাল (রা)। রাবী বলেন : কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললেন, আমরা এসব লোকদের অনুসরণে আপনার সাথে একত্রে (বসতে) সম্মত নই, আপনি আপনার নিকট থেকে এদের সরিয়ে দিন। রাবী বলেন, এই কথা শোনার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তকরণে সেই কথাই প্রবিষ্ট হোলো, যা আল্লাহর মঞ্জুর ছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন-

وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ-

“যারা তাদের রবকে সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তাদের আপনি তাড়িয়ে দিবেন না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্বও তাদের নয় যে, আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন যদি আপনি তাদের সরিয়ে দিন, তাহলে আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।” (সূরা আনআম, ৬ : ৫২)।

৪. بَابُ فِي الْمُكْثَرِينَ

অনুচ্ছেদ : বিস্তারিতের প্রসঙ্গে

৪১২৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَيْلٌ لِلْمُكْثَرِينَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا أَرْبَعٌ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ قُدَامِهِ وَمِنْ وَرَائِهِ.

৪১২৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ধনবানদের জন্য ধ্বংস; তবে তারা নয়, যারা ধন-সম্পদ সম্পর্কে বলে : এই দিকে, এই দিকে, এইদিকে, এইদিকে-তিনি চারদিকেই ইশারা করলেন, ডানে, বামে সামনে ও পেছনে (অর্থাৎ যাবতীয় হক আদায় করে)।

৪১৩০ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا النُّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ هُوَ سِمَاكٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ الْحَنْفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَكْثَرُونَ هُمْ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ.

৪১৩০ আব্বাস ইবন আবদুল আযীম আযারী (র)..... আবু যার (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগত কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে উপনীত হবে। তবে তারা নয়, যারা ধন-সম্পদ সম্পর্কে বলে : এই দিকে, এই দিকে (অর্থাৎ যথাযথভাবে ব্যয় করে) এবং সে তা হালাল-ভাবে অর্জন করে।

৪১৩১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا .

৪১৩১ ইয়াহুইয়া ইবন হাকীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারীরা (কিয়ামতের দিন) সর্বাপেক্ষা নিচুস্তরে অবস্থান করবে। তবে তারা নয় যারা বলবে (বিলিয়ে দিবে) এই দিকে, এই দিকে এই দিকে। তিনি এই কথাটি তিনবার বলেছেন।

৪১৩২ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَهْلٍ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ أَحْدًا عِنْدِي ذَهَبًا فَتَأْتِيَ عَلَى ثَالِثَةٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرَصَدَهُ فِي قَضَاءٍ دَيْنٍ .

৪১৩২ ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমি তো চাই না যে, উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ আমার কাছে থাকবে এবং তৃতীয় দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও তা থেকে আমার নিকট কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য আমি ঋণ পরিশোধের জন্য যা রেখে দেবে, তা ভিন্নতর।

৪১৩৩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهِ مُسْلِمٍ بْنِ مِشْكَمٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ غِيْلَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِيبَ إِلَيْهِ لِقَائِكَ وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَمْ يُصَدِّقْنِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطْلِ عُمُرَهُ .

৪১৩৩ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আমর ইবন গায়লান সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ ! যে আমার প্রতি ঈমান এনেছে, আমাকে সত্য (নবী) বলে গ্রহণ করেছে এবং আপনার নিকট থেকে আমি যা নিয়ে এসেছি তাকে (কুরআনকে) সত্য জ্ঞান করেছে, আপনি তার ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কম করে দিন এবং আপনার দীদার তার জন্য প্রিয় বানিয়ে দিন। এবং তাকে তাড়াতাড়ি মৃত্যু দিন। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনেনি, আমাকে সত্য বলে স্বীকার করেননি এবং আমি আপনার নিকট থেকে যা নিয়ে এসেছি তাকে অসত্য জ্ঞান করে না, আপনি তার ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং তার আয়ু বৃদ্ধি করে দিন।

৪১৩৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا غَسَّانُ بْنُ بُرَزَيْنِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا غَسَّانُ بْنُ بُرَزَيْنِ ثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ عَنِ الْبَرَاءِ السَّلِيطِيِّ عَنْ نُقَادَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ يَسْتَمْنِجُهُ نَاقَةٌ فَرَدَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ فَلَمَّا أَبْصَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهَا وَفِيْمَنْ بَعَثَ بِهَا قَالَ نُقَادَةُ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِيْمَنْ جَاءَ بِهَا قَالَ وَفِيْمَنْ جَاءَ بِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُلِبَتْ فَدَرَّتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَ فُلَانٍ لِلْمَنْعِ الْأَوَّلِ وَاجْعَلْ رِزْقَ فُلَانٍ يَوْمًا بِيَوْمٍ لِلَّذِي بَعَثَ بِالنَّاقَةِ .

৪১৩৪ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ...নুকাদাহ আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এক ব্যক্তির নিকট উটনী আনার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সে ফিরায়ে দিল। অতঃপর তিনি আমাকে অপর এক ব্যক্তির কাছে পাঠালেন। সে ব্যক্তি তাঁর (রাসূলুল্লাহ) নিকট উটনী পাঠিয়ে দিল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উটনী দেখলেন, তিনি বলেন : হে আল্লাহ ! এতে তুমি রবকত দাও এবং যে ব্যক্তি এটা পাঠিয়েছে তাকে ও।

নুকাদাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললাম : যে ব্যক্তি এই উটনী নিয়ে এসেছে-তার জন্যও (দু'আ করুন)। তিনি বলেন : (হে আল্লাহ ! তাকেও অশেষ কল্যাণ দিন), যে এটা নিয়ে এসেছে। অতঃপর তিনি উটনীর দুধ দোহনের জন্য নির্দেশ দিলেন। তখন দুধদোহন করা হলো এবং তা পরিমাণে অধিক হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আল্লাহ ! অমুক ব্যক্তির মাল বৃদ্ধি করে দিন, যে প্রথম নিষেধকারী। আর অমুকের, যে ব্যক্তি উটনী পাঠিয়েছে, তাকে দৈনিক হারে জীবিকা দিন।

৪১৩৫ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهِمِ وَعَبْدُ الْقَطِيفَةِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَفِ .

৪১৩৫ হাসান ইবন হাম্মাদ (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দীনার ও দিরহামের দাসেরা (মালিকরা) ধ্বংস হোক, সুদৃশ্য চাদর এবং কালরেখা বিশিষ্ট রেশমী কাপড়ের দাসেরাও নিপাত ডাক। যদি তাকে এসব সামগ্রী দেওয়া হয়, তবে সে হয় খুশী আর যদি তাকে না দেওয়া হয়, তখন সে অঙ্গীকার পূর্ণ করে না।

৪১৩৬ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهِمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ تَعَسَّ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ .

৪১৩৬ ইয়াকুব ইবন হুমায়দ (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দীনার, দিরহাম ও শালের গোলামেরা নিপাত যাক। আল্লাহ এদেরকে মুখ খুবড়ে জাহান্নামের নিক্ষেপ করুন। যখন জাহান্নামের কাঁটার আঘাত লাগবে, তখন সে বের হতে পারবে না।

৯. بَابُ الْقَنَاعَةِ

অনুচ্ছেদ : কানা'আত (অল্পে তৃষ্টি)

৪১৩৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ .

৪১৩৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ধন-সম্পদের আধিক্যতাই অমুখাপেক্ষীতার মাপকাঠি নয়, বরং অমুখাপেক্ষীতাই প্রকৃত মুখাপেক্ষহীনতা।

৪১৩৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ هَانِيٍّ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هَدَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَرَزَقَ الْكَفَافَ وَقَنِعَ بِهِ .

৪১৩৮ মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমার ইবন আ'স (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সে ব্যক্তি অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, যে ইসলামের দিকে হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে, প্রয়োজন মাসিক জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং এতেই সে পরিতুষ্ট হয়েছে।

৪১৩৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قَوْتًا .

৪১৩৯ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র) ...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনকে প্রয়োজন মাসিক জীবিকা দান করুন।

৪১৪০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ ثَنَا أَبِي وَيَعْلَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ نُفَيْعٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ غَنِيٍّ وَلَا فَقِيرٍ إِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ أَتَى مِنَ الدُّنْيَا قُوتًا .

৪১৪০ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোন ধনী কিংবা দরিদ্র নেই, যারা কিয়ামতের দিন এই আকাঙ্ক্ষা না করবে যে, যদি আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে প্রয়োজন মাসিক জীবিকা দান করতেন। (তাহলে ভাল হতো)।

৪১৪১ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُمَيْلَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْصَنٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ أَمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَأَنَّمَا حَبِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا .

৪১৪১ সুওয়াইদ ইবন সাঈদ ও মুজাহিদ ইবন মূসা (র)....উবায়দুল্লাহ ইবন মিহসান আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন গৃহে সুস্থ দেহে প্রাণের নিরাপত্তার সাথে সকাল যাপন করলো আর তার কাছে সে দিনকার আহাৰ্য মজুদ থাকলো, তাহলে সমগ্র পৃথিবীদের তার হাসিল হয়ে গেল। (স্বাস্থ্য ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন এক মহাসম্পদ)

৪১৪২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظَرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظَرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

৪১৪২ আবু বাকর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের চাইতে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি নয়র রাখবে, (তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারবে) এবং নিজেদের চাইতে উপরস্থ লোকদের প্রতি লক্ষ্য করবে না। এমনটি করলে আল্লাহর নি'আমতকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করার প্রবণতা সৃষ্টি হবে না।

রাবী আবু মু'আবিয়া (র) ﷺ এর স্থলে ﷺ বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থ একই অর্থাৎ উপরস্থ উন্নতদের।

৪১৪৩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ ثَنَا يَزِيدُ ابْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ .

৪১৪৩ আহমাদ ইবন সিনান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মারফু সনদে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাহিক আকৃতি ও ঐশ্বর্যের প্রতি লক্ষ্য করেন না, বরং তিনি তোমাদের আমল ও কাল্বের দিকে দেখে থাকেন।

১. بَابُ مَعِيشَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

অনুচ্ছেদ : মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার-পরিজনদের জীবন-যাপন পদ্ধতি

৪১৪৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نُوْقِدُ فِيهِ بِنَارٍ مَا هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ (إِلَّا أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ قَالَ نَلْبِثُ شَهْرًا)

৪১৪৪ আবু বাকর ইবন শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলে-মুহাম্মদ ﷺ একেক মাস এমনভাবে অতিবাহিত করতাম যে, ঘরে আগুন প্রজ্জ্বলিত করতাম না। আমাদের আহাৰ্য বলতে খেজুর ও পানি ব্যতীত কিছুই থাকতো না। এই হাদীসের রাবী ইবন নুমায়র শব্দ উল্লেখ করেছেন- অর্থ একই।

৪১৪৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ يَهْتَبِي عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ الشَّهْرُ مَا يُزَى فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِهِ الدُّخَانُ قُلْتُ فَمَا كَانَ طَعَامُهُمْ قَالَتِ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانُ مِنَ الْأَنْصَارِ جِيرَانُ صَدِيقٍ وَكَانَتْ لَهُمْ رَبَائِبُ فَكَانُوا يَبْعَثُونَ إِلَيْهِ الْبَانَهَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَكَانُوا تِسْعَةَ أَبْيَاتٍ .

৪১৪৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার পরিজনদের বেলায় এমন মাসও অতিবাহিত ততো যে, তার গৃহগুলোর কোনটি থেকে ধূয়া বের হতে দেখা যেতো না। (আবু সালাম (রা) বলেন) : আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তখন তাদের আহাৰ্য কি ছিল ? তিনি বললেন : দু'টো কালো রং এর জিনিস-খিজুর ও পানি। তবে আমাদের আনাসারী সৎ

প্রতিবেশীরা বকরী পালন করতেন এবং বকরীর দুধ হাদিয়া হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠাতেন। রাবী মুহাম্মদ ইবন আমর (যিনি আবু সালামা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলেন, তাদের নয়টি গৃহ ছিল। (নয়জন উম্মুহাতুল মুমিনীনের জন্য নয়টি পৃথক কামরা ছিল)

৪১৪৬ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْتَوِي فِي الْيَوْمِ مِنَ الْجُوعِ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ.

৪১৪৬ নাসর ইবন আলী (র)..... নুমান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি উমর ইবন খাতাব (রা) কে বলতে শুনেছি : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দিনের বেলায় ক্ষুধার তাড়নায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতে দেখেছি। তিনি এমন কোন নিকৃষ্ট খেজুরও পেতেন না যা দিয়ে তিনি তার পেট পূরা করতে পারেন।

৪১৪৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِرَارًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ وَإِنْ لَهُ يَوْمٌ يَمِيزُ تِسْعَ نِسْوَةٍ

৪১৪৭ আহামদ ইবন মানী (র) আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কয়েকবার বলতে শুনেছি : সেই মহান সত্তার শপথ ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ ; মুহাম্মদের পরিবার পরিজনের কাছে সকালবেলা আহাৰ্য্য দ্রব্য হিসেবে এক সা' ! (সাড়ে তিন কেজি) পরিমাণ গম কিংবা খুরমা-খেজুর থাকতো না। তখন তাঁর নয়জন বিবি ছিলেন।

৪১৪৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَزِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ

৪১৪৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুয়া (রা)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আলে মুহাম্মদের কাছে সকাল বেলা এক মুদের অধিক খাদ্য শস্য থাকতো না। (এক মুদ এক রতলের চাইতে কিছু বেশী যার পরিমাণ আমাদের দেশের পরিমাপ অনুসারে আধা সের)। কথাটি তিনি দুই বার বলেছেন।

৪১৪৭ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَكْرَمِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَكَّنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ لَا نَقْدِرُ (أَوْ لَا يَقْدِرُ) عَلَى طَعَامٍ.

৪১৪৯ নাসর ইবন আলী (র)..... সুলায়মান ইবন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। এ সময় আমরা তিনদিন পর্যন্ত এভাবে কাটালাম যে, আমরা খাবার সংগ্রহ করতে পারতাম না। অথবা তাঁকে পানাহার করানো সামর্থ ছিল না।

৪১৫০ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بِطَعَامٍ سَخْنٍ فَآكَلْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا دَخَلَ بَطْنِي طَعَامٌ سَخْنٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا.

৪১৫০ সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ..... আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে গরম টাটকা খাবার পরিবেশন করা হলো। তিনি আহার করলেন। পানাহার শেষে বললেন : ‘আল-হামদু লিল্লাহ’। এতদিন পর্যন্ত আমার উদরে কখনো এরূপ টাটকা উপাদেয় খাদ্য প্রবেশ করেনি।

১১. بَابُ ضِجَاعِ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

অনুচ্ছেদ : মুহাম্মাদ ﷺ -এর পরিবার পরিজনদের বিছানা

৪১৫১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَدْمًا حَشْوُهُ لَيْفٌ.

৪১৫১ আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিছানা ছিল চামড়া তৈরী। তার ভেতরে ছিল খেজুরের ছেবড়া।

৪১৫২ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَهُمَا فِي خَمِيلٍ لَهُمَا وَالْخَمِيلُ الْقَطِيفَةُ الْبَيْضَاءُ مِنَ الصُّوفِ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَهْزَهُمَا بِهَا وَوَسَادَةً مَحْشُوَّةً إِذْخِرًا وَقَرَبَةً.

৪১৫২ ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা) ও ফাতিমা (রা) এর নিকটে আসেন। সে সময় তাঁরা তাঁদের চাদরের আবৃত ছিলেন। (এটি ছিল একটি সাদা পশমী চাদর) তা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন। তিনি

আরও দিয়েছিলেন একটি বালিশ যা ইযখির ঘাস দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং পানি রাখার জন্য একটি মশক দিয়েছিলেন।

৬১০৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي سِمَاكُ الْحَنْفِيُّ أَبُو زَمِيلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَالَ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَرَفَ فِي جَنْبِهِ وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةِ مِّنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَقَرِظَ فِي نَاحِيَةِ فِي الْغُرْفَةِ وَإِذَا إِهَابٌ مُّعَلَّقٌ فَابْتَدَرْتُ عَيْنَايَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَرَفَ فِي جَنْبِكَ وَهَذِهِ خِرَازِنَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى وَذَلِكَ كِسْرَى وَقَيْصَرٌ فِي الثَّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِرَازِنَتُكَ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلَى .

৪১৫৩ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (রা)..... উমার ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তখন খেজুর পাতার চাটাই-এর উপরে আরাম করছিলেন। রাবী বলেন : আমি সেখানে বসে পড়লাম। সে সময় তাঁর পরিধানে ছিল একটি ইযার। এছাড়া অন্য কোন বস্ত্র তাঁর পরিধানে ছিল না তাঁর চাটাই এর দাগ বসে গিয়েছিল। আমি দেখতে পেলাম তাঁর গৃহে এক অঞ্জলী সমান তথা এক সা' (সাড়ে তিন কেজি পরিমাণ) গম, জ্বালানী রূপে ছিল কিছু বাবুল বৃক্ষের পাতা এবং গৃহের এক কোণে একটি পানি মশক ঝুলন্ত ছিল। এ অবস্থা দেখে আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হলো। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সা) বললেন : হে ইবন খাত্তাব। কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী। আমি কেন কাঁদবো না? এই খেজুর পাতার নির্মিত চাটাই আপনার পাজরে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। আর আপনার গৃহ সামগ্রী যা দেখলাম, তাতে। এই, এই। আর কিসরা (পারস্য রাজ) এবং কায়সার (রোমক সম্রাট) কে দেখুন, তারা কত বিলাস-ব্যসনে ফলমূল ও ঝরণা সমূহের মাঝে রয়েছে। অথচ আপনি তো আল্লাহর নবী! এবং তাঁর মনোনীত প্রিয় বান্দা। আপনার পার্থিব সামগ্রী হচ্ছে এই, এই। তিনি বললেন, হে ইবন খাত্তাব। তুমি কি এতে খুশী নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাত (অর্থাৎ জ্ঞানাতের চিরস্থায়ী সুখ-সম্পদ), এবং ওদের জন্য রয়েছে দুনিয়া (ক্ষণিকের রং তামাশা)। আমি বললাম : জি হাঁ।

৬১০৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَهْدَيْتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى فَمَا كَانَ فَرَّاشُنَا لَيْلَةً أَهْدَيْتُ إِلَّا مَسَكَ كَبْشٍ .

৪১৫৪ মুহাম্মদ ইবন তারীফ ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ইবন হাবীব (র)...আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা (ফাতিমা রা) কে আমার নিকট বাসর যাপনের জন্য পাঠান হলো। সে রাতে বকরীর চামড়ার বিছানা ব্যতীত আর কোন বিছানা আমাদের ছিল না।

১২. بَابُ مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের জীবন যাপন পদ্ধতি

৪১৫৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا يَتَحَامَلُ حَتَّى يَجِيءَ بِالْمَدِّ وَإِنْ لَاحَدِهِمْ الْيَوْمَ مِائَةُ أَلْفٍ قَالَ شَقِيقٌ كَأَنَّهُ يُعْرِضُ بِنَفْسِهِ .

৪১৫৫ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (রা)..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাদাকা করার নির্দেশ দিলেন। আমাদের কেউ বের হতেন এবং ময়দুরী করতেন, এমকি এক মুদ (এক রতল পরিমাণ-আমাদের দেশীয় মাপে অর্ধ সের) নিয়ে আসতেন (এবং সাদাকা করতেন)। আজকের দিনে তাদের কারো কারো কাছে লাখ লাখ দিরহাম মঞ্জুদ রয়েছে। রাবী শাকীক (র) : আবু মাসউদ (রা) এই কথার দ্বারা নিজের প্রতি ইশারা করেছেন।

৪১৫৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ خَطَبَنَا عُثْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا .

৪১৫৬ আবু ইবন আবু শায়বা (র)..... খালিদ ইবন উমায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উৎবাহ ইবন গায়ওয়ান (রা) আমাদের কাছে মিম্বরে উঠে খুৎবা শোনাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সপ্তম ব্যক্তি ছিলাম, আর আমাদের কাছে কতিপয় গাছের পাতা ব্যতিরেকে কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল না, যা আমরা খেতে পারি। শেষ পর্যন্ত আমাদের দাঁতের মাড়িতে ঘা হয়ে গিয়েছিল (খসখসে পাতা খাওয়ার কারণে)।

৪১৫৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوعٌ وَهُمْ سَبْعَةٌ قَالَ فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ ﷺ سَبْعَ تَمَرَاتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ تَمْرَةً .

৪১৫৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাদের (সাহাবা কিরাম রা এর) ভয়াণক ক্ষুধা পাচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা ছিল সাতজন। তিনি বললেন : নবী ﷺ মাথা পিছু একটি করে দেওয়ার জন্য আমাদের সাতটি খেজুর দিলেন।

৪১৮৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى مِّنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ قَالَ الزُّبَيْرُ وَآيُ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ الْأَسْوَدَانِ التَّمَرُّ وَالْمَاءُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ.

৪১৫৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া ইবন আবু উমার আদানী (র)..... যুবায়র ইবন আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (এরপর তোমরা অবশ্যই যেদিন নি'আমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে) আয়াতটি নাযিল হলো, তখন যুবায়র (রা) বললেন : আমাদের কাছে এমন কি নি'আমত আছে, যে, সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? আমাদের কাছে তো শুধু মাত্র দু'টো কালো রং এর জিনিস তথা খেজুর ও পানি আছে। তিনি ﷺ বললেন, নি'আমতের যুগ অচিরেই আসবে।

৪১৫৯ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِي أَزْوَادُنَا حَتَّى كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِائَةُ تَمْرَةٍ فَقِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَآيُنْ تَفْعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا وَآتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا نَحْنُ بِحَوْتٍ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

৪১৫৯ উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তিনশত জনকে কোন জিহাদে পাঠালেন। আমরা আমাদের রসদ প্রত্যাাদি কাঁধের করে বহণ করছিলাম। আমাদের রসদপ্রত্যাাদি ফুরিয়ে এলো, এমনকি শেষাবধি আমাদের প্রতিজনের জন্য একটি করে খেজুর বাকী রইলো। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আবু আবদুল্লাহ! একটি মাত্র খেজুরে একজন পুরুষের কতদূর কি হবে! তখন তিনি বললেন : যখন সেই জনপ্রতি একটি করে খেজুর প্রাপ্ত হলাম। হঠাৎ তথায় আমরা একটা বিরাটকায় মাছ দেখতে পেলাম, যাকে সমুদ্রের ঢেউ তীরে নিক্ষেপ করেছিল। আমরা (সংখ্যায় তিনশত জন) দীর্ঘ আঠার দিন পর্যন্ত সেই মাছটি আহার করলাম।^১

১. তিনশত জন লোক একটি মাছ খেয়ে দীর্ঘ আঠার দিন অতিবাহিত করেন। মাছটি এতবড় ছিল যে, মেরুদণ্ডের হাড় দু'টোর মধ্যস্থান দিয়ে বলিষ্ঠকায় উট অতিক্রম করতে পারতো। মদীনাতে এসে তারা মাছটির কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট বললেন। তিনি বললেন, এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর অকুপণ হস্তের দান মাত্র।

১২. بَابُ فِي الْبِنَاءِ وَالْخَرَابِ

অনুচ্ছেদ : ইমারত তৈরী করা ও নষ্ট করা

[৪১৬.] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ خُصُّ لَنَا وَهِيَ نَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ .

[৪১৬] আবু কুরায়ব (র) ..আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, এ সময় আমরা একটা ঝুপড়ি মেরামত করছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এইটা কি? তখন আমি বললাম : আমাদের বাড়ীঘর পুরানো হয়ে গেছে, আমরা তা মেরামত করছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তো দেখতে পাচ্ছি, মৃত্যু তার আগেই উপস্থিত হচ্ছে।

[৪১৭.] حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ابْنِ أَبِي فَرَوَةَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبَّةٍ عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا قُبَّةٌ بَنَاهَا فَلَانٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مَالٍ يَكُونُ هَكَذَا فَهُوَ وَبَالَ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَلَغَ الْأَنْصَارِيُّ ذَلِكَ فَوَضَعَهَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا بَعْدَ قَلَمٍ يَرَاهَا فَسَالَ عَنْهَا فَأَخْبَرَ أَنَّهُ وَضَعَهَا لِمَا بَلَغَهُ عَنْكَ فَقَالَ يَرْحِمُهُ اللَّهُ يَرْحِمُهُ اللَّهُ .

[৪১৬১] আব্বাস ইবন উসমান দিমাশকী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারী ব্যক্তির চারকোণ বিশিষ্ট ঘরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কি? তাঁরা বললেন : এতো একটি চারকোণ বিশিষ্ট ঘর, যা অমুকে তৈরী করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে সম্পদ এরূপ হবে, তা কিয়ামতের দিন তার মালিকের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই খবর আনসারীর কাছে পৌঁছে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তা ভেঙে ফেললেন। পরবর্তী সময়ে নবী ﷺ সে পথে গেলেন ; কিন্তু তিনি সেই ঘরখানি দেখতেন পেলেন না। তখন তিনি সে সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাঁকে জানানো হলো যে, আপনার কথা তার কাছে পৌঁছলে সে তা ভেঙে ফেলে। তখন তিনি বললেন : আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

[৪১৬২.] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ابْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَنَيْتُ بَيْتًا يَكُونُنِي مِنَ الْمَطَرِ وَيَكُونُنِي مِنَ الشَّمْسِ مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى .

[৪১৬২] মুহাম্মাদ ইবন উয়াহুইয়া (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমাকে দেখতে পেলাম যে, আমি বৃষ্টি ও সূর্যকিরণ থেকে বাঁচার জন্য একটা ঘর তৈরী করছিলাম। এ কাজে আমাকে আল্লাহর কোন সৃষ্টি সাহায্য করেনি। অর্থাৎ আমি নিজ হাতেই কাজটি সম্পন্ন করেছি।

[৪১৬৩] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ قَالَ أَتَيْنَا خَبَابًا نَعُودُهُ فَقَالَ لَقَدْ طَالَ سَقَمِي وَلَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ وَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي التُّرَابِ أَوْ قَالَ فِي الْبِنَاءِ .

[৪১৬৩] ইসমাইল ইবন মুসা (র)..... হারিসা ইবন মুদাররিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বার (রা)-এর নিকট তাঁর সেবা শুদ্ধার জন্য এলাম। তখন তিনি বললেন : আমার অসুখ দীর্ঘায়িত হচ্ছে। যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একথা বলতে না শুনতাম যে, “তোমরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে না,” তাহলে অবশ্যই আমি তা কামনা করতাম। তিনি বললেন : নিশ্চয়ই বান্দা তার প্রত্যেকটি ব্যয়ের বদৌলতে পুরস্কার পাবে, কিন্তু মাটির মধ্যে খরচ করার (কিংবা ইমারত তৈরীতে ব্যয় করার) জন্য কোন বিনিময় পাবে না।

১৬. بَابُ التَّوَكُّلِ وَالْيَقِينِ

অনুচ্ছেদ : তাওয়াক্কুল (আল্লাহ ভরসা) ও ইয়াকীন (দৃঢ় প্রত্যয়)

[৪১৬৪] حَدَّثَنَا حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا .

[৪১৬৪] হারমলাহু ইবন ইয়াহুইয়া (র) ...আবু তামীম জায়শামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (ইবনুল খাতাব) কে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি; যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযথভাবে তাওয়াক্কুল (ভরসা) করতে, তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাদিগকে জীবিকা দান করতেন, যেমন তিনি রিযিক থাকেন পাখীদের। ওরা খালি পেটে (সকাল বেলা বাসা থেকে) বের হয় এবং (সন্ধ্যায়) উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

৪১৬৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَامِ بْنِ شَرْحِبِيلَ أَبِي شَرْحِبِيلَ عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءِ ابْنِ خَالِدٍ قَالَا دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُعَالِجُ شَيْئًا فَأَعْنَاهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا تَيَاسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّزْتَ رُءُوسُكُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تِلْدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرُ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৪১৬৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... খালিদের পুত্রদ্বয়-হাব্বাহ ও সাওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেছেন : আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি কিছু কাজ করছিলেন, আমরা তাঁকে সে কাজ সাহায্য করলাম। অতঃপর তিনি (রাসূল সা) বললেন : যতদিন তোমাদের মাথা সতেজ থাকবে অর্থাৎ যতদিন তোমার জীবিত থাকবে, তোমরা জীবিকার জন্য নিরাশ হয়ো না। কেননা, মানুষের অবস্থা এই যে, তার মা তাকে লাল আভ্যুক্ত অর্থাৎ অসহায় অবস্থায় প্রসব করেন। তার পরনে পোষাক থাকে না। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে জীবিকা দান করেন অর্থাৎ মাতৃ উদরে থাকাকালীন অলৌকিকভাবে আহার সরবরাহ করেন।

৪১৬৬ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ رُزَيْقٍ الْعَطَّارُ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ بَكلٌ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنْ اتَّبَعَ قَلْبَهُ الشَّعْبَ كُلُّهَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ الشَّعْبُ .

৪১৬৬ ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম সন্তানের কালবে অনেক কামনা বাসনার অনেক শাখা-শাখা রয়েছে, যে ব্যক্তি তার কালবকে প্রবৃত্তির সব শাখায় নিয়োজিত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে যে কোন উপত্যকায় ধ্বংস করতে পরোয়া করবেন না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে, সে সব ধরনের চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্তি পাবে।

৪১৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ .

[৪১৬৭] মুহাম্মাদ ইবন তারীফ (র)....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি ভাল-ধারণা পোষণ করা ব্যতিরেকে মারা না যায়।

[৪১৬৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ إِحْرَصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجِزْ فَإِنَّ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ .

[৪১৬৮] মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : শক্তিশালী বীর্যবান ঈমানদার ব্যক্তি দুর্বল-ক্ষীণকায় মু'মিন থেকে উত্তম ও আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। প্রত্যেকটি ভাল কাজের প্রতি আগ্রহশীল হও, যাতে তা তোমাদের আসে এবং অলস ও গাফিল হয়ো না। কোন কাজে যদি তুমি পরাভূত হও, তখন বলো : আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ, তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা, 'যদি' শয়তানের পথ সুগম করে দেয়।

১০. بَابُ الْحِكْمَةِ

অনুচ্ছেদ : হিক্মত

[৪১৬৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَلِمَةُ الْحَكِيمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

[৪১৬৯] আবদুর রহমান ইবন আবদুল ওহাব (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হিক্মত পূর্ণ বাক্য মু'মিনদের হারানো সম্পদ। যেখানে সে তা পাবে, সে তার অধিকতর হকদার।

[৪১৭০] حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ .

[৪১৭০] আব্বাস ইবন আবদুল আযীম আন্বারী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'টো নি'আমত এমন রয়েছে, যার প্রতি (ভ্রক্ষেপ না করার কারণে) এতে অধিকাংশ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয় : একটি হচ্ছে সুস্থতা, অপরটি অবকাশ ও দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়া।

৪১৭১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ خُثَيْمٍ حَدَّثَنِي عُمَرَانُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي وَأَوْجِزْ قَالَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُودِعٍ وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَاجْمَعْ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ .

৪১৭১ মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ (র)..... আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ নিকট এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমি সহজে আদায় করতে পারি। তিনি বললেন : যখন তুমি তোমার সালাতে দাঁড়াবে, তখন এমনভাবে সালাত আদায় করবে, যেন তুমি বিদায়ী সালাত আদায় করছো এবং এমন কোন কথা মুখে উচ্চারণ করবে না, যার জন্য পরে ওষর পেশ করতে হয়। আর মানুষের হাতে যা কিছু আছে তা থেকে নিরাশ হয়ে যাও। (তাদের কাছে কিছু চাইবে না)।

৪১৭২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرٍّ مَا يَسْمَعُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِيًا فَقَالَ يَا رَاعِي أَجْزَرْنِي شَاةٌ مِنْ غَنَمِكَ قَالَ أَذْهَبَ فَخُذْ بِأَذْنِ خَيْرِهَا فَذْهَبَ فَآخَذَ بِأَذْنِ كَلْبِ الْغَنَمِ .

৪১৭২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে, কোন মজলিসে বসে হিকমতপূর্ণ কথাবার্তা শুনে এরপর সে তার সাথীর কাছে যা মন্দ শুনেছে তা-ই বর্ণনা করে। তার উপমা সেই ব্যক্তির মত, যে কোন রাখালের কাছে গিয়ে বলে, হে রাখাল। তোমার পাল থেকে আমাকে একটি বকরী দাও। সে বলে : তুমি যাও, এবং এর উত্তমটির কান ধরে নিয়ে নাও। তখন সে গেল এবং বকরী পালের (পাহাড়ার) কুকুরের কান ধরে নিয়ে চললো।

৪১৭২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে, কোন মজলিসে বসে হিকমতপূর্ণ কথাবার্তা শুনে এরপর সে তার সাথীর কাছে যা মন্দ শুনেছে তা-ই বর্ণনা করে। তার উপমা সেই ব্যক্তির মত, যে কোন রাখালের কাছে গিয়ে বলে, হে রাখাল। তোমার পাল থেকে আমাকে একটি বকরী দাও। সে বলে : তুমি যাও, এবং এর উত্তমটির কান ধরে নিয়ে নাও। তখন সে গেল এবং বকরী পালের (পাহাড়ার) কুকুরের কান ধরে নিয়ে চললো।

আবুল হাসান ইবন সালামা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তার বর্ণনায় (তার উত্তমের কান ধরে) এর স্থলে (তন্মধ্যে উত্তম বকরীর কান ধরে) কথাটির উল্লেখ রয়েছে।

১৬. بَابُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْكِبْرِ وَالتَّوَاضُّعِ

অনুচ্ছেদ : অহংকার বর্জন ও নম্রতা অবলম্বন

৪১৭৩ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ .

৪১৭৩ সুওয়ায়দ ইবন সাঈদী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার অন্তরে এক সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। আর যে ব্যক্তির অন্তরে এক সরিষার বীজ পরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না।

৪১৭৪ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا لَقِيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ .

৪১৭৪ হান্নাদ ইবন সারী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ সুবহানাছ তা'আলা বলেন : অহংকার আমার চাদর, বড়ত্ব আমার ইয়ার। যে কেউ এই দুই এর কোন একটার জন্য আমার সাথে ঝগড়া করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।

৪১৭৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا لَقِيْتُهُ فِي النَّارِ .

৪১৭৫ আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ ও হারুন ইবন ইসহাক (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ সুবহানাছ তা'আলা বলেন : অহংকার আমার চাদর, বড়ত্ব আমার ইয়ার। যে কেউ এই দুইয়ের কোন একটি নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।

৪১৭৬ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَتَوَاضَعُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دَرَجَةً يَرْفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَمَنْ يَتَكَبَّرُ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً يَضَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ .

৪১৭৬ হারামালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু সাঈদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহ তা'আলার সম্মুখি লাভের উদ্দেশ্যে এক স্তর বিনয়ভাব দেখাবে, আল্লাহ তাঁর পদমর্যাদা এক স্তর বুলন্দ করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে এক স্তর অহংকার করবে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা এক স্তর নীচে নামিয়ে দেবেন, অবশেষে তাকে সর্বনিম্ন তাঁর পৌছিয়ে দিবেন।

৪১৭৭ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَسَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَاجَتِهَا .

৪১৭৭ নাসর ইবন আলী (র)...আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি মদীনার অধিবাসীদের মধ্য থেকে কোন দাসী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরতো, তাহলে তিনি তার হাত থেকে নিজের হাত টেনে নিতেন না, যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজন পূরণের জন্য মদীনার যেখানে ইচ্ছা তাঁকে নিয়ে যেতো।

৪১৭৮ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيُشِيعُ الْجِنَازَةَ وَيُجِيبُ دُعَاةَ الْمَمْلُوكِ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَكَانَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَالنُّضَيْرِ عَلَى حِمَارٍ وَيَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِرَسَنِ مِنْ لَيْفٍ وَتَحْتَهُ أَكَافٌ مِنْ لَيْفٍ .

৪১৭৮ আমর ইবন রাফি (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতেন, জানাযার পেছনে পেছনে যেতেন, ক্রীতদাসের দাওয়াত কবুল করতেন, গাধার পিঠে আরোহণ করতেন। বনু কুরায়যা ও বনু নাযীর গোত্রদ্বয়ের নির্বাসনের দিন তিনি গাধার পিঠে ছিলেন এবং খায়বার বিজয়ের দিনেও তিনি নাকাল করা গাধার সাওয়াব ছিলেন, যার রশি ছিল খেজুর গাছের ছোবলার তৈরী এবং তার নিচে ছিল ছোবড়ার তৈরী একটি জীন।

৪১৭৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ثَنَا أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَطَبَهُمْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ .

৪১৭৯ আহমাদ ইবন সাঈদ (র)..... ইয়ায ইবন হিমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি লোকদের সামনে ভাষণ দেওয়ার সময় বললেন : মহান আল্লাহ আমার প্রতি ওহী নাযিল করেছেন যে, তোমরা নম্রতা অবলম্বন কর, এমন কি কেউ যেন কারোর উপর ফখর না করে।

১৭. بَابُ الْحَيَاءِ

অনুচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা

৪১৮০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلَى لَانَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ عَذْرَاءٍ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا رَأَى ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ .

৪১৮০ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পদানশীন কুমারী কন্যার চাইতেও অধিকতর লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যখন কোন জিনিস অপসন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারায এর ছাপ পড়ে যেতো।

৪১৮১ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ .

৪১৮১ ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ রাক্বী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : প্রত্যেক দীনেরই একটা চরিত্র (বৈশিষ্ট্য) রয়েছে। আর ইসলামের চরিত্র হচ্ছে লজ্জাশীলতা।

৪১৮২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ ثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ .

৪১৮২ আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : নিশ্চয়ই প্রত্যেক দীনেরই একটি চরিত্র (বৈশিষ্ট্য) রয়েছে। আর ইসলামের চরিত্র হচ্ছে লজ্জাশীলতা।

৪১৮৩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَمْرِو أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

৪১৮৩ আমর ইবন রাফি (র) ... উকবা ইবন আমর আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ পূর্ববর্তী নবীদের বাণী থেকে যা পেয়েছে, তা হচ্ছে- “যখন তুমি লজ্জাশীলতা হারাবে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার”।

৪১৮৪ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ .

৪১৮৪ ইসমাইল ইবন মুসা (র) ... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লজ্জাশীলতা ঈমানের অংগ, আর ঈমান অবস্থান করবে জান্নাতে। পক্ষান্তরে, অশীলতাই অত্যাচার (যুলুম), আর অত্যাচার থাকবে জাহান্নামে।

৪১৮৫ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ .

৪১৮৫ হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন; যে জিনিসের মধ্যে বেহায়াপনা থাকবে, তা সে জিনিসকে ক্রটিপূর্ণ করবেই। আর যে জিনিসের মাঝে লজ্জাশীলতা বিদ্যমান থাকবে, তাকে সে সৌকর্যময় করে তুলবে।

১৮. بَابُ الْحِلْمِ

অনুচ্ছেদ : সহনশীলতা প্রসংগে

৪১৮৬ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخِيرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ .

[৪১৮৬] হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ... মু'আয ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার ক্রোধ প্রশমিত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কিয়ামতের দিনে মানুষের সামনে ডেকে আনবেন এবং তাকে তার হচ্ছে মাফিক হ্র গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিবেন।

[৪১৮৭] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عُمَارَةَ الْعَبْدِيِّ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اتَّكُمُ وَفُودُ عَبْدِ الْقَيْسِ وَمَا يَرَى أَحَدٌ فِينَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذَا جَاءُوا فَتَزَلُّوا فَاتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبَقِيَ الْأَشْجُ الْعَصْرِيُّ فَجَاءَ بَعْدُ فَتَزَلَّ مَنْزِلًا فَانَاخَ رَاحِلَتُهُ وَوَضَعَ ثِيَابَهُ جَانِبًا ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَشْجُ إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالتَّوَدَّةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشَىءٌ جَبِلْتُ عَلَيْهِ أَمْ شَىءٌ حَدَّثَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلْ شَىءٌ جَبِلْتُ عَلَيْهِ .

[৪১৮৭] আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আলী আল-হামদানী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন : তোমাদের কাছে আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিবর্গ এসেছেন, অথচ আমাদের কেউ দেখছিল না। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ তারা এসে পৌঁছলেন, এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলেন। তবে আশাজ্জ আসরী নামক জনৈক ব্যক্তি অবশিষ্ট ছিলেন, পরে তিনিও এসে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করে তার উষ্ট্রী বাঁধলেন। নিজের কাপড় চোপড় এক পার্শ্বে রাখলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, হে আশাজ্জ! তোমার মধ্যে দু'টো ভাল অভ্যাস রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা খুবই পসন্দ করেন। একটি সহনশীলতা, অপরটি আত্মসম্মানবোধ। তিনি বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! এই জিনিসটি কি জন্মগতভাবেই আমার মধ্যে রয়েছে, না নতুন করে সংযোজিত হয়েছে? তিনি বললেন, না, নতুন করে নয় বরং সৃষ্টিগতভাবেই তোমার মধ্যে বিদ্যমান।

[৪১৮৮] حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا قُرَّةُ ابْنِ خَالِدٍ ثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْأَشْجِ الْعَصْرِيِّ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ : الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ -

[৪১৮৮] আবু ইসহাক হারবী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আশাজ্জ আসরীকে বললেন : নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে দু'টো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন : একটি সহনশীলতা, অপরটি লজ্জাশীলতা।

৪১৮৭ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَامِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جُرْعَةٍ غِيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ-

৪১৮৮ যায়িদ ইবন আখযাম (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্রোধান্বিত অবস্থায় কোন বান্দা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এক চুমুক ক্রোধ প্রশমন করার চাইতে, আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম চুমুক আর নেই। (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রোধ থেকে বিরত থাকা সর্বোত্তম কাজ)।

১৭. بَابُ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ

অনুচ্ছেদ : চিন্তা-ভাবনা ও ক্রন্দন

৪১৯০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُورِقِ الْعَجْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ ، وَأَسْمَعُ مَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ وَحَقٌّ لَهَا أَنْ تَنْطُ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعِ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعْدَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ-

৪১৯০ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি যা দেখি তোমরা তা দেখতে পাও না এবং আমি যা শুনি তা তোমরা শুনতে পাও না। নিশ্চয়ই আকাশ কড়কড় শব্দ করছে। আর তা কড়কড় করবেই তো। কেননা তাতে তো চার আংগুল পরিমাণ স্থানও অবশিষ্ট নেই, যেখানে একজন ফেরেশতা তাঁর পেশানী লুটায় আল্লাহকে সিজদা না করছেন। আল্লাহর শপথ, আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে; তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং বেশী কান্দতে এবং তোমরা বিছানায় স্ত্রীদের সন্তোষ করতে না। আর অবশ্যই তোমরা চীৎকার করে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে করতে জংগলে চলে যেতে। আল্লাহর শপথ! আমার ঐকান্তিক বাসনা যদি আমি একটি গাছ হতাম, আর তা কেটে ফেলা হতো, (তাহলে কত না ভাল হতো)।

৪১৯১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا-

৪১৯১ মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং বেশী করে কাঁদতে।

৪১৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي قُدَيْكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي قُدَيْكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ عَامِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ إِسْلَامِهِمْ وَبَيْنَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، يُعَاتِبُهُمُ اللَّهُ بِهَا إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ .

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ-

৪১৯২ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র)..... আবু হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। আমার ইবন আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা)-কে তার পিতা বর্ণনা করেন যে আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ও এই আয়াত নাযিলের মধ্যে চার বছরের ব্যবধান ছিল, যাতে তাদের তিরস্কার করা হয়েছে। তা হচ্ছে :

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ-

“আর এরা যেন তাদের মতো না হয় যাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গিয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক। (৫৭: ১৫)।

৪১৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكْثَرُوا الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تَمِيتُ الْقُلُوبَ-

৪১৯৩ আবু বাকর ইবন খালফ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমরা অধিক হাসবে না; কেননা অধিক হাসি অন্তর মেরে ফেলে।

৪১৯৪ حَدَّثَنَا هُثَّاءُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اقْرَأْ عَلَى فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بِسُورَةِ

النِّسَاءِ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغْتَ فَكَيْفَ إِذَا حِينًا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (৬৪/৬) فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ -

৪১৯৪ হান্নাদ ইবন সারী (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, আমার কাছে কুরআন তিলাওয়াত কর। তখন আমি তাঁকে সূরা নিসা তিলাওয়াত করে শোনাই। অবশেষে আমি যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌছলাম :

فَكَيْفَ إِذَا حِينًا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

“যখন প্রত্যেক উম্মাত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো, এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো তখন কী অবস্থা হবে? (৪ : ৬৪)” তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তাঁর চক্ষুযুগল থেকে অব্যবহিত অশ্রুপাত হচ্ছে।

৪১৯৫ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ دِينَارٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْخُرَّاسَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فَبَكَى حَتَّى بَلَ الشَّرَى ثُمَّ قَالَ يَا إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَأَعْدُوا -

৪১৯৬ কাসিম ইবন যাকারিয়া ইবন দীনার (র)..... বারী'আ। (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা একটি জানাযায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে শরীক ছিলাম। তিনি একটি কবরের পার্শ্বে বসলেন, পরে কাঁদতে শুরু করলেন। এমন কি তাঁর চোখের পানিতে মাটি ভিজ়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন : হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা। (তোমাদের অবস্থা) এর মতই হবে, সুতরাং তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

৪১৯৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ بِشِيرٍ بْنُ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا أَبُو رَافِعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا -

৪১৯৮ আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন বাসীর ইবন যাকওয়ান দিমাশ্কী (র)..... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁদতে থাকো, যদি কান্না না আসে, তাহলে কান্নার ভাব প্রকাশ কর।

৪১৯৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَا ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الزُّرْقِيُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

﴿مَمْنٌ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ تُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرٍّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ﴾.

৪১৯৭ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দিমাশ্কাী ও ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মু'মিন বান্দার দুই চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে পানি বের হবে, যদিও তা মাছির মাথা বরাবর হয় এবং তা দুই গত্ত বেয়ে ঝরতে থাকে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।

২. بَابُ التَّوَقُّفِ عَلَى الْعَمَلِ

অনুচ্ছেদ : আমল কবুল না হওয়ার ভয়

৪১৯৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ (৬০/২২) أَهُوَ الَّذِي يَزْنِي وَيَسْرِقُ وَيَشْرِبُ الْخَمْرَ ؟ قَالَ لَا يَابِنْتُ أَبِي بَكْرٍ أَوْ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ ! وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيُصَلِّي ، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُ—

৪১৯৮ আবু বাকর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল!

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ

-এ আয়াত দ্বারা কি সে লোককে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যাভিচার করে, চুরি করে এবং সূরা পান করে? তিনি বললেন : না, হে আবু বাকর তনয়া (অথবা তিনি বলেছেন : হে সিদ্দীকের কন্যা)। বরং এর দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে সিয়াম পালন করে, দান খয়রাত করে, সালাত আদায় করে, আর সে এই ভয়ে সন্তুষ্ট থাকে যে, তার ইবাদত কবুল করা হবে না।

৪১৯৯ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ رَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ كَالْوَعَاءِ إِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ طَابَ أَعْلَاهُ وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ—

৪১৯৯ উসমান ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইমরান দিমাশ্কাী (র)..... মু'আবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : বস্তুত আমল হচ্ছে পাত্রের মত।

যদি তার নিম্নাংশ ভাল হয়, তবে তার উপরিভাগও ভাল হবে। আর যদি এর নিম্নভাগ খারাপ হয়, তাহলে তার উপরিভাগও খারাপ হবে।

৪২.০০ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ وَصَلَّى فِي السِّرِّ فَأَحْسَنَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا عَبْدِي حَقًّا

৪২০০ কাসীর ইবন উবায়দ হিমসী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : কোন বান্দা যখন প্রকাশ্যে উত্তমরূপে সালাত আদায় করে এবং গোপনেও সুন্দর করে সালাত আদায় করে, তখন মহান আল্লাহ বলেন : এই ব্যক্তিই আমার প্রকৃত বান্দা।

৪২.০১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا شَرِيكُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمُنْجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ-

৪২০১ আবদুল্লাহ ইবন আমির ইবন যুরারা ও ইসমাইল ইবন মুসা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমরা ইবাদতের বেলায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং সঠিক পন্থা দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরো। কেননা তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার আমল তাকে মুক্তি দিতে পারবে। তারা (সাহাবা কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আর আপনি অর্থাৎ আপনার আমলও কি আপনাকে নাজাত দিবে না? তিনি বললেন : না, আমিও না। তবে মহান আল্লাহ তাঁর রহমত, করুণায় আমাকে ঢেকে রাখবেন।

২১. بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

অনুচ্ছেদ : রিয়াও খ্যাতি

৪২.০২ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ لِيْ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِيْ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ وَهُوَ لِلَّذِيْ أَشْرَكَ-

[৪২০২] আবু মারওয়ান উসমানী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ জাল্লাশানুহ বলেন : আমি তোমাম শরীকদের মধ্যে শিরক থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। যে কেউ আমার জন্য আমলের ক্ষেত্রে, আমি ব্যতিরেকে অন্য কাউকে শরীক স্থির করবে, আমি এ ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব মুক্ত। আর সে আমল তার, যার সে শরীক করেছে।

[৪২.৩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَهَرُونَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ وَاسْحَاقُ بْنُ مَنصُورٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَنبَأَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زِيَادِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي فُضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَارِيبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ : مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ) -

[৪২০৩] মুহাম্মাদ ইবন বাশশার, হারুন ইবন আবদুল্লাহ হাম্মাল ও ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... আবু সা'দ ইবন আবু ফাযালা আনসারী (রা) (তিনি একজন সাহাবী ছিলেন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে কিয়ামতের দিনে একত্রিত করবেন, যে দিনের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে : যে ব্যক্তি কোন আমলে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করেছে, সে যেন তার আমলের সাওয়াব আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে প্রত্যাশা করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা শরীকের অংশীদারীত্ব থেকে অমুখাপেক্ষী।

[৪২.৪] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هَبِيجِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ؟ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكَ الْخَفِيُّ : أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّيَ فَيَزِينُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ -

[৪২০৪] আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে আসলেন, আমরা তখন মাসীহ দাজ্জালের কথা আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের সে বিষয়ে অবহিত করবো না, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকেও অধিক ভয়াবহ? তিনি (রাবী) বললেন : আমরা বললাম, অবশ্যই বলুন। অতঃপর তিনি বললেন : (তা হচ্ছে) শিরকে খফী (গোপনী শিরক)। এর ধরন হচ্ছে যে, মানুষ সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়, আর সে লোক দেখানোর জন্য নিজের সালাত সুন্দর করে আদায় করে।

৪২.৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْقٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا رَوَادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نُسَيْمٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَخَوْفَ مَا اتَّخَوْفُ عَلَى أُمَّتِي الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَقُولُ يَعْبدُونَ شَمْسًا وَلَا وَثْنًا وَلَكِنْ أَعْمَالًا لِغَيْرِ اللَّهِ وَشَهْوَةً خَفِيَّةً-

৪২০৫ মুহাম্মাদ ইবন খালাফ আসকালানী (র)..... শাদ্দাদ ইবন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে যে জিনিস সম্পর্কে অধিক আশংকা করছি, তা হচ্ছে আল্লাহর সংগে শিরক করা। অবশ্য আমি একথা বলছি না যে, তারা সূর্য, চন্দ্র কিংবা দেব-দেবী পূজা করবে অর্থাৎ শিরকে জলী করবে; তবে তারা গায়রুল্লাহর ইবাদত করবে (প্রদর্শনীমূলক কিংবা সুখ্যাতির জন্য ইবাদত করবে। আরেকটি হচ্ছে গোপন পাপাচার।

৪২.৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْعَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةِ الْمَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (مَنْ يَسْمَعُ يُسْمِعِ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يَرَأِ اللَّهَ بِهِ)

৪২০৬ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি লোকদের শোনানোর জন্য কিছু বলবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে (কিয়ামতের দিন অপদস্থের কথা) শোনাবেন। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করবে, আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামতের দিন) তাকে তা দেখাবেন (লাঞ্ছিত করবেন)।

৪২.৭ حَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَرَأِ اللَّهَ يَرَأِ اللَّهَ بِهِ وَمَنْ يَسْمَعُ يُسْمِعِ اللَّهُ بِهِ-

৪২০৭ হারুন ইবন ইসহাক (র)..... জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমলের প্রদর্শনী করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে (কিয়ামতের দিন) তা দেখাবেন (অপদস্থ করবেন)। আর যে ব্যক্তি যশঃ খ্যাতির জন্য কিছু শোনাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে (কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হওয়ার কথা) শোনাবেন।

২২. بَابُ الْحَسَدِ

অনুচ্ছেদ : হিংসা-বিদ্বেষ

৪২০৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْصِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا-

৪২০৮ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুই ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কারোর সাথে হাসাদ (হিংসা) জায়েয নেই। (এখানে হাসাদ- মানে ঈর্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)। এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা সত্য ও ন্যায়ের পথে ব্যয় করে। আর এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হিকমত (অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞান) দান করেছেন এবং সে তদনুযায়ী নিজে আমল করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।

৪২০৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ-

৪২০৯ ইয়াহুইয়া ইবন হাকীম ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র)..... সালিমের পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুই ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কারোর সাথে হাসাদ জায়েয নেই। এমন ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ কুরআন (গিব্বত) দান করেছেন এবং সে তা নিয়ে দিবারাত্র কায়েম থাকে। আর সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা দিবারাত্র (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।

৪২১০ حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا ثَنَا أَبُو فُدَيْكٍ عَنْ عَيْسَى بْنِ أَبِي عَيْسَى الْحَنَاطِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ-

৪২১০ হারুন ইবন আবদুল্লাহ হাম্মাল ও আহমাদ ইবন আযহার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাসাদ নেক আমলসমূহ খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাষ্ঠখণ্ড ভষ্মীভূত করে।

আর সাদাকা গুনাহরাশি মোচন করে দেয়, যেমনিভাবে পানি আগুন নিভিয়ে দেয়। সালাত মু'মিনের নূর এবং সিয়াম জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার ঢাল।

২২. بَابُ الْبَغْيِ

অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহ

৪২১১ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ عُليَّةَ عَنْ عِيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخُرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

৪২১১ হুসাইন ইব্ন হাসান মারওয়াযী (র)..... আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত এমন কোন গুরুতর পাপ নেই, যার ফলে আখিরাতের শাস্তি জমা করে রাখার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে ও সেই অপরাধীকে তড়িঘড়ি শাস্তির ফয়সালা করে থাকেন।

৪২১২ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرُّ وَصَلَةُ الرَّحِمِ وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ

৪২১২ সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)..... মু'মিন জননী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দ্রুত প্রতিদান পাওয়ার উত্তম বস্তু হচ্ছে নেক আমল করাও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। আর দ্রুত শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বস্তু হচ্ছে বিদ্রোহ করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

৪২১৩ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

৪২১৩ ইয়াকুব ইব্ন হুমায়দ আল-মাদানী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে হেয় জ্ঞান করবে।

৪২১৬ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَبَانَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا وَلَا يَبْغَى بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

৪২১৮ হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা পরস্পরে বিনয়ী হও। আর তোমাদের কেউ যেন কারোর প্রতি দুষমনী না করে।

২৫. بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ ভীতি ও তাকওয়া

৪২১৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ.

৪২১৫ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... নবী ﷺ-এর সাহাবী আতিয়াহু সাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ মুত্তাকীকের স্তরে ততক্ষণ উন্নীত হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে মন্দ ও খারাপ নয় এমন কাজকে মন্দ ও খারাপ মনে করে ভয়ে ছেড়ে না দিবে।

৪২১৬ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ وَقْدٍ ثَنَا مُغِيثُ بْنُ سُمَيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبُ صَدُوقُ اللِّسَانِ قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِيْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيٍ وَلَا غِلٍّ وَلَا حَسَدٍ.

৪২১৬ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো : কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেন : প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তর বিশিষ্ট (হিংসা-বিদ্বেষ অহংকার, দুষমনী ও খিয়ানতমুক্ত দিল) ও সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা (সাহাবা-ই-কিরাম) বললেন : সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কিভাবে চিনবো? তিনি বললেন : সে হলো পূত পবিত্র নিষ্কলুষ ব্যক্তি যার কোন গুনাহ নেই, নেই দুষমনী, হিংসা, বিদ্বেষ ও অহমিকা।

৪২১৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ عَبْدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِيْعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ وَأَحَبُّ لِلنَّاسِ مَا تَحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحْسَنَ جَوَارٍ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَأَقْلَّ الضَّحِكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمَيِّتُ الْقَلْبَ .

৪২১৭ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আবু হুরায়রা! তুমি পরহেযগার হয়ে যাও, তাহলে লোকদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ইবাদতগুয়ার হতে পারবে। তুমি অল্পে তুষ্ট থাকো, তাহলে লোকদের মাঝে উত্তম শোকরগুয়ার বান্দা হতে পারবে। তুমি মানুষের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পসন্দ কর, তাহলে তুমি পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে। তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে সদ্যবহার করবে, তাহলে তুমি সত্যিকার মুসলমান হতে পারবে। আর তুমি হাসি-তামাশা কম করবে, কেননা, অধিক হাসি-তামাশা মানুষের দিল মেরে ফেলে।

৪২১৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ الْمَاضِي ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَقْلَ كَالْتَدْبِيرِ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ .

৪২১৮ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন রুমহু (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাদবীরের ন্যায় কোন প্রজ্ঞা নেই (জীবিতা ও পরকালের পাথেয় সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম করা এবং পরিণাম ভেবে কাজ করাই তাদবীর)। হারাম থেকে বেঁচে থাকার তুল্য কোন পরহেযগারী নেই। সচ্চরিত্রের সমতুল্য কোন আভিজাত্য নেই।

৪২১৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سَلَامٌ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى .

৪২১৯ মুহাম্মাদ ইবন খালাফ আল-আসকালানী (র)..... সামুরাহ ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বংশ মর্যাদাই সম্পদ এবং সৌজন্যবোধই পরহেযগারী (তাকওয়া)।

৪২২০ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً (وَقَالَ عُثْمَانُ آيَةً) لَوْ أَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَا لَكَفَتْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَةُ آيَةٍ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

৪২২০ হিশাম ইবন আম্মার ও উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এমন একটি কথা জানি, (উসমান (রা)-এর বর্ণনা মতে, একটি আয়াত উল্লেখ আছে)। যদি সকল মানুষ তা গ্রহণ করে, তাহলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট। তারা (সাহাবা-ই-কিরাম) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! সে কোন আয়াত? তিনি বললেন : তা হচ্ছে :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য পথ সুগম করে দিবেন।”

২৫. بَابُ الثَّنَاءِ الْحَسَنِ

অনুচ্ছেদ : সুধারণা পোষণ

৪২২১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا نَافِعُ بْنُ عَمْرِو الْجُمَحِيُّ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّبَاةِ أَوْ الْبِنَاةِ قَالَ وَالنَّبَاةُ مِنَ الطَّائِفِ قَالَ يُوْشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالُوا بِمِ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

৪২২১ আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু যুহায়র সাকাফী তাঁর পিতার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাবাওয়াহ্ অথবা বানাওয়াহ্ প্রান্তরে খুৎবা দিচ্ছিলেন। (রাবী বলেন : নাবাওয়াহ্ তায়েফের একটি জায়গার নাম)। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জান্নাতীদের জাহান্নামীদের থেকে আলাদা করে চিনতে পারবে। তারা (সাহাবা-ই-কিরাম (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! তা কিভাবে? তিনি বললেন : সুধারণা পোষণ করে এবং সুধারণার মাধ্যমে। (অর্থাৎ প্রশংসিত ব্যক্তির আশ্রয় কাছের ভাল বলে গৃহীত হবে এবং নিন্দিতজনের আশ্রয় কাছের ঘৃণিত বলে বিবেচিত হবে)। তোমরা একে অন্যের উপর আল্লাহর কাছে স্বাক্ষর করবে।

৪২২২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْثُومِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَنْيَ قَدْ أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ أَنْيَ قَدْ أَسَأْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ جِيرَانُكَ قَدْ أَحْسَنْتُ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا قَالُوا إِنَّكَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ .

৪২২২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... কুলসুম খুযাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিভাবে জানতে পারব যে, আমি ভাল কাজ করেছি? নিশ্চয়ই আমি ভাল কাজ করেছি। আর যখন মন্দ কাজ করি, তখন কি ভাবে বুঝবো যে, আমি মন্দ কাজ করেছি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তোমার প্রতিবেশী বলে যে, তুমি ভাল কাজ করে, তখন বুঝবে তুমি সত্যি ভাল কাজ করেছ। আর যখন তারা বলবে : নিশ্চয় তুমি মন্দ কাজ করেছ, তখন বুঝবে যে, অবশ্যই তুমি মন্দ কাজ করেছ।

৪২২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ .

৪২২৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন : আমি কি প্রকারে জানতে পারব যে, আমি যে কাজ করি, তা ভাল না মন্দ? নবী ﷺ বললেন : যখন তুমি শুনে পাও যে, তোমার প্রতিবেশীরা বলাবলি করছে : তুমি ভাল কাজ করেছ, তখন তুমি বুঝবে, তুমি ভাল করেছ। আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদের বলাবলি করতে শুনে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছ, তখন তুমি বুঝবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছ।

৪২২৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَا ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا أَبُو هِلَالٍ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي ثُبَيْتٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلَأَ اللَّهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْرًا وَهُوَ يَسْمَعُ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ .

৪২২৪ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ও যাইদ ইবন আখযাম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই ব্যক্তিই জান্নাতী আল্লাহ তা'আলা মানুষের তারীফ ও প্রশংসা দ্বারা যার দুইকান পরিপূর্ণ করবেন এবং সে তা শুনে থাকবে। আর সেই ব্যক্তি জাহান্নামী,

আল্লাহ তা'আলা যার উভয় কান মানুষের নিন্দা জ্ঞাপনের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং সে তা শুনতে থাকবে।

৪২২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ لِلَّهِ فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ ذَلِكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ .

৪২২৫ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... আবু যার (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলাম : এক ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমল করে, তখন লোকেরা তাকে সেই আমলের জন্য ভালবাসে, (সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি)? তিনি বললেন : এটা তো ঈমানদারের জন্য তাত্ক্ষণিক শুভ সংবাদ।

২৬. بَابُ النَّيَّةِ

অনুচ্ছেদ ৪ নিয়্যাত

৪২২৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍَ أَبُو سِنَانٍَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُطَّلَعُ عَلَيْهِ فَيُعْجِبُنِي قَالَ لَكَ أَجْرَانِ أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ .

৪২২৬ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো : হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি আমল করি, তা আমার নিকট এই কারণে ভাল লাগে যে, লোকেরা তার উপরে আমার প্রশংসা করে। তিনি বললেন : তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার, গোপনে কাজ করার পুরস্কার ও প্রকাশ্যে আমল করার প্রতিদান।

৪২২৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَا أَنبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرَأٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

[৪২২৭] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আলকামা ইবন ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার উমর ইবন খাত্তাব (রা) কে লোকদের সামনে ভাষণ দিতে শুনছিলেন। তখন তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার পরিণাম নিয়াত অনুসারে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিয়াত অনুসারে ফলভোগ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর (সন্তুষ্টি) হাসিলের জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। আর যে ব্যক্তি পার্বি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কিংবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, তার হিজরত হবে সেই জিনিসের জন্য যার দিকে সে হিজরত করেছে।

[৪২২৮] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ عِلْمًا وَلَا مَالًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ.

حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ (مُعَمَّرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ سَمُرَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

[৪২২৮] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)..... আবু কাবশাহ আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এই উম্মাতের উপমা চার ব্যক্তির ন্যায়। এক এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ ও ইল্ম দান করেছেন এবং সে তার ধন-সম্পদ (আহরণের বেলায়) তার ইল্ম অনুসারে আমল করে এবং তা ঠিকভাবে খরচ করে। দুই এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা ইল্ম দান করেছেন কিন্তু ধন-দৌলত দান করেন নি। তখন সে বলে, যদি আমার ঐ ব্যক্তির মত সম্পদ থাকত, তাহলে আমি ঐরূপভাবে আমল করতাম, যেভাবে সে আমল করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুরস্কার লাভের ক্ষেত্রে এই দুইজন সমান সমান। তিন এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান

করেছেন, অথচ তাকে ইল্ম দান করেননি। সে তার ধন-সম্পদ ঠিকভাবে ব্যয় করে না, এবং অন্যায় পথে তা ব্যয় করে। (যেমন- গান-বাজনা, জুয়া, বাহুল্য ব্যয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে খরচ করে)। চার এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দেননি, ইল্মও দান করেননি। সে বলে, যদি আমার কাছে এই ব্যক্তির মত (ধন-দৌলত) থাকত, তাহলে আমি এই ব্যক্তির মত আমল (ব্যয়) করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই দুই ব্যক্তি, গুণাহের বেলায় সমান সমান। ইসহাক ইব্ন মানসুর মারওয়াযী ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন সামুরা (র)..... ইব্ন আবু কাবশা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪২২৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

৪২২৯ আহমাদ ইব্ন সিনান ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বস্তুত লোকদের (হাশরের দিন) তাদের নিয়্যাত অনুসারে উঠানো হবে।

৪২৩০ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِي أَنَا شَرِيكَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

৪২৩০ যুহায়র ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষদের তাদের নিয়্যাত অনুসারে জমা করা হবে।

২৭. بَابُ الْأَمَلِ وَالْأَجَلِ

অনুচ্ছেদ : আকাংক্ষা ও আয়ু

৪২৩১ حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ بُكَيْرٍ وَابْنُ بَكْرِ بْنُ خَلْفٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلْدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي يَعْلَى عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَطَّ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطًّا وَسَطَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخَطُّوْطًا إِلَى جَانِبِ الْخَطِّ الَّذِي وَسَطَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ وَخَطًّا خَارِجًا مِنَ الْخَطِّ الْمُرَبَّعِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ الْخَطُّ الْأَوْسَطُ وَهَذِهِ الْخَطُّوْطُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَعْرَاضُ تَنْهَشُهُ (أَوْ تَنْهَسُهُ) مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَإِنْ أَخْطَاهُ هَذَا أَصَابَهُ هَذَا وَالْخَطُّ الْمُرَبَّعُ الْأَجَلُ الْمُحِيطُ وَالْخَطُّ الْخَارِجُ الْأَمَلُ.

৪২৩১ আবু বিশর, বকর ইবন খালাফ ও আবু বকর ইবন খাল্লাফ বাহেলী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র অংকন করলেন, যার মধ্যভাগে আরেকটি রেখা টানলেন এবং মধ্যবর্তী রেখার দুই দিক অনেকগুলো ক্ষুদ্র রেখা টানলেন। রেখার বহিঃ মুখে একটা রেখা টানলেন যা ক্ষেত্রটিকে ছেদ করে অন্য প্রান্ত দিয়ে বাইরে গিয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান এটা কি জিনিস? তারা (সাহাবা-ই-কিরাম (রা) বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন : এই মধ্যবর্তী রেখাটি হচ্ছে মানুষ। আর সরল রেখার দুই দিকে যে সূক্ষ্মসূক্ষ্ম রেখা আছে এগুলো অসুখ-বিসুখ ও বিপদ-বাল্য, যা সর্বক্ষণ তাকে ক্ষয় করে কিংবা দংশন করে চতুর্দিক থেকে। সে যদি একটি আপদ থেকে মুক্তি পায়, তাহলে আরেকটি বিপদ তার ঘাড়ে চাপে। আর এই চতুষ্কোণ ক্ষেত্র তাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। এটাই তার আয়ু। এর বাইরে যাওয়ার সাধ্য নেই। আর যে রেখাটি এই চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের বাইরে ছেদ করে চলে গিয়েছে, তা হচ্ছে তার আশা-আকাংক্ষা।

৪২৩২ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا ابْنُ أَدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ عِنْدَ قَفَاهُ وَبَسَطَ يَدَهُ أَمَامَهُ ثُمَّ قَالَ وَثُمَّ أَمَلَهُ.

৪২৩২ ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এই হলো আদম সন্তান এবং এই তার আয়ু। তিনি তার গর্দানে হাত রাখেন এবং সামনে বিস্তার করেন। তারপর বললেন : এই পর্যন্ত তার আকাংক্ষা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ২

৪২৩৩ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٍ فِي حُبِّ اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ.

৪২৩৩ আবু মারওয়ান মুহাম্মাদ ইবন উসমান উসমানী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুইটি জিনিসের আকর্ষণে বৃদ্ধলোকের মন যুবক হয়ে যায় : একটা জীবনের প্রতি মুহব্বত এবং অপরটি অধিক ধন-সম্পদ।

১. আপাতঃ দৃষ্টিতে এই হাদীসের মর্ম সেই হাদীসের পরিপন্থী বলে অনুমিত হয়, যাতে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাহের অন্তরের ওয়াসওয়াসাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ সে তার উপরে আমল না করে কিংবা মুখ থেকে বের না করে। জবাব হচ্ছে এই : ওয়াসওয়াসা দ্বারা সেই খেয়ালকে বুঝায় যা অন্তরে উদ্বেক হয়, আবার বিদূরিত হয়, যেমন প্রবহমান পানিতে নাপাকী বইয়ে যায়। কিন্তু যে ওয়াসওয়াসা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাবে এবং বিশ্বাসে পরিণত হবে, তার উপর জবাবদিহি করতে হবে। কেননা তা নফসের বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়।

২. মানুষ তার আয়ুর চাইতে বেশী আকাংক্ষা করে থাকে। সে পার্বি কর্মকাণ্ডে এত ব্যস্ত থাকে যে, গগনচুম্বী ইমারত তৈরী করে, স্বপ্ন রাজপুরী নির্মাণ করে যা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তার মৃত্যু এসে হাযির হয়।

৪২৩৪ حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشْبُ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ .

৪২৩৪ বিশ্ব ইবন মু'আয দারীর (র)-ও..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আদম সন্তান বার্ধক্যে উপনীত হয়, অথচ দু'টো জিনিস তাকে যুবক করে তোলে : একটা অধিক ধন-সম্পদ লাভের স্পৃহা, অপরটি অধিক আয়ু লাভের লালসা।

৪২৩৫ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

৪২৩৫ আবু মারওয়ান উসমানী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি আদম সন্তান দু'টি উপত্যকা (দুইটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী খালিস্তানকে উপত্যকা বলে) বরাবর সম্পদের অধিকারী হয়, তবে সে এর সাথে তৃতীয়টি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। মাটি ব্যতিরেকে কোন জিনিস তার আশাপূর্ণ করতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করেন, যে তাওবা করে।

৪২৩৬ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُرْفَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّتَيْنِ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقْلَهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ .

৪২৩৬ হাসান ইবন আরাফাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের (অধিকাংশের) আয়ু ষাট থেকে সত্তর বছর হবে। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যাই এমন হবে, যাদের আয়ু সত্তর অতিক্রম করবে।

২৮. بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

অনুচ্ছেদ : স্থায়ীভাবে আমল করা

৪২৩৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ﷺ مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا .

৪২৩৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়ে গিয়েছেন, তিনি ইনতিকাল করা অবধি অধিকাংশ (নফল) সালাত বসে আদায় করতেন। তিনি সেই নেক আমলকে সর্বাধিক পাবন্দ করতেন, যা বান্দা সব সময় আদায় করে, যদিও তা পরিমাণের কম হয়।

৪২৩৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ فُلَانَةٌ لَا تَنَامُ (تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تَطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا قَالَتْ وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

৪২৩৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে একজন মহিলা বসা ছিলেন। এ সময় নবী ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এই মহিলা কে? আমি বললাম : অমুক মহিলা, যে রাতে ঘুমায় না (তিনি তার সালাতের কথা উল্লেখ করলেন।) তখন নবী ﷺ বললেন : আরে থামো, তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে তোমরা আমল করবে। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ (পুরস্কার প্রদানে) ক্ষান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ো। আয়েশা (রা) বলেন : তার (রাসূলুল্লাহ ﷺ) নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় দীন (আমল) সেটাই যা তার আমলকারী সর্বদা আদায় করে।

৪২৩৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ التَّمِيمِيِّ الْأَسَدِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَانَا رَأَى الْعَيْنِ فَقُمْتُ إِلَى أَهْلِي وَوَلَدِي فَضَحِكْتُ وَلَعِبْتُ قَالَ فَذَكَرْتُ الَّذِي كُنَّا فِيهِ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ نَافَقْتُ نَافَقْتُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّا لَنَفَعَلُهُ فَذَهَبَ حَنْظَلَةُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا حَنْظَلَةُ لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فُرْشِكُمْ أَوْ عَلَى طُرُقِكُمْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً .

৪২৩৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... হানযালা কাতিব তামিমী উসায়দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তখন আমরা জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন কি মনে হচ্ছিল যে, আমরা যেন তা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তারপর আমি আমার পরিবার ও মাতা-পিতার কাছে ফিরে আসলাম। এবং হাসি-তামাশা ও খেলাধুলায় মত্ত হলাম।

রাবী বলেন : অনন্তর আমি সেই অবস্থার কথা স্মরণ করলাম, যে অবস্থায় আমরা ছিলাম। পরে আমি বের হয়ে গিয়ে আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন আমি বললাম : আমি মুনাফিক হয়ে গেছি, আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। তখন আবু বকর (রা) বললেন : আমরাও তো এরূপ করছি। অতঃপর হানযালাহ (রা) তাঁর (রাসূলুল্লাহ) ﷺ নিকট গেলেন এবং নবী ﷺ-এর কাছে পুরো ঘটনা পেশ করলেন : তখন তিনি বললেন : হে হানযালাহ! যদি তোমরা সেই অবস্থায় সর্বক্ষণ থাকত, যেমন তোমরা আমার নিকটে থাকো; তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানা (কিংবা তোমাদের রাস্তাঘাটে) তোমাদের সাথে মুসাহাফাহ (করমর্দন) করতো। হে হানযালাহ! মুহূর্ত, আর মুহূর্ত অর্থাৎ মানুষের জন্য সব সময় একই ধরনের হয় না। (আমার সুহবতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, পরিবার পরিজনদের সাথে থাকাকালে সে অবস্থা থাকে না)।

৬২৪১. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تَطِيقُونَ فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قُلَّ

৪২৪০ আব্বাস ইবন উসমান দিমাশ্কী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের শক্তি সামর্থ্যে যতটা কুলায় যে ততটাই আমল করো। কেননা, সেই আমলই উত্তম, যা সদা-সর্বদা করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

৬২৪১. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عِيْسَى ابْنِ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَى صَخْرَةٍ فَاتَى نَاحِيَةَ مَكَّةَ فَمَكَثَ مَلِيًّا ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ فَقَامَ فِجْمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ ثَلَاثًا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا

৪২৪১ আমর ইবন রাফি (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন সে একটি পাথরের উপর সালাত আদায় করছিল। অতঃপর তিনি মক্কার এক প্রান্তে এসে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। এরপর তিনি ফিরে আসলেন এবং উক্ত লোকটিকে পূর্ববৎ সালাত আদায় রত পেলেন। তিনি (অবাক হয়ে) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উভয় হাত মিলালেন। এরপর বললেন, হে লোক সকল! তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। এই কথাটি তিনি তিনবার বললেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রতিদান দিতে ক্ষান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হও।

২৭. بَابُ ذِكْرِ الذُّنُوبِ

অনুচ্ছেদ : গুনাহ-এর উল্লেখ

[৬২৬২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَأَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْوَاحُ بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخِذْ بِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ أَخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ .

[৪২৪২] মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়ের (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! জাহিলী যুগে আমরা যে সব কাজ কর্ম করেছি, সে সম্পর্কে আমরা কি পাকড়াও হবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যারা ইসলাম গ্রহণের পর ভাল কাজ করেছে, তারা তাদের কৃত জাহিলী যুগের কাজ কর্ম সম্পর্কে পাকড়াও হবে না। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, তাকে আগের ও পরের বিষয়ে পাকড়াও করা হবে।

[৬২৬৩] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ابْنُ بَانَكَ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ أَيُّكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا .

[৪২৪৩] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে আয়েশা! তুমি সে সব গুনাহ থেকে দূরে থাক যেগুলো তোমার কাছে ছোট বলে মনে হয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর জন্যও পাকড়াও করবেন। গুনাহ থেকে সর্বাবস্থায় বেঁচে থাকা চাই- তা বড় হোক কিংবা ছোট।

[৬২৬৪] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَجَلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَتَزَعَّ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ فَإِنْ زَادَ زَادَتْ فَذَلِكَ الرَّأْيُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ "كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" .

৪২৪৪ হিশাম ইবন আন্নার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহ করে তখন তার কালবে (হৃদয়ে) একটা কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে যদি তাওবা করে এবং সে কাজ ছেড়ে দেয়, আর মাগফিরাত কামনা করে, তাহলে তার কালব সাফ করে দেওয়া হয়। যদি সে আরও গুনাহ করে, তাহলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায়, (এমন কি সমগ্র অন্তর কালো-কালিমায় ছেয়ে যায়)। এই জংয়ের কথাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন :

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“না এ সত্য নয়, ওদের কৃতকর্মই ওদের কালবে (হৃদয়ে) জং ধরিয়েছে।” (৮৩ : ১৪)।

৪২৪৫ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عُلْقَمَةَ بْنِ خَدِيجِ الْمَعَاظِرِيِّ عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَلْهَانِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا عَلَمَ لِقَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلْهُمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ أَمَّا أَنْتُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا

৪২৪৫ ইসা ইবন ইউনুস রামলী (র)..... সাওবান (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার উম্মাতের সে সব লোককে জানি, যারা কিয়ামতের দিন তেহামার (মক্কা ও ইয়ামনের অবস্থান অঞ্চলকে তেহামা বলা হয়) পর্বতমালার সমান নেক আমল নিয়ে হাযির হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা বিক্ষিপ্ত ধূলোর ন্যায় করে দিবেন। সাওবান (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! তাদের ব্যাপারে আমাদের অবহিত করুন, সবিস্তারে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করুন যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের মধ্যে शामिल হয়ে না পড়ি। তিনি ﷺ বললেন : মনোযোগ দিয়ে শোনো, তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা এমনভাবে ইবাদত করে থাকে, যেমনভাবে তোমরা কর। কিন্তু তারা এমন কাওম, যখন তারা নিকটবর্তী হয় এমন কাজের যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তখন তারা তার পর্দা ছিন্ন করে ফেলে (অর্থাৎ হারাম কাজে লিপ্ত হয়)।

৪২৪৬ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ التَّقْوَى وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ مَا أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّارَ قَالَ الْأَجُوفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ

৪২৪৬ হারুন ইবন ইসহাক ও আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো : কোন আমলের বদৌলতে অধিকাংশ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে ? তিনি বললেন : তাকওয়া ও সচ্চরিত্রের বদৌলতে। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো : কোন জিনিস অধিকাংশ লোককে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে ? তিনি বললেন : দু'টি অংশ- মুখ ও লজ্জাস্থান। মুখ থেকে মন্দ কথা বের হয় এবং শরমগাহ থেকে হারাম কাজ সম্পন্ন হয়।

৩. بَابُ ذِكْرِ التَّوْبَةِ

অনুচ্ছেদ : তাওবা-এর আলোচনা

৪২৪৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَيْبَةَ ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْهُ بِضَلَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا .

৪২৪৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ (গুনাহ থেকে) তাওবা করলে মহান আল্লাহ এত খুশী হন, যেমন কেউ হারানো বস্তু ফিরে পেলে খুশী হয়।

৪২৪৮ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ الْمَدِينِيُّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمْ السَّمَاءَ ثُمَّ تَبْنُمُ لَتَابَ عَلَيْكُمْ .

৪২৪৮ ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসির মাদিনী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যদি তোমরা এত অধিক পরিমাণ গুনাহ কর, যা আকাশ পর্যন্ত পৌছে যায়, এর পর যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করবেন।

৪২৪৯ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ثَنَا أَبِي عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَأْسَهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَالْتَمَسَهَا حَتَّى إِذَا أَعَى تَسَجَّى بِتَوْبِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعَ وَجِبَةَ الرَّاحِلَةِ حَيْثُ فَقَدَهَا فَكَشَفَ التَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَأْسِهِ .

৪২৪৯ সুফিয়ান ইবন ওয়াকী (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন তাওবাকারী বান্দার প্রতি সেই ব্যক্তির চাইতেও অধিকতর সন্তুষ্ট হন, যে ব্যক্তির উট কোন জনমানবহীন খাদ্য শয্যাবিহীন জংগলে হারিয়ে গেছে, সে তাকে তালাশ করে এমন কি ক্লান্ত হয়ে নিজের কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। (কেমনা, এখন বাঁচার কোন উপায় নেই। পানাহারের

একমাত্র ভরসা ছিল সেই উটটি। সে জংগলে, এক ফোঁটা পানিও নেই। যখন সে এ অবস্থায় ছিল হঠাৎ সে সেখানে উটের পায়ের শব্দ শুনতে পেল যেখানে সে তাকে হারিয়েছিল তখন সে তার মুখ থেকে আবরণ উঠিয়ে দেখে যে, সেটি হলো তার সেই উট।

৪২৫০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

৪২৫০। আহমাদ ইবন সাঈদ দারিমী (র)..... আবু উবায়দা ইবন আবদুল্লাহ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গুনাহ থেকে তাওবাকারীর উপমা হচ্ছে সেই ব্যক্তির মত, যার কোন গুনাহ নেই।

৪২৫১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ.

৪২৫১। আহমাদ ইবন মানী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সমস্ত আদম-সন্তানই গুনাহগার। আর উত্তম গুনাহগার হলো তাওবাকারীরা।

৪২৫২. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّدَمُ تَوْبَةٌ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ النَّدَمُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ.

৪২৫২। হিশাম ইবন আম্মার (র)..... ইবন মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছলাম। আমি তাকে বলতে শুনলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “শরমিন্দা হওয়াই তাওবা”। তখন আমার পিতা তাঁকে বললেন : আপনি কি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, “গুনাহ থেকে শরমিন্দা হওয়াই তাওবা”? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

৪২৫৩. حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْبَلَ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَعِرْ.

৪২৫৩ রাশিদ ইবন সাঈদ রামলী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আল্লাহ জালালাশানুহ বান্দার প্রাণ কণ্ঠনালীতে না পৌছা পর্যন্ত তার তাওবা কবুল করবেন।

৪২৫৪ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ سَمِعْتُ أَبِي ثَنَا أَبُو عُمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ كُفَّارَتِهَا فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ" فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْ هَذِهِ فَقَالَ هِيَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي

৪২৫৪ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ইবন হাবীব (র)..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বললো যে, সে এক অপরিচিতা মহিলাকে চুম্বন করেছে। সে এই চুম্বনের কাফ্ফারা সম্পর্কে জানতে চাইলো। কিন্তু তিনি তাকে কিছুই বললেন না। তখন আল্লাহ জালালাশানুহ এই আয়াত নাযিল করলেন:

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ.

“দিনের উভয় প্রান্তে সালাত আদায় করবে এবং রাতের প্রথম অংশেও। নিশ্চয় নেক কাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এই উপদেশ তাদের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে”। (১১ : ১১৪)।

তখন সেই ব্যক্তি বললো: হে আল্লাহর রাসূল! এ নির্দেশ কি কেবল আমার জন্যই? তিনি বললেন: বরং আমার উম্মাতের যে কেউ এর উপর আমল করবে, তার জন্যই। (অর্থাৎ সবাই এই আমলের অংশীদার)।

৪২৫৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَانَا مَعْمَرُ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَشْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ

ذَرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَنُثْنَّ قَدْرَ عَلَى رَبِّي لِيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا قَالَ فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ فَقَالَ لِلْأَرْضِ ادْنِي مَا أَخَذْتَ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا جَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشِيتُكَ أَوْ مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ فَغَفَرَ لَهُ لِذَلِكَ

৪২৫৫ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ও ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তার নাকসের উপর বাড়াবাড়ি করেছিল (অর্থাৎ নাকফরমানী করেছিল)। যখন তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন সে তার পুত্রদের অসীম্যত করে বললো : আমি মারা গেলে তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে ফেলবে। অতঃপর শিশু চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। তারপর প্রবল বায়ুর মধ্যে আমার ছাই ভস্ম সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। (এতে কিছু অংশ বাতাসে উড়ে যাবে এবং বাকী অংশ সমুদ্রের পানিতে মিশে যাবে)। আল্লাহর শপথ! যদি আমার রব (আল্লাহ) আমাকে পাকড়াও করেন তাহলে তিনি আমাকে এমন ভয়ানক শাস্তি দিবেন, যা অন্য কাউকে দেননি।

রাবী বললেন, তখন তারা (তার পুত্ররা) তার অসীম্যত মত কাজ করলো। তখন আল্লাহ তা'আলা যমীনকে নির্দেশ দিলেন : তুমি (এই ব্যক্তির দেহ ভস্ম থেকে) যা গ্রহণ করলে, তা (আমার) সামনে পেশ কর। আচানক সে দগ্ধায়মান হবে। তখন তিনি (আল্লাহ) তাকে জিজ্ঞাসা করবেন : এই কাজে কি সে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আপনার ভয়, কিংবা আপনার ভয়েই এমনটি করেছি। তখন আল্লাহ তাকে এজন্য ক্ষমা করে দেন।

৪২৫৬ ৪২৫৬ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَخَلْتُ امْرَأَةً النَّارِ فِي هِرَّةٍ رَبَطْتُهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَيْلًا يَتَّكِلُ رَجُلٌ وَلَا يَنَاسُ رَجُلٌ

৪২৫৬ যুহরী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জৈনিক মহিলা একটি বিড়ালকে নির্যাতনের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল। এই বিড়ালটি সে বেঁধে রেখেছিল, সে তাকে খাবার দেয়নি ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে ভূ-পৃষ্ঠের কীট-পতঙ্গ খেতে পারে, অবশেষে সে অনাহারে মারা গেল।

যুহরী (র) বলেন, এই দুই হাদীস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে তার আমলের উপর ভরসা করা উচিত নয়, এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও ঠিক নয়।

৪২০৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْمُسَيْبِ الثَّقَفِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُمْ فَسَلُونِي الْمَغْفِرَةَ فَأَغْفِرَ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنْبَى ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفِرْنِي بِقُدْرَتِي غُفِرَتْ لَهُ وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُمْ فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِيَكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُمْ فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ وَلَوْ أَنَّ حَيِّكُمْ وَمَمِيَّتَكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ اتَّقَى عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِي لَمْ يَزِدْ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ اجْتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ أَشَقَى عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِي لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ حَيِّكُمْ وَمَمِيَّتَكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَسَالَ كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ مَا نَقُصَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهَا ابْرَةً ثُمَّ نَزَعَهَا ذَلِكَ يَأْنِي جَوَادُ مَا جِدُ عَطَائِي كَلَامٌ إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَاتِمًّا أَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .

৪২৫৭ আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তাবারাকা ও তা'আলা বলেন : হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই গুনাহগার, তবে যাদের আমি ক্ষমা করবো (তারা ব্যতিত)। কাজেই তোমরা আমার কাছে মাগফিরাত চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিব, আর তোমাদের মধ্যে যারা জানে যে, আমি ক্ষমা করে দিতে সক্ষম এবং সর্বশক্তিমান, তারা যেন আমার উপর বিশ্বাস রেখে মাগফিরাত কামনা করে, তাহলে আমি তাদের ক্ষমা করে দেব। (হে আমার বান্দারা)! তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট, তবে যাকে আমি হিদায়েত দান করেছি, সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হিদায়েত কামনা কর, আমি তোমাদের সুপথ দেখাবো। তোমরা সবাই অভাবী, তবে আমি যার অভাব মোচন করেছি (সে ব্যতিত)। অতএব তোমরা আমার কাছেই জীবিকা চাও, আমি তোমাদের পর্যাণ্ড জীবিকা দান করব। তোমাদের জীবিত, মৃত, অগ্রবর্তী-পরবর্তী, পানিতে অবস্থানকারী, স্থলভাগে বসবাসকারী চেতন-অচেতন নির্বিশেষে সকলেই যদি আমার সেই বান্দার মত হয়ে যাও, যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা বড় পরহেযগার ও বিদ্বদ্ধ অন্তর সম্পন্ন (যেমন মুহাম্মাদ ﷺ); তাহলে আমার সালাতানাৎ একটি মশার ডানার সমানও বৃদ্ধি পাবে না। পক্ষান্তরে, এরা সবাই যদি যৌথভাবে সেই দুর্বৃত্তের মত হয়ে যায়, সে সর্বাপেক্ষা বদবখ্ত ও নিকৃষ্টতর ছিল (যেমন নমরুদ, ফির'আউন, শাদাদ); তাহলে এতেও আমার রাজত্বে এক মশার ডানা পরিমাণও ঘাটতি হবে না। তোমাদের জীবিত, মৃত, অগ্রবর্তী-পরবর্তী, পানিতে অবস্থানকারী-স্থলভাগে বসবাসকারী নির্বিশেষে সবাই যদি একত্র হয়ে তোমাদের দাবী-দাওয়ার সীমারেখা যতটাই হোক- আমার

কাছে চাও, সকলের চাহিদা পূরণ করলেও আমার ধনাগারের বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাবে না। তবে হ্যাঁ, এই পরিমাণ ঘাটতি হবে, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রের তীরে গিয়ে তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সুঁই ডুবিয়ে দিয়ে তা বের করে আনে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, আমি মহাদাতা, আমার দেওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, যখন আমি কোন কিছুর ইরাদা করি, তখন আমি বলি: 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

৩১. بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالْإِسْتِعْدَادِ لَهُ

অনুচ্ছেদ : মৃত্যুর স্মরণ ও এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ

৪২৫৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُ مَا ذَكَرَ هَٰذِمُ اللَّذَاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ.

৪২৫৮ মাহমুদ ইবন গায়লান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: জীবনের স্বাদ বিনাশকারী বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুকে তোমরা অধিক স্মরণ কর। (মৃত্যুকে স্মরণ করলে পার্থিব মোহ হ্রাস পায় এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ সহজতর হয়)।

৪২৫৯ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ثَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فَرُوءَةَ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ فَايُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أَوْ لِنِكَ الْأَكْيَاسُ.

৪২৫৯ যুবার ইবন বাক্কার (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে বসা ছিলাম। এ সময় জনৈক আনসারী তাঁর নিকট আসে। সে নবী ﷺ-কে সালাম করে এবং বলে: হে আল্লাহর রাসূল! সর্বাপেক্ষা উত্তম ঈমানদার কে? তিনি বললেন: তাদের মধ্যে যাদের চরিত্র উত্তম। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করে: সর্বাপেক্ষা দূরদর্শী ঈমানদার কে? তিনি বললেন: যারা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, এরাই সর্বোত্তম দূরদর্শী।

৪২৬০ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمَصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَيسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ .

[৪২৬০] হিশাম ইবন আবদুল মালিক হিমসী (র)..... আবু ইয়াল শাদ্দাদ ইবন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই-ই দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান, যে তার নাকসুকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছে এবং মৃত্যুর পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য আমল করেছে। আর সেই ব্যক্তিই নির্বোধ ও অকর্মণ্য, যে নাকসের খাহশের অনুসরণ করে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে।

[৪২৬১] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ثَنَا سَيَّارٌ ثَنَا جَعْفَرُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى شَابٍ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ أَرْجُو اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَخَافُ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدٌ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَأَمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ .

[৪২৬১] আবদুল্লাহ ইবন হাকাম ইবন আবু যিয়াদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ জনৈক যুবকের কাছে উপস্থিত হন, তখন সে মরণাপন্ন ছিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তোমার অবস্থা কি? সে বলে : হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের আশা করছি, এবং আমার গুনাহের জন্য আশংকা করছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে : এই দুইটি জিনিস (আশা ও ভয়) যে বান্দার কালবে (অন্তরে) একত্রিত হয়, সে যা চাইবে আল্লাহ তাকে তাই দিবেন এবং যাকে সে ভয় করে, তা থেকে তাকে নিরাপত্তা দান করবেন।

[৪২৬২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَيْبَانَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا أَخْرِجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ أَخْرِجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرُوحٍ وَرِيحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيَقَالُ مَنْ هَذَا فَيَقُولُونَ فَلَانٌ فَيَقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ أَدْخُلِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرُوحٍ وَرِيحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالَ أَخْرِجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ أَخْرِجِي

ذَمِيمَةٌ وَأَبْشَرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخِرَ مَنْ شَكَلَهُ أَرْوَاجُ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يَفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ فُلَانٌ فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ ارْجِعِي ذَمِيمَةٌ فَاتَّهَا لَا تَفْتَحُ لَكَ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تُصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ .

[৪২৬২] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মৃত ব্যক্তির নিকটে (মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে) ফেরেশতারা আগমন করে। যদি সে ব্যক্তি নেককার হয়, তা হলে তাঁরা বলে : হে পবিত্র আত্মা! বের হয়ে এসো। তুমি তো পবিত্র দেহে অবস্থান করছিলেন। তুমি সম্মানিত অবস্থায় বেরিয়ে এসো, আর তুমি আল্লাহর রহমত ও সুগন্ধির দ্বারা পরিতুষ্ট হও এবং তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন, (বরং অত্যন্ত দয়াবান ও অনুকম্পাশীল)। তাকে যখন এভাবে আহ্বান করা হবে, তখন তার রুহ বেরিয়ে আসবে। এরপর তার রুহ আকাশের দিকে উঠানো হবে। তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হবে। এবং জিজ্ঞাসা করা হবে : এ ব্যক্তিকে ? তখন ফেরেশতারা বলবে : অমুক। তারপর বলা হবে : খোশ আমদেদ, পবিত্র আত্মার জন্য। দুনিয়াতে তুমি পবিত্র শরীরে অবস্থান করছিলে। তুমি প্রশংসিত স্থানে প্রবেশ করো, তুমি পরিতুষ্ট হও, আল্লাহর রহমত ও খুশবু তোমারই জন্যে এবং তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। তাকে এরূপই বলা হবে। অবশেষে তার রুহ এমন আসমানে পৌঁছানো হবে, যেখানে আল্লাহ জালাশানুহ রয়েছেন। আর সে লোকটি যদি গুনাহগার হয়, তখন ফেরেশতা তাকে বলে : ওহে পাপিষ্ট আত্মা, তুমি তো না পাক শরীরে ছিলে, নিন্দিত অবস্থায় বেরিয়ে আস এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর গরম পানি, পুঁজ-রক্তের এবং এমন ধরনের অন্য কোন বিষাক্ত বস্তুর। তাকে এরূপই বলা হবে, অবশেষে রুহ দেহ থেকে বেরিয়ে আসবে। অতঃপর তাকে আকাশে উঠানো হবে। কিন্তু তার জন্য আসমানের দ্বার খুলে দেওয়া হবে না। এবং জিজ্ঞাসা করা হবে : এ ব্যক্তি কে? তখন বলা হবে : অমুক ব্যক্তি এরপর বলা হবে : এই পাপিষ্ট আত্মার জন্য কোন খোশ আমদেদ নেই। (দুনিয়াতে) সে নাপাক শরীরে ছিল। তুমি নিন্দিত অবস্থায় ফিরে যাও। কারণ তোমার জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না। পরিশেষে তাকে আসমান থেকে নিক্ষেপ করা হবে এবং সে কবরে প্রত্যাবর্তিত হবে অর্থাৎ কবরে ফিরে আসবে যেখানে লাশ রয়েছে।

[৪২৬৩] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ عَبِيدَةَ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ أَجَلُ أَحَدِكُمْ يَارِضٍ أَوْ ثَبِتَهُ إِلَيْهَا الْحَاجَةُ فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ قَبِضَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَتَقُولُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبِّ هَذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِي .

[৪২৬৩] আহমাদ ইব্ন সাবিত জাহদারী ও উমার ইব্ন শারবা ইব্ন আবীদা (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কারো কোন ভূ-খণ্ডে মৃত্যু নির্ধারিত হয়, তখন প্রয়োজন তাকে সেখানে যেতে বাধ্য করে। সে যখন তার শেষ প্রান্তে পৌঁছায়, তখন মহান আল্লাহ তার জান কবয করেন। আর কিয়ামতের দিন (সেখানকার) যমীন বলবে : হে আমার রব! এই তোমার আমানত, যা আমার কাছে রেখেছিলে।

[৪২৬৪] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ أَبُو سَلَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرَاهِيَةُ لِقَاءِ اللَّهِ فِي كَرَاهِيَةِ لِقَاءِ الْمَوْتِ فَكُنَّا يَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ.

[৪২৬৪] ইয়াহইয়া ইব্ন খালফ আবু সালামা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পসন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাৎ পসন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভকে অপসন্দ করে, আল্লাহ ও তার সাক্ষাৎ অপসন্দ করেন। তখন তাকে জিজ্ঞাস করা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর মূল্যাকাত অপসন্দ করার মানে তো মৃত্যুকে অপসন্দ করা। আর আমরা সকলেই তো মৃত্যুকে অপসন্দ করি। (তাহলে আমরা কি সবাই মন্দ)? তিনি ﷺ বললেন : তা নয়। বরং এটা তো মৃত্যুর সময়ের কথা। যখন কোন বান্দাকে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভকে পসন্দ করে এবং আল্লাহ ও তার সাক্ষাৎ পসন্দ করেন। আর যখন কোন বান্দাকে কঠির শাস্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপসন্দ করে এবং আল্লাহ ও তার মূল্যাকাত অপসন্দ করেন।

[৪২৬৫] حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّي أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مَتَمَنِّيَا الْمَوْتَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

[৪২৬৫] ইমরান ইব্ন মুসা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার প্রতি পতিত বালা মুসীবতের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। অবশ্য কেউ যদি মৃত্যু কামনা করেই, তাহলে সে যেন বলে : “হে আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, ততদিন আমাকে জীবিত রাখুন এবং আমাকে তখন মৃত্যু দিন, যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হবে”।

২২. بَابُ ذِكْرِ الْقَبْرِ وَالْبَلَى

অনুচ্ছেদ : কবরের অবস্থা ও মুসীবতের বর্ণনা

৪২৬৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ وَمِنْهُ يَرْكَبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪২৬৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন : মানব দেহের যাবতীয় অংগ-প্রত্যংগ মাটির সাথে মিশে যাবে, কিন্তু একটি হাড় গলবে না। সেটা হচ্ছে মেরুদণ্ডের হাড়। এই হাড় থেকেই কিয়ামতের দিন সৃষ্টির শারীরিক অবকাঠামো তৈরী করা হবে।

৪২৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ هَانِيٍّ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عُفَّانٍ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ يَبْكِي حَتَّى يَبُلَ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تُذَكِّرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ .

৪২৬৭ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (র) ... উসমান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উসমান ইবন আফফান (রা) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতে, তখন তিনি এমন কাঁদতেন তাঁর দাঁড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতো। তখন তাঁকে বলা হলো : আপনি তো জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন এবং আপনি রোদন করেন না। অথচ আপনি কবর দেখলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন, (এর কারণ কি)? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন : নিশ্চয় কবর আখিরাতের প্রথম মনযিল। কেউ যদি এ থেকে মুক্তি পায়, তাহলে এর পরে যা আছে, তা এর চাইতে সহজ হবে। আর এখান থেকে সে যদি নাজাত না পায়, তাহলে এর পরে যা আছে, তা এর চাইতে আরও কঠিন হবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন : আমি কবরের চাইতে ভয়াবহতম কোন দৃশ্য কখনো দেখিনি।

৪২৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَيْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيُجْلِسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَرْعٍ وَلَا مَشْغُوفٍ

ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ فَيَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللَّهَ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قَبْلُ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فِي قَبْرِهِ فَرْعًا مَشْغُوفًا فَيُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ فَيُفْرَجُ لَهُ قَبْلُ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

৪২৬৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন নেক লোক হলে তাকে এমনভাবে বসানো হয়, যাতে সে ভয়-ভীতি শূন্য হয় এবং পেরেশানীমুক্ত হয়। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হয় : তুমি কিসের উপর কায়ম ছিলে? তখন সে বলবে : আমি ইসলামের উপরে কায়ম ছিলাম। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হবে : এই ব্যক্তি কে? তখন সে বলবে : মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি সহ আমাদের কাছে এসেছিলেন, তখন আমরা তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করেছিলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে : তুমি কি আল্লাহকে দেখেছিলে? তখন সে বলবে : আল্লাহকে দেখা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি সুড়ংগ পথ খুলে দেয়া হবে। তখন সে সেদিকে (জাহান্নামের দিকে) তাকিয়ে দেখতে পাবে, তার এক অংশ অপরাংশকে ভক্ষণ করছে। অনন্তর তাকে বলা হবে : দেখে নাও, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি সুড়ংগ পথ খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তথাকার সবুজ বন-বীথিকা এবং যা তার মধ্যে আছে, তা দেখতে পাবে। তখন তাকে বলা হবে : এই হলো তোমার আবাসস্থল। আর তাকে আরও বলা হবে : তুমি ঈমানের পরে দৃঢ়ভাবে অটল ছিলো, এর উপরই মারা গেছ, এবং এর উপরই হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে- ইনশাআল্লাহ তা'আলা। পক্ষান্তরে, মন্দ প্রকৃতির লোককে তার কবরে পেরেশানী ও অস্থির অবস্থায় বসানো হবে। তখন তাকে প্রশ্ন করা হবে : তুমি কিসে (কোন দীনে) ছিলে? সে বলবে : আমি তো জানি না। এরপর তাকে প্রশ্ন করা হবে : এ ব্যক্তিকে? সে বলবে : আমি লোকদের একটা কথা বলাবলি করতে শুনেছি, আমিও তাই বলতাম। এরপর তার জন্য জান্নাতের সবুজ শ্যামলীমা বন-বীথিকা এবং তার ভিতরে যা আছে তা দেখতে

পাবে। তাকে বলা হবে : তা দেখে নাও, যা আল্লাহ তা'আলা তোমার থেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটা দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তার দিকে (জাহান্নামের দিকে) তাকাবে, যার একাংশ অপরাংশকে ভক্ষণ করছে। তারপর তাকে বলা হবে : এই হলো তোমার ঠিকানা। তুমি (দুনিয়াতে) সন্দেহের উপর ছিলে এবং এর উপরেই মারা গেছ এবং ইনশাআল্লাহ এই শংশয়ের উপরই তোমাকে উঠানো হবে।

৪২৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَقْمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ" قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٍ فَذَلِكَ قَوْلُهُ "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ".

৪২৬৯ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... বারী ইবন আযিব (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার বান্দাদের দৃঢ় বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। (রাবী বলেন) ; এই আয়াত কবর-আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাকে (কবরবাসীকে) প্রশ্ন করা হবে : তোমার রব কে? সে উত্তর দিবে : আমার রব আল্লাহ এবং আমার নবী মুহাম্মদ ﷺ। এই হচ্ছে তাঁর (আল্লাহর) বাণী : يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার বান্দাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়স্থানে অনঢ় বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন"-এর তাৎপর্য। (১৪:২৭)।

৪২৭০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَمِيمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عَرِضَ عَلَى مَقْعَدِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تَبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪২৭০ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ মারা যায়, তখন তার সামনে সকাল-সন্ধ্যায় তার ঠিকানা পেশ করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তাহলে জান্নাতীদের অবস্থা তাকে দেখানো হবে। আর যদি সে জাহান্নামী হয়, তাহলে তাকে জাহান্নামীদের অবস্থা দেখানো হবে। তাকে বলা হবে : আর যদি সে জাহান্নামী হয়, তাহলে তাকে জাহান্নামীদের অবস্থা দেখানো হবে। তাকে বলা হবে : এটাই তোমার আবাসস্থল। অবশেষে এখান থেকেই কিয়ামতের দিকে তোমাকে উঠানো হবে।

٤٢٧٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأَبْلِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مِثْلَتِ الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّيْ

٣٣. بَابُ ذِكْرِ الْبَعَثِ

٤٢٧٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ صَاحِبِي الصُّورِ بَايَدِيهِمَا أَوْ فِي أَيْدِيهِمَا قَرْنَانِ يَلَاحِظَانِ النَّظَرَ مَتَى يُؤْمَرَانِ .

٤٢٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ وَالَّذِي

اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْبَشَرِ فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَدَهُ فَلَطَمَهُ قَالَ تَقُولُ هَذَا وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ" فَكَوْنُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ أَخِذْ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِنْ مِمَّنِ اسْتَتْنَىٰ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ .

[৪২৭৪] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মদীনার বাজারে জনৈক ইয়াহুদী বলেছিল : সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি মুসা (আ) সমগ্র মানব জাতির উপরে মর্যাদা দান করেছেন। এ কথা শুনে একজন আনসারী তার হাতে উঠিয়ে তাকে এক ছড় দিল এবং বললো : তুমি এরূপ বলছো? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে রয়েছেন? তখন ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলো। তিনি বললেন : মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ .

“এবং সিংগা ফুঁকার হবে। ফলে যাদের আল্লাহ চান তারা ব্যতীত আসমানের ও যমীনের সকলে জ্ঞানহারা হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার সিংগায় ফুঁকার দেওয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।” (৩৯ : ৬৮)।

(তিনি (সা) বলেন) : এরপর আমিই হব প্রথম ব্যক্তি, যে তার মাথা উঠাবে। তখন আমি মুসা (আ)-কে আরশের একটি পায়া ধরে রাখা অবস্থায় দেখতে পাব। আমি জানতে পারব না, তিনি আমার আগে তার মাথা উঠিয়েছেন, অথবা তিনি সে সবলোকদের একজন হবেন কিনা, যাদের আল্লাহ তা‘আলা আলাদাভাবে রক্ষা করেছেন। আর যে ব্যক্তি বলে যে, আমি ইউনুস ইবন মাজা (আ)-এর চাইতে উত্তম, সে মিথ্যা বলল।

[৪২৭৫] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدِهِ وَقَبْضُ يَدِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ قَالَ وَيَتَمَائِلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمُنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ أَسَاقِطُ
هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

[৪২৭৫] হিশাম ইব্ন আন্নার ও মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিস্বারের উপরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ তাঁর আসমান ও যমীনকে আপন হাতের মুঠোয় পুরে নিবেন এবং নিজ হাতে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি (যমীন ও আসমান) সংকুচিত করবেন এবং ছড়িয়ে দিবেন। অতঃপর ঘোষণা করবেন : আমি মহাপ্রভাপশালী, নিরংকুশ প্রভুত্বের অধিকারী, দস্তকারী রাজা বাদশাহরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়? আবদুল্লাহ ইব্ন উমরা (রা) বলেন : এই কথা বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ডানে বামে ঝুঁকছিলেন। এমনকি আমি দেখতে পেলাম মিস্বারের নিচের কিছু অংশ দুলছিল। অবশেষে আমি বলছি : মিস্বার কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিচে ফেলে দিবে?

[৪২৭৬] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ جُفَاءً عُرَاءُ قُلْتُ وَالنِّسَاءُ قَالَ وَالنِّسَاءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا نَسْتَحْيِي قَالَ يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَهْمٌ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ

[৪২৭৬] আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষকে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে কিভাবে একত্রিত করা হবে? তিনি বললেন : খালি পায়ে, উলংগ শরীরে। আমি বললাম : মহিলারাও (কি উলংগ হয়ে উঠবে)? তিনি বললেন : নারীরাও। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! এতে কি লজ্জাবোধ হবে না? তিনি বললেন : হে আয়েশা! তখনকার অবস্থা এমন কঠিন হবে যে, কেউ কারুর প্রতি তাকানোর অবকাশ পাবে না। (নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে- দৃষ্টির সুযোগ কোথায়?)।

[৪২৭৭] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رِفَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ فَمَأْمَأَ عَرَضَتَانِ فَجَدَالٌ وَمَعَاذِيرٌ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي فَأَخِذْ بِيَمِينِهِ وَأَخِذْ بِشِمَالِهِ

[৪২৭৭] আবু বাকর (র)..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষকে তিনবার হাশির করা হবে। প্রথম দুইবারে ঝগড়া-বিবাদ ও ওয়র-আপত্তি

পেশ করা হবে। (কেউ বলবে, আমার কাছে কোন পয়গম্বর আসেন নি, কেউ বলবে, এই দিনের হাকীকত আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না, কেউ বা পাপরাশির স্বীকারোক্তি পূর্বক ওয়রখাহি করবে)। অবশেষে তৃতীয় দফায় আমলনামা উড়ে এসে হাতে পৌছবে। কেউ তা ডান হাতে গ্রহণ করবে, আর কেউ বাম হাতে নিবে।

৪২৭৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ" قَالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنِهِ.

৪২৭৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর বাণী : رَبِّ الْعَالَمِينَ : "যেদিন মানুষ সারা জাহানের রবের সামনে দাঁড়াবে (৮৩ : ৬) ; এ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : (সেদিন) তাদের একজন তার দু'কান বরাবর, নিজের শরীর নিঃসৃত ঘামের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে।

৪২৭৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ" فَأَيَّنَ تَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ.

৪২৭৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই আয়াতের মর্মবাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম-

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ

“যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও, “(১৪ : ৪৮); সেদিন মানুষেরা কোথায় অবস্থান করবে?” তিনি বললেন : পুলসিরাতের উপরে থাকবে।

৪২৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ بْنِ الْعَتَّارِيِّ أَحَدِ بَنِي لَيْثٍ قَالَ وَكَانَ فِي حَجْرٍ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَعْزِي أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُوَضَّعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ عَلَى حَسَكٍ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ فَنَاجٍ مُسْلِمٌ وَمَخْذُوجٌ بِهِ ثُمَّ نَاجٍ وَمُخْتَبَسٌ بِهِ وَمَنْكُوسٌ فِيهَا.

[৪২৮০] আবু বাকর (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুলসিকাত জাহান্নামের দুই তীরে সংশ্লিষ্ট করে রাখা হবে (যেমন নদীর পেত দুই তীর ঘেষে হয়ে থাকে)। তার উপরে থাকবে সা'দানের কাঁটার মত কাঁটাসমূহ। অতঃপর লোকেরা এর উপর দিয়ে পারাপার শুরু করবে। তখন কতক নাজাত পাবে নিরাপদে, আর কতক কাঁটার আঁচড়সহ। আর কতক কাঁটায় আটকে থাকার পর নাজাত পাবে এবং কতক মুখ খুঁবড়ে জাহান্নামের তলদেশে পতিত হবে।

[৪২৮১] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمِّ مَيْشَرٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَرَجُوْهُ أَلَّا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَّةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ «وَأَنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا» قَالَ أَلَمْ تَسْمَعِيهِ يَقُولُ «ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنَّتًا» .

[৪২৮১] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি অবশ্যই আশা করছি যে, আল্লাহ চাহতে যারা বদর যুদ্ধে ও হুদায়বিয়া প্রান্তরে হাযির হয়েছিলেন তাদের কেউ জাহান্নামে যাবে না। রাবী (হাফসা) বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা কি একথা বলেননি : «وَأَنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا» তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, উহা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে না, এ তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত (১৯ : ৭১)। তিনি বললেন : (হে হাফসা)! তুমি কি শোননি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন :

ثُمَّ يُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنَّتًا

এরপর আমি মুস্তাকীদের নাজাত দেব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

(১৯ : ৭২)।

৩৬. بَابُ صِفَةِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ

অনুচ্ছেদ : উম্মাতে মুহাম্মাদীর গণাবলী

[৪২৮২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرِدُونَ عَلَى غُرٍّ مُحْجَلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ سِيَمَاءُ أُمَّتِي لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرُهَا .

৪২৮২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আমার কাছে অধূর বদৌলতে শুভ্রকপাল, উত্তম চেহারা বিশিষ্ট লোকের আসবে। এটা আমা উম্মাতের বিশেষ নিদর্শন হবে। অন্য কোন উম্মাতের জন্য এমনটি হবে না।

৪২৮৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ أَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ .

৪২৮৩ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ -এর সাথে এক ডেরায় বসা ছিলাম। তিনি বললেন: তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, জান্নাতের এক চতুর্থাংশ হবে তোমরা? আমরা বললাম : হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন : তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, জান্নাতের এক তৃতীয়াংশ হবে তোমরা? আমরা বললাম : জি হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন : সেই মহান সত্তার শপথ যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, আমি আশা করি যে, জান্নাতের অর্ধেক হবে তোমরা। তার কারণ হচ্ছে এই যে, জান্নাতে শুধুমাত্র মুসলিম (তাওহীদবাদী-আত্মসমর্পণকারী) আত্মাই প্রবেশ করবে। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমাদের পরিসংখ্যান হচ্ছে একটা কালো বর্ণের বলদের দেহে একটা সাদা পশমের মত, অথবা একটা লাল বলদের (গরুর) গায়ে একটা কালো পশমের মত।

৪২৮৪ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجِيئُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَيَجِيئُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْلُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَغْتَ قَوْمَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَدْعَى قَوْمَهُ فَيُقَالُ هَلْ بَلَغْتُمْ فَيَقُولُونَ لَا فَيُقَالُ مَنْ شَهِدَ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأُمَّتُهُ فَتَدْعَى أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيُقَالُ هَلْ بَلَغَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ وَمَا عَلِمْتُمْ بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ أَخْبَرْنَا نَبِيَّنَا ﷺ بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَغُوا فَصَدَّقْنَاهُ قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» .

৪২৮৪ আবু কুরায়ব ও আহমাদ ইবন সিনান (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন একজন নবী (আ) আসবেন, যাঁর সংগে থাকবে দুইজন লোক। আরেকজন নবী আসবেন, যাঁর সংগে থাকবে তিন ব্যক্তি। (কোন কোন নবীর সাথে) এর চাইতে বেশী কিংবা এর চাইতে কম লোক থাকবে। তখন তাঁকে বলা হবে : তুমি কি তোমার কাওমের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে ছিলে? তিনি বলবেন : হাঁ, অতঃপর তার কাওমকে ডাকা হবে। এবং জিজ্ঞাসা করা হবে : তোমাদের কাছে ইনি কি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়েছেন? তখন তারা বলবে : না। এরপর তাঁকে (সে নবীকে) বলা হবে : তোমার সাক্ষী কারা? তখন তিনি বললেন : মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মাত। অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ -এর উম্মাতকে ডাকা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে : এই নবী কি (তাঁর উম্মাতের কাছে আল্লাহ পয়গাম) পৌঁছিয়েছেন? তখন তারা বলবে : হাঁ। আবার জিজ্ঞেস করা হবে : তোমরা তা জানলে কি ভাবে? তারা বলবে : আমাদের নবী ﷺ আমাদের খবর দিয়েছেন যে, নিশ্চয় রাসূলগণ অবশ্যই আল্লাহর পয়গাম তাঁদের জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। আমরা তাঁর বাণীর সত্যতা স্বীকার করেছি। রাবী বলেন : এই কথারই প্রতিধ্বনি রয়েছে তোমাদের জন্য আল্লাহর বাণী : “এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হতে পার এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন”। (২ : ১৪৩)।

৪২৮৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَدَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ وَأَرْجُو الْأَيَّادِ يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوُّوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذُرَارِيِّكُمْ مَسَاكِينَ فِي الْجَنَّةِ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ .

৪২৮৫ আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র) ... রিফা'আ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা (কোন সফর থেকে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে ফিরে এলাম। তখন তিনি বললেন : মহান সত্তার শপথ। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ। এমন কোন বান্দা নেই যে ঈমান আনার পর তার উপরে দৃঢ় থাকবে অথচ জান্নাতের দিকে পরিচালিত হবে না। আর আমি আশা করি যে, যতক্ষণ না তোমার এবং তোমাদের সন্তানেরা জান্নাতে নিজ নিজ ঠিকানা বানিয়ে নিবে, ততক্ষণে অন্যান্য লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর আমার মহান রব আমার সংগে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি বিনা হিসাবে আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

৪২৮৬ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَلْهَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

وَعَدَنِي رَبِّي سُبْحَانَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثُ حَتِيَّاتٍ مِنْ حَتِيَّاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ .

৪২৮৬ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমার মহান রব আমার সংগে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাদের কোন হিসাব হবে না এবং তাদের উপর কোন আযাবও পতিত হবে না। প্রতি হাজারের সাথে থাকবে সত্তর হাজার করে। আর আমার মহান রবের মুষ্টি হতে তিনটি মুষ্টিও থাকবে। আর রবের মুষ্টির অনুমাণ তিনিই করতে পারেন। কোন সৃষ্টির পক্ষে তা অনুমাণ করা সম্ভব নয়।

৪২৮৭ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ النُّخَّاسِ الرَّمْلِيُّ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ قَالَا ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُكْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أُمَّةً نَحْنُ آخِرُهَا وَخَيْرُهَا .

৪২৮৭ ঈসা ইবন মুহাম্মাদ ইবন নাহ্‌হাস রামলীও আইউব ইবন মুহাম্মাদ রাক্বী (র)..... বাহয ইবন হাকীম-এর দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন সত্তরটি উম্মাত (দল) পরিপূর্ণ হবে। তন্মধ্যে আমরাই হবো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

৪২৮৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ خِدَاشٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّكُمْ وَقِيَّتُمْ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ .

৪২৮৮ মুহাম্মাদ ইবন খালিদ ইবন খিদাশ (র)..... বাহয ইবন হাকীম (রা)-এর দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমরা সত্তরতম উম্মাত (দল) পরিপূর্ণ করেছো। তোমরা সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত।

৪২৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةً صَفًّا ثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ .

[৪২৮৯] আবদুল্লাহ ইবন ইসহাক জাওহারী (র)..... বুয়ায়দাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জান্নাতীদের সারির সংখ্যা হবে একশত বিশটি। যার আশিটি হবে এই উম্মাতের এবং অবশিষ্ট চল্লিশটি হবে অন্যান্য উম্মাতের।

[৪২৯০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَيَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ يُقَالُ آيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيِّهَا فَتَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ .

[৪২৯০] মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমরা সর্বশেষ উম্মাত, যাদের হিসাব হবে সর্বাত্মে। এরূপ ঘোষণা দেয়া হবে : উম্মী (নিরক্ষর) নবীর উম্মাত কোথায় এবং তাঁদের নবী কোথায়? সুতরাং আমরা সর্বশেষ উম্মাত (দুনিয়াতে আবির্ভাবের প্রেক্ষাপটে) এবং অগ্রবর্তী উম্মাত (জান্নাতে দাখিল হওয়ার প্রেক্ষিতে)।

[৪২৯১] حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْنَى لِأَمَّةٍ مُحَمَّدٍ فِي السُّجُودِ فَيَسْجُدُونَ لَهُ طَوِيلًا ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ قَدْ جَعَلْنَا عِدَّتَكُمْ فِدَاءَكُمْ مِنَ النَّارِ .

[৪২৯১] জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র)..... আবু বুরদাহ (রা) এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ কিয়ামতের দিন যখন সমগ্র সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন, তখন উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সিজ্দা করার নির্দেশ দেওয়া হবে। তারা দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁকে সিজ্দারত থাকবে। অতঃপর ঘোষণা দেওয়া হবে : তোমরা তোমাদের মাথা উঠাও। আমি তোমাদের সংখ্যা অনুপাতে জাহান্নামের ফেদিয়া করে দিয়েছি।

[৪২৯২] حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ عَذَابُهَا بِأَيْدِيهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ أَمِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُقَالُ هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ .

[৪২৯২] জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এই উম্মাত হচ্ছে মারহুমা অর্থাৎ রহমতপ্রাপ্ত। এদের শাস্তি হবে এদের

হাতেই অর্থাৎ এরা পরস্পরে কতল ও মারামারি হানাহানি করবে। আর কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মুসলমানকে একজন করে মুশরিক সোপর্দ করা হবে এবং বলা হবে, জাশানাম থেকে বাঁচার জন্য এ হলো তোমাদের ফেদিয়া।

٣٥. بَابُ مَا يُرْجَى مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমত লাভের প্রত্যাশা

٤٢٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَّ أَبَانَ عَبْدَ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ قَسَمَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ فَبِهَا يَتَرَحَّمُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا تَعَطَّفُ الْوَحْشُ عَلَى أَوْلَادِهَا وَآخِرُ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪২৯৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলার একশত রহমত রয়েছে। তন্মধ্যে তিনি একটি রহমত সারা সৃষ্টির মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন একটি রহমতের বদৌলতে তারা এক অপরকে ভালবাসে, পরস্পরে সৌহার্দ্রভাব পোষণ করে, এমনকি বন্য জীবজন্তুও তার বান্দাদের আদর সোহাগ করে। অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের জন্য রেখে দিয়েছেন। তিনি তা দিয়ে তার বান্দাদের প্রতি কিয়ামতের দিন রহম করবেন।

٤٢٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَنَانٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً تَغْطِي الْوَالِدَةَ عَلَى وَلَدِهَا وَالْبَهَائِمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ وَالطَّيْرُ وَآخِرُ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا اللَّهُ بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ .

১. একের জন্য অন্যকে শাস্তি দেওয়ার বিধান নেই। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই আল্লাহ তা'আলা দু'টো পৃথক আবাস স্থল তৈরী করে রেখেছেন - একটি জান্নাতে অপরটি জাহান্নামে। কাফির, মুশরিকরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তাদের জান্নাতের আবাসস্থলগুলো ওয়ারিস হিসাবে মুসলমানরা পেয়ে যাবেন। একেই ফেদিয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে :-
 أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْعَوْنَ
 “এরাই হবে তাদের ওয়ারিস যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে অর্থাৎ ঈমানদারগণ।

৪২৯৪ আবু কুরায়ব ও আহমাদ ইবন সিনান (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিনেই একশত রহমত পয়দা করেছেন। তার থেকে তিনি মাত্র একটি রহমত পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এর বদৌলতে মাতার সন্তানের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং চতুষ্পদ জীব - জন্তু ও পক্ষীকূল এক অপরের সাথে দয়া ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত তিনি কিয়ামতের দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন। যেদিন কিয়ামত হবে, সেদিন আল্লাহ এটি দিয়ে একশ' রহমত পূর্ণ করবেন।

৪২৯৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي.

৪২৯৫ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে দিন মহান আল্লাহ সৃষ্টিকূল পয়দা করেন, সেদিন তিনি আপন কুদ্রতী হাতে নিজের দায়িত্বে লিখলেন যে : আমার রহমত আমার গযবের উপর বিজয়ী। (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তায় গযবের চাইতে রহমতের আধিক্যতা অনেক বেশী। এক মুহূর্তকাল ও তাঁর রহমত ব্যতিরেকে সৃষ্টির অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না।)

৪২৯৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ

৪২৯৬ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র)..... মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, এ সময় আমি একটা গাধার পিঠে সাওয়ার ছিলাম। তখন তিনি বললেন : হে মু'আয। তুমি কি জান, বান্দার উপরে আল্লাহর কি হক এবং আল্লাহর দায়িত্ব বান্দার কি কি হক? আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবহিত। তিনি বললেন : বান্দার উপরে আল্লাহর অধিকার হচ্ছে, বান্দা তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সংগে অন্য কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর দায়িত্বে বান্দার হক হচ্ছে, তারা (বান্দা) যখন এমন আমল করবে, তখন তিনি তাদের শাস্তি দিবেন না।

৪২৭৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَعِينٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالُوا نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ وَامْرَأَةٌ تَحْصِبُ تَنْوَرَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجُ التَّنَوُّرِ تَنَحَّيْتُ بِهِ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ قَالَ بَلَى قَالَتْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَرْحَمَ بَعِيدِهِ مِنَ الْأُمِّ بَوْلَدِهَا قَالَ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ الْأُمَّ لَا تُلْقَى وَلَدَهَا فِي النَّارِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْكِي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللَّهِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

৪২৯৭ হিশাম ইবন আখ্বার (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। তিনি এক কাওমের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন : এরা কোন কাওম? তারা বললো : আমরা মুসলমান। সেখানে এক মহিলা রান্নাবান্নার জন্য উনুনে জ্বালানী ধরাচ্ছিল এবং তার কাছেই ছিল তার একপুত্র সন্তান। যখন উনুন থেকে ধুয়া বের হচ্ছিল, তখন সে তার শিশুটিকে সরিয়ে নিলো। অতঃপর সে মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো : আপনি কি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন : হ্যাঁ। সে বললো : আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আল্লাহ তা'আলা কি সর্বাপেক্ষা দয়ালু নন? তিনি বললেন : অবশ্যই। মহিলা বললো : আল্লাহ কি তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চাইতে অধিকতর রহমত (দেয়া প্রদর্শন) করেন না, যতটা মা তার সন্তানের প্রতি করে থাকে? তিনি বললেন : তাঁ। সে বললো : নিশ্চয় মা তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করে না। এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা নিচু এবং কেঁদে দিলেন। অতঃপর তার দিকে মাথা উঠিয়ে বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে মন্দ স্বভাব, নাপরমান ও তাঁর সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকারী এবং যে বলতে অস্বীকার করে : “লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (অর্থাৎ তাওহীদ অস্বীকারকারী) এদের ব্যতীত কাউকে শাস্তি দিবেন না।

৪২৭৮ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ ثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيٌّ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الشَّقِيُّ قَالَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلَّهِ بِطَاعَةً وَلَمْ يَتْرِكْ لَهُ مَعْصِيَةً .

[৪২৯৮] আব্বাস ইবন ওয়ালীদ দিমাশ্কা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শাকী (মন্দ স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি) ব্যতীত আর কেউ জাহান্নামে যাবে না। বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল। শাকী কে? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি কখনো আল্লাহর আনুগত্য করেনি এবং তাঁর নাক্ষরমালী ত্যাগ করেননি।

[৪২৯৯] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخُو حَزْمِ الْقُطَيْبِ ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ أَوْ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ «هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ» فَقَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أَتَّقَى فَلَا يُجْعَلُ مَعِيَ إِلَهٌ آخَرُ فَمَنْ اتَّقَى أَنْ يَجْعَلَ مَعِيَ إِلَهًا آخَرَ فَإِنَّا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقُطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ «هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَبُّكُمْ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أَتَّقَى فَلَا يُشْرِكُ بِي غَيْرِي وَأَنَا أَهْلٌ لِمَنْ اتَّقَى أَنْ يُشْرِكَ بِي أَنْ أَغْفِرَ لَهُ .

[৪২৯৯] আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : (অর্থ) “এক মাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী”। (৭৪ : ৫৬)। অতঃপর তিনি বললেন : মহান আল্লাহ বলেছেন : আমি এর উপযুক্ত যে, যেন আমাকেই একমাত্র ভয় করা হয়। আমার সাথে অন্য কোন ইলাহকে যেন শরীক না করা হয়। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কোন ইলাহ শরীক করা থেকে বিরত থাকবে, আমি এর উপযুক্ত যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।

আবুল হাসান কাত্তান (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ আয়াত : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ فَيُشْرَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سَجَلًا كُلُّ سَجَلٍ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের রব বলেছেন : আমি এর উপযুক্ত যেন আমাকেই ভয় করবে। আর আমার সংগে অন্য কাউকে শরীক করানো হয়। এবং আমি এমন যে, যে ব্যক্তি আমার সংগে অন্য কিছু শরীক করতে ভয় করে, আমি তাকে ক্ষমা করি।

[৪৩০০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ فَيُشْرَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سَجَلًا كُلُّ سَجَلٍ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ

تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَظْلَمْتُكَ كَتَبْتَنِي الْحَافِظُونَ ثُمَّ يَقُولُ
الْك عَنْ ذَلِكَ حَسَنَةً فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ يَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ
وَأَنْتَ لَا ظَلَمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرِجُ لَهُ بِطَاقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجَلَاتِ
فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ فَتُوضَعُ السِّجَلَاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشَتْ
السِّجَلَاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْبِطَاقَةُ الرُّقْعَةُ وَأَهْلُ مِصْرَ
يَقُولُونَ لِلرُّقْعَةِ بِطَاقَةٌ.

৪৩০০ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে আমার একজন উম্মাতকে ডাকা হবে।
তখন তার সামনে নিরানব্বইটি দফতর (লিখিত বিবরণী) পেশ করা হবে। এর প্রত্যেকটি দফতর দৃষ্টি সীমার
শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। অতঃপর মহান আল্লাহ বলবেন : তুমি কি এর কোনটা অস্বীকার কর? (অর্থাৎ
দফতর সমূহে লিপিবদ্ধ পাপের ফিরিস্তির মধ্যে তুমি কি কোনটা অস্বীকার কর?) তখন সে বলবে : না, হে
আমার রব। আল্লাহ বললেন : তোমার উপর কি আমার সংরক্ষণকারী লিখক ফিরিশতারা যুল্ম করেছে?
অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করবেন : তোমার কাছে কি কোন নেকী আছে? তখন লোকটি ভীত - সন্ত্রস্ত হয়ে
পড়বে এবং বলবে : না। তখন আল্লাহ বলবেন : হাঁ, আমার কাছে তোমার কিছু নেকী জমা আছে। আজ
তোমার উপর কোন যুল্ম করা হবে না। তখন তার সামনে একটি চিরকুট পেশ করা হবে, যাতে লেখা
থাকবে : “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও
রাসূল।” রাবী বলেন, তখন সে লোকটি বলবে : হে আমার রব। এত বড় বড় দফতর সমূহের মুকাবিলায়
এই ক্ষুদ্র চিরকুট কি কাজে আসবে? তখন তিনি বলবেন : তুমি অত্যাচারিত হবে না। এরপর সেই দফতর
সমূহ একটি পাল্লায় রাখা হবে, আর সেই ক্ষুদ্র চিরকুটটি আরেক পাল্লায়। তখন দফতর সমূহের সমূহের
পাল্লা হালকা হয়ে উপরে উটে যাবে এবং চিরকুটের পাল্লা ভারি হয়ে যাবে।

মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) বলেন : এই হাদীসে শব্দের অর্থ الرقعة الباطقة মানে কাগজের
চিরকুট। আর মিসরবাসীরা الرقعة بطاقة (কাগজের চিরকুট বলে থাকে।

২৬. بَابُ ذِكْرِ الْحَوْضِ

অনুচ্ছেদ : হাউযে কাওসারের আলোচনা

৪২.১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ثنا زَكَرِيَّا ثنا
عَطِيَّةٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِي حَوْضًا مَا بَيْنَ

الْكُفْبَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ أبيضٌ مِثْلَ اللَّبَنِ أُنْيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ وَإِنِّي لَأَكْثَرُ
الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

[৪৩০১] আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত ১ নবী ﷺ বলেছেন : বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বিস্তৃত একটি হাউয (ঝরণা) আমার জন্য সংরক্ষিত আছে। এর পানি দুধের ন্যায় ধবধবে সাদা, পান পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকাপুঞ্জের সমান। তার কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবী - রাসুলের অনুসারীর চাইতে আমার অনুগামীদের সংখ্যা হবে অনেক বেশী।

[৪৩.২] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلَى بْنُ مُسْنَهْرٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ حَوْضِي لَابْعَدُ مِنْ آيَلَةٍ إِلَى عَدَنَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُنْيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَلَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِيْلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّعَرَفْنَا قَالَ نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَى غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ .

[৪৩০২] উসমান ইবন আবু শায়বা (র).....হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার হাউযের পরিধি আয়লা থেকে আদন পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই মহান সত্তার শপথ। যার হাতে আমার প্রাণ। এ হাউযের পান পাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্ররাজির চেয়েও অধিক। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। সেই মহান সত্তার শপথ। যার হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই আমি এ হাউযের তীর থেকে লোকদের তেমনিভাবে তাড়িয়ে দেব, যেমনিভাবে লোকেরা অপরিচিত উটকে তাদের কূপ থেকে তাড়িয়ে দেয়। জিজ্ঞাসা করা হলো : হে আল্লাহর রাসূল। আপনি কি আমাদের চিন্তে পারবেন? তিনি বললেন : হাঁ। তোমরা আমার সামনে অযুর বদৌলতে হাত-পা উজ্জল- বিশিষ্ট অবস্থায় আসবে। যে নিদর্শন অন্য কোন উম্মাতের জন্য হবে না।

[৪৩.৩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَالِمٍ الدِّمَشْقِيُّ نُبْتُ عَنْ أَبِي سَلَامٍ الْحَبَشِيِّ قَالَ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاتَيْتُهُ عَلَى بَرِيدٍ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَقَدْ شَقَّقْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا سَلَامٍ فِي مَرْكَبِكَ قَالَ أَجَلَ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ الْمَشَقَّةَ عَلَيْكَ وَلَكِنْ حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَحَدَّثُ بِهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَوْضِ فَأُحِبُّبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ قَالَ فَقُلْتُ حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى آيَلَةٍ أَشَدُّ

بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَاحْلِيٍّ مِنَ الْعَسَلِ أَكَاوِيْبُهُ كَعَدَدِ نَجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا وَأَوَّلُ مَنْ يَرِدُهُ عَلَى فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الدُّنْسُ ثِيَابًا وَالشُّعْتُ رُءُوسًا الَّذِينَ لَا يَنْكَحُونَ الْمُتَعَمَّاتِ وَلَا يَفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ قَالَ فَبَكَى عُمَرُ حَتَّى اخْضَلَّتْ لِحْيَتُهُ ثُمَّ قَالَ لِكُنْيَ قَدْ نَحَكَتِ الْمُتَعَمَّاتِ وَفُتِحَتْ لِي السُّدَدُ لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أَعْسِلُ ثَوْبِي الَّذِي عَلَى جَسَدِي حَتَّى يَتَسَخَّ وَلَا أَدْهَنُ رَأْسِي حَتَّى يَشَعْتُ .

[৪৩০৩] মাহমুদ ইবন খালিদ দিমাশকী (র) ... আবু সাল্লাম হাবশী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা উমার ইবন আবদুল আযীয (র) আমাকে ডেকে পাঠান। তখন আমি অতি দ্রুত তাঁর কাছে উপস্থিত হই। আমি যখন তাঁর কাছে এসে পৌছি, তিনি বলেন : আমি আপনাকে তাকলীফ দিলাম, হে আবু সাল্লাম। আপনার সাওয়াবীকে ও তাকলীফ দিয়েছি। তিনি বললেন : হাঁ, আল্লাহ্ শপথ। হে আমীরুল মু'মিনীন। তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে, একখানা হাদীস শোনার জন্যই, এই কষ্ট দিয়েছি। আমি জানতে পেরেছি, আপনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে হাউয সম্পর্কে বর্ণনা করছেন। আমি এ হাদীসখানি আপনার মুখ থেকে শুনে আশ্চর্য। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার হাউয আদন (এডেন) থেকে আইলা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। যার পানি দুধের চেয়েও সাদা, এবং মধুর চেয়েও সুমিষ্ট। এর পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকারাজির সমান। যে কেউ এ হাউয থেকে এক তোক (চুমুক বা ফোঁটা) পানি পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। সর্বপ্রথম যে সব লোক এ হাউযের পানি পান করার জন্য আমার নিকট আসবে, তারা হবে ফকীর মুহাজিরগণ। এদের পরিধানে ছিল ছিড়াফাঁটা ময়লা কাপড়, মাথার চুল ছিল উশকো-খুশকো, তারা অভিজাত সম্পদশালী মেয়েদের বিবাহ করতে পারতো না এবং তাদের (আপ্যায়নের জন্য) ঘরের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হতো না। রাবী বলেন : হাদীস শুনে উমার (রা) কেঁদে ফেলেন এমনকি তাঁর দাঁড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে যা। এরপর তিনি বললেন : আমি তো সম্পদশালী মহিলা বিয়ে করেছি এবং আমার জন্য সব দরজাই তো উন্মুক্ত। এখন থেকে আমি আমার পরিধেয় বস্ত্রাদি ময়লা না হওয়া পর্যন্ত ধোব না এবং মাথার চুল উশকো-খুশকো না হওয়া পর্যন্ত তেল লাগাব না।

[৪৩.৪] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبِي ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ أَوْ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ .

[৪৩০৪] নাসর ইবন আলী (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার হাউযের দুই তীরের ব্যবধান সানআ (ইয়ামানের রাজধানী) এবং মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী স্থানের সমান অথবা মদীনা ও আশ্মানের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান।

৪৩.০ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نَجُومِ السَّمَاءِ .

৪৩০৫ হুমায়দ ইবন মাস'আদহু (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন : সেখানে (হাউয কাওসারের তীরে) আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিসংখ্যানের সমান স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পানপাত্র সমূহ পরিদৃশ্যমান হবে।

৪৩.৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَسَلَّمَ عَلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ لَآحِقُونَ ثُمَّ قَالَ لَوِ دِدْنَا أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانِي خَيْلٌ دُهُمٌ بِهِمْ أَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ثُمَّ قَالَ لِيُذَادَنَّ رَجُلًا عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ فَأَنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمُّوا فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ وَلَمْ يَزَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَأَقُولُ أَلَا سَحَقًا سَحَقًا .

৪৩০৬ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, একবার তিনি কবরস্থানে গমন করেন এবং তিনি কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে সালাম করেন। তিনি বলেন : 'হে ঈমানদার কবরবাসীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অচিরেই আল্লাহ চাহেত আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব। অতঃপর তিনি বললেন : আমি আকাঙ্ক্ষা রাখি যে, আমরা আমাদের ভাইদের প্রত্যক্ষ করি। তাঁরা (সাহাবাই কিরাম) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন : তোমরা আমার সাহাবী। আর যারা আমার পরে আসবে, তারা আমার ভাই। আমি তোমাদের আগেই হাউযের তীরে উপস্থিত হব। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সে লোকদের আপনার উম্মাত হিসেবে কিভাবে চিনবেন, যারা এখনও পয়দা হয়নি? তিনি বললেন : তোমরা কি দেখ না, যদি এক ব্যক্তির এতটা সাদা হাত-পাও শুভ কপালযুক্ত ঘোড়া, অপর ব্যক্তির কুৎসিত কালো ঘোড়ার পালে মিশে যায়, তাহলে সে কি তার ঘোড়াটি চিনবে না? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চিনবে। তিনি বললেন : তাঁরা (আমার উম্মাত) কিয়ামতের দিন অযূর বদৌলতে সাদা কপাল ও শুভ হাত পা বিশিষ্ট হয়ে আসবে। অতঃপর তিনি বললেন :

আমি তোমাদের আগে হাউয়ের কিনারে যাব। এরপর বললেন : অনেক লোক আমার হাউয থেকে বিতাড়িত হবে, যেমন পথতোলা উট বিতাড়িত হয়। এরপর আমি তাদের ডেকে বলবো : তোমরা এদিকে এসো! তখন বলা হবে : এসব লোক আপনার পরে (দীন) পরিবর্তন করেছে এবং সর্ববস্থায় তারা তাদের পশ্চাতে ফিরে গেছে। তখন আমি বলবো : সাবধান! দূর হও, দূর হও।

২৭. بَابُ ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ

অনুচ্ছেদ : শাফা'আতের আলোচনা

৪৩.৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِمَتِّي فَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا.

৪৩০৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : প্রত্যেক নবীর জন্য (তঁার উম্মাতের ব্যাপারে) এমন দু'আ রয়েছে, যা কবুল করা হয়। আর প্রত্যেক নবীই (তঁার উম্মাতের জন্য) বিশেষ দু'আটি তাড়াতাড়ি করেন। কিন্তু আমি আমার দু'আ আমার উম্মতের শাফা'আতের জন্য জমা রেখেছি। সুতরাং আমার উম্মাতের মধ্যে যারা আল্লাহর সাথে শরীক না করে ইন্তিকাল করে, তারা তা (আমার শাফা'আত) প্রাপ্ত হবে।

৪৩.৮ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَأَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ ابْنُ أَبِي هَرَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ ابْنَانَا عَلَى بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّعَانَ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ.

৪৩০৮ মুজাহিদ ইবন মূসা ও আবু ইসহাক হারভ, ইব্রাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাতিম (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ বলেছেন : আমি আদম সন্তানদের সরদার, এতে কোন গর্ব নেই। (বরং আল্লাহর নি'আমতের শুকরিয়া ও বাস্তব অবস্থার বহিঃপ্রকাশ মাত্র) আর আমি হব প্রথম ব্যক্তি, কিয়ামতের দিন যার ব্যাপারে যমীনে ফাটল ধরবে, (অর্থাৎ কবরগাহ থেকে সর্বপ্রথম আমিই উঠবো), এতে কোন ফখর নেই। আমি হবো প্রথম শাফা'আতকারী এবং সর্বাত্মে আমার শাফায়াহিত কবুল করা হবে, এতে কোন ফখর নেই। আল্লাহর প্রশংসার পতাকা কিয়ামতের দিন আমার হাতে থাকবে, এতে কোন গর্ব নেই।

৪৩০৯ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَاسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَا ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ اَبُو سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَمَّا اَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ اَهْلُهَا فَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا وَحْيُونَ وَلَكِنْ نَاسٌ اَصَابَتْهُمْ نَارٌ بِذُنُوبِهِمْ اَوْ بِخَطَايَاهُمْ فَاَمَاتَتْهُمْ اِمَاتَةٌ حَتَّى اِذَا كَانُوا فَحْمًا اُذِنَ لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ فَجَنَّى بِهِمْ ضَبَائِرُ فَبُتُّوا عَلَى اَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَقِيلَ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ اَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتِ الْحَبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ فِي الْبَايَةِ .

৪৩০৯ নাসর ইবন আলী ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ইবন হাবীব (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর জাহান্নামীরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে বসবাস করবে- সেখানে তারা মরবে না এবং নতুনভাবে জীবিতও হবে না। তবে কতক লোক তাদের ভুল ভ্রান্তি ও গুনাহের দরুন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। আগুন তাদের দক্ষীভূত করে ফেলবে, এমন কি তারা কয়লার মত হয়ে যাবে, তখন তাদের শাফা'আতের অনুমতি দেয়া হবে। তাদের দলে দলে (জাহান্নাম থেকে) নিয়ে আসা হবে, এবং তাদের জান্নাতের ঝরণার পাড়ে ছড়িয়ে রাখা হবে এবং বলা হবে : হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা তাদের উপর পানি ঢেলে দাও। (নির্দেশ মতে পানি ঢেলে দেওয়া হবে) ফলে, সেখায় দ্রুত গতিতে নানাবিধ ফলের গাছ উৎপন্ন হবে, যেমনিভাবে বীজ নালার প্রবাহিত পারি দ্বারা অংকুরিত হয়। রাবী বলেন : তখন কাওমের এক ব্যক্তি বলে উঠলো : মনে হচ্ছিল যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বন বীথিকায় অবস্থান করতেন।

৪৩১০ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اِنَّ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَاهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ اُمَّتِي .

৪৩১০ আবদুর রাহমান ইবন ইব্রাহীম দিমাশ্কী (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত আমার উম্মাতের কবীরগুনাহে অভিযুক্তদের জন্যই কার্যকর হবে।

৪৩১১ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَسَدٍ ثَنَا اَبُو بَدْرِ ثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ اَبِي هِنْدٍ عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ جِرَاشٍ عَنْ اَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ اَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ اُمَّتِي الْجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَكَفَى اَتْرُونَهَا لِلْمُتَّقِينَ لَا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ .

৪৩১১ ইসমাইল ইবন আসাদ (র).... আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ  বলেছেন : আমাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে (দু'টো বিষয়ের) শাফা'আত করার অথবা আমার অর্ধেক উম্মাতের জাল্লাতী হওয়ার। আমি শাফা'আতকে বেছে নিয়েছি। কেননা, তা ব্যাপক এবং অধিকতর ফলপ্রসূ। তোমরা কি মনে করছো যে, শাফা'আত কেবল মুজ্জাকীদের জন্যই? তা নয় বরং তা গুনাহগার, দ্রাস্তপথগামীও অপরাধে অভিযুক্তদের জন্য কার্যকর হবে।

৪৩১২ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْهِمُونَ أَوْ يَهْمُونَ شَكَّ سَعِيدٌ فَيَقُولُونَ لَوْ تَشَفَّعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَأَرَّاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسَجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ يَرْحَمْنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ وَيَشْكُوا إِلَيْهِمْ ذَنْبَهُ الَّذِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ انْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُوءَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ وَيَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ انْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ انْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ الثُّورَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَهُ النَّفْسِ بِغَيْرِ النَّفْسِ وَلَكِنْ انْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ انْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ قَالَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَرْفَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فَأَمَشَى بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ فَاسْتَأْذَنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ثُمَّ يَقَالُ أَرْفَعْ يَا مُحَمَّدُ وَقُلْ تَسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَى وَاشْفَعْ تَشْفَعُ فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُ لِي حَدًّا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّانِيَةَ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ثُمَّ يَقَالُ لِي أَرْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ تَسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَى وَاشْفَعُ تَشْفَعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُ لِي حَدًّا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ثُمَّ يَقَالُ أَرْفَعْ مُحَمَّدُ

قُلْ تَسْمَعُ وَتَسْمَعُ وَتَسْمَعُ فَارْفَعْ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدِ يَعْلَمُنِيهِ ثُمَّ
 أَشْفَعُ فَيَحْدُ لِي حَدًّا فَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ ثُمَّ أَعُوذُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلَّا
 مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ قَالَ يَقُولُ قَتَادَةُ عَلَى أَثَرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ
 مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ
 مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ
 مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ .

৪৩১২ নাসর ইবন আলী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন :
 কিয়ামতের দিন ঈমানদার বান্দারা জমায়েত হবে। তখন তাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হবে (অথবা তাদের
 অন্তরে এই বিষয়টি বহুগুন করে দিবেন রাবী সাঈদ-এর সন্দেহ) এ সময় তারা বলবে : কেউ যদি আমার
 রবের কাছে আমাদের (নাজাতের) জন্য শাফা'আত করতেন, তাহলে (ময়দানে হাশরের এই ভয়াবহ
 পরিস্থিতি থেকে) আমাদের শান্তি দিতে পারতেন। এরপর তারা আদম আলাইহিস্ সালামের কাছে উপস্থিত
 হয়ে বলবে : আপনি তো মানব জাতির পিতা আদম (আলাইহিস্ সালাম)। আল্লাহ আপন কুদরতী হাতে
 আপনাকে পয়সা করেছেন এব তাঁর ফিরিশতাদের দ্বারা আপনাকে সম্মানজনক সিজদা করিয়েছেন। আপনি
 আমাদের (নাজাতের) জন্য আপনার রবের নিকট শাফা'আত করুন, যাতে তিনি আমাদের এ ভয়াবহ
 পরিস্থিতি থেকে শান্তি দেন। তখন তিনি বলেন : আমি তোমাদের এ বিষয়ের উপযুক্ত নই। (তিনি তাদের
 কাছে সেই গুনাহের কথা তুলে ধরবেন, যা তিনি করে বসেছিলেন এবং এ কারণে তিনি লজ্জাবোধ
 করবেন)। নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ এবং আদম (আ)-এর তাওবা কবুল হয়েছিল বরং তোমরা নূহ
 (আলাইহিস্ সালামের) কাছে যাও। কেননা, তিনি ছিলেন যমীনবাসীর প্রতি আল্লাহ প্রেরিত প্রথম রাসূল।
 তখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হবে এবং শাফা'আতের জন্য নিবেদন করবে। তিনি বলবেন : তোমাদের এ
 বিষয়ে আমি উপযুক্ত নই। (তিনি সেই প্রশ্নের কথা স্মরণ করবেন, যা অজ্ঞাতসারে আল্লাহর কাছে নিবেদন
 করেছিলেন। তিনি এই কারণে লজ্জাবোধ করবেন)। (নূহ আলাইহিস্ সালাম তার পুত্র কেনান-এর জন্য
 আল্লাহর নাজাত চাইছিলেন অথচ সে মন্দ-স্বভাবের ছিল)। বরং তোমরা আল্লাহর খলীল ইব্রাহীম
 (আলাইহিস্ সালাম)-এর কাছে যাও। তখন তারা তাঁর নিকট হামির হবে। তিনি বলবেন : আমি তোমাদের
 এ বিষয়ের জন্য যোগ্য নই। বরং তোমরা মূসা (কালীমুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম)-এর কাছে যাও। তিনি
 আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন, যার সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলছেন এবং তাঁকে তাওরাত দান করেছেন।
 তখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি বলবেন : আমি এ বিষয়ে তোমাদের জন্য যোগ্য নই। (এবং
 তিনি দুনিয়াতে একটি অন্যায় খুনের জন্য নিজের অপরাধের কথা স্মরণ করবেন। অথচ এই খুন ইচ্ছাকৃত
 ছিল না তিনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার খাতিরে ধমকানোর জন্য একটি ঘুষি মেরেছিলেন। ফলে সে কিবতী মারা
 গিয়েছিল)। তোমরা বরং ঈসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর কাছে যাও। তিনি ছিলেন আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর

রাসূল, আল্লাহর কালিমা এবং তাঁর রুহ। তখন লোকেরা তাঁর কাছে এসে হাযির হবে। তিনি বলবেন : আমি তোমাদের এ বিষয়ের জন্য যোগ্য নই বরং তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও। এমন বান্দা আল্লাহ তা'আলা তাঁর আগের ও পরের যাবতীয় ক্রটি বিচ্যুতি মাফ করে দিয়েছেন। তিনি সে বলেন : তখন তারা আমার নিকটে হাযির হবে। আমি তাদের সহ বেরিয়ে পড়বো। (রাবী বলেন, হাসান (র) এর সূত্রে তিনি এই শব্দাবলী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এরপর আমি মু'মিনদের দুইটি সারির মাঝখান দিয়ে চলতে থাকবো)।

রাবী কাতাদাহ (র) বলেন : তারপর তিনি আনাস (রা) এর বর্ণিত হাদীসের প্রতি ফিরে এসেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তখন আমি আমার রবের নিকট শাফা'আতের অনুমতি চাইব। আর আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাঁকে দেখামাত্রই সিজদায় পড়ে যাব। তিনি (আল্লাহ) যতক্ষণ চাইবেন আমাকে সিজদায় নত রাখবেন। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হবে : হে মুহাম্মাদ মাথা উঠান। আপনি বলুন। শোনা হবে ; আপনি চান তা দেওয়া হবে এবং আপনি শাফা'আত করুন, সে শাফা'আত কবুল করা হবে। (এরপর আমি মাথা উঠাব)। আর তিনি যেভাবে আমাকে শিখিয়েছেন, সেভাবে তাঁর তা'রীফ ও প্রশংসা করবো। তারপর আমি শাফা'আত করব। তবে আমার শাফা'আতের জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা শাফা'আত প্রার্থীদের জান্নাতে দাখিল করবেন। এরপর আমি দ্বিতীয়বার আমার (রবের কাছে) ফিরে আসবো। আমি তাঁকে দেখা মাত্রই সিজদায় পতিত হবো। আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চাইবেন, ততক্ষণ আমাকে সিজদায় নত রাখবেন। অতঃপর আমাকে বলা হবে : হে মুহাম্মাদ! আপনি মাথা উঠান। আপনি বলুন, শোনা হবে, আপনি চান, আপনাকে তা দেওয়া হবে এবং আপনি শাফা'আত করুন, আপনার শাফা'আত কবুল করা হবে। এরপর আমি আমার মাথা উঠাব। অতঃপর তাঁর শিক্ষা মফিক আমি তাঁর তা'রীফ ও প্রশংসা করবো। তারপর আমি শাফা'আত করব। তবে আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। অতঃপর তিনি শাফা'আত প্রার্থীদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এরপর তৃতীয় বারের মত আমি (রবের কাছে) ফিরে যাব। আর যখন আমি আমার রবকে দেখব, তখনই সিজদায় পতিত হবো। আর আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন, আমাকে সিজদায় নত রাখবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠান। আপনি বলুন, শোনা হবে ; আপনি চান, তা দান করা হবে। আপনি শাফা'আত করুন, আপনার শাফা'আত কবুল করা হবে। এরপর আমি মাথা উঠাব। এবং তাঁর তা'রীফ ও প্রশংসা করবো, যেভাবে তিনি আমাকে শিখিয়েছেন। তারপর আমি শাফা'আত করব। কিন্তু এবারেও একটা নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের (সুপারিশকৃতদের) জান্নাতে দাখিল করবেন। অতঃপর আমি চতুর্থ পর্যায়ে (রবের) কাছে ফিরে যাব এবং বলব : হে আমার রব। এখন তো আর কেউ অবশিষ্ট নেই। তবে কুরআন যাদের আটক রেখেছে। (অর্থাৎ কুরআনের দৃষ্টিতে যারা জাহান্নামী তারাও অবশিষ্ট রয়েছে)।

রাবী বলেন, কাতাদা (র) এই হাদীস বর্ণনাকালে বলেছেন : আনাস ইবন মালিক (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পরিশেষে সেই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে, বলেছে : “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই) এবং যার অন্তরে একটি গমের দানা পরিমাণ নেক আমল ছিল। আর সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে বলেছে : “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”, এবং যার কালবে এক রতি পরিমাণ নেক আমল (ঈমান) ছিল। সেই ব্যক্তিও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে বলেছে : “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এবং যার অন্তরে অণু পরিমাণ নেক আমল (ঈমান) ছিল।

৪৩১৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاقِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ .

৪৩১৩ সাঈদ ইব্ন মারওয়ান (র)..... উসমান ইব্ন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক শাফা'আত করবেন : নবীগণ পরে আলিমগণ এরপর শহীদগণ।

৪৩১৪ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِي بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ .

৪৩১৪ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ রাক্বী (র).... তুফায়ল ইব্ন উবাই ইব্ন কা'ব-এর পিতা (রা) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন আমি নবীগণের ইমাম হবো এবং তাদের পক্ষ থেকে খতীব নির্বাচিত হবো, সর্বোপরি তাদের শাফা'আতকারী হবো। এতে কোন গর্ব নেই।

৪৩১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْغَطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِيُخْرِجَنَّ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيِّينَ .

৪৩১৫ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার শাফা'আতের বদৌলতে জাহান্নাম থেকে অনেক লোক পরিদ্রাণ পাবে। যাদের জাহান্নামী বলা হবে।

৪৩১৬ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا وَهَيْبُ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَدْعَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَاكَ قَالَ سِوَايَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ .

৪৩১৬ আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন আবু জাদ'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, (কিয়ামতের দিন) আমার একজন উম্মাতের শাফা'আত ক্রমে বনু

তামীম গোত্রের লোকজনের চাইতেও অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁরা (সাহাবা-ই-কিরাম) জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! সেই ব্যক্তি কি আপনি ব্যতীত অন্য কেউ? তিনি বললেন : আমি ব্যতীত। আমি (আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি (আবদুল্লাহ ইব্ন আবু জাদ'আ (রা) কি এই হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন : আমি তাঁর নিকট থেকেই শুনেছি।

৬৩১৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَدْرُونَ مَا خَيْرَنِي رَبِّي اللَّيْلَةَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ خَيْرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نَصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِهَا قَالَ هِيَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

৬৩১৭ হিশাম ইব্ন আম্মার (র).... আউফ ইব্ন মালিক আশজাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি জান, আমার রব আজ রাতে আমাকে কোন বিষয়ে ইখতিয়ার দান করেছেন? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন : তিনি (আল্লাহ) আমাকে এ মর্মে ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, আমার উম্মাতের অর্ধেক জান্নাত প্রবেশ করবে। কিংবা তাদের নাজাতের জন্য শাফা'আতের অনুমতি। আমি শাফা'আতকে ইখতিয়ার করলাম। আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন : এ (শাফা'আত) প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কার্যকর হবে।

২৮. بَابُ صِفَةِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ : জাহান্নামের বর্ণনা

৬৩১৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَيَعْلَى قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ نُفَيْعٍ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ وَلَوْ لَا أَنَّهَا أَطْفِئَتْ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ مَا انْتَفَعْتُمْ بِهَا وَإِنَّهَا لَتَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعِيدَهَا فِيهَا

৬৩১৮ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের দুনিয়ার এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ (অর্থাৎ এখানের আগুনের চাইতে জাহান্নামের আগুন সত্তরগুণ বেশী উত্তাপ বিশিষ্ট)। যদি সে আগুনকে দু'বার পানি দ্বারা ঠান্ডা করা না হতো, তাহলে তোমরা এর থেকে ফায়দা নিতে পারতে না। এখন এ আগুন আল্লাহর দরবারে দু'আ করছে যেন আবার তাকে জাহান্নামে ফিরিয়ে না নেওয়া হয়।

৪৩১৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكُلْ بَعْضِي بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا تَفْسِينَ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ فَشِدَّةٌ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمِيرِهَا وَشِدَّةٌ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِهَا.

৪৩১৯ আবু বাকর ইবন শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম তাঁর রবের কাছে অভিযোগ করে বলে হে আমার রব! আমার একাংশ অপরাংশকে ভক্ষণ করছে। তখন আল্লাহ তাকে দু'বার নিঃশ্বাস ফেলার নির্দেশ দেন--একটি শীত মৌসুমে, আরেকটি গ্রীষ্মে। সুতরাং দুনিয়াতে যে ঠান্ডা অনুভব করছে, তা জাহান্নামের যামহারীর তবকার (হিমন্তুরের) নিঃশ্বাস এবং যে প্রচণ্ড গরম অনুভব করছে, তা জাহান্নামের আগুনের উষ্ণতার ফলশ্রুতি।

৪৩২০ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا شَرِيكَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَوْقَدَتِ النَّارُ أَلْفَ سَنَةٍ فَأَبْيَضَتْ ثُمَّ أَوْقَدَتْ أَلْفَ سَنَةٍ فَاحْمَرَّتْ ثُمَّ أَوْقَدَتْ أَلْفَ سَنَةٍ فَاسْتَوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءٌ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ.

৪৩২০ আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ দুরী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহান্নামের আগুন হাযার বছর উত্তপ্ত করার পর তা সাদা রং ধারণ করে। পরে তা হাযার বছর প্রজ্জ্বলিত করায় লাল রং ধারণ করে। তারপর হাযার বছর প্রজ্জ্বলিত রাখার পর তা কালবর্ণ রূপ ধারণ করে। এখন তা অন্ধকার রাতের মত কাল।

৪৩২১ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرِو ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنَ الْكُفَّارِ فَيُقَالُ اغْمِسُوهُ فِي النَّارِ غَمْسَةً فَيُغْمَسُ فِيهَا ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَيُّ فَلَانٍ هَلْ أَصَابَكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا مَا أَصَابَنِي نَعِيمٌ قَطُّ وَيُوْتَى بِأَشَدِّ الْمُؤْمِنِينَ ضَرًّا وَبَلَاءً فَيُقَالُ اغْمِسُوهُ غَمْسَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُغْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً فَيُقَالُ لَهُ أَيُّ فَلَانٍ هَلْ أَصَابَكَ ضَرٌّ قَطُّ أَوْ بَلَاءٌ فَيَقُولُ مَا أَصَابَنِي قَطُّ ضَرٌّ وَلَا بَلَاءٌ.

৪৩২১ খলীল ইবন আমর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন কাফিরদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যে দুনিয়াতে জৌলুসপূর্ণ জীবন কাটিয়েছে। তখন বলা হবে : তোমরা (ফেরেশতারা) একে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। তখন তাকে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে হে অমুক! তুমি কি কখনো শান্তির মুখ দেখেছো? সে বলবে : না, আমি কখনো সুখের ছোয়া পাইনি। অতঃপর কিয়ামতের দিনে ঈমানদারদের মধ্য হতে এমন একজনকে হাযির করা হবে, যে দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে জীবন যাপন করেছিল। তখন বলা হবে : একে জান্নাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাও। তখন তাকে জান্নাত ঘুরিয়ে দেখানো হবে। এরপর তাকে বলা হবে : হে অমুক! তোমাকে কি কখনো দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ স্পর্শ করেছে? তখন সে বলবে : আমি কখনো দুঃখ-কষ্টে পতিত হইনি।

৪৩২২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا عَيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ لَيُعْظَمُ حَتَّىٰ أَنْ ضِرْسَهُ لَأَعْظَمُ مِنْ أَحَدٍ وَفَضِيلَةُ جَسَدِهِ عَلَىٰ ضِرْسِهِ كَفَضِيلَةِ جَسَدِ أَحَدِكُمْ عَلَىٰ ضِرْسِهِ .

৪৩২২ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কাফিরের শরীর অস্বাভাবিক মোটাতাজা হবে, এমনকি তার একেকটি দাঁত উহুদ পর্বতের চাইতেও বড় হবে। অতঃপর তার সারা দেহ দাঁতের তুলনায় এমন প্রশস্ততর ও বিরাটাকায় হবে, যেমন (দুনিয়াতে) তোমাদের দাঁতের তুলনায় তার দেহ হয়ে থাকে।

৪৩২৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بْنُ أَقْيَشٍ فَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ لَيَلْتَنِيذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرٍّ وَإِنْ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَعْظَمُ لِلنَّارِ حَتَّىٰ يَكُونَ أَحَدُ زَوَايَاهَا .

৪৩২৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি আবু বুরদাহ (রা)-এর কাছে ছিলাম। এ সময় হারিস ইবন উকায়শ (রা) আমাদের নিকটে আসেন। তখন তিনি আমাদের কাছে এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মাঝে কোন ব্যক্তি এমন হবে, যার শাফা'আতে মুদার গোত্রের লোকদের চাইতেও অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে আমার উম্মাতের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিও হবে, যে জাহান্নামের জন্য মোটাতাজা হবে, এমন কি জাহান্নামের এক কোণা পরিপূর্ণ হবে।

[৪৩২৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَّاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَبْكُونَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُوعُ ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ حَتَّى يَصِيرَ فِي وُجُوهِهِمْ كَهَيْئَةِ الْأَخْذُودِ لَوْ أُرْسِلَتْ فِيهِ السُّفُنُ لَجَرَتْ .

[৪৩২৪] মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামীদের জন্য প্রেরিত হবে কেবল কান্না আর কান্না। তারা কাঁদতে থাকবে, অবশেষে তাদের চোখের পানি বন্ধ হয়ে যাবে। পরে চোখ দিয়ে ঝরতে থাকবে রক্তাশ্রু, এমনকি তাদের চেহারায়ে নালার মত ক্ষতের চিহ্ন পড়ে যাবে (অর্থাৎ পানি ও রক্ত ঝরতে ঝরতে চেহারায়ে গর্তের সৃষ্টি হবে)। যদি সেখান নৌযান চালু করা হয়, তাহলে তা চলতে পারবে।

[৪৩২৫] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزُّقُومِ قُطِرَتْ فِي الْأَرْضِ لَافْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعِيشَتُهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرُهُ .

[৪৩২৫] মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

“হে মু’মিনগণ। তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মরো না”। (৩ : ১০২)। (তিনি বললেন) যদি এক ফোটা যাক্কুম যমীনে পড়তো, তবে তা সারা বিশ্বের অধিবাসীদের জীবন নষ্ট করে ফেলত। সুতরাং সে সব লোকদের পরিণতি কতই না ভয়াবহ হবে, যাদের যাক্কুম^১ ব্যতীত আর কোন খাদ্য থাকবে না।

[৪৩২৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ .

১. যাক্কুম এক ধরনের আঠাযুক্ত বৃক্ষ। খাওয়ার সাথে সাথে কষ্টনালীতে আটকে যাবে। নীচেও নামবে না, বেরও করা যাবে না। গলিত তামার ন্যায় এবং ফুটন্ত পানির ন্যায় তা পানীদের উদরে ফুটতে থাকবে।

৪৩২৬ মুহাম্মদ ইবন উবাদা ওয়াসিতী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহান্নামের আগুন সিঁজদার চিহ্নসমূহ ব্যতীত আদম সন্তানের সারা শরীর ভক্ষণ করবে। আল্লাহ তা'আলা সিঁজদার চিহ্নসমূহ জাহান্নামের আগুনের জন্য খাওয়া হারাম করেছেন।

৪৩২৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ فَيَقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيُطْلَعُونَ خَائِفِينَ وَجَلِيلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيُطْلَعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرَحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ فَيَقَالُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كَلَاهُمَا خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا

৪৩২৭ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে হাযির করা হবে। এরপর বলা হবে : হে জাহান্নামীরা। এ শুনে তারা খুশিতে ডগমগিয়ে উঁকি মোরে দেখবে এ ধারণা করে যে, তাদেরকে তাদের আবাসস্থল থেকে বের করা হবে। তখন (সমবেত জান্নাতী ও জাহান্নামী সকলকে) বলা হবে : তোমরা কি একে (মৃত্যু) চিন? তারা বলবে : হ্যাঁ এতো 'মৃত্যু'। রাবী বলেন : তখন তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে, ফলে তাকে পুলসিরাতের উপর যবাই করা হবে। তারপর উভয় পক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হবে, এ বার তোমরা আপন আপন আবাসস্থলে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান কর। এখানে আর কখনো মৃত্যু নেই।

২৭. بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ : জান্নাতের বর্ণনা

৪৩২৮ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمِنْ بَلِّهِ مَا قَدْ أَطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِقْرَأُوا إِنَّ شَيْئَكُمْ «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ» مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْرُؤُهَا مِنْ قُرَآتٍ أَعْيُنٍ

৪৩২৮ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ বলেছেন : “আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব নি‘আমত ও বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কোন কখনো শুনেনি, এমনকি কোন মানুষের অন্তরে তার ধারণারও কোন দিন উদ্বেক হয়নি”।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সে সব ভোগ-বিলাসের উপকরণাদির কথা বাদ দাও, যেগুলো আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ বর্ণনাতীত ভোগ্যসামগ্রী মজুদ রয়েছে)। যদি তোমরা কৌতুহলবশত জানতে চাও, তাহলে এ আয়াত তিলাওয়াত কর :

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন--প্রীতিকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ”। (৩২ : ১৭)।

৪৩২৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَشَيْبَرٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

৪৩২৯ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জান্নাতের এক বিষয় (অর্ধহাত) পরিমাণ স্থান সমগ্র পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম।

৪৩৩০ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ ثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْضِعٌ سَوَاطِئُ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

৪৩৩০ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... সাহল সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের একটা কোড়া রাখার পরিমাণ জায়গা পৃথিবী এবং এর মাঝে যা আছে তা থেকে উত্তম।

৪৩৩১ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيَّسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْجَنَّةُ مِائَةٌ دَرَجَةً كُلُّ دَرَجَةٍ مِنْهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ أَعْلَاهَا الْفِرْدَوْسُ وَإِنَّ أَوْسَطَهَا الْفِرْدَوْسُ وَإِنَّ الْعَرْشَ عَلَى الْفِرْدَوْسِ مِنْهَا تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَإِذَا مَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُّوهُ الْفِرْدَوْسَ

৪৩৩১ সুওয়ায়দ ইব্ন সালিদ (র)..... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : জান্নাতের একশ স্তর রয়েছে। এক স্তর থেকে অপর স্তরের ব্যবধান আসমান-যমীনের দূরত্বের সমান। নিশ্চয় এর শীর্ষস্তরে রয়েছে ফিরদাউস এবং এর মধ্যবর্তী স্তরও ফিরদাউস। আর আরশও ফিরদাউসের উপর অবস্থিত। এখান থেকে জান্নাতের বর্ণনাসমূহ প্রবাহিত। তাই যখন তোমরা আল্লাহর কাছে (জান্নাত) চাইবে, তখন তাঁর কাছে ফিরদাউস জান্নাত চাইবে।

৪৩৩২ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ الْمَعْفَرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ أَلَا مُشْمِرٌ لِلْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا هِيَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَاوُ وَرِيحَانَةٌ تَهْتَزُّ وَقَصْرٌ مُشِيدٌ وَنَهْرٌ مُطْرِدٌ وَفَاكَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسَنَاءٌ جَمِيلَةٌ وَحُلٌّ كَثِيرَةٌ فِي مَقَامٍ أَبَدًا فِي حَبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ فِي دُورٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بِهِيَّةٍ قَالُوا نَحْنُ الْمُشْمِرُونَ لَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْجِهَادَ وَحَضَّ عَلَيْهِ .

৪৩৩২ আব্বাস ইব্ন উসমান দিমাশ্কী (র)..... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার তাঁর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছেন : আছে কি কেউ জান্নাতের জন্য কোমর বেঁধে কর্ম সম্পাদনকারী? কেননা, জান্নাতের উপমা সদৃশ কোন জিনিস নেই। কা'বার রব অর্থাৎ আল্লাহর শপথ এ (জান্নাত) তো বলমলে আলো, বিচ্ছুরিত সুগন্ধি, সুরম্য প্রাসাদ, প্রবাহমান স্রোতস্থিনী, সুমিষ্ট অসংখ্য ফলমূল, সুন্দরী-সুশী স্ত্রী, বহু অলংকারে বিভূষিত, চিরস্থায়ী স্থান, সবুজ শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ নিয়ামতে। আরও রয়েছে গগনচুম্বী নিরাপদ প্রাণস্পর্শী প্রাসাদ। তাঁরা (সাহাবারা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এই জান্নাতের জন্য কোমর বাঁধলাম। তিনি বললেন : তোমরা বল : 'ইনশাআল্লাহ'। এরপর তিনি জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন।

৪৩৩৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى ضَوْءٍ أَشَدِّ كَوْكَبِ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةٌ لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَفَلَّوْنَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلْوَةُ أَرْوَاجُهُمُ الْخُورُ الْعَيْنُ أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ أَدَمٌ سِتُّونَ ذِرَاعًا .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ .

৪৩৩৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : জান্নাতের প্রবেশকারী প্রথম দল পূর্ণিমার রাতের পূর্ণচন্দ্রের মত আলো ঝলমলে চেহারা বিশিষ্ট হবে। তাদের পরবর্তী দলের লোকেরা হবে উজ্জ্বল আকাশের স্পষ্ট তারকারাজির মত উজ্জ্বলতর। তারা (জান্নাতীরা) পেশাব করবে না, পায়খানাও করবে না, এমনকি নাকও ঝাড়বে না এবং থুথুও ফেলবে না। তাদের চিরুণী হবে সোনার তৈরি, তাদের শরীর থেকে নির্গত ঘাম হবে মিশকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত, তাদের ধূপাধার হবে সুগন্ধি বিশিষ্ট। তাদের স্ত্রীগণ হবে আয়তলোচনা হুরবালা। তাদের আখলাক হবে একই ব্যক্তির আচরণের মত, তারা তাদের পিতা আদম (আ)-এর আকৃতিতে ষাট হাত (গজ) লম্বা হবেন।

আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা), উমারা (র) থেকে ইবন ফুযায়ল (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৩৩৪ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ مَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ وَالْدُرِّ تَرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ .

৪৩৩৪ ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ ও আলী ইবন মুনিযির (র)..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : কাওসার জান্নাতের একটি ঝরণা। তার উভয় তীর স্বর্ণপাতে মোড়ানো, এর পানি প্রবাহিত হবে ইয়াকূত ও মোতির উপর দিয়ে। তার মাটি মিশক আশ্বরের চাইতেও সুগন্ধিযুক্ত। পানি মধুর চাইতে সুমিষ্টতর এবং বরফের চাইতেও ধবধবে সাদা।

৪৩৩৫ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّكِيبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَلَا يَقْطَعُهَا وَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ «وَزَلَّ مَمْدُودٌ» .

৪৩৩৫ আবু উমার দারীর (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : জান্নাত (তুবা নামক) একটি বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষের ছায়ায় ঘোড়া সাওয়ার একশত বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে কিন্তু বৃক্ষের ছায়ার সীমারেখা শেষ হবে না। অতঃপর তিনি বলেন : তোমরা চাইলে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে পার : «ظِلُّ مَمْدُودٍ» অর্থাৎ বিস্তৃত ছায়া।

৪৩৩৬ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ بْنُ أَبِي الْعَشِيرِينَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سَوْقِ الْجَنَّةِ قَالَ سَعِيدٌ أَوْفِيهَا سَوْقٌ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ فَيُؤَذَّنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشُهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتَوَضَّعَ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ وَمَنَابِرُ مِنْ لَوْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنَى عَلَى كُتُبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ مَا يُرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تَرَى رَبَّنَا قَالَ نَعَمْ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قُلْنَا لَا قَالَ كَذَلِكَ لَا تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَحَدٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَاضِرَةً حَتَّى إِنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ أَلَا تَذْكُرُ يَا فُلَانُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يُذَكِّرُهُ بَعْضُ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي فَيَقُولُ بَلَى فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِي بَلَغْتَ مَنَزِلَتَكَ هَذِهِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طَيْبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ ثُمَّ يَقُولُ قُومُوا إِلَيَّ مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخَذُّوا مَا اشْتَهَيْتُمْ قَالَ فَنَاتَى سَوْقًا قَدْ حُقَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعْ الْأَذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ قَالَ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يَبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا يُشْتَرَى وَفِي ذَلِكَ السَّوْقِ يَلْقَى أَهْلَ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيَقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنَى فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فَمَا يَنْقُضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتِمَّتْ لَهُ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا قَالَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا فَتَلْقَانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقْلُنَ مَرَحِبًا وَأَهْلًا

لَقَدْ جِئْتُمْ وَإِنَّ بِكُمْ مِنَ الْجَمَالِ وَالطَّيِّبِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتُمْ عَلَيْهِ فَتَقُولُ إِنَّا
جَلَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْقُنَانِ أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا .

৪৩৩৬ হিশাম ইবন আম্মার (র)..... সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার আবু হুরায়রা (রা) -এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন : আমি আল্লাহর দরগাহে মুনাযাত করছি, তিনি যেন আমাকেও তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্রিত করেন। সাঈদ (র) বললেন : সেখানে কি থাকবে? তিনি বললেন : হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জানিয়েছেন যে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাদের নেক আমল অনুসারে তারা সেখানে মর্যাদা লাভ করবে। এরপর তাদের পৃথিবীর দিন অনুসারে জুম'আর দিবসের পরিমাণ সময়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার (দীদার লাভের) অনুমতি দেওয়া হবে। তখন তারা মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে এবং তিনি তাদের জন্য তাঁর আরশ উন্মুক্ত করে দেবেন। এবং তিনি জান্নাতের বাগানগুলির মাঝে একটি বাগানে তাদের সামনে উদ্ভাসিত হবেন। জান্নাতীদের জন্য নূরের মিস্বারসমূহ সুসজ্জিত করে রাখা হবে, আর রাখা হবে হিরে, মোতি, পান্না, সোনা ও রূপার তৈরী আসন সমূহ। জান্নাতীদের কম মর্যাদার লোকেরা বসবে, (অথচ তাদের মানে কোন কম মর্যাদার লোক থাকবে না), কস্তুরী সুবাসিত ও কাফুর মিশ্রিত টিলার উপরে। চেয়ারে উপবিষ্ট জান্নাতীদের মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান বলে অনুভূত হবে না।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন : হাঁ। তোমরা কি সূর্য ও পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখার ব্যাপারে সন্দীহান হয়ে এর অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হও? আমরা বললাম : না। তিনি বললেন : এভাবেই তোমরা তোমাদের মহান রবকে দেখার ব্যাপারে সন্দীহান হয়ে পরস্পর জগড়ায় লিপ্ত হবে না। যে মজলিসে এমন কোন লোক অবশিষ্ট থাকবে না, যার সামনে মহান আল্লাহ উদ্ভাসিত না হবেন (অর্থাৎ সবাই তাঁকে দেখতে পাবে)। এমনকি তিনি তোমাদের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন : হে অমুক! তোমার কি মনে আছে, অমুক দিন তুমি এই-এই কাজ করেছিলে? তাকে তার দুনিয়ার জীবনে কৃত কতিপয় গুনাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। তখন সে বলবে : হে আমার রব! তুমি কি আমার (পাপরাশি) ক্ষমা করে দাওনি? তিনি বলবেন : হাঁ, তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমার ক্ষমার ব্যাপক বিস্তৃতির বদৌলতে তুমি এ মর্যাদায় সমাসীন হতে পেরেছ। তারা এ অবস্থায় থাকবে, ইত্যবসরে তাদের উপর থেকে একখন্ড মেঘ তাদের ঢেকে ফেলবে। তা থেকে এমন সুগন্ধিযুক্ত বৃষ্টি বর্ষন হবে, যে ধরনের সুরভিত সুবাস এর আগে তারা কখনো পায়নি। অতঃপর তিনি বলবেন (হে জান্নাতীরা)। তোমাদের জন্য যে ব নিয়ামত আমি তৈরী করে রেখেছি সে দিকে এসো এবং তোমরা যা ইচ্ছা কর তা গ্রহণ কর। (রাবী বলেন) তারপরে আমরা (জান্নাতীরা) ফিরিশ্তা পরিবেষ্টিত একটি বাজারে যাব। সেই বাজারে এমন সব দ্রব্য সত্তার রয়েছে যার দৃষ্টান্ত চক্ষুসমূহ কখনো দেখেনি, কান সমূহ শুনেনি, সর্বোপরি সে সম্পর্কে অন্তরে কল্পনার ও উদ্বেক হয়নি। (রাবী বলেন), আমরা যা চাইবো তাই আমাদের জন্য সরবরাহ করা হবে। এখানে কান জিনিস বেচা-কিনা হবে না। এই বাজারে সব জান্নাতীরা সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হবে। এরপর একজন উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতী এগিয়ে আসবে এবং সেন তার চাইতে অপেক্ষাকৃত কমমর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতীর সংগে সাক্ষাত করবে। (অথচ সেখানকার কেউ-ই কম মর্যাদার হবে না)। উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতী কমমর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতীর পোষাক, বিব্রত করে তুলবে। এ অবস্থা শেষ হত না

হতেই তাঁর পরিধানে যে বস্ত্র ছিল তা উন্নতমানের রূপ প্রার্থনা করবে। তা এজন্য যে, সেখানে কারো জন্য চিন্তা ভাবনায় পতিত হওয়া শোভনীয় নয়।

রাবী বলেন : এরপর আমরা নিজনিজ বাসস্থানে ফিরে যাবো এবং আমাদের সহধর্মীনিরা আমাদের সাথে মিলিত হবে। তখন তারা বলতে থাকবে : মারহাবান ওয়া আহলান্, (অর্থাৎ স্বাগতম, সাদর আমন্ত্রণ)। তুমি তো এমন অবস্থায় ফিরে এসেছো যে, তোমার সৌন্দর্য ও সুগন্ধি পূর্বের চাইতে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন আমরা বলবো : আজ আমরা আমাদের মহিমামণ্ডিত মহান রবের সান্নিধ্যে বসে ধন্য হয়ে এসছি। এ সুবাধে যতটা সৌন্দর্য ও সুরভিত হওয়া সমীচীন (ততটা হতে পেরেছি) এবং আমরা যেভাবে ফিরে এসেছি, এভাবে ফিরে আসাই আমাদের জন্য যথাযথ।

৬২২৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقِيُّ أَبُو مَرْوَانَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً ثِنْتَيْنِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَسَبْعِينَ مِنْ مِيرَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلَّا وَلَهَا قَبْلُ شَهْوَى وَلَهُ ذَكَرٌ لَا يَنْتَنِي قَالَ هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ مِنْ مِيرَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَعْنِي رَجُلًا دَخَلُوا النَّارَ فَوَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ نِسَاءَهُمْ كَمَا وَرِثَتْ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ .

৪৩৩৭ হিশাম ইবন খালিদ আযদাক আবু মারওয়ান দিমাশ্কী (র)..... আবু উমামাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আব্বাহ যাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন, তাদের প্রত্যেককেই ৭২ জন স্ত্রীর সংগে বিবাহ করিয়ে দেবেন। তন্মধ্যে দু'জন হবে আয়তলোচনা হর এবং অবশিষ্ট ৭০ জন হবে জাহান্নামীদের থেকে ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত। তাদের প্রত্যেকের লজ্জাস্থান হবে অত্যন্ত সৌষ্ঠব এবং তার পুরুষাংগ হবে অত্যন্ত সুদৃঢ় ময়বুত যা কখনো টলবে না।

হিশাম ইবন খালিদ (র) বলেন : জাহান্নামীদের থেকে স্ত্রী বুঝাতে সে সব পবিত্র নারীদের বুঝাবে, যাদের স্বামীরা জাহান্নামে নিক্ষেপ হয়েছে এবং স্ত্রীরা ঈমানদার হিসেবে জান্নাতের অধিবাসী হয়েছে, যেমন ফির'আউনের স্ত্রী আছিয়াহ (র)। (ফির'আউন জাহান্নামী আর আছিয়াহ (র) জান্নাতী। কেননা সে ঈমানদার ছিল)

৬২২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعْدَانُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا أَبِي عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِئْتُهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهَى .

৪৩৩৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তি যখন জান্নাতে সম্ভান-সন্ততি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, তখন তাঁর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তার গর্ভধারণ ও গর্ভ খালাস এক মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

৪৩৩৯ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقَالُ لَهُ أَذْهَبَ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَتْ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَتْ فَيَقُولُ اللَّهُ أَذْهَبَ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَتْ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَتْ فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَذْهَبَ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَتْ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّهَا مَلَأَتْ فَيَقُولُ اللَّهُ أَذْهَبَ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِي أَوْ أَتُضْحِكُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يُقَالُ هَذَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.

৪৩৪০ উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি জাহান্নাম হতে (নির্ধারিত শাস্তিভোগের পর) সব শেষে বেরিয়ে আসবে এবং সবার শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আমি তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর তার মনে হবে, জান্নাত তো পরিপূর্ণ। সে ফিরে আসবে এবং বলবে : হে আমার রব। জান্নাত তো পরিপূর্ণ। এভাবে তিনবার জান্নাতী যাবে ও ফিরে এসে একই কথা বলবে তখন আল্লাহ বলবেনঃ তুমি যাও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য রয়েছে দুনিয়া এবং দশ দুনিয়া সমান আমার রব)। আপনি কি আমার সাথে উপহাস করেছেন? (অথবা যে বলবে : আপনি কি আমার সাথে হাসি-তামাশা করছেন? অথচ আপনি তো শাহানশাহ। রবী বলেন : আমি দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ হাঁসলেন, এমন কি তাঁর মাড়ির দাঁত মুবারক প্রকাশ পেল। আর বলা হলো : এ ব্যক্তিই হবে মর্যাদার দিক দিয়ে জান্নাতীদের মাঝে নিম্নতম।

৪৩৪১ حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ ادْخُلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ النَّارُ اللَّهُمَّ اجِرْهُ مِنَ النَّارِ.

৪৩৪০ হান্নাদ ইবন সারী (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তিনবার জান্নাত চায়, জান্নাত তার জন্য বলে : হে আল্লাহ। আপনি এক জান্নাতে দাখিল করুন। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পানাহ চায়, জাহান্নাম বলে : اللهم اجره من النار হে আল্লাহ। একে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।

৪৩৪১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَآحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ».

৪৩৪১ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আহমাদ ইবন সিনান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দু'টো মনখিল (ঠিকানা) রয়েছে - একটি ঠিকানা জান্নাতে এবং অপরটি জাহান্নামে। তাই যখন কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে তার ঠিকানাটি জান্নাতীরা ওয়ারিশ সূত্রে লাভ করবে। আর এ হলো মহান আল্লাহর বাণী :

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ

“তারা, তারাই হবে ওয়ারিশ।”

وَهَذَا آخِرُ سُنَنِ الْأِمَامِ الْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَاجَةَ الْقَزْوِينِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

॥ তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

To Download various Bangla Islamic Books,
Please Visit <http://IslamiBoi.Wordpress.com>



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ